শ্রীতত্ত্ব সন্দর্ভঃ

শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ
শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ষট্‌সন্দর্ভাত্মক

শ্রীশ্রীভাগবত-সন্দর্ভে

প্রথমঃ

শ্রীশ্রীতত্ত্ব-সন্দর্ভঃ

শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিতঃ

'সর্ব্বসম্বাদিনী' তথা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃতা টীকা সহিতশ্চ

পরিব্রাজকাচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্‌ ভক্তিপ্রমোদ পুরী

গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিতঃ

সম্পূজকঃ

নবদ্বীপস্থ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াধ্যাপক—

প্রাক্তন অধ্যক্ষ

শ্রীকানাইলাল পঞ্চতীর্থ কৃতা

"গৌরভক্তবিনোদিনী" ব্যাখ্যা সম্বলিতঃ

পণ্ডিত শ্রীমান্‌ গিরিধারীলাল গোস্বামী শাস্ত্রী

পরিদৃষ্টশ্চ।

প্রথম প্রকাশ ঃ— শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের আবির্ভাব শতবর্ষ

শ্রীগৌরাব্দ ৫১২, বঙ্গাব্দ ১৪০৫, খৃষ্টাব্দ ১৯৯৮

আশ্বিনী শুক্লা চতুর্থী

প্রকাশক – ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু ভক্তিবিবুধ বোধায়ন মহারাজ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর
নদীয়া, পিন-৭৪১৩১৩
ফোন ঃ (০৩৪৭২) ৪৫৩০৭

২। চক্রতীর্থ রোড, পুরী (উড়িষ্যা) পিন-৩৫২০০২
ফোন ঃ (০৬৭৫২) ২৫৬৯০

৩। প্রাচীন দাউজী মন্দির, গোপেশ্বর রোড,
বৃন্দাবন, মথুরা, পিন-২৮১১২১
ফোন ঃ (০৫৬৫) ৪৪৪১৮৫

৪। শ্রীমা পল্লী (গোয়ালপাড়া রোড)
পোঃ পর্ণশ্রী (বেহালা)
কলিকাতা-৬০ (পঃ বঃ)
ফোন ঃ (০৩৩) ৪৬৮২২৭২

৫। শ্রীগুরু করুণা নিকেতন
আমপুলিয়া পাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া
ফোন ঃ ৪০-২৬০

মুদ্রণে ঃ – শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস, নবদ্বীপ ও পোড়ামা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, চরস্বরূপগঞ্জ।

শ্রীচৈতন্য মঠ ও বিশ্বব্যাপী গৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী

ঠাকুরের চরণাশ্রিত

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ মূল শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের

প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ

১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পূরী গোস্বামী

মহারাজের শততম বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে

এই শ্রীগ্রন্থ তাঁহার শ্রীকরকমলে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণান্তে

ভক্ত সমাজে অনুশীলনীয়

হউক !!

নম্র-নিবেদন
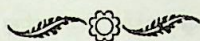
"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥
দুই ভাই জগতের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড়—ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তি-রস-পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া 'ভক্তিরস'।
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হন বশ॥"

—(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)

আমরা কলিযুগের প্রজা। এই যুগের প্রজাগণ বাসনাজালে আবদ্ধ হইয়া সংসারে ভ্রমণশীল, অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে মায়ার বিক্ষেপিকা-শক্তির আকর্ষণে জীব যখন সচ্চিদানন্দঘন শ্রীহরি হইতে দূরে—অতি দূরে সরিয়া যায়, তখন তাহার হৃদয়ের সাত্ত্বিক ভাবসকলও রাজস-তামসভাবে অভিভূত হইয়া যায়—তখনই সেই মুগ্ধ জীব এই সংসারের শোক তাপে দুঃখে বিষাদে একান্ত অধীর হইয়া উঠে। প্রাণের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠে। ইতস্ততঃ অন্বেষণ করে—আমি কোথায় গেলে প্রাণ জুড়াইতে পারি। যদি জিজ্ঞাসা করি—তোমার কি চাই? উত্তরে—চাই সুখ—চাই শান্তি। এই সুখের জন্য লোক কি না করে। স্ত্রী-পুত্র-ধন-জন যাহা কিছু সবই আত্ম-সুখের জন্য—আত্মপ্রসাদের জন্য। কিন্তু এইসব পার্থিব জিনিষের মধ্যে অনুভব কর—ক্ষণিক সুখ পাইবে। পর মুহূর্তেই বিষদৃষ্টি করিয়া বলিবে দূর হউক্, এতেও সুখ নাই—আরো কিছু চাই ইত্যাদি। প্রকৃত কথা—সকল বস্তুর ভিতর দিয়া একমাত্র সুখ অন্বেষণ করাই জীবের স্বভাব। ইহাকেই বেদান্তদর্শন—'আনন্দ' বলে—ইহাই আত্যন্তিক দুঃখ নাশ।

জীবমাত্রেই সুখাভিলাষী – আনন্দ না হইলে লোক বাঁচিতে পারে না। শ্রুতি বলেন – 'আনন্দো ব্রহ্ম' ইতি ব্যজানাৎ। আনন্দাৎ হ্যি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ইত্যাদি। বস্তুতঃ জীবের এমন একটি আনন্দময় অবস্থা আছে, যাহা লাভ করিলে জীবকে আর কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সংসারে জন্ম মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়না। তাহার কোন অভাববোধই থাকে না। বাসনার নিবৃত্তি ও চিত্তপ্রসাদ হইলেই আনন্দ স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে।

এই আনন্দ কোথায় পাওয়া যায়? – উত্তর – যিনি সচ্চিদানন্দঘনমূর্তি – যাঁহা হইতে নিরতিশয় আনন্দ উচ্ছলিত হইতেছে – যাঁহার আনন্দ সমুদ্রের সামান্যতম ক্ষুদ্র পরমাণু গ্রহণ করিয়া, যাঁহার আনন্দরাশির অতিক্ষুদ্র নগণ্য প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া জীব পার্থিব বস্তুকে সুখময় দেখিতেছে – 'আনন্দ' তাঁহারই নিকট পাওয়া যায় – অখিল রসামৃত মূর্তি শ্রীহরি আনন্দময়। তাঁহার কৃপাকণা প্রাপ্তির উপায় – সাধন। "সাধ্যবস্তু সাধন বিনা কভু নাহি পায়॥"

এই সাধন জানিতে হইলে তিনটি বিষয়ের অভিজ্ঞতা চাই – সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। উপাস্যদেব – 'সম্বন্ধ'। 'অভিধেয়' প্রয়োজন প্রাপ্তির উপায় – নামান্তর সাধন। প্রয়োজন – যাহা চাই – প্রেম বা ভূমানন্দ। ভক্তের ভক্তিই হইতেছে – পরমপুরুষার্থ প্রেমলাভের উপায় — শ্রীনামসংকীর্ত্তন — পরম উপায়॥ "নামসংকীর্তন কলৌ পরম উপায়॥"

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন – এই তিন তত্ত্ব বিনিশ্চয় করিয়া ভক্তকে অগ্রসর হইতে হয়। **যুগানুবর্ত্তী ভজনই শ্রীমদ্‌ভাগবতের লক্ষ্য** — নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ভাঃ ১১॥

সামান্যার্থ – শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক, গৌরকান্তিবিশিষ্ট, অঙ্গ – শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য, উপাঙ্গ – শ্রীবাসাদি, অস্ত্র – শ্রীনাম। পার্ষদ – শ্রীগদাধর, স্বরূপদামোদরাদি সহ অবতীর্ণ শ্রীভগবানকে সুবুদ্ধিমান্ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ শ্রীসংকীর্তন প্রধান যজ্ঞ দ্বারা অর্চনা করেন।

চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে॥
চৈতন্য গোসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥
কলিযুগের ধর্ম্ম হয় শ্রীনামসংকীর্ত্তন।
তথি লাগি অবতীর্ণ গৌর-ভগবান্॥
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥

"অথ শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ-নামানং গ্রন্থমারভমানো মহাভাগবত—কোটি-বহিরন্তর্দৃষ্টি নিষ্টঙ্কিতভগবদ্ভাবং"—ইত্যাদি সর্ব্বসংবাদিনী।

অস্যার্থঃ—কোটি কোটি মহাভাগবত বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যাঁহার ভগবত্তা বিষয়ে বিনিশ্চয় করিয়াছেন, ভগবত্তাই যাঁহার নিজস্বরূপ, যে পরম ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম অবলম্বন করিয়া অন্যত্র দুর্ল্লভ সহস্র সহস্র প্রেমামৃত প্রবাহ নিজ অবতার প্রকটনে প্রচারিত হইয়াছে। যিনি নিজ সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ের অধিদেবতা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক শ্রীভগবানকেই শ্রীমদ্-ভাগবতশাস্ত্র এই কলিযুগে বৈষ্ণবগণের একমাত্র উপাস্য বলিয়া নির্ণীত করিয়াছেন এবং তদর্থবিশিষ্ট কয়েকটি পদ্যে তাঁহার স্তুতিও করিয়াছেন। অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্বসীমা॥

সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেই ত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥
—ইহাই ষট্সন্দর্ভের চাবিকাঠি॥ ইতিশম্॥

—ঃঃ—

শ্রীশ্রীতত্ত্ব-সন্দর্ভ-সূচী

বিষয় — পত্রাঙ্ক

দ্বিতীয় ভাগ প্রমেয় প্রকরণ

বিষয়			পত্রাঙ্ক

বিষয় পত্রাঙ্ক

—:০:—

শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু

শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য

"শ্রীচৈতন্যদেবকে 'মহাপ্রভু' বলিয়া সকলে জানেন। মহাপ্রভুর প্রেম-ভাজন গৌরবপাত্র শ্রীনিত্যানন্দকে ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে 'প্রভু' বলিয়া সকলেই জানেন। শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় ত্যক্তগৃহ প্রেমিক কবিগণ 'গোস্বামী' বলিয়া অভিহিত হন। শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণের সংখ্যা অনেক হইলেও ছয়-জনের কথা সর্ব্বত্র গীত হয়। ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীশ্রীজীবপ্রভু। তিনি শ্রীরূপের অনুগ বলিয়া স্বীয় পরিচয়-প্রদানে উন্মুখ। শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভু শ্রীজীবের পরমগুরুদেব, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তাঁহার উপাস্য। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র গৌড়ীয়গণের নির্ম্মল দর্শনে সাক্ষাৎ অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন। শ্রীজীব বৃহদ্ব্রতী অর্থাৎ আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর লীলাপ্রকটকারী। চিরজীবন চিদ্বিলাস-সরস্বতীর সহিত তাঁহার বাস। তিনি গৌড়ীয়বৈষ্ণবা-চার্য্য-শিরোমণি।"

২। শ্রীজীবগোস্বামীর অপার করুণা-বলেই আজ শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত কৃষ্ণ-প্রেমস্বরূপ শ্রীরূপানুগ-ভক্তিধর্ম্ম জগতে সকল জীবের অনন্ত কল্যাণ প্রদান করিতেছেন। শ্রীজীবপ্রভু বাঙ্গালা ভাষায় কোন গ্রন্থ লেখেন নাই; তাঁহার 'ষট্‌সন্দর্ভ'-নামক গ্রন্থ হইতেই শ্রীরূপানুগবর পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া ভক্তিধর্ম্মে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগগণের মূলগুরু শ্রীল শ্রীজীব ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুদ্বয়। রুচি-প্রধান-মার্গের আচার্য্য-স্বরূপ হইয়া প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজনমার্গের সুগমপথে সুকৃত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন। অজাতরুচিগণের মঙ্গলের জন্য কৃপাময় অপ্রাকৃত রসিকশেখর শ্রীজীবপাদ ঐ বৈধমার্গীয় ব্যবহার দ্বারা সম্প্রদায়-বৈভব সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং নিজ-গুরুদেবের অপ্রাকৃত মহত্ত্বের অধিষ্ঠানে কাহারও যাহাতে সন্দেহোৎপত্তি না হয়, তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন।"

বংশ পরিচয়

শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপপ্রভু অত্যন্ত দৈন্যবশতঃ আপনাদিগকে 'নীচবংশজাত', 'নীচ-জাতি', 'নীচ-সঙ্গী' প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন *। স্থূলবুদ্ধি পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ জগদ্গুরুগণের এই দৈন্যলীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যেরূপ 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে, তদ্রূপ নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবৎপার্ষদ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুকেও নীচকুলোদ্ভূত বা নীচজাতি মনে করিয়া অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু যদি কৃপা করিয়া স্বলেখনীর মধ্যে তাঁহার পূর্ব্ব-গুরুবর্গের ও বংশের প্রকৃত পরিচয় প্রদান না করিতেন, তবে জীব এই অপরাধ-পঙ্কেই নিমজ্জিত থাকিত। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের স্বকৃত 'লঘু-তোষণী'-টীকার উপসংহারে স্বীয় বংশ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

উদ্যচ্চারু পদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃতস্রাবিণী
জিহ্বা-কল্পলতা ত্রয়ীমধুকরী ভূয়োদরীনৃত্যতে।
রেজে রাজসভা-সভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমীপতিঃ।
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ-জগদ্গুরুর্ভুবি ভরদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ ॥ ১

কর্ণাটদেশাধিপতি শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরু পৃথিবীর মধ্যে একজন বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার প্রচুরোৎকৃষ্ট-শব্দ-বিন্যাসময়ী, অমৃতনিঃস্যন্দিনী, বেদত্রয়রূপকল্পলতার মধুকরীতুল্যা জিহ্বা নিরন্তর নৃত্য করিত। তিনি রাজমণ্ডলীর পূজাপাত্র ও ভরদ্বাজ-গোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন ॥ ১

---

* সনাতন কহে —"নীচ-বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত,—আমার কুলধর্ম্ম ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ ৩। ৪।২৮)

নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ ২। ১।১৮৯)

পূর্ব্বপরিচয়

পুত্রস্তস্য নৃপস্য কশ্যপতুলামারোহতো রোহিণী-
কান্তস্পর্দ্ধিযশোভরঃ সুরপতেস্তুল্যপ্রভাবোঽভবৎ।
সর্ব্বক্ষ্মাপতিপূজিতোঽখিলযজুর্ব্বেদৈকবিশ্রামভূ-
র্লক্ষ্মীবাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ জগ্মিবান্ ॥ ২

মহিষ্যোর্ভূপস্য প্রথিতযশসস্তস্য তনয়ৌ
প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বর-হরিহরাখ্যৌ গুণনিধী।
তয়োরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতরভাবং বহুবিধে
জগামান্যঃ শস্ত্রে নিজনিজগুণপ্রেরিততয়া ॥ ৩

বিভজ্য স্বং রাজ্যং মধুরিপুপুরপ্রস্থিতিদিনে
পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বর-হরিহরাভ্যাং কিল দদৌ।
নিজজ্যেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কনিষ্ঠো হরিহরঃ
স্বরাজ্যাদার্যাণাং কুলতিলকমভ্রংশয়দসৌ ॥ ৪

কশ্যপোপম সেই নৃপতির এক পরম শ্রীসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যশোরাশি চন্দ্রকে স্পর্দ্ধা করিত। তাঁহার প্রভাব ছিল ইন্দ্রের ন্যায়। সমস্ত রাজবৃন্দ তাঁহাকে পূজা করিতেন। তিনি সমগ্র যজুর্ব্বেদের অদ্বিতীয় আশ্রয়স্থল অর্থাৎ উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি পৃথিবীতে 'শ্রীঅনিরুদ্ধদেব'-নামে বিখ্যাত ছিলেন ॥ ২ সেই প্রথিতযশা নৃপতির মহিষীদ্বয় হইতে 'রূপেশ্বর' ও 'হরিহর' নামে দুইটি গুণনিধি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজ নিজ স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে প্রথমটি বহুবিধ শাস্ত্র এবং অপরটি শস্ত্রবিদ্যায় প্রবল প্রতিপত্তি লাভ করিলেন ॥ ৩ বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তিদিনে পিতা (অনিরুদ্ধদেব) নিজরাজ্য বিভাগ করিয়া সেই রূপেশ্বর ও হরিহরকে যথাযোগ্যরূপে প্রদান করিলেন। পিতার স্বধাম-প্রাপ্তির পর কনিষ্ঠ হরিহর পূজ্য ব্যক্তিগণের ভূষণস্বরূপ স্বীয় অগ্রজ রূপেশ্বরকে স্বরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৪ শ্রীরূপেশ্বরদেব এই প্রকারে শত্রু-

শ্রীরূপেশ্বরদেব এবমরিভির্নির্ধূতরাজ্যঃ ক্রমা-
দষ্টাভিস্তুরগৈঃ সমং দয়িতয়া পৌরস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্য বিষয়ে সখ্যুঃ সুখং সংবসন্
ধন্যঃ পুত্রমজীজনদ্গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধম্॥ ৫

যজুর্ব্বেদঃ সাঙ্গো বিততিরপি সর্ব্বোপনিষদাং
রসজ্ঞায়াং যস্য স্ফুটমঘটয়ত্তাণ্ডবকলাম্।
জগন্নাথপ্রেমোল্লসিতহৃদয়ঃ কর্ণপদবীং
ন যাতঃ কেষাং বা স কিল নৃপরূপেশ্বরসুতঃ॥ ৬

বিহায় গুণিশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং
স্ফুরৎসুরতরঙ্গিণীতটনিবাসপর্য্যুৎসুকঃ।
ততো দনুজমর্দ্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রমা-
দুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী॥ ৭

মূর্ত্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজতস্তত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ
কন্যাষ্টাদশকেন সার্দ্ধমভবন্নেতস্য পঞ্চাত্মজাঃ।

কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া ভার্য্যার সহিত অষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া পৌরস্ত্যদেশে গমন করিলেন। সেইখানে শ্রীরূপেশ্বরদেব সখা শিখরেশ্বরের রাজ্যে সুখে বাস করিয়া ধন্য হইলেন এবং 'শ্রীপদ্মনাভ'-নামে এক গুণসাগর পুত্র উৎপাদন করিলেন॥ ৫ যাঁহার জিহ্বায় অঙ্গসহিত যজুর্বেদ ও সকল উপনিষদের বিস্তৃতিশাস্ত্র স্পষ্টরূপে নৃত্যবিলাস করিত. সেই জগন্নাথ-প্রেমে বিগলিত ও উৎফুল্লহৃদয় রাজা শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র শ্রীপদ্মনাভদেবের কথা কাহার না কর্ণপথে প্রবেশ করিয়াছে॥ ৬ সেই গুণশেখর যশস্বী শ্রীপদ্মনাভদেব শিখরদেশবাসস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া শোভাময়ী জাহ্নবীতটে বাস করিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রাজা দনুজমর্দ্দন-কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া ক্রমে নবহট্টে বাস করিয়াছিলেন॥ ৭॥
সেই নবহট্টে থাকিয়া তিনি যাগ-যজ্ঞোৎসবাদি দ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীবিগ্রহ পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচজন পুত্র জন্মিয়াছিলেন।

তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো
ধীরঃ শ্রীল-মুরারিরুত্তমগুণঃ শ্রীমান্ মুকুন্দঃ কৃতী ॥ ৮

জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
কশ্চিদ্দ্রোহমবাপ্য সৎকুলজনির্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণপ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে
যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চ্চিতম্ ॥ ৯

আদিঃ শ্রীল-সনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ
শ্রীমদ্বল্লভনামধেয়বলিতো নির্বিদ্য যে রাজ্যতঃ।
আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ
সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহরপ্রেমাখ্যভক্তিশ্রিয়ে ॥ ১০

যঃ সর্ব্বাবরজঃ পিতা মম স তু শ্রীরামমাসেদিবান্
গঙ্গায়াং দ্রুতমগ্রজৌ পুনরমু বৃন্দাবনং সঙ্গতৌ।

পুত্রগণের মধ্যে পুরুষোত্তম ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। তৎপরে জগন্নাথ ছিলেন দ্বিতীয়। নারায়ণ ছিলেন ধীরস্বভাবের। তদনন্তর উত্তমগুণযুক্ত শ্রীযুক্ত মুরারি জন্মিলেন। সর্বকনিষ্ঠ যশস্বী শ্রীযুক্ত মুকুন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।।৮ নবহট্টে শ্রীমুকুন্দদেবের 'শ্রীমান্ কুমারদেব'-নামক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। সদ্বংশজাত সেই কুমারদেব তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণবশতঃ বঙ্গ-দেশস্থ আবাসস্থানে গমন করিলেন। কুমারদেবের পুত্রগণের মধ্যে তিনটী পরমপূজ্য বৈষ্ণবগণের প্রিয়তম হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিজকুলকে ইহ-লোকে ও পরলোকে বিশেষরূপে সর্বজনপূজিত করিয়াছিলেন॥ ৯ 'শ্রীল সনাতন' ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তাঁহার অনুজের নাম 'শ্রীরূপ'। আবার তাঁহার (শ্রীরূপের) অনুজের নাম 'শ্রীমদ্ বল্লভ'। ইঁহারা তিনজন বৈরাগ্যহেতু রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন এবং তৎপর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হইতে অতিশয় কৃপা লাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-নাম্নী ভক্তিলক্ষ্মীকে লাভ করিবার নিমিত্ত ভক্তিসাম্রাজ্যের উপাসনা করিয়াছিলেন। ১০

যিনি ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ, তিনি ছিলেন আমার পিতা; কিন্তু তিনি গঙ্গাতীরে শ্রীরামচন্দ্রের ধাম লাভ করেন। তৎপরে সেই অগ্রজদ্বয় দ্রুত

যাভ্যাং মাথুরগুপ্তভীর্থনিবহো ব্যক্তীকৃতো ভক্তির-
প্যুচ্চৈঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনগতা সর্ব্বত্র সম্বর্দ্ধিতা ॥ ১১

মন্মিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা-
কৃষ্ণপ্রেম-মহার্ণবোর্ম্মিনিবহে ঘূর্ণন্ সদা দীব্যতি।
দৃষ্টান্ত-প্রকর-প্রভাভরমতীত্যৈবানয়োর্ভ্রাজতো-
র্যস্তুল্যত্বপদং মতস্ত্রিভুবনে সাশ্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ ॥ ১২

গোপালবালকব্যাজাদ্যয়োঃ সাক্ষাদ্বভূব হ।
সাক্ষাচ্ছ্রীযুতগোপালঃ ক্ষীরাহরণলীলয়া ॥ ১৩

তয়োরনুজস্পষ্টৈযু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা ॥ ১৪

স্তবাশ্চোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাদ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৫
বিদগ্ধললিতাগ্রাখ্যমাধবং নাটকদ্বয়ম্।
ভাণিকা-দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ ॥ ১৬

শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তাঁহারা মথুরামণ্ডলের গুপ্ততীর্থসমূহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদিগকর্ত্তৃকই শ্রীকৃষ্ণভক্তিও সর্ব্বত্র বিশেষভাবে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ১১ শ্রীলরঘুনাথদাস-নামক মহাজন তাঁহাদের মিত্র বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সর্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেম-মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-রাশিতে সন্তরণ করত ক্রীড়া করিতেন। যাবতীয় উপমার প্রভা-রাশিকে ম্লান করিয়া শোভাযুক্ত যে রূপসনাতন, ত্রিভুবনে সজ্জনশ্রেষ্ঠগণ সবিস্ময়ে শ্রীরঘুনাথকে তাঁহাদের তুল্য তত্ত্ব বলিয়া পূজা করিতেন॥ ১২ সাক্ষাৎ শ্রীযুক্ত গোপাল গোপ-বালকচ্ছলে ক্ষীরপ্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিলেন ॥ ১৩ তাঁহাদের মধ্যে অনুজ অর্থাৎ শ্রীল রূপগোস্বামীকর্ত্তৃক লিখিত গ্রন্থরাজির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ; যথা, 'শ্রীহংসদূতকাব্য,' 'শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশ,' 'ছন্দোঽষ্টাদশক'। তদ্ব্যতীত তাঁহার 'স্তবমালা,' 'গোবিন্দবিরুদাবলী', 'প্রেমেন্দুসাগরা'দি বহু সুপ্রসিদ্ধ

মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ॥ ১৭

অথাগ্রজকৃতেষ্বগ্র্যং শ্রীল-ভাগবতামৃতম্।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্প্রদর্শিনী॥ ১৮
লীলাস্তবষ্টিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী।
যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া॥ ১৯

অবুদ্ধ্যা বুদ্ধ্যা বা যদিহ ময়কাহলেখি সহসা
তথা যদ্বাচ্ছেদি দ্বয়মপি সহেরন্ পরমমী।
অহো কিন্বা যদ্যন্মনসি মম বিস্ফোরিতমভূ-
দমীভিস্তন্মাত্রং যদি বলমলং শঙ্কিতকুলৈঃ॥ ২০

—ঃঃ—

গ্রন্থ আছে। ঐ সকল ব্যতীত 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধমাধব'-নামে নাটকদ্বয়, 'দানকেলি'নাটিকা, 'রসামৃতযুগল,' মথুরামহিমা,' 'নাটকচন্দ্রিকা' ও 'সংক্ষিপ্ত শ্রীভাগবতামৃত' প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থ॥ ১৭ তদ্রূপ অগ্রজ শ্রীসনাতন-লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'শ্রীভাগবতামৃত,' তৎপরে 'দিক্-প্রদর্শিনী'-টীকার সহিত হরিভক্তিবিলাস, তৎপরে লীলাস্তব, অনন্তর এই দশমটিপ্পনী 'বৈষ্ণবতোষণী' তদাজ্ঞায় (আমি) ক্ষুদ্রজীব হইলেও মৎকর্ত্তৃক সংক্ষিপ্তীকৃত হইল। আমি সত্বরতার স'হত এই গ্রন্থে বুদ্ধিপূর্ব্বক বা অবুদ্ধিপূর্ব্বক যাহা লিখিয়াছি এবং তাঁহাদের ব্যাখ্যা যেখানে যেখানে পরিত্যাগ করিয়াছি, শ্রীল সনাতনপ্রভু তদ্ভয়ই বিশেষভাবে মার্জ্জনা করিবেন। অহো! তিনি যেমন আমার চিত্তে প্রেরণাদান করিয়াছেন, যদি আমি তাহাই মাত্র লিখিয়া থাকি এবং কেবল-মাত্র তাহাই যদি আমার ভরসা হয়' তবে ভীত-জনগণকে ভয় করিবার আমার প্রয়োজন নাই॥ ২০

— ০ —

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর প্রদত্ত উপরি-উক্ত আত্ম-বংশপরিচয়-বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ঊর্দ্ধতন পুরুষের নাম 'শ্রীসর্ব্বজ্ঞ'। কর্ণাট-দেশীয় বিপ্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বপূজ্য ছিলেন বলিয়া তিনি 'জগদ্‌গুরু' নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি সেই দেশের রাজা ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ এবং অলৌকিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও গুণাবলীতে বিভূষিত থাকায় বহুদেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সর্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুর পুত্র 'শ্রীঅনিরুদ্ধ'। ইনিও যজুর্ব্বেদে অসামান্য সুপণ্ডিত ও জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী ও দুই পুত্র ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম 'শ্রীরূপেশ্বর' ও 'শ্রীহরিহর'। ইহাদের মধ্যে প্রথমজন শাস্ত্রে ও দ্বিতীয়জন শস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। হরিহর রূপেশ্বরের রাজ্য আত্মসাৎ করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া আটটি ঘোটক ও স্বীয় ভার্য্যাসহ পৌরস্ত্য-দেশে আগমন করিয়া তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বরেশ্বরের সহিত সখ্যস্থাপনপূর্বক তথায় বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্রের নাম 'শ্রীপদ্মনাভ'। পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটী-গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পদ্মনাভের আঠার জন কন্যা ও পাঁচজন পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম 'শ্রীমুকুন্দ'। ইঁহার পুত্র 'শ্রীকুমারদেব'। নৈহাটীতে ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে সদাচারনিষ্ঠ কুমারদেব বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করেন। নৈহাটী ও বাক্‌লার মধ্যদেশে তদানীন্তন যশোহর-প্রদেশের অন্তর্গত ফতেয়াবাদেও তিনি এক বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীকুমারদেবের অন্যান্য পুত্রগণের মধ্যে 'শ্রীসনাতন', 'শ্রীরূপ' ও 'শ্রীবল্লভ'— এই তিন জনই বিশ্ববৈষ্ণবের প্রাণস্বরূপ। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রীসনাতন জ্যেষ্ঠ ও শ্রীবল্লভ কনিষ্ঠ। শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীবল্লভের একমাত্র পুত্র। শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে আবির্ভূত হন। এইরূপ উক্ত হয় যে, কুমারদেবের স্বধাম-প্রাপ্তির পর শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ গৌড়-রাজধানীর নিকটে সাকুর্মা-নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুলগৃহে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে পূর্ব্বোক্ত দুইজন গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের মন্ত্রীত্ব স্বীকারপূর্ব্বক 'সাকর মল্লিক,' 'দবির খাস' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

আবির্ভাব-কাল

শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাব-কাল-সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত মীমাংসা পাওয়া যায় নাই। তবে বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবের কয়েকটি তারিখ পাওয়া গিয়োছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'ছয় গোস্বামীর সম্বন্ধে অব্দ-নির্ণয়' শীর্ষক বিবরণে লিখিয়াছেন,— আমরা কোন বৈষ্ণবের দপ্তর অন্বেষণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত অব্দগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

ইহার মধ্যে কতকগুলি নিঃসন্দেহ বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি অব্দ-সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হয়।" শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাবের অব্দ উদ্ধার করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজমন্তব্যে লিখিয়াছেন যে,—"এইমতে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা সঙ্গত বোধ হয় না।"

শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরের পণ্ডিতবর স্বধামগত শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব-গোস্বামী মহোদয়ের সংগৃহীত ও প্রাচীন পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত বিবরণ এইরূপ,—

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর প্রাকট্য—১৪৩৩ বা ১৪৩৫ শকাব্দ। গৃহে স্থিতি—২০ বর্ষ। কাশীতে অধ্যয়ন - ১০ বর্ষ। ব্রজবাস—৭৫ বর্ষ। প্রকটস্থিতি—১০৫ বর্ষ। অপ্রকট—১৫৪০ শকাব্দ পৌষী শুক্লা তৃতীয়া।

শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রাপ্ত বিবরণ একই প্রকার দৃষ্ট হয়। কেবল হয় ত' 'পৌষী শুক্লা তৃতীয়া' এই স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ বা লিপিকর প্রমাদবশতঃ 'তিরোভাব'-স্থানে 'আবির্ভাব' হইয়াছে। 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' উল্লিখিত আছে,—যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপসনাতনকে অঙ্গীকার করিবার জন্য শ্রীরামকেলিগ্রামে গমন করেন ১৪৩৬ শকে। তখন শিশুবুদ্ধি শ্রীজীব গোস্বামী-প্রভু গোপনে গোপনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীবপ্রভু শৈশবকালে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট শ্রীরামকেলি গ্রামেই অবস্থান করিতেন।

শ্রীজীবাদি সাঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল।
অতি প্রাচীনের মুখে এসব শুনিল॥

(শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ ৬৩৮)

—::—

শ্রীঅনুপম-চরিত

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভুর শ্রীমুখে আমরা শ্রীঅনুপমের চরিত এইরূপ শুনিতে পাই,—

সেই অনুপম-ভাই শিশুকাল হৈতে। রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে॥

রাত্রিদিনে রঘুনাথের 'নাম' আর 'ধ্যান'। রামায়ণ নিরবধি শুনে, করে গান॥

আমি আর রূপ—তার জ্যেষ্ঠ সহোদর। আমা-দোঁহা-সঙ্গে তেহ রহে নিরন্তর॥

আমা-সবা সঙ্গে কৃষ্ণকথা, ভাগবত শুনে। তাহার পরীক্ষা কৈল আমি দুইজনে॥

"শুনহ, বল্লভ, কৃষ্ণ—পরম মধুর। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রেম, বিলাস—প্রচুর॥

কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা-দুঁহার সঙ্গে। তিন ভাই একত্র রহিমু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥"

এইমত বারবার কহি দুইজন। আমা-দুঁহার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন॥

"তোমা-দুঁহার আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিমু? দীক্ষামন্ত্র দেহ, কৃষ্ণভজন করিমু॥"

এত কহি' রাত্রিকালে করেন চিন্তন। কেমনে ছাড়িমু রঘুনাথের চরণ!
সব রাত্রি ক্রন্দন করি' কৈল জাগরণ। প্রাতঃকালে আমা-দুঁহায় কৈল নিবেদন॥

রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা। কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা॥

কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ দুইজন। জন্মে জন্মে সেবো রঘুনাথের চরণ॥

রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়। ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি' যায়॥'
তবে আমি-দুঁহে তারে আলিঙ্গন কৈলুঁ। 'সাধু, দৃঢ়ভক্তি তোমার' কহি' প্রশংসিলুঁ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৩০-৪৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-সময় রামকেলিতে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীঅনুপম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম-দর্শন লাভ করেন। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করিবার লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণোদ্দেশে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার কালে শ্রীঅনুপম শ্রীরূপের সঙ্গী হন। শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম উভয়েই প্রয়াগে আগমন করিয়া তথায় কোন দাক্ষিণাত্য-বিপ্রের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে তাঁহার আদেশে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম উভয়েই শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। সেই সময় সুবুদ্ধি রায় মথুয়া-নগরীতে শুষ্ককাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া তদ্দারা নিজের ও অন্যান্য বৈষ্ণবের পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। তিনি শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশবন পরিভ্রমণ করেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম একমাসকাল অবস্থান করিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর অনুসন্ধানার্থ গঙ্গাতীর-পথে গৌড়দেশে যাত্রা করেন। ১৪৩৭ শকে গৌড়দেশে অনুপমের গঙ্গাতীরে প্রাপ্তির পর শ্রীরামচন্দ্রের ধাম লাভ হয়। তথায় বৈষয়িক ব্যবস্থা সমাধান-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশমতে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন।

শ্রীজীবের বৈরাগ্য

বাল্যকাল হইতেই শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরাগী ছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী, অতিমর্ত্ত্য গুণগরিমা-দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। শ্রীশ্রীরূপসনাতনের শ্রীব্রজবাসলীলা ও শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটলীলার পর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর হৃদয় অত্যন্ত বিরহ-বিধুর হইয়া উঠে। তিনি শ্রীরূপসনাতন ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মচিন্তায়—দিবারাত্র প্রেমাশ্রু-সিন্ধুতে ভাসিতে থাকেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনামকীর্ত্তনে শ্রীজীবপ্রভু ক্রন্দন করিতে করিতে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়েন। রাত্রিশেষে স্বপ্নযোগে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজীবপ্রভুকে দর্শন দান করেন। শ্রীজীবকে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের

চরণে সমর্পণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীশ্রীজীবকে বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীজীবের সর্ব্বস্ব হউক। শ্রীজীবপ্রভু বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতেয়াবাদ হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে আগমন করেন এবং নিত্যানন্দের অনুগমনে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করেন।

অধ্যয়ন-লীলা

ইহার পর শ্রীজীব কাশীতে গমন পূর্বক শ্রীসার্বভৌমছাত্র শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুকাল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নীলাচলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট যে সকল চিদ্‌বিলাসময় বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বেদান্ত-বিচার শ্রীসার্বভৌম নিজ শিষ্য শ্রীমধুসূদনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে শ্রীজীব শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট গমন করিয়া ন্যায়-বেদান্তাদি-শাস্ত্র-অধ্যয়নকালে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রজবাস

শ্রীজীব শ্রীকাশীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে ১৪৬৫ শকে গমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপসনাতনের একান্ত আশ্রিত হইয়া তাঁহাদের নিকট সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন এবং তদবধি শ্রীব্রজমণ্ডলেই বাস করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের অতিমর্ত্ত্য স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবিচারদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীরূপসনাতন গুরুদ্বয় পর্য্যন্ত নিজকৃত গ্রন্থাদি শ্রীজীবের দ্বারা শোধন করাইতেন।

শ্রীরূপ 'শ্রীহংসদূত'-আদি গ্রন্থ কৈলা।
সনাতন 'ভাগবতামৃতা'দি বর্ণিলা॥
'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী' করিয়া সনাতন।
শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন॥

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৭৯১-৭৯২)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

তাঁর লঘুভ্রাতা—শ্রীবল্লভ-অনুপম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত—'শ্রীজীব'-নাম॥
'সর্ব্ব ত্যজি' তেঁহ পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তেঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈলা প্রচারণ॥
'ভাগবতসন্দর্ভ'-নাম কৈলা গ্রন্থ সার।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাহা পাইয়ে পার॥
'গোপালচম্পূ' আর নানা গ্রন্থ কৈলা।
ব্রজপ্রেমলীলারস সার দেখাইলা॥
'ষট্‌সন্দর্ভে' কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব প্রকাশিলা।
চারিলক্ষ গ্রন্থ তেঁহো বিস্তার করিলা॥
জীব-গোসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দপ্রভু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা॥
প্রভু প্রীত্যে তাঁর মাথে ধরিলা চরণ।
রূপসনাতন-সম্বন্ধে কৈলা আলিঙ্গন॥
আজ্ঞা দিলা,—"শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেইস্থানে।"
তাঁর আজ্ঞায় আইলা, আজ্ঞাফল পাইলা।
শাস্ত্র করি' কতকাল 'ভক্তি' প্রচারিলা॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।২২৭-২৩৫)

শ্রীজীবের গ্রন্থ

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী সংস্কৃত-পদ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবপ্রভুর রচিত গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীজীবের গ্রন্থাবলী—

শ্রীমদ্বল্লভপুত্র-শ্রীজীবস্য কৃতিষূচ্যতে।
শব্দানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা॥

তৎসূত্রমালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ।
কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা সূক্ষ্মা গোপালবিরুদাবলী ॥
রসামৃতশ্চ শেষশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ।
সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূর্ভাবার্থসূচকঃ ॥
টীকা গোপালতাপন্যাঃ সংহিতায়াশ্চ ব্রহ্মণঃ।
রসামৃতস্যোজ্জ্বলস্য যোগসার-স্তবস্য চ ॥
তথা চাগ্নিপুরাণস্থ-গায়ত্রীবিবৃতিরপি।
শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্মোক্তানামথাপি চ।
লক্ষ্মীবিশেষরূপা যা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনেশ্বরী।
তস্যাঃ কর-পদস্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহৃতিঃ ॥

পূর্ব্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী যা চ ত্রয়ী ত্রয়ী।
সন্দর্ভাঃ সপ্ত বিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্য বৈ ॥
তত্ত্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞ পরমাত্মাখ্য এব চ।
কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতিসংজ্ঞাঃ ক্রমাখ্যঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ ॥
সম্বন্ধশ্চ বিধেয়শ্চ প্রয়োজনমিতি ত্রয়ম্।
হস্তামলকবদ্ যেষু সদ্ভিরাদ্যৈঃ প্রকাশিতম্ ॥
ইত্যাদয়ঃ ॥

'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' প্রথম তরঙ্গেও তাঁহার পঁচিশটী গ্রন্থের তালিকা পাওয়া যায়,—

শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত।
১) 'হরিনামামৃত'-ব্যাকরণ দিব্য রীত ॥
২) 'সূত্রমালিকা', (৩) ধাতুসংগ্রহ সুপ্রকার।
৪) 'কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা'-গ্রন্থ অতি চমৎকার ॥
৫) 'গোপালবিরুদাবলী, ৬) 'রসামৃতশেষ'।
৭) 'শ্রীমাধবমহোৎসব' সর্বাংশে বিশেষ ॥
৮) 'শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ'-গ্রন্থের প্রচার।
৯) 'ভাবার্থসূচক চম্পু' অতি চমৎকার ॥

১০) 'পোপালতাপনী-টীকা', ১১) টীকা ব্রহ্মসংহিতার'।
১২) 'রসামৃতটীকা', ১৩) 'শ্রীউজ্জ্বলটীকা' আর॥
১৪) 'যোগসার-স্তবের টীকা'তে সুসঙ্গতি।
১৫) 'অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী-ভাষ্য' তথি॥
১৬) 'পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন'।
১৭) 'শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন' ভিন্ন॥
১৮) 'গোপালচম্পূ'—পূর্ব্ব-উত্তর-বিভাগেতে।
বর্ণিলেন কি অদ্ভুত বিদিত জগতে॥
(১৯-২৫) সপ্ত-সন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবত-রীতি।
তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতি॥

(শ্রীভঃ রঃ, ১ম তরঙ্গ ৮৩৩-৮৪১)

সার্ব্বভৌম-সম্প্রদায়াচার্য্য

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর রচিত সকল গ্রন্থে রচনায় তারিখ পাওয়া যায় না, কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু ১৪৭৬ শকাব্দায় 'বৈষ্ণবতোষণী' রচনা করেন। শ্রীসনাতনের আজ্ঞায় শ্রীজীব গোস্বামি প্রভু ১৫০৪ শকাব্দায় ঐ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ লিখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিপ্রভুগণের অপ্রকটের পর সোৎকল-গৌড়-মাথুর-মণ্ডলের শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সার্ব্বভৌম আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সকলের নিকট শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন এবং সকলকে হরিভজন করাইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে ইনি ভক্তগণসহ শ্রীব্রজধাম পরিক্রমা করিতেন এবং শ্রীমথুরায় শ্রীবল্লভ-ভট্টাত্মজ শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরের ভবনে শ্রীগোপালদেব দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর প্রকটকালেই 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ রচনা করেন।

কিছুকাল পরে গৌড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে যথাক্রমে 'আচার্য্য' ঠাকুর মহাশয়' ও 'শ্রীশ্যামানন্দ' নাম প্রদান করিয়া স্বকৃত ও গোস্বামিবর্গের রচিত যাবতীয় গ্রন্থাদিসহ

গৌড়দেশে নামপ্রেম-প্রচারার্থ প্রেরণ করেন। ইনি শ্রীনিবাসশিষ্য শ্রীরাম চন্দ্র সেন ও তদনুজ শ্রীগোবিন্দ সেনকে 'কবিরাজ'—উপাধি প্রদান করেন। ইনি প্রকট থাকিতেই শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবী শ্রীরামাই ও কানাই প্রভৃতি কতিপয় ভক্তসহ শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীজীবপ্রভু গৌড়দেশাগত ভক্তগণের প্রসাদসেবা ও বাসস্থানাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন।

বেদান্তাচার্য্যশিরোমণি

"বেদান্ত-দর্শন-বিদ্যায় শ্রীজীবের ন্যায় তৎকালে আর কেহ ছিলেন না। কথিত আছে যে, শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীবল্লভ নিজকৃত 'তত্ত্বদীপ'-গ্রন্থ শ্রীজীবকে দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীজীব গোস্বামী অনেক বৈদান্তিক বিচার উত্থাপন করত তাঁহার মতের অসৌন্দর্য প্রদর্শন করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যও শ্রীজীবের পরামর্শমতে ঐ গ্রন্থের অনেকটা সংশোধন করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিত 'তত্ত্বদীপ'-গ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েকটি শ্লোক আমরা উদ্ধৃত করিলাম,—

প্রপঞ্চো ভগবৎকার্য্যস্তদ্রূপো মায়য়াঽভবৎ।
তচ্ছক্ত্যাঽবিদ্যয়া ত্বস্য জীবসংসার উচ্যতে॥
সংসারস্য লয়ো মুক্তৌ প্রপঞ্চস্য ন কর্হিচিৎ।
কৃষ্ণস্যাত্মরতৌ ত্বস্য লয়ঃ সর্ব্বসুখাবহঃ॥

অন্যত্র চ—

তদিচ্ছামাত্রতস্তস্মাদ্ ব্রহ্মভূতাংশচেতনাঃ।
সৃষ্ট্যাদৌ নির্গতাঃ সর্ব্বে নিরাকারাস্তদিচ্ছয়া॥
বিস্ফুলিঙ্গা ইবাগ্নেস্তু সদংশো ন জড়া অপি।
আনন্দাংশ-স্বরূপেণ সর্ব্বান্তর্যামিরূপিণঃ॥

যাঁহারা তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণব, তাঁহারা অনায়াসে এই শ্লোককয়েকটীর অর্থ বিচারপূর্ব্বক শ্রীজীবের হস্তক্ষেপ লক্ষ করিতে পারিবেন। আমরা বিবেচনা করি যে, শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরামানুজের তুল্য পণ্ডিত ও বেদান্তজ্ঞ পুরুষ।

—::—

'ভক্তকল্পদ্রুম'-নামক একটি হিন্দী পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়,— এক সময় আকবর বাদশাহের অধীনস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী ও রাজপুতনাবাসী সামন্ত-রাজগণের মধ্যে গঙ্গা ও যমুনার পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব-সম্বন্ধে এক বিতর্ক উঠে। এই বিরোধ-মীমাংসার জন্য আকবর শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুকে সাদরে আহ্বান করেন। কিন্তু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু জানান যে, তিনি শ্রীবৃন্দা-বন ছাড়িয়া কোথায়ও রাত্রিযাপন করিবেন না। সামন্তরাজগণ ঘোড়ার ডাক বসাইয়া আগ্রা হইতে একদিনেই বৃন্দাবনে যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করেন যে, শ্রীগঙ্গা শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত ও শ্রীবিষ্ণুশক্তি বটে, কিন্তু যমুনা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী; সুতরাং তিনি গঙ্গা হইতে রস-তারতম্যে শ্রেষ্ঠ। বাদশাহ ও সামন্তরাজগণ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকে উপঢৌকন গ্রহণ করিবার জন্য সকাতর প্রার্থনা করিলেও তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। পরে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া বলেন যে, যদি তাঁহাদের একান্তই কিছু প্রদান করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বারাণসী হইতে কিছু শাস্ত্র ও পুরাণাদি পুঁথি এবং আগ্রা হইতে কিছু গ্রন্থ লিখিবার কাগজ যেন পাঠাইয়া দেন। আকবর বাদশাহ ও রাজন্যবর্গ সকলেই সানন্দে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া-ছিলেন। কিংবদন্তী যে, শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুই প্রথমে আগ্রা হইতে তুলট কাগজ আনাইয়া পুঁথি লিখিবার প্রথা আরম্ভ করেন। ইতঃপূর্ব্বে ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র প্রভৃতিতেই গ্রন্থ লিখিত হইত।

ষট্‌সন্দর্ভ

শ্রীজীবের 'ষট্‌সন্দর্ভ'-গ্রন্থ জগতে একটি রত্নবিশেষ। ষট্‌সন্দর্ভ ভালরূপে বুঝিতে পারিলে কোন বেদান্ত-বিচারই অজ্ঞাত থাকে না।" (—শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-রচিত 'শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু' শীর্ষক প্রবন্ধ, 'শ্রীসজ্জন-তোষণী'-পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২২০-২২১ পৃষ্ঠা)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণানুচর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাপূজিত শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের অনুশাসন-অনুসারে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ' রচনা করেন। ইহার নামান্তর 'ষট্‌সন্দর্ভ'। তাহা যথাক্রমে এই—১) তত্ত্ব-সন্দর্ভ, ২) ভগবৎ সন্দর্ভ, ৩) পরমাত্ম-সন্দর্ভ, ৪) শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ,

৫) শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ও ৬) শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ। 'তত্ত্ব', 'ভগবৎ', 'পরমাত্ম' ও 'শ্রীকৃষ্ণ'— এই চারিটী সন্দর্ভে সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব, 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' অভিধেয়-তত্ত্ব ও 'শ্রীপ্রীতি-সন্দর্ভে' প্রয়োজন-তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু কাশীতে ও শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু প্রয়াগে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত যে-সকল সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা বহু ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সংগৃহীত শ্রীগৌরমুখোদ্গীর্ণ সেই সকল সিদ্ধান্ত ও বিচার দাক্ষিণাত্যের কাবেরীতট-নিবাসী শ্রীব্যেঙ্কটেশ ভট্টের পুত্র শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট অধ্যয়ন-সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। তাহারই সার পুনরায় সংগ্রহ করিয়া শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের সন্তোষের জন্য এক কারিকাগ্রন্থ রচনা করেন। সেই কারিকা-গ্রন্থকেই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের আকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তত্ত্বসন্দর্ভ· ইহাই প্রথম সন্দর্ভ। শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" (শ্রীভাঃ ১।২।১১)—এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়-অবলম্বনে সম্বন্ধ-তত্ত্বাত্মক প্রথম সন্দর্ভ-চতুষ্টয় রচিত হইয়াছে। তত্ত্বসন্দর্ভের প্রথম শ্লোকে ইষ্টবস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ বিহিত হইয়াছে।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয়কে সতত জিহ্বাগ্রে ধারণ করেন, অথবা যিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণাদি বর্ণনরত, যাঁহার অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ, অঙ্গ —শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত, উপাঙ্গ— শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি, অস্ত্র— অবিদ্যানাশক শ্রীহরিনাম ও পার্ষদ—শ্রীগদাধর, গোবিন্দ প্রভৃতির সহিত যিনি সতত বর্ত্তমান, সুমেধা ভক্তগণ শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চন করেন।

ইহার দ্বিতীয় শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকেরই বিশেষ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। যথা,—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

যাঁহার অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ এবং বাহিরে গৌরবর্ণ অর্থাৎ যিনি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও গৌররূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন, যিনি স্বীয় অঙ্গ-উপাঙ্গাদির বৈভব জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শরণাগত হইতেছি।

ইহার তৃতীয় শ্লোকস্থ আশীর্নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ যথা,—

জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীল-রূপ-সনাতনৌ।
যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিমাম্॥

যাঁহারা সপরিকর শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানাইবার জন্য আমাকে এই পুস্তিকা লিখিতে প্রবৃত্ত করাইতেছেন, সেই শ্রীমথুরামণ্ডলবাসী শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের জয় হউক।

ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে গ্রন্থের শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-অনুসরণের বিষয় লিখিত হইয়াছে; এই বিষয়টি অন্য ৫টী সন্দর্ভের প্রথমেও লক্ষিত হয়। তাহা এই,—

কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ।
বিবিচ্য ব্যলিখদ্ গ্রন্থং লিখিতাদ্ বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্ত-ব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ॥

শ্রীরামানুজ-শ্রীমধ্ব-শ্রীধরাদি প্রাচীন-বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবত্তত্ত্ববিষয়ক যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া 'শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন' নামক মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের বান্ধব—দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীগোপালভট্ট একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; তাহাতে কোন স্থানে ক্রমানুসারে, কোন স্থানে ক্রমভঙ্গে বা বিচ্ছিন্নভাবে যাহা লিখিত ছিল; সম্প্রতি এই ক্ষুদ্র জীব-কর্ত্তৃক (দৈন্যোক্তি) উক্ত ভট্টপাদের ঐ পূর্ব্বলিখিত বিষয়সকল পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমানুসারে লিখিত হইতেছে।

এই সন্দর্ভের ষষ্ঠ শ্লোকে অধিকার-নির্ণয়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে;—

যঃ শ্রীকৃষ্ণপদাম্ভোজ-ভজনৈকাভিলাষবান্।
তেনৈব দৃশ্যতামেতদন্যস্মৈ শপথোঽর্পিতঃ॥

যিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ ভজন করিতে ইচ্ছুক, তিনিই এই গ্রন্থ দেখিবেন, অন্যের দর্শন-সম্বন্ধে শপথ থাকিল।

সপ্তম শ্লোকে মন্ত্র-গুরু ও শিক্ষাগুরুবর্গকে প্রণামপূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ-সূচনা প্রকাশিত হইয়াছে—

অথ নত্বা মন্ত্রগুরূন্ গুরূন্ ভাগবতার্থদান্।
শ্রীভাগবতসন্দর্ভং সন্দর্ভং বশ্মি লেখিতুম্॥

অনন্তর মন্ত্রগুরু বা দীক্ষাগুরু এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থোপদেষ্টা গুরু-বর্গকে প্রণাম করিয়া 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ' নামক সন্দর্ভগ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছা করিতেছি।

অষ্টম শ্লোকে শ্রোতৃবর্গের অনুরাগ-উৎপাদনের জন্য আশীর্ব্বাদমুখে সংক্ষেপে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের কথা উক্ত হইয়াছে,—

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম-তৎপাদভাজাম্॥

যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থানে 'ব্রহ্ম'-নামে অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ মায়ানিয়ন্তা পুরুষই নিজ-অংশ— মৎস্যাদি লীলা-বতার এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি গুণাবতাররূপ বৈভব প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহার 'নারায়ণ'-নামক রূপ পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীচরণসেবী ভক্তগণকে নিজের প্রেম অর্পণ করুন।

শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে নিম্নলিখিত মুখ্য বিষয়-সমূহ বর্ণিত আছে—১ পরব্যোম ও শ্রীভগবান্, ২) অবতারের কার্য্য, ৩) সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব, ৪) অচিন্ত্য বাস্তব বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞানে ও তদ্ভক্তিনিরূপণে বেদপ্রমাণ ব্যতীত প্রত্যক্ষানুমানাদি লব্ধ প্রাকৃত জ্ঞানের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ও ব্যভিচারিত্ব, ৫) তর্কের অপ্রতিষ্ঠা ও শব্দের প্রামাণিকতা, ৬) বেদ ও পুরাণের আবির্ভাব ও তিরোভাব, ৭) শব্দ-প্রমাণের মধ্যে পুরাণই পঞ্চম বেদস্বরূপ, তাহা

আবার তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিকভেদে ত্রিবিধ, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক পুরাণই অবলম্বনীয়, তদনুকুল হইলেই অন্যান্য পুরাণের প্রামাণিকত্ব, বেদের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্‌ভাগবতই নির্গুণ অমল পুরাণ এবং তাহাই প্রমাণ-শিরোমণি ; ৮) শ্রীকৃষ্ণনামের মুখ্য-ফল—প্রেম-ভক্তি, ৯) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের শ্রেষ্ঠতা, ১০) শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয়, ১১) কলিতে শ্রীমদ্ভাগবতেরই প্রাধান্য, ১২) শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা না করার কারণ, ১৩) শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-শ্রীশ্রীধরাদি আচার্য্যগণের উপাস্য শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রমেয় প্রকরণ ১৪) শ্রীবেদব্যাসের ভগবদ্দর্শন, ১৫) ভক্তির স্বরূপশক্তির সহিত অভিন্নত্ব, ১৬) জীবের প্রতি শ্রীভগবানের করুণা, ১৭) অদ্বৈতবাদীগণের মত, ১৭) একজীব-বাদ-খণ্ডন, ১৯) সাধনভক্তির প্রয়োজনীয়তা, ২০) নির্ব্বিশেষজ্ঞান অপেক্ষা প্রেমের শ্রেষ্ঠতা, ২১) দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য, ২২) আশ্রয়তত্ত্ব, ২৩) আধ্যাত্মিকাদির আশ্রয়তত্ত্ব-নিরাস, ২৪) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মুখ্য আশ্রয় ইত্যাদি।

প্রত্যেক সন্দর্ভের উপসংহারে এই অংশটী পরিদৃষ্ট হয়,---

"ইতি কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার-শ্রীশ্রীভগবৎ-কৃষ্ণ-চৈতন্যদেবচরণানুচর-বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-ভাজন-শ্রীরূপ-সনাতনানুশাসন-ভারতীগর্ভে শ্রীভাগবতসন্দর্ভে 'তত্ত্ব-সন্দর্ভো' নাম প্রথমঃ সন্দর্ভঃ।"

কলিযুগপাবন, নিজভজন-বিতরণই যাঁহার অবতারের প্রয়োজন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণের অনুচর এবং এই শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ সভার পরমপূজ্য শ্রীশ্রীল রূপ-সনাতনের সদুপদেশময় শিক্ষাবাণী যাহার মধ্যে বর্ত্তমান, সেই শ্রীভাগবতসন্দর্ভে শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ-নামক সন্দর্ভ গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।

—•—

শ্রীশ্রীসর্ব্বসংবাদিনী

এই 'সর্ব্বসংবাদিনী'-গ্রন্থেই শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বিশেষভাবে বেদান্তবিচার-অবলম্বনে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। সর্ব্বসংবাদিনীর মঙ্গলাচরণের শ্লোক হইতে জানা যায়, এই গ্রন্থ শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অনু-ব্যাখ্যা। যথা,—

শ্রীকৃষ্ণং নমতা নাম সর্ব্বসম্বাদিনী ময়া।
শ্রীভাগবত-সন্দর্ভস্যানুব্যাখ্যা বিরচ্যতে ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া আমি শ্রীভাগবতসন্দর্ভের 'সর্বসম্বাদিনী' অনুব্যাখ্যা রচনা করিতেছি। বস্তুতঃ এই অনুব্যাখ্যা শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের পরিশিষ্ট বা পরিপূরণবিশেষ; যদিও ইহাতে শ্রীভাগবতসন্দর্ভের প্রথম চারিটী সন্দর্ভেরই অর্থাৎ তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেরই অনুব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। সর্বসম্বাদিনীর মঙ্গলাচরণে ক্রমসন্দর্ভের ন্যায়ই স্বসম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতারিত্ব-সম্বন্ধে বিচার করিয়া তত্ত্বসন্দর্ভের অনু-ব্যাখ্যারূপে গ্রন্থকার দশবিধ প্রমাণের মধ্যে শব্দপ্রমাণের শ্রেষ্ঠতা, শব্দশক্তি বিচার, স্ফোটবাদ, মহাবাক্যার্থাবগমোপায়, শ্রীভগবৎ-স্বরূপবিনির্ণয়, সর্গাদি-বিচার, শ্রীভগবানের বিগ্রহত্বে অদ্বৈতবাদীর পূর্বপক্ষ এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিচার করিয়া তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়াছেন ॥ X ॥ ১ ॥

২। সর্বসম্বাদিনীর ভগবৎসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রধানতঃ বিচারিত হইয়াছে,—

শক্তিসিদ্ধান্ত, শক্তি-অস্বীকারে দোষ দ্বিধর্ম্মতা, 'আনন্দ-ময়োঽভ্যাসাৎ'-সূত্রব্যাখ্যা, নির্বিশেষবাদখণ্ডন, ত্রিবিধ ভেদবিচার, ভগবদ্‌বিগ্রহের নিত্যতা, শ্রীবিগ্রহের পরিচ্ছিন্নত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্ব, শ্রীকৃষ্ণে সর্বশাস্ত্রের সমন্বয় প্রভৃতি।

৩। পরমাত্মসন্দর্ভের অনুবাখ্যায় অনুভূতি, অহংপ্রত্যয়, জীবের অণুত্ব জীবের জ্ঞাতৃত্ব, জীবের ভোক্তৃত্ব, জীবের পরমাত্মত্ব, পরিচ্ছেদাদি মতত্রয়-বিবেচন, ব্রহ্ম হইতে অণুচৈতন্য জীবসমূহের ভিন্নত্ব, বিবর্ত্তবাদ-খণ্ডন,

পরিণামবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত, চতুর্ব্ব্যূহ-বিচার, সাত্বত-পঞ্চরাত্রমত-সমর্থন ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

৪। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় সর্ব্বসম্বাদিনীতে অবতার-তত্ত্বের বিচার, শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতারত্ব খণ্ডন, শ্রীকৃষ্ণনামের শ্রেষ্ঠত্বহেতু তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা, শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বগুহ্যতমতা, শ্রীগোপীগণের ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

যাঁহারা শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথার বা শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচর প্রেম-সিন্ধুর স্পর্শ লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীগৌর-প্রণয়ি ভক্তের নিকট শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুর ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ আলোচনা করিলে কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

শ্রীধামমায়াপুরে বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রমোদপুরী গোস্বামিঠাকুর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি প্রভুর শিক্ষানুসারে আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই জীবন নিয়মিত করিয়া হরি-ভজন করিবার জন্য স্বয়ং আচরণ করিয়া নিয়ত উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

মহামহোপাধ্যায় কুপ্পু স্বামী শাস্ত্রি-সম্পাদিত (মাদ্রাজ Government Oriental Manuscripts Libraryতে 'শ্রীজাহ্নবাষ্টকম্' নামে একটি স্তোত্র (3053x নং পুঁথি) শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর রচিত বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তোত্রে আটটী শ্লোকে শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের আত্মজা শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবীর স্তুতি করা হইয়াছে।

আরম্ভ :—

অনঙ্গমঞ্জরীখ্যাতে ব্রজে শ্রীরাধিকানুজে।
সূর্য্যদাসসুতে দেবি জাহ্নবে ত্বং প্রসীদ মে।

উপসংহার :—

পঠেচ্ছ্রীজাহ্নবাদেব্যা অষ্টকং যো জনঃ সদা।
শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপঃ স্যাৎ স বৈ কৃতী॥

ইতি শ্রীজীবগোস্বামী বিরচিতং শ্রীজাহ্নবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

—০—

শ্রীশ্রীল-শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিতঃ

শ্রীশ্রীতত্ত্ব-সন্দর্ভঃ।

শ্রীকৃষ্ণো জয়তি।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১ ॥
অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীসর্বসম্বাদিনী

স-চূর্ণিকা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীকৃষ্ণং নমতা নাম সর্বসম্বাদিনী ময়া।
শ্রীভাগবত-সন্দর্ভস্যানু ব্যাখ্যা বিরচ্যতে ॥ ১ ॥

অথ শ্রীভাগবতসন্দর্ভ-নামানং গ্রন্থমারভমাণো মহাভাগবত-কোটি-বহিরন্তর্দৃষ্টি-নিষ্টঙ্কিত-ভগবদ্ভাবং নিজাবতার-প্রচার—প্রচারিত-স্ব-স্বরূপ-ভগবৎপদকমলাবলম্বি-দুর্ল্লভ প্রেম-পীযূষময়-গঙ্গাপ্রবাহ-সহস্রং স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবনামানং শ্রীভগবন্তং কলিযুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্যাবতারতয়ার্থবিশেষালিঙ্গি-তেন শ্রীভাগবতপদ্য-সংবাদেন স্তৌতি,—[মূলে মঙ্গলাচরণ-পদ্যে] (ভা ১১।৫।৩২) "কৃষ্ণবর্ণম্" ইতি ; একাদশস্কন্ধে কলিযুগোপাস্য-প্রসঙ্গে পদ্যমিদম্। অর্থাশ্চ।— ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং কলৌ সুমেধসো যজন্তি। গৌরত্বঞ্চাস্য—

তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকা—

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা।

শ্রীকৃষ্ণো জয়তি।

ভক্ত্যাভাসেনাপি তোষং দধানে, ধর্ম্মাধ্যক্ষে বিশ্বনিস্তারি নাম্নি।
নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যরূপে. তত্ত্বে তস্মিন্ নিত্যমাস্তাং রতির্নঃ ॥

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্লতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ২॥ (ভা ১০।৮।১৩)

ইত্যতঃ পারিশেষ্য-প্রমাণ-লব্ধম্ ;—'ইদানী'-মেতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গত ইত্যুক্তেঃ, শুক্ল-রক্তয়োঃ সত্য-ত্রেতা-গতত্বেনৈকাদশ এব বর্ণিতত্বাচ্চ পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীন-তদবতারাপেক্ষয়া। উক্তঞ্চৈকাদশে দ্বাপরোপাস্যত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য শ্যামত্ব-মহারাজত্ব-বাসুদেবাদি-চতুর্মূর্ত্তিত্ব-লক্ষণ-তল্লিঙ্গ-কথনেন—

(ভা ১১।৫।২৭—২৯)

"দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ৩॥
তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্।
যজন্তি বেদ-তন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ॥ ৪॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ৫॥ ইতি।

অতো বিষ্ণুধর্মোত্তরাদৌ যচ্চ দ্বাপরে শুকপক্ষ-বর্ণত্বং, কলৌ চ নীলঘনবর্ণত্বং শ্রূয়তে, তদপি যদা শ্রীকৃষ্ণাবতারো ন স্যাৎ, তদ্দ্বাপরবিষয়মেব মন্তব্যম্। এবঞ্চ যদ্দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি, তদনন্তরকলাবেব শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ এবায়ং শ্রীগৌর ইত্যায়াতি—তদব্যভিচারাৎ। অতএব যদ্বিষ্ণুধর্মোত্তরে নির্ণীতম্—

"প্রত্যক্ষ-রূপধৃগ্দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।
কৃতাদিষ্বেব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে॥ ৬॥
কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্।
অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতিম্॥ ৭॥

ইত্যাদি, তদপ্যমর্য্যাদৈশ্বর্য্য-কৃষ্ণত্বেনৈবাতিক্রান্তম্ ;—তস্য [শ্রীগৌরস্য] কলি-প্রথম-ব্যাপ্তি শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীগৌরয়োরবতরণে মিথোঽব্যভিচরিত-সম্বন্ধ-দর্শনাৎ।

তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণ-দ্বারা ব্যনক্তি,—কৃষ্ণবর্ণম্ ;—কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ যত্র যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-নাম্নি শ্রীকৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ ; তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধব-বাক্যে (ভা ৩।৩।৩) "সমাহূতাঃ" ইত্যাদি-পদ্যে "শ্রিয়ঃ সবর্ণেন" ইত্যত্র (শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃতায়াং) টীকায়াং "শ্রিয়ো

রুক্মিণ্যাঃ সমানং বর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য স শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মী" ইত্যাদি দৃশ্যতে। যদ্বা, কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ-স্ব-পরমানন্দ বিলাস-স্মরণোল্লাস-বশতয়া স্বয়ং গায়তি, পরম-কারুণিকতয়া চ সর্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্; অথবা, স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্ব-শোভা-বিশেষেণৈব, কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ;—যদ্দর্শনেনৈব সর্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ; কিংবা সর্বলোকদৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষ-দৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশ-বিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং তাদৃশ-শ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ; তস্মাত্ত-স্মিন্ সর্বথা শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাত্তস্যৈব সাক্ষাদাবির্ভাবঃ স্বয়ং স ইতি ভাবঃ।

তস্য শ্রীভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি,—সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্; বহুভির্মহানুভাবৈরস-কৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-শুক্লোৎকলাদি-দেশীয়ানাং মহা-প্রসিদ্ধিঃ; তথাঙ্গানি,—পরম-মনোহরত্বাৎ; উপাঙ্গানি ভূষাণাদীনি, মহাপ্রভাব-বত্ত্বাৎ তান্যেবাস্ত্রাণি,—সর্বদৈকান্তবাসিত্বাৎ তান্যেব পার্ষদাঃ; যদ্বা, অত্যন্ত-প্রেমা-স্পদত্বাৎ তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য-মহানুভাবচরণ-প্রভৃতয়স্তৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তম্।

তমেবম্ভূতং কৈর্যজন্তি? যজ্ঞৈঃ পুজা-সম্ভারৈঃ,—(ভা ৫।১৯।২৩) "ন যত্র যজ্ঞেশ-মখা মহোৎসবাঃ" ইত্যুক্তেঃ। তত্র চ বিশেষণেন তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি,—সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্ [গৌর] গানমুখং শ্রীকৃষ্ণগানম্, তৎ [শ্রীকৃষ্ণ-গানাত্মক-সঙ্কীর্ত্তন] প্রধানৈঃ। তথা-সঙ্কীর্ত্তন-প্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বসকৃদেব দর্শনাৎ স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্ ॥ ১ ॥

তদেতৎ সর্বমবধার্য্যাপি পরমোৎকৃষ্টেনার্থেন তমেব স্তৌতি, 'অন্তঃ কৃষ্ণম্' ইত্যা-দিনা; দর্শিতশ্চৈতৎ পরম-বিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্বভৌমভট্টাচার্যেণ—

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥" ইতি ॥ ২ ॥

মায়াবাদং যস্তমঃ স্তোমমুচ্চৈ,র্নাশং নিন্যে বেদবাগংশুজালৈঃ।
ভক্তির্বিষ্ণোর্দর্শিতা যেন লোকে, জীয়াৎ সোঽয়ং ভানুরানন্দতীর্থঃ॥

গোবিন্দাভিধমিন্দিরাশ্রিতপদং হস্তস্থরত্নাদিবৎ
তত্ত্বং তত্ত্ববিদুত্তমৌ ক্ষিতিতলে যৌ দর্শয়াঞ্চক্রতুঃ।
মায়াবাদমহান্ধকারপটলী-সৎপুষ্পবন্তৌ সদা
তৌ শ্রীরূপসনাতনৌ বিরচিতাশ্চর্য্যৌ সুবর্য্যৌ স্তুমঃ॥

যঃ সাঙ্খ্যপঙ্কেন কুতর্কপাংশুনা, বিবর্ত্তগর্ত্তেন চ লুপ্তদীধিতিম্।
শুদ্ধং ব্যধাদ্ বাক্‌সুধয়া মহেশ্বরং, কৃষ্ণং স জীবঃ প্রভুরস্তু নো গতিঃ॥

আলস্যাদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পুংসাং যদ্‌গ্রন্থবিস্তরে।
অতোঽত্র গূঢ়ে সন্দর্ভে টিপ্যন্যল্পা প্রকাশ্যতে॥
শ্রীমজ্জীবেন যে পাঠাঃ সন্দর্ভেঽস্মিন্ পরিষ্কৃতাঃ।
ব্যাখ্যায়ন্তে ত এবামী নান্যে যে তেন হেলিতাঃ॥

শ্রীবাদরায়ণো ভগবান্ ব্যাসো ব্রহ্মসূত্রাণি প্রকাশ্য তদ্ভাষ্যভূতং শ্রীমদ্ভাগবতমাবির্ভাব্য শুকং তদধ্যাপিতবান্। তদর্থং নির্ণেতুকামঃ শ্রীজীবঃ প্রত্যূহকুলাচলকুলিশং বাঞ্ছিতপীযুষবলাহকং স্বেষ্টবস্তুনির্দ্দেশং মঙ্গলমাচরতি, কৃষ্ণেতি। নিমিনৃপতিনা পৃষ্টঃ করভাজনো যোগী সত্যাদি যুগাবতারান্যুক্ত্বাথ "কলাবপি তথা শৃণু" ইতি তমবধাপ্যাহ, কৃষ্ণবর্ণমিতি। সুমেধসো জনাঃ কলাবপি হরিং ভজন্তি। কৈরিত্যাহ, সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজ্ঞৈরর্চ্চনৈরিতি। কীদৃশং তমিত্যাহ, কৃষ্ণো বর্ণো রূপং যস্যান্তরিতি শেষঃ। ত্বিষা কান্ত্যাঽকৃষ্ণং, "শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত" ইতি গর্গোক্তিপারিশেষ্যাদ্ বিদ্যুদ্‌গৌরমিত্যর্থঃ। অঙ্গে নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ, উপাঙ্গানি শ্রীবাসাদয়ঃ, অস্ত্রাণ্যবিদ্যাচ্ছেত্তৃত্বাদ্ ভগবন্নামানি, পার্ষদা গদাধরগোবিন্দাদয়স্তৈঃ সহিতমিতি মহাবলিত্বং ব্যজ্যতে। গর্গবাক্যে 'পীত' ইতি প্রাচীন তদপেক্ষয়া, অয়মবতারঃ শ্বেতবরাহকল্পগতবৈবস্বতাষ্টাবিংশমন্বন্তরীয়কলৌ বোধ্যঃ। তত্রত্যে শ্রীচৈতন্য এবোক্তধর্ম্মদর্শনাৎ। অন্যেষু কলিষু ক্বচিৎ শ্যামত্বেন, ক্বচিৎ শুকপত্রাভত্বেন ব্যক্তেরুক্তেঃ। "ছন্নঃ কলৌ যদভব" ইতি, "শুক্লো রক্তস্তথা পীত" ইতি, "কলাবপি তথা শৃণু" ইতি চ। যে বিমৃশন্তি তে সুমেধসঃ। ছন্নত্বঞ্চ প্রেয়সীত্বিষাবৃতত্বং বোধ্যম্॥১॥

কৃষ্ণবর্ণ-পদ্যব্যাখ্যাব্যাজেন তদর্থমাশ্রয়তি, অন্তরিতি স্ফুটার্থঃ॥২॥

নমো গোকুলচন্দ্রায় সচ্চিদানন্দমূর্ত্তয়ে।
গুরবে যৎকৃপাজ্যোতিরজ্ঞানধ্বান্তনাশনম্ ॥
[ইষ্টবস্তুনির্দ্দেশাত্মক মঙ্গলাচরণ ।]

ভগবান্ বাদরায়ণ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র প্রকাশ করিয়া স্বয়ং উহার একখানি অকৃত্রিম ভাষ্যও প্রকাশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতই সেই অকৃত্রিম ভাষ্য। এই ভাষ্যাবলম্বনেই হয়তো বৌধায়ন, টঙ্ক, যাদব, রামানুজ প্রভৃতি আরও অনেক মহাত্মা-বেদান্তের পৃথক পৃথক ভাষ্য প্রকাশিত করেন। অধুনা অসম্যগ্‌দর্শী ব্যক্তিগণ, মায়াবাদকেই বেদান্তদর্শন বলিয়া মনে করেন। মায়াবাদ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাত। শঙ্করের ভাষ্যেই মায়াবাদ বিকশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের আদি ও অকৃত্রিম ভাষ্য। সূত্রকার স্বয়ং তাৎপর্য্য সহ সূত্রের ভাষ্য প্রকাশ করিয়া উহা তপস্যালব্ধ নিজপুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করান। পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিমহোদয় উক্ত ভাষ্যের অর্থ-বিনির্ণয়ের জন্যই এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গ্রন্থপ্রণয়নারম্ভে মঙ্গলাচরণ শিষ্টাচারসম্মত। বিঘ্নাদিদুরিতদলনের জন্য ইষ্টবস্তু নির্দ্দেশ করিয়াই মঙ্গলাচরণ করিতে হয়। বিঘ্নরূপ পর্বতরাজির পক্ষে যিনি বজ্রস্বরূপ, বাঞ্ছাপূরণসম্বন্ধে যিনি অমৃতবর্ষী মেঘমালাস্বরূপ, শ্রীজীব গোস্বামী এতাদৃশ ইষ্টবস্তু নির্দ্দেশ করিয়াই গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন।

শ্রীভাগবতই এই সন্দর্ভনিচয়ের বিষয়। শ্রীভাগবত যে শ্রীবিগ্রহকে কলি-জীবের উপাস্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, শ্রীজীব সেই ইষ্টবস্তুর উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াই স্বীয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে নিমিরাজ, শ্রীকরভাজন ঋষির নিকট যুগে যুগে উপাস্যবিগ্রহের বর্ণ ও আকার প্রকারাদির বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে সত্যাদি যুগাবতারের বিষয় বর্ণন করিয়া, "কলিতে উপাস্য বিগ্রহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও যিনি কান্তিতে অকৃষ্ণ, অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদের সহিত সংকীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞদ্বারা সুবুদ্ধিমান সাধুগণ যাঁহার যজনা করিয়া থাকেন, এইরূপ উপাস্য দেবের আকার প্রকারাদির উল্লেখ করেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে কলিতে উপাস্যবিগ্রহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ লোকলোচনগোচরে পীতবর্ণে প্রতিভাত হয়েন, শ্রীল নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত তাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদি ভক্তগণ উপাঙ্গ, হরিনামই কলিকলুষদলনের মহাস্ত্র, গদাধর গোবিন্দ প্রভৃতি তাঁহার পার্ষদ, সুবুদ্ধিমান সাধুগণ সঙ্কীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞদ্বারা সেই ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকের স্পষ্ট অর্থ অপর আর একটি শ্লোকও মঙ্গলাচরণে উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ এবং বাহিরে গৌরবর্ণ অঙ্গাদি বৈভব দেখাইয়া থাকেন। আমরা এই কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা এবম্ভূত সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করি।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ কৃত শ্রীসর্বসংবাদিনীর অনুবাদ—

শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া আমাকর্তৃক সর্বসংবাদিনী নাম্নী শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা রচনা হইতেছে (১)

এখন শ্রীভাগবত সন্দর্ভ নামক গ্রন্থ আরম্ভে (শ্রীজীবপাদ) বলিতেছেন "মহাভাগবত কোটি কর্তৃক বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা প্রচারিত ভগবদ্‌ভাব নিজ অবতার প্রচার দ্বারা প্রচারিত নিজ স্বরূপ ভগবদ চরণকমল বিষয়ে দুর্লভ প্রেমামৃতময় সহস্র গঙ্গা প্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছেন যিনি সেই নিজ সহস্র সম্প্রদায়ের অধিদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নামক শ্রীভগবানকে এই কলিযুগে বৈষ্ণবজনের উপাস্য অবতাররূপে বিশেষ অর্থ সম্বলিত শ্রীভাগবত পদ্য কীর্ত্তনদ্বারা স্তব করিতেছেন—

কৃষ্ণবর্ণং ইত্যাদি।

শ্রীভাগবত একাদশ স্কন্ধে নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদে করভাজন ঋষি কর্ত্তৃক কলিযুগের উপাস্য বর্ণন প্রসঙ্গে এই পদ্যটি কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সংক্ষেপার্থ এই— 'ত্বিষা অর্থাৎ কান্তিদ্বারা যিনি অকৃষ্ণ গৌররর্ণ, তাঁহাকে কলিযুগে সুবুদ্ধিমানগণ যজনা করেন।'

ইনি যে গৌরবর্ণ তাহা দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ প্রসঙ্গে শ্রীগর্গাচার্য্য বলিয়াছেন—'আসন্ বর্ণা' ইত্যাদি পদ্যে অর্থাৎ হে নন্দ মহারাজ! আপনার কোলে যে আপনার তনয় ইনি নানা যুগে বহু তনূ অর্থাৎ অবতার সমূহ গ্রহণ-কালে ইহার নিশ্চয়ই বহু বর্ণ প্রকাশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতা

যুগে রক্ত—সেইরূপ কলিযুগে পীত বর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন দ্বাপর যুগে ইনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ ইহার কৃষ্ণবর্ণ মধ্যে অন্য সকল বর্ণ প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপ অর্থটি পারিশেষ্য প্রমাণ দ্বারা পাওয়া যায়। 'ইদানীং এই পদের অর্থ ইহার অবতারকালে প্রচারিত এই দ্বাপর যুগে 'কৃষ্ণতাং গত' ইহার তাৎপর্য্যার্থ শুক্ল ও রক্তবর্ণ সত্য ও ত্রেতাযুগে গত হইয়াছে। ইহা একাদশ স্কন্ধেই বর্ণিত হইয়াছেন। পীত বর্ণকেও অতীত বলার উদ্দেশ্য প্রাচীনকল্পে এই অবতার হইয়াছিলেন এই উদ্দেশ্যে।

একাদশ স্কন্ধে দ্বাপর যুগের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ ও মহারাজ লক্ষণ এবং বাসুদেবাদি চারিমূর্ত্তি ও তাহার চিহ্নসমূহ তিনটি শ্লোকে বলা হইয়াছে যথা—"দ্বাপরে ভগবান শ্যামঃ" ইত্যাদি (ভাঃ ১১।৫।২৭-২৯)

অতএব বিষ্ণু ধর্মোত্তরে বলা হইয়াছে—যে দ্বাপরে শুকপক্ষীর ন্যায় পীতবর্ণ এবং কলিযুগে নীল ঘনবর্ণ শুনা যায় তাহাও যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ না হন—সেই দ্বাপরেই বুঝিতে হইবে। এইরূপ যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, ঠিক তাহার পরবর্ত্তী কলিযুগেই শ্রীগৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হন। এইরূপ শাস্ত্র বাক্যের অভিপ্রায় লাভ করিয়া সাক্ষাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব-বিশেষই এই শ্রীগৌরচন্দ্র, ইহাই পাওয়া যাইতেছে। কোন ব্যতিক্রম হয় না।

অতএব বিষ্ণু ধর্মোত্তরে যে নির্ণয় করা হইয়াছে, যথা—কলিযুগে শ্রীহরির প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করিতে দেখা যায় না, সত্যাদি যুগেই তাহার প্রত্যক্ষ রূপ অর্থাৎ তদেকাত্মরূপই প্রকট হন। সেকারণেই সহস্র নাম মধ্যে ভগবানের একটি নাম 'ত্রিযুগ' দেখা যায়। কলিযুগের অন্তে ব্রহ্মবাদী কল্কীতে বাসুদেব জগৎ স্থিতির জন্য অনুপ্রবেশ করেন অর্থাৎ কল্কী বাসুদেবের শক্ত্যাবেশ অবতার। শ্রীকৃষ্ণ অশেষ ঐশ্বর্য্যদ্বারা স্বেচ্ছাময় অবতার তিনি এই সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে ও কলিতে স্বয়ং অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের প্রথম বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকটিত থাকেন। তৎপরেই কলিযুগের প্রারম্ভে শ্রীগৌররূপে পুন প্রকটীত হন। তাহাই তাঁহার আবির্ভাব বিশেষ, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, তাঁহাকে বিশেষণ দ্বারা প্রকাশ করা হইতেছে—'কৃষ্ণবর্ণম্' এই পদ দ্বারা কৃষ্ণ এই দুইটি বর্ণ যাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই নামের মধ্যে থাকায় ইনি যে শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ইহাই প্রকাশিত হইতেছে।

ইহার দৃষ্টান্ত তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের বাক্যে (ভাঃ—৩.৩।৩) 'সমাহূতাঃ' ইত্যাদি পদ্যে 'শ্রিয়ঃ সবর্ণেন এই স্থলে টীকাকার শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন—শ্রিয়ঃ অর্থাৎ শ্রীরুক্মিণী দেবীর নামের প্রথম দুই বর্ণ যাহার নামে আছে, সেই 'রুক্মী' রুক্মিনীদেবীর ভ্রাতা এইরূপ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অর্থ—'কৃষ্ণবর্ণং' এই পদের অর্থ যিনি কৃষ্ণকে নিরন্তর কীর্ত্তন করিতেছেন। ঐরূপ নিজ পরমানন্দ বিলাস স্মরণ পূর্বক উল্লাস হেতু স্বয়ং বর্ণন করিতেছেন অর্থাৎ গান করিতেছেন এবং পরম করুণাবশতঃ সকল জনগণকে কৃষ্ণেরই উপদেশ যিনি দিতেছেন।

তৃতীয় অর্থ—স্বয়ং অকৃষ্ণ গৌর, ত্বিষা নিজ শোভা বিশেষ দ্বারাই, কৃষ্ণবর্ণ এবং কৃষ্ণ উপদেষ্টা, যাঁহার দর্শনেই সকলের শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয়।

চতুর্থ অর্থ—যিনি সর্ব লোক দৃষ্টিতে অকৃষ্ণ গৌরবর্ণ হইয়াও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে ত্বিষা প্রকাশ বিশেষ দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ শ্যামসুন্দরই দৃষ্ট হন, অতএব তাহাতে সর্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ রূপেরই প্রকাশহেতু কৃষ্ণেরই সাক্ষাৎ আবির্ভাব স্বয়ংই তিনিই।

শ্রীগৌরের ভগবত্তাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—সাঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ-মহানুভব বহু পার্ষদ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ ঐরূপে দৃষ্ট হন, গৌড়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-শুহ্ম-উৎকলাদি দেশীয় মহানুভাব কর্ত্তৃক ভগবানরূপে দৃষ্ট হইয়া মহাপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেইরূপ তাহার অঙ্গসমূহ পরম মনোহর, উপাঙ্গসমূহ অর্থাৎ ভূষণাদি মহাপ্রভাবশালী, সেই সকলই অস্ত্রসমূহ, সর্বদা তাঁহারা একসঙ্গে বাস করেন বলিয়া তাহারাই পার্ষদ। অথবা অত্যন্ত প্রেমাস্পদ হেতু গৌরের তুল্যই পার্ষদগণ শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি মহানুভাব তাহার সহিত অবস্থান করিতেছেন।

সেই এইরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে কাহারা যজনা করেন, যজ্ঞীয় পূজার সম্ভার দ্বারা? কারণ পঞ্চম স্কন্ধে (১৯।২৩) যে সাধারণ কলিযুগে যজ্ঞ ভগবানের মহোৎসব প্রভৃতি প্রচার নাই বলা হইয়াছে। এই কারণে বিশেষ রূপে এই বিশেষ কলিযুগের সেই সাধনটি ব্যক্ত করিতেছেন—'সংকীর্ত্তনং' বহু ভক্ত মিলিয়া সেই গৌরকীর্ত্তন প্রথমে হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকাসহ শ্রীকৃষ্ণ গান—তাহাই সংকীর্ত্তন এবং তাহাই প্রধান। ঐরূপ সংকীর্ত্তন প্রধান গান শ্রীগৌর

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

আশ্রিত ভক্তগণ মধ্যেই পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়, তাহাই এ স্থলে অভিধেয় অর্থাৎ সাধন ইহাই স্পষ্টার্থ। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন 'চৈতন্যের সৃষ্টি এই নাম সংকীর্ত্তন (চৈঃ চঃ মধ্য ১১।৮৬) 'সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ' শ্রীগৌর নিত্যানন্দই এই সংকীর্ত্তনের পিতা অর্থাৎ আবির্ভাব কর্ত্তা (শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর) ॥ ১ ॥

এইরূপে সর্ব সমাধান করিয়াও পূর্বোক্ত শ্লোকের পরম উৎকৃষ্ট অর্থ দ্বারা তাহাকেই স্তব করিতেছেন গ্রন্থকার—'অন্তঃ কৃষ্ণম্' ইত্যাদি পদ্যদ্বারা।

পরম বিদ্বৎশিরোমণি শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যও শ্রীগৌরকৃষ্ণের ভগবত্তা অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন 'কালান্নষ্টং' ইত্যাদি পদ্যে, যিনি কালক্রমে নষ্ট নিজ ভক্তিযোগ পুনরায় প্রকট করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম ধারণপূর্বক আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণকমলে আমার চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়তর হইয়া মধু আস্বাদন করুক ॥ ২ ॥

এ স্থলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। শ্রীল রায় রামানন্দকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দর্শন দিয়া অনুগৃহীত করিয়া, তাঁহার হৃদয়ে নিজ ভাব ও তদীয় রসনায় স্বীয় বাক্য প্রেরণা করিয়া বিবিধ তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করেন। শ্রীরামরায় গৌরসুন্দরের কৃপাসুধায় কৃতার্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে একটি বিস্ময় ভাবের উদয় হইল, তিনি বলিলেন—

"এক আশ্চর্য্য মোর আছয়ে হৃদয়ে। কৃপা করি কহ মোরে তাহায় নিশ্চয়ে ॥
পহিলে দেখিলু তোমা সন্ন্যাসি-স্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। তার গৌর কান্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা ॥
তাহাতে প্রকট দেখি সে বংশীবদন। নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন ॥
এই মত দেখি মম হয় চমৎকার। অপকটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥"

(চৈ, চ, ম, ৮)

প্রভু প্রচ্ছন্ন বেশে অবতীর্ণ। তিনি লুকাইয়া উদিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বৈভব ভক্তের নিকট লুক্কায়িত থাকে না। প্রভু রূপ ঢাকিলেন শ্রীশ্যাম-সুন্দর-সেবক শ্রীরাম রায় গৌর বর্ণের ভিতর দিয়া ভুবনমোহন শ্যাম-সুন্দর রূপ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

দেখিতে পাইলেন। ভক্ত চিনিলেন, সুতরাং প্রচ্ছন্ন প্রভু ঠকিলেন। আর কি উত্তর দিবেন? কিন্তু প্রভু বড় প্রতিভাবান্। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাঁহার যে সকল গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রতিভাও একটী, যথা :—

"সদ্যো নবনবোল্লেখিজ্ঞানঃ স্যাৎ প্রতিভান্বিতঃ।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।৮২)

শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় ব্রজবধূদিগের সহিত প্রতি কথায় এই প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীগৌর-লীলাতে ভক্তগণের সহিত কথোপকথনে প্রভুর এইরূপ প্রতিভা-বৈভবের চমৎকারিত্ব বহু স্থানে পরিলক্ষিত হয়। প্রভু দেখিলেন, রাম-রায় তাঁহাকে চিনিয়া লইয়াছেন, তিনি রাম রায়ের প্রশ্নে তৎক্ষণাৎ বলিলেন যথা :—

"প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়। প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। তাহা তাহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥
শ্রীরাধা-কৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়। যাহা তাহা রাধা-কৃষ্ণ তোমার স্ফুরয়॥

(চৈ চরি ম ৮)

কিন্তু রাম রায়ও ঠকিবার লোক নহেন। প্রভুর প্রতিভাময় বাক্যে তিনি তাঁহার অতি সুস্পষ্ট-ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। রাম রায় বলিলেন, "প্রভু আসল কথা বল, আমার কাছে, ভারিভুরি খাটিবে না, আমার নিকট আর লুকাইতে পারিবে না। আমি চিনিয়াছি ও বুঝিয়াছি—

"রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার। নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন। অনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার। এবে কপট কর তোমার কোন্ ব্যবহার॥"

(চৈ চরি ২।৮)

প্রতিভাবান প্রভু একটু অপ্রতিভ হইলেন যথার্থ ই তিনি এবার অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট ধরা পড়িলেন।

"অসুর স্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি চিনে। লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তগণ স্থানে॥"

প্রভু লুকাইতে পারিলেন না, ঠকিলেন, ঠকিয়া একটু হাসিলেন, হাসিয়া রামরায়ের নিকট স্বরূপ প্রকাশ করিলেন, যথা—

"তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইলা স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥"
(চৈ, চ, ম, ৮)

এই মূর্ত্তি দেখিয়া রামরায় মূর্চ্ছিত হইলেন, ধৈর্য্য ধরিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ধরিতে পারিলেন না, চিন্ময় বিগ্রহ প্রাকৃত দেহের স্পর্শযোগ্য নহে। রামরায় মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। প্রভু তাঁহাকে চেতন করাইলেন, চেতন করাইয়া বলিলেন তুমি কৃষ্ণভক্ত আমার লীলা-রস তোমার সুবিদিত, তোমার নিকট আর আমার গোপন কি ? প্রকৃত কথা শুন ঃ—

"গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ-স্পর্শন। গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥

তার ভাবে ভাবিত করি আত্মমন। তবে কৃষ্ণ মাধুর্য্য-রস করি আস্বাদন॥

তোমার ঠাঞি মোর কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম। লুকাইলে প্রেমবলে জান সব মর্ম॥

গুপ্তে রাখিহ তাহা না করিহ প্রকাশ। আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস॥"
(চৈ, চ, ম, ৮)

প্রভু আবির্ভূত হইয়া শ্রীল রামরায়কে কৃপা পূর্বক নিজ স্বরূপ দেখাইয়াও উহা গোপন করিতে বলিলেন; যেহেতু তিনি এবার প্রচ্ছন্ন; ("ছন্নঃ কলৌ যদভবঃ", ভা ৭।৯।৩৮) ভক্তের সম্বন্ধে তাঁহার নিয়ম স্বতন্ত্র, তিনি শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই শ্রীল রামরায়কে নিজভাব গোপন করিতে বলিলেন। "অহমেব কলৌ বিপ্র! নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ"—প্রভু প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছেন; ঐশ্বর্য্যের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই, তিনি একজন ব্রাহ্মণ, তাহাতে সন্ন্যাসী, তাঁহাকে গোলোকবিহারী বলিয়া কে চিনিবে? "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" রামরায় চিনিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিলেন। এইবার প্রভুর কার্য্য স্বতন্ত্র; প্রভু এইবার অস্ত্রধারণ করিতে আগমন করেন নাই; বিশুদ্ধ সত্ত্বধর্মের প্রবর্ত্তনরূপ কৃপাই এইবারকার

জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ।
যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিমাম্ ॥ ৩ ॥

সর্বসংবাদিনী—'জয়তাম্' ইতি ; জ্ঞাপকৌ—জ্ঞাপয়িতুম্ ॥ ৩ ॥

বিদ্যাভূষণ

অথাশীর্নমস্কাররূপং মঙ্গলমাচরতি, জয়তামিতি। শ্রীলৌ জ্ঞানবৈরাগ্যতপঃ-সম্পত্তিমন্তৌ রূপসনাতনৌ মে গুরু পরমগুরু জয়তাং নিজোৎকর্ষং প্রকটয়তাং। মথুরাভূমাবিতি তত্র তয়োরধ্যক্ষতা ব্যজ্যতে। তয়োর্জয়োঽস্ত্বিত্যাশাস্যতে। জয়তিরত্র তদিতরসর্বসদ্বৃন্দোৎকর্ষবচনঃ। তত্তুৎকর্ষাশ্রয়ত্বাত্তয়োস্তৎ সর্বনমস্যত্ব-মাক্ষিপ্যতে। তৎ সর্বান্তঃপাতিত্বাৎ স্বস্য তৌ নমস্যাবিতি চ ব্যজ্যতে। তৌ কীদৃশাবিত্যাহ, যাবিমাং সন্দর্ভাখ্যাং পুস্তিকাং বিলেখয়তঃ তস্যালিখনে মাং প্রবর্ত্তয়তঃ। বুদ্ধৌ সিদ্ধত্বাদিমামিত্যুক্তিঃ। তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ, "তত্ত্বং বাক্য-প্রভেদে স্যাৎ স্বরূপে পরমাত্মনীতি" বিশ্বকোষাৎ, পরেশং সপরিকরং জ্ঞাপয়িষ্যন্তাবিত্যর্থঃ। কর্ত্তরি ভবিষ্যতিণ্বুল্ ষষ্ঠিনিষেধস্তু অকেনোর্ভবিষ্যদাধমর্ণয়োরিতি (পা ২।৩।৭০) সূত্রাৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

কার্য্য ; সেই জন্য শ্রুতি বলিলেম "সত্ত্বস্যৈব প্রবর্ত্তকঃ" সেই পর সত্ত্বরূপ প্রেম নিজে আস্বাদন করিয়া জীবকে আস্বাদন করাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-রসজ্ঞ শ্রীল রামানন্দ রায় এই "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। কলিতে ভজনীয় ও উপাস্য এতাদৃশ প্রেমময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ-কমলের বন্দনা দ্বারা পূজ্যপাদ শ্রীজীব-গোস্বামিমহোদয় নিজ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণেই উপাস্যতত্ত্ব ও সাধন-তত্ত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। ১।২॥

আশীর্নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ

পূর্বশ্লোকদ্বয়ে বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া এক্ষণে গ্রন্থকার আশীর্নমস্কাররূপ মঙ্গলা-চরণ করিতেছেন ঃ—মথুরাবাসী শ্রীল রূপসনাতনের জয় হউক, যাঁহারা সপরিকর ভগবত্তত্ত্ব-প্রচারের জন্য এই গ্রন্থ লিখিতে আমাকে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন।

কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ।
বিবিচ্য ব্যলিখদ্ গ্রন্থং লিখিতাদ্‌বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ ॥ ৪ ॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ ॥ ৫ ॥

সর্বসংবাদিনী—'কোঽপি' ইতি ; 'বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ' শ্রীরামানুজ-মধ্বাচার্য্য-শ্রীধর-স্বাম্যাদিভির্যল্লিখিতম্, তস্মাদুদ্ধৃত্যেত্যর্থঃ—অনেন স্ব-কপোল-কল্পিতত্বঞ্চ নিরস্তম্ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

বিদ্যাভূষণ—গ্রন্থস্য পুরাতনত্বং স্বপরিষ্কৃতত্বঞ্চাহ, কোঽপীতি। তদ্বান্ধবস্তয়ো রূপসনাতনয়োর্বন্ধুঃ, গোপালভট্ট ইত্যর্থঃ। বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ শ্রীমধ্বাদিভিলিখিতাৎ গ্রন্থাৎ তং বিবিচ্য বিচার্য্য সারং গৃহীত্বা গ্রন্থমিমং ব্যলিখৎ ॥ ৪ ॥ তস্য ভট্টস্যাদ্যং পুরাতনং গ্রন্থনালেখং পর্য্যালোচ্য জীবকো মল্লক্ষণঃ, পর্য্যায়ং কৃত্বা ক্রমং নিবধ্য লিখতি। গ্রন্থসন্দর্ভে, চৌরাদিকঃ ততোন্যাসে গ্রন্থেতি কর্মণি যুচ্, গ্রন্থনা গ্রন্থস্তস্য লেখং লিখনং, ভাবে ঘঞ্। তং লেখং কীদৃশমিত্যাহ—ক্রান্তং ক্রমেণ স্থিতং, ব্যুৎক্রান্তং ব্যুৎক্রমেণ স্থিতং, খণ্ডিতং ছিন্নমিতি স্বশ্রমস্য সার্থক্যম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এখানে মথুরাবাসী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—শাস্ত্রে অযোধ্যাদি সাতটি পুরী মোক্ষদায়িকা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মথুরামাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"এবং সপ্ত পুরীণান্তু সর্বোৎকৃষ্টন্তু মাথুরং। শ্রূয়তাং মহিমা দেবি বৈকুণ্ঠভুবনোত্তমঃ ॥
অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী। দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ (১।২।২৩৭)

শ্রীশব্দ জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপ ও ভক্তি-জ্ঞাপক, বিশেষতঃ আরাধ্যবস্তুর পূর্বে শ্রীশব্দ সম্মানার্থেও ব্যবহৃত হয়, এজন্য "শ্রীল" লিখিত হইয়াছে। যেহেতু উঁহারা গুরু, পরম গুরু। "জয় হউক" এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে উঁহারা তৎকালীন সকল ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ এবং সকলকারই প্রণম্য ছিলেন ॥ ৩ ॥

যঃ শ্রীকৃষ্ণপদাম্ভোজভজনৈকাভিলাষবান্।
তেনৈব দৃশ্যতামেতদন্যস্মৈ শপথোঽর্পিতঃ ॥ ৬ ॥

সর্বসংবাদিনী —'যঃ' ইতি; 'একঃ' মুখ্যঃ; 'এতৎ' লিখনম্ ॥ ৬ ॥

বিদ্যাভূষণ

গ্রন্থস্য রহস্যত্বমাহ, যঃ শ্রীতি। কৃষ্ণপারতম্যেঽন্যেনানাদৃতে তস্যামঙ্গলং স্যাদিতি তন্মঙ্গলায়ৈতৎ, নতু, গ্রন্থাবদ্যভয়াৎ। তস্য সুবুৎপন্নৈর্নিরবদ্যত্বেন পরীক্ষিতত্বাৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

গ্রন্থের প্রাচীনতা প্রতিপাদন—

এই গ্রন্থের মর্ম যে নূতন নহে, তাহাও গ্রন্থকার প্রকাশ করিতেছেন; শ্রীরামানুজ, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবগণ, শ্রীভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সেই সকল গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া, ইহাদের বান্ধব দাক্ষিণাত্যবৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীগোপাল ভট্ট একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থের কোন স্থান ক্রমানুসারে, কোন স্থান ক্রমভঙ্গে, কোন স্থান খণ্ডিতভাবে লিখিত ছিল, অধুনা শ্রীজীব সেই গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমানুসারে পরিস্কৃত ভাবে এই গ্রন্থ লিখিতেছেন ॥ ৪। ৫ ॥

সাধারণের দর্শন নিষেধ।

সাধারণে এই গ্রন্থ পাঠ করুক, গ্রন্থকর্ত্তার তাহা অনভিপ্রেত; সেইজন্য তিনি এ বিষয়ে এইরূপ শপথ দিয়াছেন:—"যিনি শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দভজনে একান্ত মুখ্য অভিলাষী, তিনিই যেন এই গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করেন, তদ্ভিন্ন অপরে যেন এই গ্রন্থ সন্দর্শন না করেন, এ বিষয়ে শপথ অর্পিত হইল। শপথের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের পরতত্ত্বতা স্থাপনই গ্রন্থের প্রধানতম প্রতিপাদ্য, যাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরতত্ত্বের উৎকর্ষ অসহনীয়, এই গ্রন্থ পাঠে তাঁহাদের ভগবদবজ্ঞাজনিত অমঙ্গল হইতে পারে, এই আশঙ্কায় জীবের চির সুহৃদ্ শ্রীজীব শপথের উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

অথ নত্বা মন্ত্রগুরূন্ গুরূন্ ভাগবতার্থদান্।
শ্রীভাগবতসন্দর্ভং সন্দর্ভং বশ্মি লেখিতুম্ ॥ ৭ ॥
যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্ ॥৮॥

সর্বসংবাদিনী—'অথ' ইতি; 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ'-নামানং সন্দর্ভং গ্রন্থমিত্যর্থঃ। 'বশ্মি' কাময়ে ॥ ৭ ॥

সর্ব গ্রন্থার্থং সংক্ষেপেণ দর্শয়ন্নপি মঙ্গলমাচরতি,—'যস্য' ইতি 'ক্বচিদপি'—(তৈ ২।১।২) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদৌ, অপি-শব্দেন তত্রৈব ব্রহ্মত্বং মুখ্যমিত্যানিতম্। 'অংশকৈঃ' লীলাবতার-রূপৈর্গুণাবতাররূপৈশ্চ; 'পুমান্' পুরুষঃ

বিদ্যাভূষণ

অথেতি। 'গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা। নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ ইত্যভিযুক্তোক্ত লক্ষণং সন্দর্ভং লেখিতুং বশ্মি বাঞ্ছামি শ্রীভাগবতং সন্দৃভ্যতে গ্রথ্যতেঽত্রেতি 'হলশ্চে'ত্যধিকরণে ঘঞ্ (৩/৩/১২১) ॥ ৭ ॥

অথ শ্রোতৃরুচ্যুৎপত্তয়ে গ্রন্থস্য বিষয়াদীননুবন্ধান্ সংক্ষেপেণ তাবদাহ, যস্যেতি। স স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহ জগতি তৎপাদভাজাং তচ্চরণপদ্মসেবিনাং স্ববিষয়কং প্রেম বিধত্তামর্পয়তু। স ক ইত্যাহ, যস্য স্বরূপানুবন্ধ্যাকৃতিগুণবিভূতিবিশিষ্টস্যৈব

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অনন্তর মন্ত্রগুরুও ভাগবতার্থপ্রদাতৃ গুরুবর্গকে প্রণাম করিয়া শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নামক সন্দর্ভ লিখিতে বাসনা করি। যাহা গূঢ়ার্থের প্রকাশক, সারোক্তিবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠতাসম্পন্ন, নানার্থযুক্ত ও বেদ্যত্বগুণসম্পন্ন, উহাই সন্দর্ভ নামে অভিহিত হয়। এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতকে বিভিন্ন ভাবে গ্রথিত করা হইতেছেন, এই কারণে ইহার নাম—শ্রীভাগবত-সন্দর্ভঃ ॥ ৭ ॥

যাঁহার চিন্মাত্র সত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থলে ব্রহ্মসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ পুরুষরূপে মায়াকে বশীভূত করিয়া স্বীয় অংশে বৈভববিলাস

সর্বসংবাদিনী

সর্বান্তর্যামী পরমাত্মাখ্যঃ। 'একং' শ্রীকৃষ্ণাখ্যাদন্যং ; 'যস্যৈব' ইতি তস্য ভগবত্ত্ব-সাম্যেঽপি শ্রীকৃষ্ণস্যৈব স্বয়ংভগবত্ত্বং দর্শিতম্ ; 'নারায়ণাখ্যং রূপম্'—পাদ্মোত্তর খণ্ডাদি প্রতিপাদ্যঃ পরমব্যোমাখ্য মহাবৈকুণ্ঠাধিপঃ শ্রীপতিঃ। 'স্বয়ংভগবান্' ইতি (ভা ১।৩।২৮) "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি শ্রীভাগবত প্রামাণ্যমিহেতি সূচিতম্ ; 'শ্রী' ইতি তদব্যভিচারিণী স্বরূপশক্তিরপি দর্শিতা। 'ইহ' জগতি, তৎপাদভাজাং তচ্চরণারবিন্দং ভজতাম্ 'প্রেম' প্রীত্যতিশয়ম্ ; 'বিধত্তাং' কুরুতাম্, প্রাদুর্ভাবয়ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বিদ্যাভূষণ

শ্রীকৃষ্ণস্য চিন্মাত্রসত্তানভিব্যক্ততত্তদ্বিশেষা জ্ঞানরূপা বিদ্যমানতা কচ্চিদপি নিগমে কস্মিংশ্চিৎ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মাস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইত্যাদিরূপে শ্রুতিখণ্ডে

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং যাঁহার নারায়ণাখ্য মুখ্যরূপ পরব্যোমে বিলাস করেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার চরণারবিন্দভজনকারীদিগকে নিজ-বিষয়ক প্রেম অর্পণ করুন। সমগ্র ষট্‌সন্দর্ভের অর্থ সংক্ষেপে একটি মঙ্গলাচরণ শ্লোকদ্বারা দেখাইতেছেন—যস্য ইতি। (সর্বসংবাদিনী)

ক্বচিদ্দপি নিগমে অর্থাৎ তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২/১/২) 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের লক্ষণ মুখ্য-ভাবে দেখান হইয়াছে। "অংশকৈঃ" লীলাবতার ও গুণাবতাররূপ শ্রীভগবানের অংশাবতারগণ সহ। 'পুমান্' পুরুষ সর্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা নামক। 'একং' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্য 'যস্যৈব' শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণরূপ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীনারায়ণের ভগবত্তা সাম্য থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্তা দেখান হইল। নারায়ণ নামক শ্রীকৃষ্ণের বিলাস রূপটি পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে প্রতিপাদিত আছে—পরব্যোমাধিপতি মহাবৈকুণ্ঠের অধীশ্বর লক্ষ্মীপতি। স্বয়ং ভগবান্ ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—এই প্রমাণ দ্বারা এইখানে সূচিত হইয়াছে। 'শ্রী' শব্দে তাঁহার নিত্য স্বরূপ শক্তিও দেখান হইল—শ্রীকৃষ্ণ এইসঙ্গে। 'ইহ' অর্থাৎ এই জগতে 'তৎপাদভাজাং' তাঁহার চরণ কমল ভজন-

বিদ্যাভূষণ

ব্রহ্মেতি সঞ্জ্ঞাং যাতি, তাদৃশতয়া চিন্তয়তাং তথা প্রতীতমাসীদিত্যর্থঃ। ভক্তিভাবিত-মনসাং তু ব্যঞ্জিততত্তদ্বিশেষা সৈব পুরুষত্বেন প্রতীতো ভবতীতি বোধ্যং, সত্যং জ্ঞানমিত্যুপক্রান্তস্যৈবানন্দময় পুরুষত্বেন নিরূপণাৎ। অতএবমুক্তং জিতন্তে স্তোত্রে ;—

"ন তে রূপং ন চাকারো নায়ুধানি নচাস্পদং। তথাপি পুরুষাকারো ভক্তানাং ত্বং প্রকাশসে॥" ইতি। নচৈবং প্রাচীনাঙ্গীকৃতমিতি বাচ্যম্ উক্তরীত্যাং তস্যাপ্যনভীষ্টত্বাভাবাৎ। যস্য কৃষ্ণস্যাংশঃ পুমান্ মায়াং বশয়ন্নেব স্বৈরংশকৈর্বিভবতি। কারণার্ণবশায়ী সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সঙ্কর্ষণঃ কৃষ্ণাংশঃ প্রকৃতের্ভর্ত্তা, তাং বশে স্থাপয়ন্নেব স্ববীক্ষণক্ষুব্ধয়া তয়াণ্ডানি সৃষ্ট্বা তেষাং গর্ভৈষ্বম্বুভিরর্দ্ধপূর্ণেষু সহস্রশীর্ষাপ্রদ্যুম্নঃ সন্, স্বৈরংশকৈর্মৎস্যাদিভির্বিভবতি। বিভবসংজ্ঞকান্ লীলাবতারান্ প্রকটয়তীত্যর্থঃ। যস্যৈব কৃষ্ণস্য নারায়ণাখ্যমেকং মুখ্যং রূপম্ আবরণাষ্টকাদ্বহিঃষ্টে পরমব্যোম্নি বিলসতি, স নারায়ণো যস্য বিলাস ইত্যার্থঃ। অনন্যাপেক্ষিরূপঃ স্বয়ং-ভগবান্, "প্রায়স্তৎসমগুণবিভূতিরাকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ তু বিলাস" ইতি সর্বমেতচ্চতুর্থসন্দর্ভে বিস্ফুটীভবিষ্যদ্ বীক্ষণীয়ম্॥ ৮॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

কারীগণের বিষয়ে 'প্রেম' প্রীতির আতিশয্য বিধান করুন অর্থাৎ প্রাদুর্ভাবিত করুন। ॥ ৮ ॥

এই শ্লোকটির মধ্যে বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রের অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব বীজাকারে বিনিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সংক্ষেপে ইহার কিঞ্চিৎ তাৎপর্য্য বিবৃত করা যাইতেছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর তত্ত্ব-নিরূপণে শ্রীজীবপাদের শিক্ষাশিষ্য শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামি-মহাশয়ের রচিত একটী শ্লোক আছে ; তদ্‌যথা :—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভব;।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥" (চৈ, চ, আ, ২।৫)

উপনিষদের স্থানে স্থানে যিনি অদ্বৈত ব্রহ্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, সেই ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি ; যিনি অন্তর্যামী পুরুষ বলিয়া খ্যাত, তিনি যাঁহার অংশবিভব ; যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পূর্ণ ভগবান্,—তিনিই বিলাস পরব্যোমপতি নারায়ণ, ইনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অপেক্ষা জগতে পরতত্ত্ব আর নাই।

এই শ্লোকের পোষকতার জন্য ষট্সন্দর্ভের সূত্র স্থানীয় শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" (ভা, ১।২।১১)

স্থানান্তরে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা হইলেও সংক্ষেপে তাৎপর্য্য এই যে, এক অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই তত্ত্ব-নামে কথিত এবং সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ আখ্যায় অভিহিত হয়েন। এ স্থলে তত্ত্ব শব্দের প্রতিপাদ্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ "অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥ ১।২।৬৫। তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভক্তি প্রেমরূপ। নাম সংকীর্তন সর্ব আনন্দ স্বরূপ॥

"ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্,—অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ—তিন বিধেয় চিহ্ন॥ ৬॥
অনুবাদ কহি, পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র-বিবরণ॥ ৭॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥ ৮॥
নন্দসুত-বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥ ৯॥
প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর পূর্ণ ভগবান্॥ (চৈ, চ, আ, ২।৬—১০)

এক অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই যে প্রকাশ-বিশেষে তিন নাম ধারণ করেন, এই, পয়ারে তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। প্রথমতঃ 'ভগবৎ'-শব্দের অর্থ-বোধ আবশ্যক। শাস্ত্রকার বলেন—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ (বি, পু, ৬,৫,৭৪)
ঈঙ্গনা=সংজ্ঞা (শ্রীবলদেব)।

অর্থাৎ যাঁহাতে সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, ও বৈরাগ্য বর্ত্তমান, তিনিই ভগবৎ-শব্দবাচ্য। এ সম্বন্ধে আরও একটী প্রমাণ বচন এই যে ঃ—

"জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥ (বি, পু, ৬,৫,৭৯)

অর্থাৎ নিত্য অপ্রাকৃত জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজ অসীমভাবে যাঁহাতে বিরাজমান, তিনিই ভগবৎ-শব্দবাচ্য। 'ভগবৎ' শব্দের নিরুক্তি এই যে ;—

"সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারার্থো দ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থাস্তথা মুনে॥
বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
স চ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থো স্ততোঽব্যয়ঃ॥" (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৩)

অর্থাৎ ভকারের দুই অর্থ-সম্ভর্ত্তা ও ভর্ত্তা। সম্ভর্ত্তা অর্থে স্বভক্তের পোষক, আর ভর্ত্তা শব্দের অর্থ ধারক বা স্থাপক।

গকারের অর্থ তিনটী (১) প্রাপক অর্থাৎ প্রেমের প্রাপক, (২) গময়িতা অর্থাৎ নিজলোক-প্রাপক; (৩) স্রষ্টা অর্থাৎ স্বীয় ভক্তে স্বীয় গুণ-সঞ্চারক। এই নিরুক্তি অনুসারে ভ, গ, ব, এই তিনটী শব্দের উত্তরে বতুপ্ প্রত্যয় করিলে "ভগববান্" এইরূপ পদসিদ্ধ হওয়া উচিত, কিন্তু ছান্দস বতুপ্ প্রত্যয়ের বকারের লোপ হইয়া, "ভগবান্" এই পদসিদ্ধ হইয়াছে। নিরুক্তির সম্ভর্ত্তা ইত্যাদি পদের অর্থ সম্ভর্ত্তৃত্ব-প্রভৃতি ধর্ম বুঝিতে হইবে। সুতরাং স্বরূপানুবন্ধি অর্থাৎ সচ্চিদানন্দাত্মক আকৃতি-গুণ-বিভূতি ও লীলা-বিশিষ্টতাই ভগবান্ শব্দের বাচ্য।

মায়াবাদীর মতে শ্রীবিগ্রহ অনিত্য, মায়ার বিলাস মাত্র। বলা বাহুল্য যে, এই মত ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত। যিনি নিজে পূর্ণ, নিত্য, শাশ্বত ও ত্রিসত্য, তাঁহার আকৃতি, রূপ, গুণ, লীলা ও বিভূতি-প্রকটন অনিত্য হইবে কেন ? শ্রীভগবানের মূর্ত্তি জড় বা মায়াবিলসিত নহে। তিনি সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি। আমরা যেমন দেহবিশিষ্ট তিনি তেমন দেহবিশিষ্ট নহেন। তাঁহার বিগ্রহ তাঁহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে, তিনি সচ্চিদানন্দ; তাঁহার শ্রীবিগ্রহও সচ্চিদানন্দ। শাস্ত্র বলেন—

"যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ"

ভগবান্ যদাত্মক, তাঁহার মূর্ত্তিও তদাত্মিকা।

"জ্ঞানৈশ্বর্য্যপরাত্মকো ভগবানেব মূর্ত্তিঃ॥"

ভগবান্ জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মক শক্ত্যাত্মক।

"বেদৈর্যৎ কীর্ত্ততে তেজো ব্রহ্মেতি প্রবিভজ্য বৈ॥

তদেবেদং বিজানেহহং রূপমীশামমীশ্বর।" (হরিবংশ)

বেদান্তে যে তেজোময় ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, সেই তেজোময় ব্রহ্ম তাঁহারই অঙ্গকান্তি।

"তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।

উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্মল।" (চৈ আ ২।১২)

ফলতঃ শ্রীভগবানের দেহ-দেহীর বিভেদ নাই। তাঁহার দেহ যাহা, তিনিও তাহাই; এক সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। এই বিগ্রহের সর্বত্রই সৎ, সর্বত্রই চিৎ এবং সর্বত্রই আনন্দ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। কিন্তু এই ভগবত্তা সাধারণ অবতারাদিতেও আছেন। সেই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অবতারোপক্রমণিকাধ্যায়ে সাধারণতঃ অবতার নির্ণয় করিয়া পাছে শ্রীকৃষ্ণও এই সাধারণ অবতারে গণনীয় হয়েন, সেই আশঙ্কার পরিহারার্থ "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্বোক্ত অবতার সকল, পুরুষাবতারের অংশ ও কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্, ইহাই নির্ণীত হইয়াছে।

"সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ। তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিলা গণন॥ ৬৮

তবে সূতদেব মনে পাঞা বড় ভয়। যার যে লক্ষণ তাহা করিলা নিশ্চয়॥ ৬৯

অবতার সব পুরুষের কলা অংশ। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব অবতংস॥"

(চৈ ১।২।৭০)

শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থের নির্ণয় এই যে—

"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।" (১।১২)

টীকাকার বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন, "যস্য স্বরূপং স্বতঃ সিদ্ধম্, নতু অন্যতো ব্যক্তম্।" অর্থাৎ যাঁহার স্ব-রূপ স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু অন্য হইতে প্রকাশিত

নহেন, তিনিই 'স্বয়ংরূপ'। শ্রীকৃষ্ণই যে এই স্বয়ং-ভগবান্, শ্রীভাগবতের প্রাগুক্ত শ্লোকই তাহার প্রমাণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও এই সিদ্ধান্ত অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্‌যথা—

"অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ। ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥" ১।২।৭৪

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়। আগে অনুবাদ কহি, পশ্চাৎ বিধেয়॥
"বিধেয়" কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত। "অনুবাদ" কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত। বিপ্র অনুবাদ, ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য॥
বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত। অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত॥
তৈছে ইহা অবতার সব হইল জ্ঞাত। কার্ অবতার? এই বস্তু অবিজ্ঞাত॥
"এতে" শব্দ অবতারের আগে অনুবাদ। পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হইল জ্ঞাত। তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত॥
অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ। "স্বয়ং ভগবত্তা" পিছে বিধেয় সংবাদ॥ ৮২
কৃষ্ণের "স্বয়ং ভগবত্তা" ইহা হৈল সাধ্য। স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য॥ ৮৩
যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। "স্বয়ং ভগবান্" শব্দের তাহাতেই সত্তা॥ ৮৪
দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন। মূল এক দীপ তাঁহা করিয়ে গণন॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ। ৯০
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি। কেহো কোন মতে কহে যার যেমন মতি॥" (চৈ আ ২।১১২)

বাজসনেয় শ্রুতি বলেন,—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" (বৃ ১।১)

অর্থাৎ এই অবতারী-রূপও পূর্ণ, এই অবতার-রূপও পূর্ণ, এই উভয়েই পূর্ণ, অর্থাৎ সর্বশক্তিমৎ। কিন্তু লীলা-বিস্তারের জন্য পূর্ণ অবতারী-রূপ হইতে পূর্ণ-অবতাররূপ প্রাদুর্ভূত, এই পূর্ণঅবতারের পূর্ণস্বরূপ গ্রহণপূর্বক, পূর্ণ অবতারী-রূপই অবশেষে বর্ত্তমান থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতার হইতেই সমস্ত অবতার প্রাদুর্ভূত হয়েন, এবং লীলা বিস্তারের পরিসমাপ্তি হইলে, পূর্ণাবতারী শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতারের পূর্ণরূপ গ্রহণ করিযা স্বয়ং বর্ত্তমান থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান তাহা স্পষ্ট বোধিত হইতেছে।

(ক) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিন্মাত্র সত্তা ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের যে সত্তা জ্ঞানমাত্রে পর্য্যবসিত, তাহাই ব্রহ্ম আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। শক্তিবর্গ লক্ষণ তৎ ধর্মাতিরিক্ত কেবল জ্ঞানের নাম ব্রহ্ম, অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্য বিরাজমান স্বরূপানুবন্ধি, রূপ, গুণ, লীলা, বিভূতি অনুভব করিতে অসমর্থ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনভিব্যক্ততত্ত্ববিশেষ—জ্ঞানরূপ বিদ্যমানতাই অনুভব করিয়া থাকেন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"ই তাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হন। কিন্তু ভগবানের নিত্য, রূপ, গুণ, লীলা, বিভূতির প্রতীতি হয় না—

"চর্ম চক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্বিশেষ। জ্ঞানমার্গে লইতে নারে তাঁহার বিশেষ॥ ১।২॥১৩

ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন। সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥ ১।২।২৫

জ্ঞানযোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব। ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব॥

উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা। অতএব সূর্য্য তার দিয়ে ত' উপমা।"

(চৈ আ ২।২৭)

ফলতঃ একই তত্ত্ব উপাসকের উপাসনার তারতম্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই ত্রিবিধ রূপে প্রতীয়মান হয়েন। এতদ্বিষয়ে শিশুপাল বধ কাব্য (১।৩) হইতেও একটি উপমা গ্রহণ করা যাইতে পারে। উক্ত কাব্য বর্ণিত দেবর্ষি নারদের দ্বারকায় অবতরণ এ বিষয়ের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেবর্ষি যখন বহু উর্দ্ধ হইতে ব্যোমপথে দ্বারকায় অবতরণ করিতেছিলেন, তখন অতি উর্দ্ধে কোন "তেজঃপুঞ্জ" পদার্থ দেখিয়া, দ্বারকাবাসী কেহই কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। ঋষি ক্রমে যখন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন—

"চয়স্তিযামিত্যবধারিতং পুরা
ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্।
বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি
ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ।"

প্রথমতঃ তেজঃপুঞ্জ, পরে তেজঃপুঞ্জকে শরীরী, অতঃপর পুরুষাবয়ব, তৎপরে সেই মূর্ত্তি যখন আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন তাঁহাকে দেবর্ষি নারদ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ চিনিতে পারিলেন।

ইহা দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভগবত্তত্ত্ব-অববোধের জন্য ভক্তিই একমাত্র সাধন। ভক্তির সাধনায় ভগবৎ স্বরূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভক্তির সাধনেই জীবকে অদ্বয়জ্ঞানের সম্মুখীন করে। জ্ঞানের সাধনায় ব্রহ্মদর্শন হয়, ভগবদ্দর্শন হয় না। শ্রীভগবানের স্বরূপানুবন্ধি রূপ, গুণ, লীলাদি দর্শনে জ্ঞানের সামর্থ্য নাই। সূর্য্যকিরণে মনোহর সাতটী বর্ণ আছে, কিন্তু সাধারণ চক্ষে তাহার উপলব্ধি হয় না, বিজ্ঞানের আলোক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সেই বর্ণনিচয় প্রতিফলিত হয়। সেইরূপ জ্ঞানের সাধনায় ব্রহ্মমাত্রসাধ্য। কিন্তু ভক্তির সাধনায় স্বরূপানুবন্ধি মনোহর রূপ, গুণ, লীলা, বৈভবাদির প্রতীতি হইয়া থাকে। (খ) "যাঁহার অংশ মায়াকে বশীভূত করিয়া স্বীয় অংশে বৈভব প্রকাশ করেন।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই কারণার্ণবশায়ী সহস্র-শীর্ষা পুরুষ সঙ্কর্ষণ মূল-অবতারী শ্রীকৃষ্ণের অংশ। এখানে মায়া শব্দে প্রকৃতি "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।" এই সঙ্কর্ষণই প্রকৃতির ভর্ত্তা ও নিয়ামক, সুতরাং অন্তর্য্যামী। ইনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া প্রদ্যুম্নরূপে বিভব-সংজ্ঞক লীলাবতার বিস্তার করেন। ইনি পরমাত্মা, ইনিই পুরুষাবতার। উক্ত পুরুষাবতার ত্রিবিধ—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার। পুরুষাবতারই আমাদের আলোচ্য—

"তস্যৈব যোঽনুগুণভুগ্ বহুধৈক এব, শুদ্ধোঽপ্যশুদ্ধ ইব মূর্ত্তিবিভাগভেদৈঃ।
জ্ঞানান্বিতঃ সকলসত্ত্ব-বিভূতি কর্ত্তা, তস্মৈ নতোঽস্মি পুরুষায় সদাব্যয়ায় ॥"

(বি, পু, ৬, ৮, ৫৯)

এই শ্লোকের অনুরূপ শ্রীল রূপগোস্বামী পাদের একটি কারিকা যথা—

"পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব।
তদীক্ষাদি কৃতির্নানাবতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥" (লঘু, ভা, ১।২।২৭)

বিষ্ণুপুরাণের মূল শ্লোকের এবং এই কারিকার অর্থে প্রতিপন্ন হইতেছে, যিনি প্রথম পুরুষ অবতার রূপ মৎস্যাদি নানা অবতার প্রকটন করিয়া থাকেন, তিনি মহৎ-স্রষ্টা প্রকৃতির অন্তর্যামী কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ। ইনিই দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্ন, তৃতীয় পুরুষাবতার জীবান্তর্যামী পরমাত্মা। ও ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ গুণাবতার বিষ্ণু। অন্যত্র ইহার বিস্তার করা হইবে। (গ) যাঁহার নারায়ণাখ্যমুখ্যরূপ পরব্যোমে বিলাস করেন।" এস্থলে "বিলাস" অর্থে শ্রীলঘুভাগবতামৃতে যথা :—

অথৈবং সুচিতানাং শ্রীকৃষ্ণতদ্বাচ্যবাচকতা-লক্ষণ সম্বন্ধ-তদ্ভজন-লক্ষণ-বিধেয়সপর্য্যায়াভিধেয়তৎপ্রেমলক্ষণ-প্রয়োজনাখ্যানামর্থানাং নির্ণয়ায় তাবৎ প্রমাণং নির্ণীয়তে ॥ ৯ ॥

বিদ্যাভূষণ ।

অথৈবমিতি। সূচিতানাং ব্যঞ্জিতানাং চতুর্ণামিতার্থঃ । শ্রীকৃষ্ণশ্চ গ্রন্থস্য বিষয়ঃ । তদ্বাচ্যবাচকলক্ষণশ্চ সম্বন্ধঃ। তদ্ভজনং তচ্ছ্রবণকীর্ত্তনাদি, তল্লক্ষণং যদ্বিধেয়ং তৎ-সর্য্যায়ং যদভিধেয়ং তচ্চ। তৎ প্রেমলক্ষণং প্রয়োজনঞ্চ পুরুষার্থস্তদাখ্যানাম্ । এক বাচ্যবাচকত্বং পর্য্যায়ত্বম্ । সমানঃ পর্য্যায়োঽস্যেতি ষপর্য্যায়ঃ । সমানার্থক সহ শব্দেন সমাসাদস্বপদবিগ্রহো বহুব্রীহিঃ । বোপসর্জ্জনস্যেতি সূত্রাৎ সহস্য সাদেশঃ । "সহশব্দস্তু সাকল্য যৌগপদ্যসমৃদ্ধিষু । সাদৃশ্যে বিদ্যমানে চ সম্বন্ধে চ সহ স্মৃতমি"তি শ্রীধরঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ।

"স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥" (লঘু, ভা, ১।১৫)

ইহার অনুরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পয়ার ঃ—

"একই বিগ্রহ কিন্তু আকার হয় আন। অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম ॥
যৈছে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ। যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ ॥
(চৈ, আ, ১ প)

সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ। একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ ॥
ইহতো দ্বিভুজ তিঁহো ধরে চারি হাত। ইহ বেণু ধরে তিঁহো চক্রাদিক সাথ ॥"
(চৈ, আ, ২ প)

সুতরাং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। **এই শ্রীকৃষ্ণই ষট্‌সন্দর্ভের বিষয়।** এবম্প্রকার সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার চরণার-বিন্দ ভজনকারী দিগকে স্ববিষয়ক প্রেম প্রদান করুন। উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্যক্রমে অনুবন্ধ চতুষ্টয়ও সূচিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই গ্রন্থের বিষয়। তাঁহারই সহিত গ্রন্থের বাচ্য-বাচকতা রূপ সম্বন্ধ, তাঁহার ভজনই অভিধেয়, এবং তদীয় প্রেমলাভই প্রয়োজন ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অনুবন্ধচতুষ্টয় নিরূপণ।

পূর্বোলিখিত শ্লোকের তাৎপর্যে যে অনুবন্ধ সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছিল উহাই স্পষ্টরূপে দেখান হইতেছে।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্যবিষয়। গ্রন্থমধ্যে শ্রীকৃষ্ণই সর্বপ্রকারে প্রতিপাদিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে উহার বাচ্য বা প্রতিপাদ্য, এবং গ্রন্থ তাঁহাকে প্রতিপাদন করিতেছে বলিয়া উহাকে তাঁহার বাচক বা প্রতিপাদক বলা যায়। অতএব এতদুভয়ের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও গ্রন্থের পরস্পর সম্বন্ধ, বাচ্য-বাচকতা বা প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকতা-লক্ষণ সম্বন্ধ জানিতে হইবে। তৎপরে কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট শাস্ত্রবিহিত তদীয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, চরণ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই গ্রন্থের অভিধেয়। (অর্থাৎ যাহাদ্বারা অভিলষিত প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে উহাই অভিধেয়) এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুশীলনে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে উদ্ভূত প্রেমই প্রয়োজন, এই প্রেম আত্মারাম মুনিগণেরও প্রার্থনীয় পঞ্চমপুরুষার্থ নামে অভিহিত।

এক্ষণে উক্ত বিষয়, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই চারিটি অনুবন্ধের অর্থ-নির্ণয়াভিপ্রায়ে প্রমাণ নির্ণয় করিতেছেন। তৎপূর্ব্বে যে ভজনকে অভিধেয়, ও সাধ্যরূপ প্রেমকে প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, ঐ ভক্তি কাহাকে বলে তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে, তাপনী শ্রুতি বলেন ঃ—

সাধারণতঃ ভক্তির লক্ষণ।

"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যেনামুস্মিন্ মনঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং।" (গো, তা, পূ, ১৫)

টীকাচ। "অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আনুকূল্যেন শ্রবণাদিকা ভক্তির্ভজনং। তথা অমুস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে মনঃ কল্পনং চিত্তানুরঞ্জনং চ। তাদৃশ শ্রবণাদি হেতুকো ভাবস্তদিত্যর্থঃ। উত্তমাত্ব সিদ্ধয়ে তদিহেতি—ইহলোকে চ পরলোকে চ উপাধি নৈরাস্যেন কৃষ্ণান্যফলাভিলাষ রাহিত্যেন, তন্মাত্রস্প হয়া জায়মানমিত্যর্থঃ। এতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং আনুষঙ্গেন মোক্ষকরমিত্যর্থঃ।"

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অর্থাৎ আনুকূল্যপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাদিরূপা ভক্তিই ভজন। ঐ ভজনটি, ঐহিক, পারত্রিক ফলকামনাশূন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণে প্রবাহরূপে, চিত্তার্পণরূপ যে শ্রবণাদিসাধ্য, উহাই প্রেমাখ্যায় পরিগণিত হইয়া তদানুষঙ্গিক প্রেম-রূপ বিমুক্তি-ফলকে প্রদান করেন।

শাণ্ডিল্যসূত্র বলেন, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" (শা, সূ, ১ অ ১ আ ২) ঈশ্বরে শ্রীকৃষ্ণে পরা অনুরক্তি অর্থাৎ অনুরাগই ভক্তি। শ্রীমদ্‌রামানুজাচার্য্য বলেন ঃ—

"সাক্ষাৎকাররূপাস্মৃতিঃ, স্মর্য্যমাণাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থপ্রিয়া যস্য স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মেত্যুক্তং ভবতি, এবম্‌রূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে। উপাসনাপর্য্যায়ত্বাদ্ভক্তিশব্দস্য, অতএব শ্রুতিস্মৃতিভিরেবমভিধীয়তে।"

অর্থাৎ সাক্ষাৎকার প্রীতিরূপতা পর্য্যন্ত ধ্রুবা অনুস্মৃতিই ভক্তিপদবাচ্য। উপাসনা ও ভক্তি একপর্য্যায়বাচী। ভাষ্যকার শ্রীমৎসুদর্শনাচার্য্য বলেন, উপাসনা ও ভক্তি একই অর্থবাচক। নৈর্ঘণ্টুকার বলেন ; "সেবা ভক্তিরূপা।"

"স্নেহ পূর্বমনুধ্যানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।
ভজ ইত্যেষ ধাতুর্ব্বৈ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিশব্দেন ভূয়সী॥" (রা,ভা, ১।১।১)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" (ভক্তি, পূর্ব্ব, ১ল, ৯)

টীকাচ। "অনুশীলনমত্র ক্রিয়া শব্দবৎ ধাত্বর্থমাত্রমুচ্যতে। ধাত্বর্থশ্চ দ্বিবিধঃ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মকঃ। কায়বাঙ্‌মানসীয় তৎতচ্চেষ্টারূপঃ—তদেবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধি কৃষ্ণার্থং বা অনুশীলনং কৃষ্ণানুশীলনং। তত্র ভক্তিমাত্রত্ব সিদ্ধ্যর্থং বিশেষণ-মানুকূল্যেনেতি। প্রাতিকূল্যে ভক্তিত্বাপ্রসিদ্ধেঃ। আনুকূল্যং চ অস্মিন্নুদ্দেশ্যায় শ্রীকৃষ্ণায় রোচমানা প্রবৃত্তিঃ।—অন্বিতিপদং চানুকূল্যে জাতে মুহুরেব সেবনং

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

স্যাদিত্যভিপ্রায়েণ কৃতং। তদেতৎ স্বরূপলক্ষণং। উত্তমাত্বসিদ্ধ্যর্থং তটস্থলক্ষণেন বিশেষণদ্বয়ং। অন্যাভিলাষিতা শূন্যমিত্যাদি। তত্রান্যেতি ভক্ত্যে-কাভিলাষেণযুক্তমিত্যর্থঃ। জ্ঞানমত্র নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানং, নতু ভজনীয়ত্বানুসন্ধানং, তস্যাবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ। কর্ম্ম স্মৃত্যাদ্যুক্তং নিত্য-নৈমিত্তিকাদি। নতু ভজনীয় পরিচর্য্যাদি, তস্য তদনুশীলনরূপত্বাৎ, আদি শব্দেন—বৈরাগ্য-যোগ-সাঙ্খ্যাভ্যা-সাদয়ঃ।" (শ্রীজীব)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত, তাঁহারই রুচিকর, যে কোন ক্রিয়া তাহাই ভক্তি। ঐ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মাদি সম্পর্ক বিরহিত ও কেবল ভজন মাত্রাভিলাষযুক্ত হইয়া উত্তমাভক্তি নামে অভিহিত হয়েন।

পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামী উক্ত গ্রন্থের টীকায় অনুশীলন পদে, ক্রিয়া শব্দের ন্যায় কেবল ধাতুর অর্থ মাত্র বুঝাইয়াছেন। ধাতুর অর্থ দুই প্রকার, প্রবৃত্তিরূপ ও নিবৃত্তিরূপ। এই দুই রূপ ক্রিয়াই কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ভাবে সেই সেই চেষ্টারূপ হইয়া থাকে। অতএব "কৃষ্ণানুশীলনং" অর্থে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বা তাঁহার নিমিত্ত প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ, কায়িক, বাচনিক, মানসিক চেষ্টারূপ যে কোন ক্রিয়া উহাই অনুশীলন। ঐ অনুশীলনের ভক্তিত্ব সিদ্ধির জন্য "আনুকূল্যেন" এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, কারণ প্রাতিকূল্যে ভক্তি সম্পূর্ণ অপ্রসিদ্ধ। "আনুকূল্য" অর্থে শ্রীকৃষ্ণে রুচিকর প্রবৃত্তি। এই ভজনের উদ্দেশ্য ও বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাতেই রুচিজনক প্রবৃত্তিই আনুকূল্য। অতএব প্রাতিকূল্য বর্জ্জিত শ্রীকৃষ্ণের রুচিকরী তাঁহার সম্বন্ধীয় বা তাঁহার নিমিত্ত যে কোন ক্রিয়া উহাই ভক্তি। ভক্তির উত্তমতা সিদ্ধির জন্য, তটস্থ লক্ষণ দ্বারা দুইটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে; প্রথম—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" অন্যাভিলাষশূন্য বলার তাৎপর্য্য, কেবল ভক্তি মাত্র অভিলাষযুক্ত, তদ্ভিন্ন ঐহিক পারত্রিক কোন বিষয়েই আর অভিলাষ থাকিবে না। দ্বিতীয় – জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ "জ্ঞান শব্দে এখানে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান বুঝিতে হইবে। ভজনীয় শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানরূপ জ্ঞান নহে। কারণ ভজনে উহাই অবশ্য অপেক্ষণীয়। কর্ম্ম শব্দেও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রোক্ত মিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াই বুঝিতে হইবে, কিন্তু

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

ভজনীয় শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যাদি ক্রিয়া নহে ! কারণ—অনুশীলন শব্দে শ্রীকৃষ্ণের ঐ পরিচর্য্যাদির কথাই গৃহীত হইয়াছে। "কর্ম্মাদি" এখানে আদিপদে বৈরাগ্য যোগ সাঙ্খ্যাভ্যাসাদি বুঝিতে হইবে। যেহেতু ইহারা সর্ব্বদা ভক্তির প্রতিকূলতাই বিধান করিয়া থাকে। নারদ পঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে—

"সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

সকল প্রকার উপাধি পরিত্যাগ পূর্বক, অর্থাৎ ঐহিক পারত্রিক সমস্ত ভোগ কামনা ত্যাগ করিয়া, কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি মাত্র অভিলাষে নির্মলভাবে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বৃন্দ দ্বারা ভগবান্ হৃষীকেশের যে সেবা, তাহাই উত্তমা ভক্তি।

ভক্তির স্বরূপ নির্ণয়—

উক্ত ভক্তির স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন ঃ—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি। বিজ্ঞান-ঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।"

"অহং ভক্ত-পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥" (ভা ৯।৪।৬৩)

অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া ভগবদ্দর্শন করান, শ্রীভগবান্ বিজ্ঞানঘনানন্দরূপা ভক্তিরই বশ, অতএব ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির উৎকৃষ্ট সাধন।

যে ভক্তিতে শ্রীভগবান্ বশীভূত হয়েন তাঁহার স্বরূপ কি ? এই বিষয়ে শ্রীজীবপাদ প্রীতিসন্দর্ভে ও শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থে শাস্ত্রযুক্তি পূর্ণ অতি সুন্দর এক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ;—

"ভগবদ্বশীকারহেতুভূতা ভক্তিঃ কিং স্বরূপেতি, কিং প্রাকৃতসত্ত্বময়জ্ঞানানন্দ-রূপা, কিংবা ভগবজ্‌জ্ঞানানন্দরূপা অথবা জৈবজ্ঞানানন্দরূপা, উত হ্লাদিনীসারসমবেত-সম্বিৎসাররূপেতি। নাদ্যঃ, ভগবতো মায়াবশ্যত্বাশ্রবণাৎ, স্বতঃ পূর্ণত্বাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ অতিশয়াসিদ্ধেঃ। নাপি তৃতীয়ঃ জৈবয়োস্তয়োঃ ক্ষোদিষ্ঠত্বাৎ। কিন্তু চতুর্থ এবাসৌ ভবেৎ।"

অর্থাৎ ভগবদ্বশীকরণের হেতুভূতা ভক্তির স্বরূপ কি ? উহা কি প্রাকৃত-সত্ত্বময় জ্ঞানানন্দরূপিণী, অথবা উহা কি শ্রীভগবানের জ্ঞানানন্দস্বরূপিণী, কিম্বা

উহা কি জীবের জ্ঞানানন্দস্বরূপিণী, অথবা উহা শ্রীভগবানের পরাশক্তির সাররূপা যে হ্লাদিনী শক্তি, উহার সার-সমবেত-সম্বিৎ শক্তির সারস্বরূপা ? ভক্তি কখনই প্রাকৃত সত্ত্বময় জ্ঞানানন্দ রূপিণী নহেন। কেননা শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত করিবার ক্ষমতা ভক্তির আছে প্রাকৃতিক শক্তিতে সে সামর্থ্য নাই, যেহেতু শ্রীভগবান্ মায়ার বশীভূত নহেন। দ্বিতীয় পক্ষও সম্ভব হয় না ; কেননা শ্রীভগবান্ ভক্তের ভক্তিতে অধিক আনন্দ অনুভব করেন. শ্রীভগবান্ পূর্ণ, তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি আনন্দের হ্রাসবৃদ্ধির অসম্ভাবনাবশতঃ উহা সম্ভব হয় না। তৃতীয়তঃ. জীবের জ্ঞানানন্দও ভক্তি নহে। কেননা. জীবের আনন্দ ক্ষুদ্র ও ক্ষয়শীল, আর ভক্তি নিত্যা ও বিপুলা, সুতরাং জৈবী আনন্দ বিপুল জ্ঞানানন্দস্বরূপা, নিত্যা, ভক্তিরূপে গণ্য হইতে পারে না। অতএব চতুর্থ পক্ষই স্বীকার্য্য অর্থাৎ শ্রীভগবানের হ্লাদিনী-শক্তির ও সম্বিৎ শক্তির সমবেত সাররূপা পরাবস্থাই ভক্তি। শ্রীভগবান্ যখন তদীয় ভক্তের প্রেমভক্তিতে বশীভূত হয়েন, তখন ভক্তি যে হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তির সমবেত সারস্বরূপিণী ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত। অতঃপর শ্রীল বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন ঃ—

"তৎসারত্বঞ্চ তন্নিত্যপরিকরাশ্রয়ক-তদানুকূল্যাভিলাষবিশেষঃ।"

অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্যপরিকরগণে অবস্থিত ভগবদ্বিষয়ে অনুকূল অভিলাষ-বিশেষই ভক্তি। এই ভক্তি শ্রীভগবানের নিত্যধামে নিত্যপরিকরসকলে নিত্য অবস্থিতা, মন্দাকিনী-প্রবাহের ন্যায় ভক্তরূপ প্রণালিকাক্রমে সেই ভক্তিপ্রবাহ, প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, জীব তাহা হইতেই ভক্তিলাভ করিয়া থাকে। ইহাতে দেখা যায় যে, ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, ভক্তি ভগবজ্‌জ্ঞানানন্দস্বরূপিণী নহেন। এখন আবার বলা হইতেছে, ভক্তি শ্রীভগবানের জ্ঞানানন্দশক্তিস্বরূপিণী। ইহার মীমাংসা এই যে শ্রীভগবান্ শক্তিমান্। জ্ঞান ও আনন্দ তাঁহার শক্তি। শক্তি,—শক্তিমানের বিশেষণ-রূপেই কল্পিত হইয়াছে। "শ্রীভগবানের শক্তি" এইরূপ বলায় অবয়ব-অবয়বীর ন্যায় অভেদেও ভেদের প্রতীতিমাত্র প্রকল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হইলেও অভেদে ভেদবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।

ভক্তির নিত্যসিদ্ধতা প্রতিপাদন।

এই ভক্তি নিত্যসিদ্ধা, প্রেমরূপা ও সাধ্যা। যাহা নিত্যসিদ্ধা তাহাকে আবার সাধ্যা বলা হইল কেন? এইরূপ আপত্তিও উত্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু আপাততঃ সাধন হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যাইলেও, উহা বস্তুতঃ সাধন হইতে উৎপন্ন হয় না। তবে সাধনা দ্বারা চিত্তে ইহার স্ফুর্ত্তি, উদ্ভাসিত হয় মাত্র;

"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥" (ভক্তি পূর্ব, ২।১)

শ্রীল জীবগোস্বামী ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—"ভাবস্য সাধ্যত্বে কৃত্রিমত্বাৎ পরমপুরুষার্থত্বাভাবঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নিত্যেতি। ভগবচ্ছক্তিবিশেষবৃত্তিবিশেষত্বে শাস্ত্রে সাধয়িষ্যমাণত্বাদিতি ভাবঃ"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা সাধনীয় সামান্য ভক্তিকে সাধন ভক্তি কহে। এতদ্-দ্বারা ভাব ও প্রেম-ভক্তি সাধ্য। "প্রেম-ভক্তি সাধ্য" এই কথা বলায় ইনি কৃত্রিম ও উৎপন্না এই ভ্রম উপস্থিত হইতে পারে, বাস্তবিক তাহা নহে, ইনি নিত্য-সিদ্ধা ইহার কোন সাধনা নাই। জীবের হৃদয়ে স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধ-প্রেমের আবির্ভাব ইহার সাধন।

"শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করায় উদয়॥" (চৈ, চ, ম, ২২)

সুতরাং এই প্রেমভক্তি লাভের জন্য প্রথমতঃ চিত্তবিশুদ্ধির প্রয়োজন। শুদ্ধচিত্তে নির্মল কৃষ্ণপ্রেমোদয়ের যোগ্যতা ও সামর্থ্য সম্ভাবিত হয়। তজ্জন্য সাধনের প্রয়োজন। পঞ্চরাত্র বলেন—

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥" (নারদপঞ্চরাত্র)

অর্থাৎ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রে যে সকল ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই সাধনভক্তি। এই ভক্তির যাজনে সাধ্য প্রেম-ভক্তির উদয় হয়।

এই শ্লোকে "হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া" এবং রসামৃতসিন্ধুর "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানু-শীলনং" প্রায় এক-বৃত্তিত্ব-বাচক। এই সাধনভক্তির অনেক অঙ্গ শাস্ত্রে বিনির্ণীত হইয়াছে। উহা আকর গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। খনিতে রত্ন থাকে, কিন্তু উহা শানদ্বারা মার্জ্জিত করিয়া লইলে ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। জড় প্রায় স্থূল ও মলিন হৃদয়ে নির্ম্মল চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয় না। সুতরাং সাধনের বিশেষ প্রয়োজন। সাধনফলে জীবের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়, মায়ামলিন জীবের কৃষ্ণ-স্মৃতি অসম্ভব। সুতরাং সাধনাখ্য শ্রবণাদি নববিধ ভক্তিই এই গ্রন্থের অভিধেয়।

শ্রবণাদি নববিধ ভক্তিনিরূপণ।—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥" (ভা. ৭।৫।২৩)

পূর্ব্বে উত্তমা ভক্তির যে লক্ষণ বলা হইয়াছে উহা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভেদে নববিধা। ঐ শ্রবণের বহুবিভাগ শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—নাম, রূপ, গুণ ও চরিত্র অর্থাৎ লীলাদির শ্রবণ। কীর্ত্তনও তদ্রূপ—

"নামগুণলীলাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনং"

নাম রূপ, গুণ ও লীলাদির উচ্চৈস্বরে কথনই কীর্ত্তন। স্মরণ বা ধ্যান একই—

"যথা কথঞ্চিন্মনসা সম্বন্ধঃ স্মৃতিরুচ্যতে"

যে কোন প্রকারে মনের সহিত শ্রীভগবানের রূপ গুণ লীলাদির সম্বন্ধ হইলেই উহাকে স্মৃতি বা ধ্যান বলা যায়। উহা রূপধ্যান, গুণধ্যান, ক্রীড়াধ্যান, সেবা-ধ্যান, ইত্যাদি বিবিধপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ হইয়া থাকে।

"অর্চ্চনন্তুপচারাণাং স্যান্মন্ত্রেণোপপাদনং"

মন্ত্র সহিত উপচারের সমর্পণকেই অর্চ্চন কহে।

"দাস্যং কর্ম্মার্পণং তস্য কৈঙ্কর্য্যমপি সর্বথা।"

দাস্য—কর্মসমর্পণ ও কৈঙ্কর্য্যভেদে দুই প্রকার, তন্মধ্যে কৈঙ্কর্য্যই সর্বপ্রকারে দাস্য।

"বিশ্বাসো মিত্রবৃত্তিশ্চ সখ্যং দ্বিবিধমীরিতং"

সখ্য—বিশ্বাস ও মিত্র-বৃত্তিরূপে দুই প্রকার।

"অর্থো দ্বিধাত্মশব্দস্য পণ্ডিতৈরুপপদ্যতে।
দেহহন্তাস্পদং কৈশ্চিদ্দেহঃ কৈশ্চিন্মমত্বভাক্॥"

আত্মনিবেদন নামা ভক্তির "আত্ম" শব্দের অর্থ তুই প্রকার, কোন কোন পণ্ডিত অহঙ্কারাস্পদ দেহীকে আত্মা বলেন, কেহ কেহ বা মমত্বাভিমানী দেহকে আত্মা বলেন, এই উভয়কেই শ্রীভগবচ্চরণে সমর্পণের নাম আত্মনিবেদন।

শ্রবণকীর্ত্তনাদির চিদানন্দময়তা শাস্ত্রযুক্তি-সিদ্ধ, জীবের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের জন্য নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপ শক্তির বৃত্তিসমূহ সাধকের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে অবতরণ করেন এবং শ্রবণকীর্ত্তণাদিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শ্রবণকীর্ত্তনাদি চিদানন্দময়-স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষেরই ক্রিয়া। এই শ্রবণকীর্ত্তনাদিময়ী উত্তমা ভক্তি—শুদ্ধা, মুখ্যা, অকিঞ্চনা, অনন্যা, কেবলা ও স্বরূপ-সিদ্ধা প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিতা।

সাধারণতঃ ঐ ভক্তি—সাধন, ভাব ও প্রেম ভক্তি নামে তিন প্রকার। সাধন আবার বৈধী ও রাগানুগা বা রাগাত্মিকা ভেদে তুই প্রকার; রাগাত্মিকাভক্তির অনুগতা ভক্তির নামই রাগানুগা। রাগাত্মিকা আবার তুই প্রকার—কামরূপা, সম্বন্ধরূপা। রাগানুগা—কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা ভেদে তুই প্রকার। কামানুগা ভক্তি, সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তদ্ভাবেচ্ছাময়ী ভেদে তুই প্রকার। কিন্তু ঐ সাধনভক্তি তুই প্রকার হইলেও রাগানুগার পূর্বে বৈধী সাধন আবশ্যক; বৈধসাধন ব্যতিরেকে রাগাগমনের সম্ভব নাই; কোথাও কাহার জন্মান্তরীয় সুকৃতিবলে চিত্তের নির্মলতাবশতঃ ও ভগবানের কৃপায় সামান্য সাধনেই রাগের উদয় হয়। কোথাও বা বিলম্ব হয়। ভক্তিরসের বিচার অতীব সূক্ষ্মতর। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে অভিধেয় সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ংই বিচার করিবেন।

প্রয়োজন নির্ণয়।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার প্রেমলক্ষণ প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা প্রাপ্তির জন্য কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি ঘটে তাহাই প্রয়োজন।

"যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজমম্" (গৌতমসূত্র ১।১।২৪)

এবং ঐ প্রয়োজনের ইষ্টতা জ্ঞানই প্রবৃত্তির কারণ। সুখ—প্রাপ্তি ও তুঃখ—নিবৃত্তি, ইহাই পুরুষের প্রয়োজন; শ্রীভগবৎ-প্রীতিতে নিত্যসুখের-উৎপত্তি ও অত্যন্ত তুঃখ-নিবৃত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং উহাই জীবের পরম প্রয়োজন।

(প্রীতিসন্দর্ভে ইহা সম্যক্ আলোচিত হইবেন) ॥ ৯ ॥

তত্র পুরুষস্য ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয়দুষ্টত্বাৎ সুতরামলৌকিকাচিন্ত্য-স্বভাববস্তুস্পর্শাযোগ্যত্বাচ্চ তৎ প্রত্যক্ষাদীন্যপি সদোষাণি ॥ ৯ ॥

সর্বসংবাদিনী—'তত্র পুরুষস্য' ইতি। তত্রৈতদুক্তং ভবতি—

বিদ্যাভূষণ

তত্রেতি। পুরুষস্য ব্যবহারিকস্য ব্যুৎপন্নস্যাপি ভ্রমাদিদোষগ্রস্তত্বাত্তাদৃক্ পারমার্থিক বস্তুস্পর্শানর্হত্বাচ্চ তৎপ্রত্যক্ষাদীনি চ সদোষাণীতি যোজ্যম্। ভ্রমঃ প্রমাদো বিপ্রলিপ্সা করণাপাটবঞ্চেতি জীবে চত্বারো দোষাঃ। তেষতস্মিংস্তদ্বুদ্ধি-র্ভ্রমঃ, যেন স্থাণৌ পুরুষত্ববুদ্ধিঃ। অনবধানতান্যচিত্ততালক্ষণঃ প্রমাদঃ; যেনান্তিকে গীয়মানং গানং ন গৃহ্যতে। বঞ্চনেচ্ছা বিপ্রলিপ্সা, যথা শিষ্যে স্ব-জ্ঞাতোঽপ্যর্থো ন প্রকাশ্যতে। ইন্দ্রিয়মান্দ্যং করণাপাটবং, যেন দত্তমনসাপি যথাবৎ বস্তু ন পরি-চীয়তে। এতে প্রমাতৃজীবদোষাঃ প্রমাণেষু সঞ্চরন্তি। তেষু ভ্রমাদিত্রয়ং প্রত্যক্ষে, তন্মূলকেঽনুমানে চ। বিপ্রলিপ্সা তু শব্দে ইতি বোধ্যম্। প্রত্যক্ষাদীন্যষ্টৌ ভবন্তি প্রমাণানি। তত্রার্থসন্নিকৃষ্টং চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ম্ প্রত্যক্ষম্। অনুমিতিকরণমনুমানং, অগ্ন্যাদিজ্ঞানমনুমিতিঃ, তৎকরণং ধূমাদিজ্ঞানম্। আপ্তবাক্যং শব্দঃ। উপমিতি-করণমুপমানং, গোসদৃশো গবয় ইত্যাদৌ সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধজ্ঞানমুপমিতিঃ, তৎ করণং সাদৃশ্য জ্ঞানং। অসিদ্ধ্যর্থদৃষ্ট্যা সাধকান্যার্থকল্পনমর্থাপত্তিঃ, যয়া দিবাভুঞ্জানে পীনত্বং রাত্রিভোজনং কল্পয়িত্বা সাধ্যতে। অভাব গ্রাহিকানুপলব্ধিঃ, ভূতলে ঘটানুপলব্ধ্যা যথা ঘটাভাবো গৃহ্যতে। সহস্রে শতং সম্ভবেদিতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনা সম্ভবঃ। অজ্ঞাত-বক্তৃকং পরম্পরা প্রসিদ্ধমৈতিহ্যং, যথেহ তরৌ যক্ষোঽস্তি। ইত্যেবমষ্টৌ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এক্ষণে যে প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া উক্ত প্রয়োজনাদির জ্ঞান হইবে সেই প্রমাণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।—

প্রমাণ-নির্ণয়।

ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বলেন—

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

"প্রমীয়তে অনেন ইতি প্রমাণং, করণার্থাভিধানো হি প্রমাণশব্দঃ"

যথার্থ জ্ঞানের নাম প্রমাণ ; যাহার সাক্ষাৎ ব্যাপারে যথার্থজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই প্রমাণ। অথবা—

"প্রমাতা যেন অর্থং প্রমিণোতি তৎ প্রমাণং"। অথবা—

"প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ অর্থবৎ প্রমাণম্"

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে প্রমাণ ভিন্ন অর্থ প্রতিপত্তি হয় মা। অর্থ প্রতিপত্তি না হইলে, তাহাতে প্রবৃত্তিও জন্মায় না। জ্ঞাতা প্রমাণ দ্বারা অর্থোপলব্ধি করিয়া কোনটী গ্রহণ করেন, অথবা কোনটী ত্যাগ করেন। সেই প্রাপ্তি-কামী বা ত্যাগ-কামীর সমীহাই প্রবৃত্তি নামে অভিহিত হয়। এই প্রবৃত্তির সহিত প্রবৃত্তিজাত ফলের যে সম্বন্ধ উহারই নাম সামর্থ্য। সমীহমান ব্যক্তি আপন ইচ্ছানুসারে কোনটীর গ্রহণ ও কোনটীর ত্যাগ করেন। সুখ ও সুখের এবং দুঃখ ও দুঃখের হেতুই অর্থ। এই অর্থ অপরিসংখ্যেয়। প্রমাণ অর্থবৎ। সুতরাং প্রমাতা প্রমেয় ও প্রমিতিতেও অর্থবত্তা স্বতঃসিদ্ধ। ত্যাগেচ্ছায় বা গ্রহণেচ্ছায় যাঁহার প্রবৃত্তি আছে, তিনি প্রমাতা। প্রমাতা যদ্দ্বারা ত্যাজ্য-গ্রাহ্যের বিচার করেন তাহাই প্রমাণ। পূজ্যপাদ শ্রীল গৌতম বলেন—

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-চ্ছল-জাতি-নিগ্রহ-স্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"। অর্থাৎ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত. সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্পনা, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহ-স্থান এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব অসংশয়িত ও অবিপরীতরূপে জানিতে পারিলেই পরম শ্রেয় লাভ করা যায়। ইহার প্রত্যেক পদের বিশেষ ব্যাখ্যা পরে করা যাইবে।

এক্ষণে প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনায় দেখা যায় যে, কোন কোন মতে প্রমাণ দশবিধ,—যথা (সর্বসংবাদিনীতে)

প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য, চেষ্টা, এই দশবিধ প্রমাণ থাকিলেও ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব, দোষরহিত অপৌরুষের বেদবাক্যই প্রমাণ। কারণ প্রমাতার উক্ত ভ্রমাদি দোষ-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

সকল অন্যান্য প্রমাণগুলিতে সংক্রমিত হইয়া প্রমাণসকলকে দূষিত করে। এই দোষপ্রতীতিহেতু উহারা প্রমাণ কি প্রমাণাভাস তাহা নির্ণয় করা পুরুষের সাধ্যাতীত। কোন কোন মতে আর্ষ ও চেষ্টা এই দুইটী প্রমাণের পার্থক্য স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং তদনুসারে প্রমাণ আটটী। [সর্বসংবাদিনী—৪-৫ অনুবাদ]

ন্যায়-দর্শনানুসারে প্রমাণ চারিটী—"প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি"। ভাষা-পরিচ্ছেদে বুদ্ধিকে অনুভূতি ও স্মৃতি, এই দুই প্রকার বলিয়াছেন। অনুভূতি আবার চারি প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমিতি ও শব্দ।

"অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চস্যাদনুভূতিশ্চতুর্বিধা।
প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপমিতি শব্দজে॥"

প্রত্যক্ষ— সূত্রকার গৌতম বলেন—"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যম-ব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং" দোষরহিত ইন্দ্রিয় ও দোষরহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয় এই উভয়ের যন্নিকর্ষে যে জ্ঞান জন্মে সেই অব্যপদেশ্য অব্যভিচারী ও ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞান বলে। ফলতঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ও প্রত্যক্ষ-প্রমা, উভয়ের বিভিন্নতা আছে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেই কোন না কোনরূপ জ্ঞান জন্মায়। উহার কোনটী প্রমা, কোনটী ভ্রম, কোনটী সংশয় হইতে পারে। মরুভূমিতে মরীচিকার দর্শন ও প্রত্যক্ষ, কিন্তু উহা ভ্রম-প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ-প্রমা নহে। ইন্দ্রিয়ের দোষে অথবা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দোষে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বহুল ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। অতিদূরতা, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা, বিকলতা, শক্তির প্রতিরোধ, চিত্তের অনবস্থিতি, দৃশ্যের সূক্ষ্মতা ও স্থিতিবৈপরীত্যাদি দোষ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বহুল ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকে। সকলের ইন্দ্রিয়ও সমশক্তিক নহে। ইহাও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের একটী দোষ। ভগবান্ সূত্রাকার "অব্যপদেশ্যম-ব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকম্ প্রত্যক্ষম্" এই সূত্রে প্রত্যক্ষে তিনটী বিশেষণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "অব্যপদেশ্য" শব্দটী প্রত্যক্ষের বিশুদ্ধতা বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা ব্যপদিশ্যমান নহে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্পর্ক মাত্র হইতেছে কিন্তু রূপরসাদির বিনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হইতেছে না প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এমন যে অবস্থা, উহাকেই অব্যপদিশ্য বলা যায়। যাহা যেখানে যেরূপ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

আছে, তাহার সেইখানে সেইরূপ জ্ঞানই "অব্যভিচারি-জ্ঞান"॥ অপিচ প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী ইন্দ্রিয়েরই সাক্ষাৎ ব্যবসায়, মনের অনুব্যবসায়মাত্র। ইন্দ্রিয়ের অভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে মনের কোনও অধিকার নাই। এজন্য ব্যবসায়াত্মক বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ, নির্ব্বিষয়ক ও সবিষয়ক। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষমাত্র যে জ্ঞানের উদয় হয় উহা নির্ব্বিষয়ক ; উহাতে বিষয়ের স্বরূপের জ্ঞান জন্মে না। আর পদার্থ দেখিলে সেই পদার্থটী কোন্ পদার্থ, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে তাহাই সবিষয়ক প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ, শ্রাবণিক, ঘ্রাণজ, ত্বাচ, রাসনিক ও মানসিক রূপে ছয় প্রকার।

অনুমান—অনুমান সম্বন্ধে ন্যায় সূত্র বলেন— "অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানম্ পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টং" ব্যাপ্য বস্তু দেখিয়া ব্যাপকের যে নিশ্চয় তাহাই অনুমিতি। যেমন ধূম দর্শনে ধূমধ্বজের অস্তিত্ব নিরূপণ। এই অনুমান ত্রিবিধ, পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো-দৃষ্ট। কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান "পূর্ব্ববৎ", যেমন মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান "শেষবৎ", যেমন নদীর পূর্ণতা ও জলস্রোতের বিপরীত গতি দেখিয়া জোয়ারের অনুমান, উদয় ও অস্ত দেখিয়া চন্দ্রের গতির অনুমান। পূর্বোক্ত পূর্ব্ববৎ ও শেষবৎ ভিন্ন অপর যে অনুমান উহাই সামান্যতো-দৃষ্ট"। অনুমিতি প্রত্যক্ষমূলা। অনুমান—"অনু" অর্থে পশ্চাৎ "মান" অর্থে জ্ঞান অর্থাৎ কোন বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে তৎসহচর অপর অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞানের যে আগম হয়, তাহাই অনুমিতি। যেমন ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান, এই অনুমিতির একমাত্র কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান। অর্থাৎ ব্যাপ্য ব্যাপকের যে স্বতসিদ্ধ সামানাধিকরণ-জ্ঞান্ উহাই ব্যাপ্তিজ্ঞান। ব্যাপ্য— অল্পস্থান স্থায়ী, বাপক—অধিক স্থান স্থায়ী। যেমন কোন ব্যক্তি চুল্লীতে ধূম ও বহ্নি একত্র সন্দর্শন করিল। এইরূপে তাহার জ্ঞান হইল যে ; যে যে স্থানে ধূম আছে সেই সেই স্থানেই বহ্নি আছে। কালান্তরে সে ব্যক্তি যখন পর্বতে অবিচ্ছিন্নমূল-ধূম দেখিতে পাইল ; তখন তাহার ধূম থাকিলেই বহ্নি থাকে এই ব্যাপ্তির স্মরণে এই পর্বতও যে "বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্" এইরূপ একটা পরামর্শ-জ্ঞানের উৎপত্তি হইল। ইহার পরেই তাহার জ্ঞান হইল যে "পর্বত—বহ্নিমান্"।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এই যে সিদ্ধান্তাত্মক জ্ঞান, ইহার নামই অনুমান। অতএব অনুমিতি যখন প্রত্যক্ষমূলা, তখন প্রত্যক্ষে প্রমার অস্তিত্বানুসারেই অনুমানের ও প্রমা নির্ণীত হইবে। কারণ, জ্ঞান-জন্য-জ্ঞানই অনুমান।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় প্রভৃতি পদার্থের জ্ঞান, বুদ্ধির বিশেষ বিকাশ ব্যতীত সম্ভবে না। সহজজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞান-জন্য-জ্ঞান অধিকতর জটীল। ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে অনুমিতির যেরূপ সূক্ষ্ম আলোচনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে দেখা যায় যে, মানসিক শক্তির বিশেষ বিকাশ সাধিত না হইলে মানব-সমাজে অনুমান-জ্ঞানের উচ্চ ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ফলতঃ অনুমান বুদ্ধির জটিল প্রক্রিয়া-সাধ্যজ্ঞান, ইহা অবোধে বা শিশুতে সম্ভবে না, জ্ঞানরাজ্যে অনুমান এক প্রকাণ্ড ব্যাপার বা মানবীয়বুদ্ধির গৌরবান্বিত বিকাশ। ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান গৌরব যে; ইহা দাম্ভিক ও নাস্তিক বিদলনের অমোঘ অস্ত্র। এই অনুমানের মূলে প্রত্যক্ষের বিষয় থাকিলেও, ত্রৈরাশিক অঙ্কের যেমন তিনটী জ্ঞাত রাশি হইতে একটী অজ্ঞাত রাশি ফল-স্বরূপ বিনির্ণীত হইয়া থাকে, অনুমানের প্রক্রিয়াও তদ্রূপ॥ দ্রব্যের অভ্যন্তরে শক্তির জ্ঞান, জড়ের বাহিরে জড়াতীত অতীন্দ্রিয় পরম-পদার্থের জ্ঞান অনুমান-সাধ্য॥ পদার্থ-বিজ্ঞান কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই সভ্য সমাজের সুখ, সুবিধা, শোভা ও সম্পদ্ পরিবর্দ্ধন করিয়া তুলিয়াছে।

উপমান— উপমান সম্বন্ধে ন্যায়সূত্রকার বলেন; "প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাৎ সাধ্য-সাধনমুপমানম্" যে স্থলে সাধ্যপদার্থ, প্রসিদ্ধ বিজ্ঞাত পদার্থের সাদৃশ্য দ্বারা সাধিত হয়, সে স্থলের যে সাদৃশ্য জ্ঞান তাহাই উপমান এবং তৎপ্রসূত জ্ঞানই উপমিতি, যেমন গো-সদৃশ-গবয়।

শব্দ—সূত্রকার বলেন, "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ" যাহা প্রমাজ্ঞানে লব্ধ তাহাই আপ্ত। এই জন্য ধর্মবিশ্বাসী আস্তিকমাত্রেই শব্দপ্রমাণে বিশ্বাসী। এই প্রমাণ সকল দেশে, সকল জাতিরই ধর্মশাস্ত্রে ব্যবহৃত। ধর্মের ইহাই প্রধানতম প্রমাণ বলিয়া গণ্য। ইহা দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ রূপে দ্বিবিধ। ন্যায়সূত্রের এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত আরও কতকগুলি প্রমাণ আছে, যেমন অর্থাপত্তি। অর্থাৎ

সর্বসংবাদিনী

'তত্র পুরুষস্য' ইতি। অত্রৈতদুক্তং ভবতি।—যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমান-শব্দার্ষোপমানার্থাপত্ত্যভাব-সম্ভবৈতিহ্য-চেষ্টাখ্যানি দশ প্রমাণানি বিদিতানি, তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণা-পাটব দোষ-রহিত-বচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্; অন্যেষাং প্রায়ঃ পুরুষ-ভ্রমাদি-দোষময়তয়ান্যথা-প্রতীতি-দর্শনেন প্রমাণং বা

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

দিবাভাগে অভোজনকারী কোন ব্যক্তিকে পুষ্টিলাভ করিতে দেখিলে, ঐ পুষ্টিলাভ দেখিয়া উহার রাত্রি ভোজনের কল্পনাই অর্থাপত্তি নামে অভিহিত হয়। আর একটি প্রমাণ অভাব, যেমন ঘট, দেখিতেছি না সুতরাং ঘটের অভাব। এইরূপ সম্ভব ও ঐতিহ্য নামক আরও দুইটী প্রমাণ আছে। ফলতঃ ন্যায়শাস্ত্রমতে এই সকল প্রমাণই, উক্ত প্রমাণচতুষ্টয়ের অন্তর্ভূক্ত।

আপ্তোপদেশ বা শব্দপ্রমাণে ভ্রম (যাহার যে ধর্ম নাই তাহাকে তদ্ধর্মশালী বলিয়া জানা), প্রমাদ—(অনবধানতা), বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা) ও করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) প্রভৃতি প্রমাতৃদোষের (প্রমাণদ্বারা যিনি যথার্থানুভব করিবেন তদীয় দোষের) সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য এই ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে শব্দ-প্রমাণকেই প্রধানতম প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে' যেহেতু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় তাহার সকলগুলিকেই প্রমা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। চন্দ্রসূর্য্যকে আমরা অতি ক্ষুদ্র থালারমত দেখিয়া থাকি। বাস্তবিক উহাদের আকার এত বৃহৎ যে তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। দূরত্বই এই ভ্রান্তির কারণ, মরুভূমে সৌর-কিরণ-সম্পাতে তটিনী-তরঙ্গবৎ প্রতি-ভাত হয়। অতএব যখন প্রত্যেক ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষেই এইরূপ দোষের সম্ভাবনা স্বতঃবর্ত্তমান, তখন প্রত্যক্ষোপজীব্য অনুমানাদিও যে দোষসম্পৃক্ত তাহা বলাই বাহুল্য ॥৭॥

'তত্র পুরুষস্য' এইমূল সন্দর্ভের অনুগত আরো কিছু বলা হইতেছে—যদিও প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ আর্ষ অর্থাপত্তি অভাব সম্ভব ঐতিহ্য চেষ্টা—এই দশবিধ প্রমাণ জানা আছে, তথাপি ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব—এই চারিটি দোষরহিত বাক্যস্বরূপ শব্দই মূল প্রমাণ। (সর্বসংবাদিনী)

সর্বসংবাদিনী

তদাভাসো বেতি পুরুষৈর্নির্ণেতুমশক্যত্বাৎ ; তস্য (দোষচতুষ্টয়-রহিতস্য শব্দস্য) তু তদভাবাৎ (অন্যথা-প্রতীতি-দর্শনাভাবাৎ) অতো রাজ্ঞা ভৃত্যানামিব তেনৈবান্যেষাং বদ্ধমূলত্বাৎ, তস্য তু নৈরপেক্ষ্যাৎ, যথাশক্তি ক্বচিদেব তস্য তৈঃ সাচিব্যকবণাৎ, স্বাধীনস্য তস্য তু তান্যুপমর্দ্যাপি প্রবৃত্তিদর্শনাৎ, তেন [স্বাধীন-শব্দেন] প্রতিপাদিতে বস্তুনি তৈঃ [শব্দানুগ-প্রত্যক্ষাদিভিঃ] বিরোদ্ধুমশক্যত্বাৎ, তেষাং [প্রত্যক্ষাদীনাং] শক্তিভিরস্পৃশ্যে বস্তুনি তস্যৈব তু সাধকতমত্বাৎ। তথা হি প্রত্যক্ষং তাবন্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়-পঞ্চক-জন্যতয়া [মানস-ভেদেন, তথা চক্ষুরাদিক-পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়-ভেদেন চ] ষড়্‌বিধং ভবেৎ। প্রত্যেকং পুনঃ সবিকল্পক-নির্বিকল্পক ভেদেন দ্বাদশ-বিধং ভবতি। তদেব [প্রত্যক্ষং] চ পুনঃ (১, ২) বৈদুষম-বৈদুষঞ্চেতি দ্বিবিধম্ ।—

ভ্রম—মিথ্যাজ্ঞান, প্রমাদ্—যত্নসহকারে কর্ত্তব্য কার্য্যের বিস্মৃতি, বিপ্রলিপ্সা—নিজে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ জানিলেও অন্যকে তাহার বিপরীতভাবে বুঝান অর্থাৎ বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা, করণাপাটব—ইন্দ্রিয় সমূহের অপটুতা ; এইসকল মনুষ্যের দোষ সুতরাং তাহাদের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ভগবৎ তত্ত্বনির্ণয়ে গ্রাহ্য নহে, ঐগুলিকে প্রমাণাভাস বলা হয়। কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র-উক্ত শব্দ প্রমাণে ঐ ভ্রমাদি দোষ না থাকায় তাহা স্বতঃপ্রমাণ। যেমন—ভৃত্যগণ রাজার অধীন, সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত শব্দ-প্রমাণের অধীন অন্য সকল প্রমাণ। বেদোক্ত শাস্ত্র-প্রমাণ কিন্তু নিরপেক্ষ, অন্য প্রমাণ সকল কোন কোন স্থলে যথা-শক্তি শব্দ-প্রমাণের সহায়ক হয়, শব্দ প্রমাণ স্বাধীন প্রত্যক্ষাদিকে মর্দ্দিত করিয়া তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। স্বাধীন শব্দ-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত বস্তুতে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। যে বস্তুতে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের শক্তি স্পর্শ করিতে পারে না, সেস্থলে শব্দ-প্রমাণই সাধকতম।

এখন ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অর্থ ও বিভাগ বিস্তৃত রূপে বলিতেছেন—প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার - মানস-প্রত্যক্ষ ও পঞ্চ-জ্ঞাণেন্দ্রিয় দ্বারা—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, রাসন, শ্রাবণ, ত্বাচ্, ঘ্রাণজ। অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই সেই ইন্দ্রিয়ের

সর্বসংবাদিনী

(১) তত্র বৈদুষে [যথেশ্বরস্য, তৎপার্ষদানাং লব্ধসমাধীনাং সিদ্ধানাঞ্চ প্রত্যক্ষে] ন বিপ্রতিপত্তিঃ [বিরোধঃ], ভ্রমাদিনৃদোষ-রাহিত্যাৎ; (১ক) শব্দস্যাপি তন্মূলত্বাচ্চ] বৈদুষ-প্রত্যক্ষমূলত্বাচ্চ] (২) কিন্তু অবৈদুষে [যথা জীবানাং প্রত্যক্ষে] এব (২ক) সংশয়ঃ [দ্বৈধজ্ঞানম্]; (২খ) তদীয়ং জ্ঞানং হি ব্যভিচরতি [অব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্ত্যসম্ভাবেনেতি দোষত্রয়েণাক্রান্তং ভবতি]; যথা—মায়া-মুণ্ডাব-লোকনে 'দেবদত্তস্যৈব মুণ্ডমিদং বিলোক্যতে' ইত্যাদৌ।

ন তু (১ক) শব্দঃ; যথা—'হিমালয়ে হিমম্, রত্নাকরে রত্নম্' ইত্যাদৌ, তচ্ছব্দেনৈব বদ্ধমূলম্; যথা দৃষ্টচর-মায়ামুণ্ডকেন কেনচিদ্‌ভ্রমাৎ সত্যেঽপ্যশ্রদ্ধীয়-মানে সত্যমেবেদমিতি নভো-বাণ্যাদৌ জানন্নপি বৃদ্ধোপাসনং বিনা ন কিঞ্চিদপি তত্ত্বেন নির্ণেতুং শক্নোতীতি হি সর্বেষামেব ন্যায়বিদাং স্থিতিঃ।

গ্রাহ্যবস্তু—শব্দস্পর্শ রূপ রস গন্ধ—বিষয় জানা। আর মানস প্রত্যক্ষ দ্বারা দেহের সুখ ও দুঃখ অনুভব করা যায়।

ঐগুলি পুনরায় সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্পভেদে দ্বাদশ প্রকার। ঐ প্রত্যক্ষ আবার বিদ্বৎ-প্রত্যক্ষ ও অবিদ্বৎ প্রত্যক্ষরূপে দ্বিবিধ। (১) তন্মধ্যে বিদ্বৎ প্রত্যক্ষ যেমন ঈশ্বরের, পার্ষদগণের ও সমাধিতে সিদ্ধগণের প্রত্যক্ষ। ইহাতে কোন পরিবর্ত্তন বা বিরোধ নাই। আর সাধারণ মনুষ্যের প্রত্যক্ষে যে সকল ভ্রমাদি দোষ যে পূর্বে বলা হইয়াছে তাহাও বিদ্বৎ প্রত্যক্ষে নাই। শব্দ প্রমাণও ঐ বিদ্বৎ প্রত্যক্ষ মূলক। (২) কিন্তু অবিদ্বৎ প্রত্যক্ষ বিষয়ে সংশয় (দ্বিধাবুদ্ধি) এবং কোন স্থলে ব্যভিচারী দেখা যায়, যেমন—যাদুকরগণ একজনের মস্তক কাটিয়া আনিয়া দেখাইল, ইহা দেবদত্তের মস্তক দেখ, কিন্তু উহা প্রকৃত নয়।

(১ক) অপরন্তু শব্দ বিষয়ে পূর্বোক্ত দোষ নাই, যেমন—হিমালয়ে হিম আছে, রত্নাকরে রত্ন আছে, ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় না। ঐ শব্দ দ্বারাই বদ্ধমূল, যেমন ইন্দ্রজালিক প্রদর্শিত মায়ামুণ্ড দ্বারা কেহ কেহ ভ্রমে পতিত হইলেও কেহ কেহ অশ্রদ্ধাও করে, কিন্তু আকাশবাণীতে ইহা সত্যই বলিলে জানিয়াও প্রামাণিক ব্যক্তির উপদেশ বিনা কোন তত্ত্বই নির্ণয় হইতে পারে না, ইহা সকল ন্যায়বিদ-গণের একমত।

সর্বসংবাদিনী

(১ক) শব্দস্য তু নৈরপেক্ষ্যম্ ; যথা—'দশমস্ত্বমসি' ইত্যাদৌ ; স এষ শব্দো 'দশমোঽহমস্মি' ইতি প্রমায়াস্তিরস্কারিণং মোহং শ্রবণপথ-প্রবেশমাত্রাদ্‌বিনিবর্ত্তয়ত্যেবেতি স্পষ্টমেব নৈরপেক্ষ্যম্। আত্মশক্ত্যনুরূপমেব (২) প্রত্যক্ষেণ শব্দস্য সাচিব্যকৃতিঃ ; যথা—'অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্' ইত্যাদাবেব ; ন তু 'ভবান্ বভুব গর্ভে মে মথুরা-নগরে সুত' ইত্যাদৌ।

(১ক) শব্দ কিন্তু নিরপেক্ষ যেমন—'দশম স্ত্বমসি' বাক্যে দশজন ব্যক্তি নদী পার হইতেছিল সাঁতার দিয়া, ঐ পারে উঠিয়া তাহারা সকলে উঠিয়াছে কিনা গণনা করিতে লাগিল নিজেকে বাদ দিয়া। তখন নয় সংখ্যা হওয়ায় সকলেই কাঁদিতে লাগিল। তখন পাশ্ববর্ত্তি কোন লোক আসিয়া তাহাদের ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন দশজনই আছে॥ তাহার কথায় তাহারা বিশ্বাস করিল না, তখন তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে গণনা করিতে বলিল, সে তখন পূর্ববৎ নিজেকে ছাড়িয়া গণনা করিল, নয়জনই হইল। তখন ঐ পার্শ্বস্থিত ব্যক্তি উহার বুকে হাত দিয়া বলিল এই দশম তুমিই। তখন তাহাদের ভ্রম কাটিল এবং সেও জানিল আমিই দশম। এতক্ষণ যে প্রমাণকে তিরস্কার করিয়া মোহ ছিল, তাহা 'ঐ দশম তুমি' এই বাক্যটি তাহার কানে প্রবেশ মাত্রই মোহ কাটিয়াগেল। সুতরাং শব্দ প্রমাণ যে নিরপেক্ষ তাহা জানা গেল।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিজ সামর্থ্য অনুসারে শব্দের সহায়ক হয়, তাহার দৃষ্টান্ত যেমন—অগ্নি হিমের ঔষধ, ইত্যাদি স্থলে শব্দ প্রমাণ শুনিষা অগ্নি যে শীত নিবারক তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে অগ্নিতে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু সর্বত্র প্রত্যক্ষ শব্দের সহায়ক হয় না, যেমন—দেবকী দেবী বলিলেন কৃষ্ণকে "হে পুত্র তুমি মথুরানগরে কংস-কারাগারে আমার গর্ভে জাত হইয়াছিলে"। এস্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহায়ক নাই।

(১ক) শব্দ কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপমর্দ্দক, যেমন—সাঁপুড়ে বলিল 'সর্প দষ্টে তোমাতে বিষ নাই' এই মন্ত্র বলিয়া এক চপেটাঘাতে বিষ উড়াইয়া দিল। অতএব শব্দের দ্বারাই প্রতিপাদিত প্রমাণের প্রত্যক্ষ বিরোধ নাই,

সর্বসংবাদিনী—

(১ক) শব্দস্য তু তদুপমর্দ্দকত্বম্ ; যথা—সর্পদষ্টে 'ত্বয়ি বিষং নাস্তি' ইতি মন্ত্র ইত্যাদৌ। তেন [শব্দেদ] প্রতিপাদিতে প্রত্যক্ষাবিরোধিত্বম্ ; যথা—'সৌবর্ণং ভসিতং স্নিগ্ধম্' ইত্যাদৌ। তস্যৈব তু সাধকতমত্বং যথা—[ক্বচিচ্ছিন্নরদেহে] গ্রহ-চেষ্টাদাবিতি। সর্বপ্রত্যক্ষসিদ্ধং যত্তং সত্যমিত্যেব পক্ষঃ সর্বস্যৈষকত্র [] মিলনা-সম্ভবাৎ পরাহতঃ। অথ বহূনাং প্রথ্যক্ষসিদ্ধমিত্যেযোঽপি ক্বচিদেশে পৌরুষেয়-শাস্ত্রে বা কস্যাপি বস্তুনোঽন্যথা-জ্ঞানদর্শনাৎ পরাহতঃ।

অথ (৩) প্রতিজ্ঞা-হেতূদাহরণোপনয়-নিগমনাভিধ-পঞ্চাঙ্গমনুমানং যত্তদপি ব্যভিচরতি। তত্র (৩খ) বিষম-ব্যাপ্তৌ যথা বৃষ্ট্যা তৎকালনির্বাপিত-বহ্নৌ চিরক্ষণ-মধিকোদিত্বর-ধূমে পর্বতে 'পর্বতোঽয়ং বহ্নিমান ইত্যাদৌ, বর্ষাসু ধূমায়মান-স্বভাবে পর্বতে বা ; ন তু শব্দঃ ; যথা—'সূর্য্যকান্তাৎ সৌরমরীচি-যোগেনাগ্নিরুত্তিষ্ঠতে' ইত্যত্র।

যেমন—সুবর্ণ ভস্ম হইলে উহা স্নিগ্ধ হয়—ইহাতে কোন প্রত্যক্ষের বিরোধ নাই। শব্দেরই স্থল বিশেষে সাধকতমতা দৃষ্ট হয় যেমন—গ্রহগণের গতি রাশি সঞ্চরণাদি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের কোন সহায়তা নাই।

তবে কেহ যদি বলে সকলের যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহাই সত্য - এই পক্ষও অসম্ভব হেতু পরাহত হইল। কারণ সকলকে একত্র বা একই কালে মিলিত করা সম্ভব নয়। অনন্তর বহুজনের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যাহা তাহাই প্রমাণ - এই পক্ষটিও সিদ্ধান্তে পরাহত হয়, কারণ কোন দেশে কোন লৌকিক শাস্ত্রে কোন বস্তুর অন্যরূপ জ্ঞান দেখা যায়।

অনন্তর অনুমান প্রমাণের কথা বলা হইতেছে—ঐ অনুমানটি পঞ্চাঙ্গ বিশিষ্ট, যথা—প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ উপনয় নিগমন। ইহাও ব্যভিচার-গ্রস্ত, তন্মধ্যে বিষম ব্যাপ্তিতে ব্যভিচার যথা—বৃষ্টিদ্বারা সেইকালে অগ্নি নির্বাপিত হইলেও কিছুক্ষণ অধিক রূপে ধূম উঠিতে থাকে, ঐরূপ পর্বতে যদি বলা হয় 'পর্বতোঽয়ং বহ্নিমান্'—বর্ষাকালে ধূমায়মান স্বভাব বিশিষ্ট পর্বতকে দেখিয়া 'পর্বতোঽয়ং বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমান ব্যভিচারী কিন্তু শব্দ প্রমাণে ঐ দোষ নাই যেমন—সূর্যকান্ত মণি হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত

সর্বসংবাদিনী

তৎ (অনুমানং) শব্দেনৈব বদ্ধমূলং যথা— 'অরে শীতাতুরাঃ পথিকাঃ! মাঽস্মিন্ ধূমাদ্‌বহ্নি-সম্ভাবনাং কৃঢ্বম্, দৃষ্টমস্মাভিরত্রাসৌ বৃষ্ট্যাধুনৈব নির্বাণঃ ; কিন্ত্বমুত্রৈব ধূমোদ্‌গারিণি গিরৌ দৃশ্যতে বহ্নিঃ' ইত্যাদৌ। 'ধূমাভাস এবায়ম্ ন ত্বত্র বহ্নিঃ কিন্ত্বমুত্রৈব' ইত্যাদি-বাক্যাদৌ চ। যদি বক্তব্যম্—এবমাভাসত্বেন পূর্বত্র স্বরূপাসিদ্ধো হেতুরিত্যতো ন সদনুমান-ব্যভিচারিতেতি—সমানাকারত্বাৎ, বিষ-পর্বত-বাষ্পাদিষু নেত্রজ্বালাদীনামপি দর্শনাৎ ? (উচ্যতে—) অলম্ ধূমাদীনামসার্ব-ত্রিকত্বাত্তদ্‌বাষ্পাতীত-কালগত-ধূমজাতত্বাদি-সম্ভবাচ্চ ন ধূম-ধূমাভাসয়োরগ্নি-সম্ভা-বাসম্ভাবমাত্র-প্রতিপত্তেরগ্নি-জ্ঞানাদেব ধূমজ্ঞানে সাধ্য-সাধন-সমভিব্যাহারাৎ পর-স্পরাশ্রয়ঃ প্রসজ্যেত।

হয় সূর্যকিরণ যোগ হইলে—এই বাক্যে কোন দোষ নাই। সেই অনুমান শব্দ দ্বারাই বদ্ধমূল যেমন—অরে শীতাতুর পথিকগণ এই পর্বতে ধূম দেখিয়া অগ্নি অনুমান করিওনা আমরা দেখিয়াছি এখানে বৃষ্টি দ্বারা এখনই অগ্নি নিবিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্য আরেকস্থলে ঐ দেখ ধূম উঠিতেছে ঐ পর্বতে অগ্নি আছে। যেখানে বৃষ্টিদ্বারা অগ্নি নিবিয়া গিয়াছে ঐ ধূম প্রকৃত ধূম নহে ধূমাভাস, অতএব সেখানে অগ্নিও নাই। কিন্তু এইখানে ধূমও আছে অগ্নিও আছে এই অনুমানটি শব্দ দ্বারা বদ্ধমূল।

যদিবল, এইরূপ পূর্বে ধূমাভাস স্থলে স্বরূপের অসিদ্ধি হেতু অনুমান ব্যভিচার হইল, বস্তুত সদনুমান ব্যভিচার হয় না। তাহা বলিতে পার না—বিষবাষ্প পর্বতে চক্ষুজ্বালাকর ধূম দেখিয়া যদি কেহ ধূম মনে করে তাহা হইলে সেখানে ব্যভিচার হইবে, এইরূপও বলিতে পারনা, ধূম সর্বত্র থাকে না। বাষ্প ব্যতীত ধূম জ্ঞানে সাধ্য সাধন এক হইয়া যায়, অতএব সেখানে পরস্পরাশ্রয় দোষ হয়। এই রূপে প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রমাণের প্রতি সমব্যাপ্তি অনুমানেও ঐরূপ ব্যভিচার দৃষ্ট হইবে।

সমব্যাপ্তি যথা—'পর্বতো ধূমবান্ আর্দ্রেন্ধন-বহ্নেঃ সমব্যাপ্তি ভিন্ন যাহা তাহাই বিষম ব্যাপ্তি, যথা 'তপ্তলৌহপিণ্ড-বহ্নিমান ধূমাৎ' এস্থলে ধূম স্বরূপেতে অসিদ্ধ পক্ষে নাই, এই কারণ ইহা একটি হেত্বাভাস। পরস্পর আশ্রয়

সর্বসংবাদিনী

তদেবং তাদৃশ-প্রত্যক্ষস্তৈব প্রমাং প্রতি ব্যভিচারে (৩ক) সমব্যাপ্তাবপি তদ্ব্যভিচারঃ।

(১ক) শব্দস্য নৈরপেক্ষ্যং যথা—'দশমস্ত্বমসি' ইত্যাদাবেব। আত্মশক্ত্যনু-রূপমেব চ তস্য তেন (৩) সাচিব্যকরণং যথা—হীরক-গুণবিশেষমদৃষ্টবদ্ভিঃ পার্থিবত্বেন সর্বমেবাশ্মাদিকং দ্রব্যং লৌহচ্ছেদ্যমিত্যনুমাতুং শক্যতে, ন তু শ্রুত-তাদৃশ-গুণকং হীরকং তচ্ছেদ্যমিতীত্যাদৌ।

শব্দস্য তদুপমর্দকত্বং যথা—বহ্নিতপ্তমঙ্গং, বহ্নিতাপেন শাম্যতি ; শুণ্ঠ্যাদি-

---

যথা—মহিষভিন্ন গো এবং গো ভিন্ন মহিষ—ইহা বুঝিতে হইলে প্রথমত মহিষ জানিতে হয় পরে গোকে জানিতে হয়, আবার গো জানিলে তদ্ভিন্ন মহিষকে জানাযায়, উভয়ের জ্ঞান পরস্পর সাপেক্ষ সুতরাং ইহা একটি হেত্বাভাস।

অনন্তর অন্য প্রমাণগুলির স্বরূপ জানিবার জন্য দেখান হইতেছে। ৪) আর্ষং—দেবতা ও ঋষিগণের বচন, ৫) উপমান—গো সদৃশ গবয় এইরূপ জ্ঞান ৬) অর্থাপত্তি—স্থূলকায় দেবদত্ত দিনে ভোজন করেন না, তাহা হইলে স্থূলকায় হয় কিরূপে সে জন্য কল্পনা করিতে হয় অর্থাৎ রাত্রিতে ভোজন করেন।

৭) অভাব—ইন্দ্রিয়ের সহিত দ্রব্যের সংযোগ না হইলে প্রত্যক্ষ হয় না অতএব ঘট এস্থলে নাই ইহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত ঘটের সংযোগাভাব, ইহার একনাম অনুপলব্ধি বা অভাব। ৮) সম্ভব—একশত টাকার মধ্যে এক টাকা থাকা সম্ভব এইরূপ জ্ঞানকে সম্ভব প্রমাণ বলা হয়। ৯) ঐতিহ্য—এই বটবৃক্ষে যক্ষ থাকে, ইহা বহুকাল হইতে অজ্ঞাত বক্তার বাক্য হইতে লোক পরম্পরায় প্রসিদ্ধ আছে। ১০) চেষ্টা—হস্তের অঙ্গুলি দেখাইয়া দশটি ঘট অন্যকে যে বুঝানোর উপায় তাহাকে চেষ্টা বলে।

আরো মনুষ্য ও পশু প্রভৃতির প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রায় একই রূপ সুতরাং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ পরমার্থ বস্তুর জ্ঞাপক নহে। দেখাও যায় গো-আদি পশুগণ দর্শন ও ঘ্রাণাদির দ্বারা ভালমন্দ জানিতে পারে। ভাল বোধ করিলে আহারাদিতে প্রবৃত্ত হয়, মন্দ বোধ করিলে প্রবৃত্ত হয় না, ইহার

সর্বসংবাদিনী

দ্রব্যং জাঠরাগ্নি পাকাদৌ মাধুর্য্যাদিভাগ্ ভবতীত্যাদৌ। তেন প্রতিপাদিতেঽনু-মানেনাবিরোধ্যত্বং যথা—'একৈবেয়মোষধিস্ত্রিদোষঘ্নী' ইত্যাদৌ। তচ্ছক্তিভির-স্পৃশ্যেঽর্থে শব্দস্যৈব সাধকতমত্বং যথা—গ্রহচেষ্টাদাবেবেতি। তদেবং মুখ্যয়োরেব তয়োরাভাসীকৃতৌ, পরাণি তু স্বয়মেবানপেক্ষ্যাণি ভবন্তি,—তস্য [শব্দস্য] তয়োশ্চ [প্রত্যক্ষানুমানয়োশ্চ] অনুগতত্বাৎ।

অথ তথাত্ব-জ্ঞানার্থং তানি চ দর্শ্যন্তে।—তত্র, (৪) দেবানামৃষীণাঞ্চ বচনমার্ষম্, (৫) গোসদৃশো গবয় ইতি জ্ঞানমুপমানম্ ; (৬) পীনত্বমহ্ন্যভোজিনি নক্তং-ভোজিত্বং গময়তি, তদন্যথা ন ভবতীর্থগিরোঃ কল্পনং যস্য ফলমসাবর্থাপত্তিঃ ;

দ্বারা তাহাদের পরমার্থ সিদ্ধি হয় না। ইহাও দেখা যায় অতি বালকগণ মাতা পিতাদি আপ্তজনের শব্দ দ্বারাই সর্ব বিষয়ে জ্ঞান ও প্রবৃত্তি লাভ করে, ইহা ছাড়া পিতৃমাতৃ রক্ষক বিহীন একাকী বালক জড় বা বোবা হয়, তাহা দ্বারা তাহাদের কোন ব্যবহার কার্যও সিদ্ধ হয় না।

শব্দ কিন্তু নিরপেক্ষ অনুমানের অধীন নয়, যেমন 'দশমস্ত্বমসি' ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে ; তবে নিজশক্তি অনুরূপ অনুমান শব্দের স্থল বিশেষে সহায়তা করে, যেমন হীরকের বিশেষ গুণ যাঁহারা দেখেন নাই তাহারা হীরককে পার্থিব পদার্থ মনে করিয়া সকল প্রস্তর যেরূপ লৌহদ্বারা ছেদন করা যায়, সেইরূপ হীরকও লৌহদ্বারা ছেদন করা যায়—ইহা অনুমান করিতে পারেন, কিন্তু যাহারা হীরকের বিশেষ গুণ শুনিয়াছেন ; তাহারা জানেন হীরককে লৌহদ্বারা ছেদন করা যায় না।

শব্দ প্রমাণ অনুমান প্রমাণের উপমর্দ্দক যেমন—অগ্নি-তপ্ত হস্ত অগ্নিতাপ দ্বারা শান্তি লাভ করে, শুঠকটু দ্রব্যটি উদরাগ্নি দ্বারা পাক হইয়া মধুর আস্বাদন হয়।

শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত স্থলে অনুমান বিরোধিতা করিতে পারে না যেমন একটি ঔষধ বায়ু পিত্ত কফ ত্রিদোষকে নাশ করে ত্রিফলা বা গুলঞ্চ।

সর্বসংবাদিনী

(৭) সন্নিকর্ষং বিনা নেন্দ্রিয়াণি গৃহ্ণন্তি, তস্মাৎ ঘটাভাবে প্রমাণং তদনুপলব্ধিরূপোঽভাব এব ; (৮) সহস্রে শতং সম্ভবতীতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনং সম্ভবঃ ; (৯) অজ্ঞাতবক্তৃ-কৃতাগত পারম্পর্য্য-প্রসিদ্ধমৈতিহ্যম্ ; (১০) অঙ্গুল্যুত্তোলনতো ঘট-দশকাদি-জ্ঞানকৃচ্চেষ্টেতি ।

কিঞ্চ, পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষান্ন প্রত্যক্ষাদিকং জ্ঞানং পরমার্থপ্রমাপকম্ ; দৃশ্যেতে চামীষামিষ্টা নিষ্টয়োর্দর্শন-ঘ্রাণাদিনা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তী । ন চ তেষাং কাচিৎ পরমার্থ-সিদ্ধিঃ ; দৃশ্যতে চাতিবালানাং মাতরপিত্রাদ্যাপ্ত-শব্দাদেব সর্বজ্ঞান-প্রবৃত্তি, তং বিনা চৈকাকিতয়া রক্ষিতানাং জড়-মূকতেতি ; ন চ ব্যবহারসিদ্ধিরিতি ।

অথৈবং শব্দস্যৈব প্রমাণত্বে পর্য্যবসিতে কোঽসৌ শব্দ ইতি বিবেচনীয়ম্ । তত্র 'ভ্রমাদি-রহিতং বচঃ শব্দঃ' ইত্যনেনৈব পর্য্যাপ্তির্ন স্যাৎ ;—যথা স্বমতিগৃহীতে পক্ষে ভ্রমাদি-রহিতোঽয়ময়মেবেতি প্রাতিস্বং মতভেদে নির্ণয়াভাবাপত্তি স্তথা তস্যাপি শব্দস্য প্রত্যক্ষাবগম্যত্বেন পরানুগতত্বাদপ্রামাণ্যাপত্তেঃ ।

অনুমানের শক্তি যে স্থলে স্পর্শ করিতে পারে না, সে স্থলে শব্দ প্রমাণ সাধকতম হয় যেমন—আকাশে গ্রহগণের গতিবিধি ।

এইরূপে মুখ্য দুইটি প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ যখন প্রমাণাভাসরূপে সিদ্ধান্তিত হইল তখন এই দুইএর অধীন অন্য প্রমাণগুলি যে প্রমাণাভাস হইবে, তাহা আর বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই ।

অনন্তর এইরূপে 'শব্দের'ই প্রমাণত্ব সিদ্ধ হইলে ঐ শব্দটি কিরূপ তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন । তন্মধ্যে ভ্রমাদি দোষ চতুষ্টয় রহিত বাক্যই শব্দ—এই বলিলে সম্পূর্ণ হয় না । যেমন-নিজ বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত পক্ষে আমি বলিলাম আমার এই শব্দ ভ্রমাদি দোষ রহিত, ঐরূপ প্রত্যেকেই মতভেদে বলিবেন আমার শব্দ ভ্রমাদি দোষ রহিত, পরিশেষে নির্ণয় হইবে না কোনটি দোষ রহিত । সেই শব্দটি প্রত্যক্ষের অগম্যহেতু অন্যের অনুগত হওয়ায় অপ্রমাণ্য দোষ থাকিয়া গেল ।

সেইহেতু যে শব্দ নিজ নিজ বিদ্বত্তা প্রকাশের জন্য সকলেই অভ্যাস করে এবং যে শব্দ জানিলে সকলেরই সর্ব বিষয়ে বিদ্বত্তা প্রকাশ পায় এবং যাহার দ্বারা

সর্বসংবাদিনী

তস্মাদ্‌যো [শব্দঃ] নিজ-নিজ-বিদ্বত্তায়ৈ সর্বৈরেবাভ্যস্যতে ;—যস্যাধিগমেন সর্বেষামপি সর্বৈব বিদ্বত্তা ভবতি ;—যৎকৃতয়ৈব পরমবিদ্বত্তয়া প্রত্যক্ষাদিকমপি শুদ্ধং স্যাৎ, যশ্চানাদিত্বাৎ স্বয়মেব সিদ্ধঃ ; স এব নিখিলৈতিহ্য-মূলরূপো মহাবাক্য-সমুদায়ঃ শব্দোঽত্র গৃহ্যতে। স চ শাস্ত্রমেব ; তচ্চ বেদ এব ;—য এবানাদিসিদ্ধঃ সর্বকারণস্য ভগবতোঽনাদিসিদ্ধং পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট্যাদৌ তস্মাদেবাবির্ভূতমপৌরুষেয়ং বাক্যম্। তদেব ভ্রমাদি-রহিতং সম্ভাবিতম্ ; তচ্চ সর্বজনকস্য তস্য চ সদোপদেশায়াবশ্যকং মন্তব্যম্ ; তদেব চাব্যভিচারি প্রমাণম্। তচ্চ তৎকৃপয়া কোঽপি কোঽপি গৃহ্নাতি। কুতর্ক-কর্কশা মূঢ়া বা তন্ন গৃহ্নন্তু নাম, তেষামপ্রমাপদং কথমপযাতু ?

নন্বীশ্বর-বিহিতং বৈদ্যকাদি-শাস্ত্রমমতং প্রমাণাভাবাদিতরবদ্‌যাতীতি চেন্ন ;—পরেষাং তদনুগতত্বাদেব শাস্ত্রত্ব-ব্যবহারঃ। ন চ বুদ্ধস্যাপীশ্বরত্বে সতি তদ্‌বাক্যং চ প্রমাণং স্যাদিতি বাচ্যম্ ;—যেন শাস্ত্রেণ তস্যেশ্বরত্বং মন্যামহে, তেনৈব তস্য দৈত্য-মোহন-শাস্ত্রকারিত্বেনোক্তত্বাৎ।

পরমবিদ্বত্তা রূপে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ শুদ্ধ হয়। যাহা অনাদিকাল হইতে সিদ্ধহেতু স্বয়ংই সিদ্ধ। তাহাই সর্ব ঐতিহ্যের মূল, এইরূপ মহাবাক্য সমষ্টি শব্দ এখানে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহাকেই আমরা 'শাস্ত্র' বলি। তাহাই 'বেদ' যাহা অনাদি সিদ্ধ সর্বকারণ শ্রীভগবানের অনাদি সিদ্ধ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি মধ্যে ভগবান হইতেই আবির্ভূত অপৌরুষেয় বাক্য। তাহাই ভ্রমাদি দোষ রহিত, তাহাই সর্বপিতা শ্রীভগবানেরও সদ্‌ উপদেশের জন্য আবশ্যক ইহা স্বীকার্য্য তাহাই সর্ববিধ দোষ শূন্য প্রমাণ। তাহাও ভগবানের কৃপায় কোন কোন ব্যক্তি গ্রহণ করেন। কুতর্ক কর্কশ ব্যক্তিগণ বা মূঢ় ব্যক্তিগণ তাহা যদি না গ্রহণ করেন না করুন, তাহা দ্বারা আমাদের অপ্রামাণ কিরূপে হইতে পারে। ?

এ স্থলে ইহাও বলা যায় না যে ঈশ্বর বিহীত 'বৈদ্যশাস্ত্র' অপ্রমাণ তাহাতে প্রমাণ না থাকায় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপ্রমাণ হউক ইহা বলা যায় না। অন্য সকল শাস্ত্র ঐ বেদশাস্ত্রের অনুগত বলিয়াই শাস্ত্রোক্ত ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

সর্বসংবাদিনী

অত্র (বেদস্য প্রামাণ্য-বিষয়ে) বাচস্পতিশ্চৈবমাহ] শঙ্করভাষ্যস্য 'ভামতী'-টীকায়ামুপোদ্‌ঘাতে],—"ন চ জ্যেষ্ঠ- [অগ্রজাত] প্রমাণ-প্রত্যক্ষ-বিরোধাদ্‌াম্নায়স্যৈব তদপেক্ষস্যাপ্রামাণ্যমুপচরিতার্থত্বং বেতি যুক্তম ;—অস্যাপৌরুষেয়তয়া নিরস্ত-সমস্ত-দোষাশঙ্কস্য বোধকতয়া চ স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণ-ভাবস্য স্বকার্য্য-প্রমিতৌ পরানপেক্ষত্বাৎ, প্রমিতাবনপেক্ষত্বেঽপ্যুৎপত্তৌ প্রত্যক্ষাপেক্ষত্বাৎ তদ্‌বিরোধাদনুৎপত্তি-লক্ষণমস্যাপ্রামাণ্যমিতি, চেৎ ? ন ;—উৎপাদকাপ্রতিদ্বন্দ্বিত্বাৎ। ন হ্যাগমজ্ঞানং সাংব্যবহারিকং প্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যমুপহন্তি,—যেন কারণাভাবান্ন ভবেৎ ; অপি তু

তাহা হইলে বুদ্ধদেবও ত ঈশ্বর তাহার বাক্য প্রমাণ হউক ? ইহা বলিতে পার না, কারণ যে শাস্ত্রে বুদ্ধদেবকে ভগবদ্ অবতার বলা হইয়াছে, ঐ শাস্ত্রদ্বারাই তাঁহার কথিত শাস্ত্রকে দৈত্যমোহনকারী শাস্ত্র বলা হইয়াছে।

সর্বসংবাদিনী—এস্থলে বাচস্পতি মিশ্র বলিতেছেন—(ভামতী) যদি বল, প্রমাণসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্যেষ্ঠ, তাহার সহিত বেদের বিরোধ হওয়াতে প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ বেদের (১) অপ্রামাণ্য অথবা (২) গৌণার্থতা কল্পনা করা উচিত,—এরূপ আশঙ্কাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ (১) বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া সমস্ত দোষ-শঙ্কা বিরহিত, অর্থ প্রতীতি-জনকত্ববশতঃ তাহার প্রামাণ্যও স্বাভাবিক, সুতরাং তাহার (বেদের) কার্য্য যে জ্ঞান তাহার প্রমাত্বে (যথার্থত্বে) কাহারও অপেক্ষা নাই।

যদি বল, বেদজন্য জ্ঞানের প্রমাত্ব-বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা না থাকিলেও বেদজ্ঞানের উৎপত্তিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপেক্ষা থাকায় প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধহেতু অনুৎপত্তিরূপ অপ্রামাণ্য (বেদজন্য জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না, এইরূপ অপ্রামাণ্য) আছে। [সিদ্ধান্ত] তাহা বলিতে পার না। কারণ, [আগমজ্ঞানের] উৎপাদক প্রত্যক্ষের সহিত আগমজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই। বেদজন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষের ব্যাবহারিক প্রামাণ্যকে বাধা দেয় না, যেহেতু, বেদ-জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তাহার অভাববশতঃ বেদজ্ঞান উৎপন্ন হইবে না, কিন্তু আগমজ্ঞান প্রত্যক্ষের পারমার্থিক প্রামাণ্যের বাধা দেয়। সেই পারমার্থিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আগম-জ্ঞানের জনক নহে, [কিন্তু ব্যবহারিক] যাহাদের প্রামাণ্য পারমার্থিক নহে,—এইরূপ ব্যবহারিক প্রমাণসমূহ হইতেও

সর্বসংবাদিনী

তাত্ত্বিকম্। ন চ তত্ত্বস্যোৎপাদকম্,—অতাত্ত্বিক-প্রমাণভাবেভ্যোঽপি সাংব্যবহারি-কেভ্যা-(প্রমাণেভ্য)স্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ ;—যথা বর্ণে হ্রস্ব দীর্ঘত্বাদয়োঽন্যধর্মা অপি সমারোপিতাস্তত্ত্বপ্রতিপত্তি-হেতবঃ। ন হি লৌকিকা 'নাগঃ' ইতি বা, 'নগঃ' ইতি বা পদাৎ কুঞ্জরং বা তরুং বা প্রতিপদ্যমানা ভবন্তি ভ্রান্তাঃ। ন চামন্যপরং ব্যক্যং স্বার্থে উপচরিতার্থং কর্ত্তুং যুক্তম্। উক্তং হি—(পূ মী সূ ১।২।২৯—শবরভাষ্যে) 'ন বিধৌ পরঃ শব্দার্থঃ ইতি। জ্যেষ্ঠত্বং [অগ্রজাতত্বং] চানপেক্ষিতস্য বাধ্যত্বে হেতুর্ন তু বাধকত্বে—রজত-জ্ঞানস্য জ্যায়সঃ শুক্তি-জ্ঞানেন কনীয়সা বাধ-

---

তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। যেমন - হ্রস্বত্ব, দীর্ঘত্ব প্রভৃতি অন্যের (ধ্বনির) ধর্ম হইলেও বর্ণে আরোপিত হইয়া যথার্থ জ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে। লৌকিক পুরুষগণ 'নাগ' পদের দ্বারা হস্তীকে কিংবা 'নগ' পদের দ্বারা বৃক্ষকে জানিয়াও ভ্রান্ত হয় না।

পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বারা অপ্রামাণ্যের নিরাকরণ করিয়া ইদানীং (২) গৌণার্থতার নিরাস করিতেছেন—স্বকীয় অর্থে তাৎপর্য্যযুক্ত বাক্যের অন্যার্থ কল্পনা করা উচিত নহে। শবরস্বামী বলিয়াছেন—বিধায়ক বাক্যের লক্ষণার দ্বারা শব্দার্থ হইতে পারে না। অনপেক্ষিত (যাহাকে কেহ অপেক্ষা করে না এরূপ) জ্যেষ্ঠত্ব বাধ্যত্বের কারণ হয়, বাধকত্বের কারণ হয় না (যে জ্ঞান পূর্বভাবী তাহাকে যদি পরভাবী জ্ঞান অপেক্ষা না করে, তবে সেই পূর্বভাবী জ্ঞান পরভাবী জ্ঞানের দ্বারা বাধিতই হয়, কিন্তু সেই পূর্বভাবী জ্ঞান অপর জ্ঞানকে বাধা দিতে পারে না, তাহাতে দৃষ্টান্ত) পরভাবী শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা পূর্বভাবী রজতজ্ঞানের বাধ দৃষ্ট হয় (ভ্রমস্থলে শুক্তিতে 'ইদং রজতম্'—ইহা রজত—এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহা পূর্বভাবী হইলেও পশ্চাদ্ভাবী 'নেদং রজতম্'—ইহা রজত নহে—এই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়) যদি পরভাবী শুক্তিজ্ঞান পূর্বভাবী রজত জ্ঞানের বাধা দিতে না পারিত, তাহা হইলে পূর্বভাবী রজত-জ্ঞানের বাধকস্বরূপ পরভাবী শুক্তিজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারিত না।

রজতজ্ঞান ও শুক্তিজ্ঞান পরস্পর নিরপেক্ষ, সুতরাং পূর্বভাবী রজতজ্ঞান

সর্ব্বসংবাদিনী

দর্শনাৎ। তদনপবাধনে যদপবাধাত্মনস্তস্যোৎপত্তে রনুপপত্তিঃ। দর্শিতঞ্চ তাত্ত্বিক-প্রমাণ-ভাবস্যানপেক্ষিতত্বম্। তথা চ পারমর্ষং সূত্রম্—(পূ মী সূ ৬।৫।৫৪) পূর্ব দৌর্বল্যং প্রকৃতিবৎ' ইতি ; তথা (কুমারিলভট্ট কৃত-তন্ত্রবার্ত্তিকে ৩।৩।২)—

পৌর্বাপর্য্য বলীয়স্ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তে। অন্যোঽন্য নিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম ধিয়াং ভবেৎ ॥ ৯ ॥ ইতি।

অত্র সাংব্যবহারিকমিতি স্বার্বত্রিকমেব ব্যাবহারিকমিতি জ্ঞেয়ম্,—ক্বচিদুপ-মর্দ্দস্য [অর্বাচীনজ্ঞানস্য] দর্শিতত্বাদেব শাস্ত্রত্ব-ব্যবহারঃ। দৃশ্যতে চান্যত্র,—সূর্য্যাদি-

---

পরভাবী শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু এখানে পূর্বভাবী—প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ পরভাবী শ্রুতিজ্ঞানের দ্বারা কিরূপে প্রত্যক্ষ বাধিত হইবে? এই আশঙ্কার উত্তর—শ্রুতিজ্ঞান প্রত্যক্ষগত তাত্ত্বিক প্রামাণ্যকে অপেক্ষা করে না, [ইহা 'উৎপাদকাপ্রতিদ্বন্দ্বিত্বাৎ'—এই স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে]।

পরমর্ষিজৈমিনিসূত্র এই যে, নিমিত্তদ্বয়ের পূর্বাপরভাব থাকিলে পূর্বনৈ-মিত্তিকের দুর্বলতা হয়, যেমন প্রকৃতি (প্রকৃতিযাগে উপদিষ্ট কুশ বিকৃতিযাগে পূর্বেই অতিদিষ্ট হইলেও যেমন পরভাবী শরের দ্বারা বাধ হয়, সেইরূপ)। আরও উক্ত হইয়াছে, - 'যেখানে পরস্পর নিরপেক্ষ জ্ঞানদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেখানে পূর্ব অপেক্ষা পরের 'প্রাবল্য প্রতীত' হয়।

এস্থলে সাংব্যবহারিক শব্দের অর্থ যাহার সর্বত্রই ব্যবহার হয়, কখন কখনও এই ব্যাবহারিক জ্ঞানের উপমর্দ্দক হয় বলিয়া বেদাদিকে শাস্ত্র বলা হয়। যাহা শাসন করিয়া শিক্ষাদান করে তাহাই 'শাস্ত্র'। অন্যত্রও দেখা যায় আমরা যে সূর্য্যমণ্ডলকে একটি থালার মত দেখিয়া থাকি বা অনুমান করি প্রকৃত পক্ষে সূর্য্য উহা হইতে বহু বহুগুণ বৃহৎ। ইহার দ্বারা প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে বাধা দিয়া সূর্য্যমণ্ডলের পরিমাণ শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করিতে হয়, বহুদূরে অবস্থিত বস্তুরই ঐ ক্ষুদ্ররূপে দর্শন হইয়া থাকে শাস্ত্র প্রসিদ্ধিই গ্রহণীয়।

শব্দ শাস্ত্রের এইরূপ প্রামাণ্য স্বীকৃত হইলে পর শ্রীবৈষ্ণবগণ এইরূপ বলেন—মায়াবাদীগণ যে বলেন—বেদ প্রাকৃত প্রত্যক্ষাদির ন্যায় অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষেই প্রমাণ—যেকাল পর্য্যন্ত অবিদ্যাগ্রস্ত থাকে মানব, সেই পর্য্যন্তই বেদের

সর্বসংবাদিনী

মণ্ডলস্য সূক্ষ্মতায়াঃ প্রত্যক্ষীকৃতিরপ্যনুমানশব্দাভ্যাং বাধিতা ভবতীতি দূরস্থ-বস্তুনস্তাদৃশতয়া [স্থূলস্য সূক্ষ্মতয়া] দৃষ্টত্বাচ্ছাস্ত্রপ্রসিদ্ধত্বাচ্চ।

তদেবং স্থিতে শ্রীবৈষ্ণবাস্ত্বেবং বদন্তি।—বেদস্য প্রাকৃত-প্রত্যক্ষাদিবদ-বিদ্যাবদ্বিষয়-মাত্রত্বেন যাবদেবাবিদ্যা তাবদেব তদ্ব্যবহারঃ সতি ব্যবহারে প্রামাণ্যং চেতি ন মন্তব্যম্ ;—অপৌরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বাৎ, সর্বমুক্ত্যেক-কালাভাবেন সর্বেষামেব জীবন্মুক্তানাং যাবৎসদ্যোবিদেহ মুক্তি প্রপঞ্চে অবস্থান] তদধিকারিণাং সন্ততাস্তি-ত্বাৎ, পরমেশ্বর-প্রসাদেন পরমেশ্বরবদেবাবিদ্যাতীতানাং চিচ্ছক্ত্যেক-বিভবানা-মাত্মারামাণাং পার্ষদানামপি ব্রহ্মানন্দোপরিচয়-ভক্তি-পরমানন্দেন সামাদি-পারায়-ণাদে দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ, শ্রীমৎপরমেশ্বরস্য স্ব-বেদ-মর্য্যাদামবলম্ব্যৈব মুহুঃ সৃষ্ট্যাদি-প্রবর্ত্তকত্বাচ্চ। যেষাং তু পুরুষজ্ঞান-কল্পিতমেব বেদাদিকং সর্বং দ্বৈতম্, তেষাম-পৌরুষেয়ত্বাভাবাত্তত এব ভ্রমাদি-সম্ভবাৎ স্বপ্ন-প্রলাপবদ্ব্যবহারসিদ্ধাবপি প্রামাণ্যং নোপপদ্যত ইতি তন্মতমবৈদিকবিশেষ ইতি।

ব্যবহার এবং ব্যবহার থাকিলেই বেদের প্রামাণ্য—ইহা কিন্তু স্বীকার করা যায় না। যেহেতু বেদ অপৌরুষেয়ও নিত্য। মায়াবাদীগণ যে বলেন—যেকাল পর্য্যন্ত অবিদ্যা থাকে, কিন্তু এমন একটি সময় নাই, যেকালে সর্বপ্রাণীর একই সঙ্গে মুক্তি হইবে। বেদের অধিকারীগণের সর্বদাই অস্তিত্ব স্বীকার্য্য।

পরমেশ্বরের প্রসাদে পরমেশ্বরের ন্যায় অবিদ্যাতীত চিচ্ছক্তির একমাত্র বৈভবস্বরূপ আত্মারাম পার্ষদগণেরও যাহারা ব্রহ্মানন্দের উপরে বিরাজমান ভক্তি-পরমানন্দের আস্বাদ করেন, তাঁহারও সামবেদ পারায়ণ সামগান ইত্যাদি করিয়া থাকেন। ইহা পরে দেখান হইবে। শ্রীপরমেশ্বর নিজ বেদ মর্য্যাদা অবলম্বন করিয়াই পুনঃ পুনঃ জগতের সৃষ্টি আদি প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

কিন্তু যাহাদের মতে বেদ পুরুষজ্ঞান কল্পিত এবং যাহা কিছু দ্বৈত তাহাই কল্পিত। তাহাদের অপৌরুষেয় বেদ না থাকায় ভ্রমাদি দোষ সম্ভব এবং স্বপ্ন ও উন্মাদের প্রলাপের ন্যায় ব্যবহার কার্য্য সিদ্ধ হইলেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না।—এই যে তাঁহাদের মত ইহাও একটি অবৈদিক মতবিশেষ 'বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক' ইতি।

সর্বসংবাদিনী

নন্বর্বাগ্‌জন-সংবাদাদি-দর্শনাৎ কথং তস্যানাদিত্বাদি ? উচ্যতে, (ব্র সূ ১।৩।২৯) "অতএব চ নিত্যত্বম্" ইত্যত্র সূত্রে শাঙ্কর শারীরক-ভাষ্য-প্রমাণিতায়াং শ্রুতৌ শ্রূয়তে,—(ঋক্ সং ১০ম ৭১ সূ ৩ম) "যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্বিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্" ইতি ; স্মৃতৌ চ (মহাভা শান্তি-প ২১০।১৯)

"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা" ॥ ১০ ॥ ইতি ; তস্মান্নিত্যসিদ্ধস্যৈব বেদ-শব্দস্য তত্র তত্র প্রবেশ এব, ন তু তৎকর্তৃকতা ॥ তথা চানাদিসিদ্ধ-বেদানুরূপৈব প্রতিকল্পং তত্তন্নামাদি-প্রবৃত্তিঃ। তথা হি—(ব্র সূ ১।৩।৩০) "সমান-নাম-রূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ" ইত্যত্র তত্ত্ববাদ-ভাষ্যকৃদ্ভিঃ শ্রীমধ্বাচার্য্যৈরুদাহৃতা শ্রুতিঃ (ঋক্‌সং

প্রশ্ন হইতে পারে বেদে আধুনিক অনেক ব্যক্তির নাম ও সংবাদ দেখা যায় সুতরাং ঐ বেদ অনাদি হয় কিরূপে ? ইহার উত্তরে বলা যায়—ব্রহ্মসূত্রে (১।৩।২৯) 'অতএব চ নিত্যত্বম্' ইহার শঙ্করাচার্য্যকৃত শারীরক ভাষ্যে ঋক্ বেদের মন্ত্রকে (১০।৭১।৩) শ্রুতি প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

মহাভারতেও শান্তি পর্বে (২১০।১৯) প্রলয়কালে অন্তর্ধানপ্রাপ্ত বেদ ও ইতিহাস সমূহকে মহর্ষিগণ তপস্যাদ্বারা পুনরায় ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে নূতন সৃষ্টিতে লাভ করেন, ইহাও শঙ্করাচার্য্যপাদ প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন।

অতএব নিত্যসিদ্ধ বেদ শব্দেরই সেই সেই ব্রহ্মা ও মুনিগণের হৃদয়ে প্রবেশ হয়, ইহা দ্বারা বেদ মুনি বা ব্রহ্মাকৃত নয়। সেই রূপ অনাদিসিদ্ধ বেদের অনুরূপই প্রতিকল্পে (ব্রহ্মার নূতন সৃষ্টিতে) সেই সকল ঋষিগণের নাম দিয়া বেদ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই ব্রহ্মসূত্রে—(১।৩।৩০) বলা হইয়াছে—পূনঃ পুনঃ সৃষ্টিতে সমানভাবে নাম ও রূপ আবৃত্তি করা হয়, ইহাতে কোন বিরোধ নাই। ইহা বেদে ও স্মৃতিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে তত্ত্ববাদ গুরু শ্রীমধ্বাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে শ্রুতি ও মহাভারত হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন (ঋক্ ১০।১৯০।৩) ব্রহ্মা পূর্ব কল্পের অনুরূপ নূতন সৃষ্টিতে সূর্য চন্দ্র যথাযথ কল্পনা করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় নারায়ণ উপনিষদে বলা হইয়াছে—পূর্বের ন্যায়ই নূতন সৃষ্টিতে বেদের স্বরাদি নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, অতএব

সর্বসংবাদিনী

১০ম ১৯০ সূ ৩ম)—"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ" ; (তৈ নারা ৬।১।৩৮)—

"তথৈব নিয়মঃ কালে স্বরাদি-নিয়মস্তথা। তস্মান্নানীদৃশং ক্বাপি বিশ্বমেতদ্ভবিষ্যতি॥" ১১॥ ইতি ; স্মৃতিশ্চ (মহাভা শান্তিপ ২৩১।৫৬,৫৭)—

"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥ ১২ ॥

ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু সৃষ্টয়ঃ। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্মমে স মহেশ্বরঃ॥" ১৩ ॥ ইতি।

অত্র শব্দপূর্বক-সৃষ্টিপ্রক্রমে শ্রুতিশ্চাদ্বৈত-শারীরকভাষ্যে (ব্র সূ ১।৩।২৮ শা ভা) দর্শিতা—(ছা ব্রা) "এতা ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানসৃজত, অসৃগ্রানিতি মনুষ্যান্ ইন্দব ইতি পিতৄর্ন্"—ইত্যাদিকা, তথা (তৈ ব্রা ২ অষ্ট ২ অ ৪ অনু ২ম) "স ভূরিতি ব্যাহরৎ, ভূমিমসৃজত" ইত্যাদিকা চ, তথা শ্রীরামানুজ-শারীরকে (ব্র সূ ১।৩।২৭) দর্শিতা চ,—(তৈ ব্রা ২ অষ্ট ৬ অ, ২ অনু ৩ম) "বেদেন নামরূপে

এই বিশ্ব নূতন কাল্পনিক নহে। মহাভারতে শান্তি পর্বে বলা হইয়াছে—বেদময়ী দিব্যাবাণী নিত্যা যাহার আদি ও অন্ত নাই তাহা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা—

কেবল প্রকাশ করিয়াছেন, সৃষ্টির আদিতে যে বেদ হইতে বিশ্বের যাহা কিছু প্রকাশ পাইয়াছে, আর বেদে যে সকল ঋষিগণের নাম দেখা যায়, তাহাও দিব্যাবাণী ব্রহ্মা পূর্ব বেদ হইতে অনুরূপ স্মরণ করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যকৃত শারীরক ভাষ্যে—(১।৩।২৮) দেখান হইয়াছে সৃষ্টিবর্ণন প্রসঙ্গে বেদের প্রতিশব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রজাপতি প্রাণী সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রুতি প্রমাণ যথা—'ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে' এই সকল সৃষ্টবস্তু, প্রজাপতি প্রথমে দেবগণকে সৃষ্টি করেন, অতঃপর অসৃগ্রান্ শব্দ উচ্চারণ করিয়া মনুষ্যগণকে, ইন্দব এইশব্দ উচ্চারণ করিয়া পিতৃগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন।' সেইরূপ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—ব্রহ্মা 'ভূঃ' এই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া ভূমি সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদি।

শ্রীরামানুজচার্য্য ভাষ্যে দেখাইয়াছেন—(১।৩।২৭) প্রমাণ রূপে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—বেদ শব্দ দ্বারা প্রজাপতি এই বিশ্বের নিত্য ও অনিত্য নাম ও রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এই সৃষ্টিতে অর্থের সহিত শব্দের যে সম্বন্ধ

সর্বসংবাদিনী—

ব্যাকরোৎ সত্যাসতী প্রজাপতিঃ” ইতি। অতএবৌৎপত্তিকে শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধে সমাশ্রিতে নিরপেক্ষমেব বেদস্য প্রামাণ্যং মতম্। (ব্র সূ ১।৩।২৮) “শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্” ইত্যত্র সংবাদাদিরূপ-প্রক্রিয়া তু শ্রোতৃ-বোধ-সৌকর্য্যকরীতি সামঞ্জস্যমেব ভজতে। তস্মাদ্‌বেদাখ্যং শাস্ত্রং প্রমাণম্; তত্তল্লক্ষণহীনত্বাত্তদ্‌বিরুদ্ধত্বাচ্চাবৈদিকং তু শাস্ত্রং ন প্রমাণম্।

তাহা বেদ হইতেই জানা যায়। বেদ নিরপেক্ষ প্রমাণ ইহা সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম-সূত্রেও বলা হইয়াছে—শব্দের সহিত এই জগতের পদার্থের সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব—এইরূপ যদি প্রশ্ন কর, তাহার উত্তরে বলি—এই বেদ শব্দ হইতেই বিশ্বের যাহা কিছু প্রকাশ হইয়াছে। ইহাতে স্বয়ং বেদ ও পুরাণাদি প্রমাণ—এই বেদে নানা মুনি ঋষির সংবাদ এইগুলিও শ্রবণকারীর সুখবোধের নিমিত্ত বলা হইয়াছে। অতএব বেদ নামক শাস্ত্রই প্রমাণ। ঐ সকল বেদ লক্ষণ যাহাতে নাই তাহা বেদ বিরুদ্ধ হেতু অবৈদিক শাস্ত্র, প্রমাণ নহে।

অথবা, যাহাদের মতে ঈশ্বর স্বীকৃতি নাই, তাহাদেরও শাস্ত্র আধুনিক-জনকৃত ইহা প্রসিদ্ধিও আছে। সুতরাং অনাদি অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের বেদকে লুপ্ত করিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বনে অনাদিসিদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম লোপ করিবার চেষ্টায় নিজ নিজ অন্নাদি দ্বারা বেদোক্ত বর্ণ ও আশ্রমকে বিলুপ্ত করিয়া নিজ গোষ্ঠী সমূহকে পুষ্ট করিবার জন্য আধুনিক নানা মত এই সৃষ্টিতে প্রকাশ পাইয়াছে জানা যায় এবং ঐরূপ শাস্ত্র আধুনিক কোন ব্যক্তি দ্বারা রচিত হইয়াছে, ইহা পরিষ্কার ভাবে জানা যাইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, বেদে বলা হইয়াছে ‘প্রস্তরগুলি ভাসিতেছে’— (শতপথ ব্রাহ্মণ) ‘মৃত্তিকা বলিল, জল বলিল’ এই সকল বাক্য দেখা যায়, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধ হওয়ায় অনীশ্বর ব্যক্তির এই সকল—উক্তি বলিয়া মনে হয়। ইহার উত্তরে বলি—কোন কর্ম বিশেষের অঙ্গ স্বরূপ পাষাণগুলির কর্মফলদানে শক্তি বর্দ্ধনের জন্য এইরূপ স্তুতি করা হইয়াছে। এইরূপ শ্রীরামচন্দ্র নির্মিত সেতুবন্ধাদিতেও যথাযথ প্রসিদ্ধ আছে, ইহা দোষের নহে। সেইরূপ ‘মৃত্তিকা বলিল, জল বলিল’ ইত্যাদি সেই সেই অভিমানী দেবতাক উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে।

সর্বসংবাদিনী

যেষাং বেশ্বরকল্পনা নাস্তি, তেষামপি শাস্ত্রস্যাত্যর্বাগ্‌জন-কৃতত্বেন প্রসিদ্ধত্বাদনাদ্য-বিচ্ছিন্ন-বেদ-প্রলোপন-ভূয়িষ্ঠ-বৃত্তিত্বেনানাদিসিদ্ধ-বর্ণাশ্রম-লোপি-চারিত্রেণ বর্ণঞ্চ তং তং নিজান্নাদিনা বিলুপৌব স্বগোষ্ঠীষু সম্পাদনেন চার্বাচীনত্বেনৈবাবগতত্বাৎ তৎ [শাস্ত্রং] কেনাপ্যধুনৈবোত্থাপিতমিত্যেব স্ফুটমায়াতি।

নন্থ বেদেঽপি (শতপথব্রা (৬।১।৩।২,৪) "গ্রাবাণঃ প্লবন্তে" "মৃদব্রবীদা-পোঽব্রুবন্" ইত্যাদি-দর্শনাদনাপ্তত্বমিব [অসত্যবক্তৃত্বমিব] প্রতীয়তে ? উচ্যতে,—কর্মবিশেষাঙ্গীভূতানাং গ্রাব্‌ণাং [কর্মফলদানে] বীর্য্য-বর্দ্ধনায় স্তুতিরিয়ম্ ; সা চ শ্রীরাম-কল্পিত-সেতুবন্ধাদৌ প্রসিদ্ধত্বেন যথাবদেবেতি ন দোষঃ ; তথা—(শত পথ ব্রা ৬।১।৩।২,৪) "মৃদ্‌ব্রবীদ্, আপোঽব্রুবন্ ইত্যাদৌ তত্তদভিমানি-দেবতৈব ব্যপ-দিশ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্।

তদেবং সর্বত্রৈব সর্বথৈবাপ্ত এব বেদঃ। কিন্তু সর্বজ্ঞেশ্বর-বচনত্বেনাসর্বজ্ঞ-জীবৈর্দুরূহত্বাত্তৎ-প্রভাবলব্ধ-প্রত্যক্ষ-বিশেষবদ্ভিরেব সর্বত্র তদনুভবে শক্যতে, ন তু তার্কিকৈঃ। তদুক্তং পুরুষোত্তমতন্ত্রে,—

"শাস্ত্রার্থযুক্তোঽনুভবঃ প্রমাণং তূত্তমং মতম্। অনুমাদ্যা ন স্বতন্ত্রাঃ প্রমাণ-পদবীং যযুঃ॥ ১৪॥ ইতি। তথৈব মতং ব্রহ্মসূত্রকারৈঃ,—(ব্র সূ ২।১।১১,২৭) "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ," "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইত্যাদৌ ; তথা চ শ্রুতিঃ,—(কঠ

সুতরাং এইরূপে সমগ্রবেদ সর্ব প্রকারেই পরমেশ্বরকৃত, কিন্তু সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বাক্য হেতু বেদ বাক্যগুলি অসর্বজ্ঞ জীবের পক্ষে অর্থবোধ দুরূহ, পরমেশ্বরের কৃপায় তাহারই প্রদত্ত শক্তি লাভ করিয়া তাহারা বিশেষ প্রত্যক্ষ বলে সর্বত্র বেদের অর্থ অনুভব করিতে পারেন। তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ দ্বারা বেদের অর্থবোধ সম্ভব নহে। তাহাই পুরুষোত্তম তন্ত্রে বলা হইয়াছে—বেদের ও বেদের অনু-গত শাস্ত্রের অর্থযুক্ত অনুভব উত্তম প্রমাণ। অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ সমূহ স্বতন্ত্র ভাবে প্রমাণ হইতে পারে না। সেইরূপ ব্রহ্মসূত্রকার অভিমত দিয়া-ছেন—(২।১।১১,২৭) তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই এবং বেদ শ্রুতি কিন্তু শব্দ মূলক ইত্যাদি সূত্রে। সেই রূপ শ্রুতি মন্ত্রও আছে—কঠোপনিষদ্ (১।২।৯) যমরাজ

সর্বসংবাদিনী

১।২।৯) "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তাহন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" ; (ঋক্‌সং ১০ম ৮২ সূ ৭ম) "নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাশ্চ" ইত্যাদ্যাঃ ; জল্প-প্রবৃত্তা-স্তার্কিকা ইতি শ্রুতিপদার্থঃ। অতএব বরাহপুরাণে—

"সর্বত্র শক্যতে কর্ত্তুমাগমং হি বিনানুমা। তস্মান্ন সা শক্তিমতী বিনাগম-মুদীক্ষিতুম্॥" ১৫॥ ইতি ; অদ্বৈত-বাদিভিশ্চোক্তম্—(ভর্তৃহরি-কৃত-বাক্য-পদীয়ে' ১ম-কা ৩৪শ-শ্লো)

"যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ। অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবো-পপাদ্যতে॥" ১৬॥ ইতি ;

অদ্বৈত-শারীরকেঽপি,—(ব্র সূ ২।১।১১—শা ভা) "ন চ শক্যন্তে অতীতানাগত-বর্ত্তমানাস্তার্কিকা একস্মিন্ দেশে কালে চ সমাহর্ত্তুং যেন তদীয়ং মতং সম্যগ্‌জ্ঞান-মিতি প্রতিপদ্যেমহি ; বেদস্য চ নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিত-বিষয়ার্থত্বোপপত্তেঃ, তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য চ সম্যক্‌ত্বমতীতানাগত-বর্ত্তমানৈঃ সর্বৈরপি তার্কিকৈরপহ্নোতুমশক্যম্" ইতি।

নচিকেতাকে বলিতেছেন—তোমার এই বিশুদ্ধ মতিটি তর্কের দ্বারা নষ্ট করিও না, সুবিজ্ঞ আচার্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ইহা জানিতে পারিবে। ঋক্‌বেদ (১০।৮২।৭) তার্কিকগণ কুতর্করূপ কুয়াসার দ্বারা আচ্ছাদিত বুদ্ধি। অতএব বরাহপুরাণে বলা হইয়াছে, অনুমান ব্যতীত বেদাদিশাস্ত্র অনুসারে সব কিছুই করিতে পার সুতরাং বেদের নির্দ্দেশ ব্যতীত অনুমান শক্তিশালী প্রমাণ নহে।

অদ্বৈতবাদীগণও বলিয়াছেন—(ভর্ত্তৃহরি) তার্কিকগণ যত্ন পূর্বক বহু কৌশলে যে মত বা পদার্থটি স্থাপন করিলেন, তাহা হইতে অধিক তর্ক নিপুণ ব্যক্তিগণ তাহাকে অন্যথা করিতে পারেন। অদ্বৈত ভাষ্যেও বলা হইয়াছে (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তার্কিকগণকে একই সময়ে একই স্থানে সমবেত করিতে পারিবে না, তাহা হইলে তার্কিকগণের মত কোন কালে এক হইতে পারিবে না, কিন্তু বেদ নিত্য এবং বিজ্ঞান উৎপত্তির কারণ হওয়ায় বেদোক্ত ব্যবস্থা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত এবং বেদজনিত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে

সর্বসংবাদিনী

যত্ত্বাগমে ক্বচিত্তর্কেণ বোধনা দৃশ্যতে, তত্তত্রৈব শোভনম্,—আগমরূপত্বাৎ, বোধন-সৌকর্য্যার্থ-মাত্রোদ্দিষ্ট-তর্কত্বাৎ। যদি চ যত্তর্কেণ সিধ্যন্তি, তদেব বেদ-বচনং প্রমাণমিতি স্যাৎ, তদাতর্ক এবাস্তাম্, কিং বেদেনেতি। বৈদিকম্মন্যা অপি তে বাহ্যা এবেত্যয়মভিপ্রায়ঃ সর্বত্রৈব। অতএব তেষাং শৃগালত্বমেব গতিরিত্যুক্তং ভারতে (মহাভা, শান্তি-প কশ্যপ-শৃগাল সংবাদে ১৮০।৪৭—৪৯)।

যত্তু (বৃ ২।৪।৫) "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইত্যাদিষু মননং নাম তর্কোঽঙ্গীকৃতঃ, তত্রৈবমেবমুক্তং যথা কূর্মপুরাণে—

"পূর্বাপরাবিরোধেন কো ন্বর্থোঽভিমতো ভবেৎ। ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্ক-তর্কঞ্চ বর্জয়েৎ॥ ১৭॥ ইতি।

অথৈবং সর্বেষাং বেদ-বাক্যানাং প্রামাণ্য এব স্থিতে কেচিদেবমাহুঃ,—'কার্য্য এবার্থে বেদস্য প্রামাণ্যম্, ন সিদ্ধে—তত্রৈব [ক্রিয়ান্বিত বাদে] শব্দস্য শক্তি তাৎপর্য্যয়োরবধারিতত্বাৎ।তত্র শক্তির্যথা—(সাঃ দঃ নামকৌ ধৃত বিঃ ১।১২।৭)

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানকালের তার্কিকগণ অপলাপ করিতে পারিবে না ইতি।"

বেদে কোন কোন স্থলে যে তর্কদ্বারা তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা দেখা যায়, তাহা সেই স্থলেই শোভনীয়, যেহেতু উহা বেদ, সেস্থলে সুখে সহজে তত্ত্ব জ্ঞাপন করাই ঐ তর্কের উদ্দেশ্য, আর যদি যাহা তর্কের দ্বারা সিদ্ধ হয় সেই বেদবাক্যই প্রমাণ এইরূপ হয়, তাহা হইলে তর্কই থাকুক বেদের কি প্রয়োজন? তাহারা নিজ দিগকে বৈদিক মনে করিলেও বস্তুত তাহারা বেদবহির্ভূত এই অভিপ্রায় সর্বত্রই। অতএব তাহাদের শৃগালজন্ম প্রাপ্তিই মহাভারতে শান্তিপর্বে কাশ্যপ শৃগাল সংবাদে বলা হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ এইবাক্যে মনন বলিতে তর্ক স্বীকার করা হইয়াছে সেইখানেই এইরূপ বলা হইয়াছে যেমন কূর্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—পূর্ব ও পরবাক্যের সহিত বিরোধ হইলে কোন্ অর্থটি গ্রহণীয় হইবে —এইস্থলে যে প্রশ্নোত্তর ঐ তর্কই স্বীকার্য্য শুষ্কতর্ক বর্জন করিবে।

এইরূপে বেদবাক্য সকলে প্রামাণ্য স্বীকৃত হইলে কেহ কেহ এইরূপ বলেন (অর্থাৎ প্রাচীন মীমাংসক প্রভাকর)—যে সকল বেদবাক্য কোন কার্য্যকে

সর্বসংবাদিনী

"উত্তম-বৃদ্ধেন মধ্যমবৃদ্ধমুদ্দিশ্য 'গামানয়' ইত্যুক্তে তং গবানয়ন-প্রবৃত্তমুপলভ্য বালোঽস্য বচসঃ 'সাস্নাদি-[গলকম্বল] মৎপিণ্ডানয়নমর্থঃ' ইতি প্রতিপদ্যতে। অনন্তরং 'গাং চারয়', 'অশ্বমানয়' ইত্যাদাবাবাপোদ্বাপাভ্যাং [গোশ্চারণানয়নাভ্যাং] গো-শব্দস্য 'সাস্নাদিমানর্থঃ', আনয়ন-শব্দস্য চ 'আহরণমর্থঃ' ইতি সঙ্কেতমবধারয়তি।" ততঃ প্রথমত এব কার্য্যান্বিত এব প্রবৃত্তেস্তত্রৈব শক্তিগ্রহঃ ; তথা চ তাৎপর্য্যমপি তত্রৈব ভবেৎ।

অত্রোচ্যতে।—সিদ্ধে শক্ত্যভাবঃ কুতঃ ? কিং (১) সঙ্গতি-গ্রাহক-ব্যবহারস্য সিদ্ধেঽভাবাৎ ? (২) তত্রাপি [কার্যান্বিতে] কার্য্য-সংসর্গিত্বাদ্বা ? (১) নাদ্যঃ,—'পুত্রস্তে জাতঃ' ইত্যাদি-বাক্যজন্যস্য পিত্রাদিশ্রোতৃ ব্যবহার-মুখ-বিকাশাদের্দর্শনাৎ ; (২) নাপি দ্বিতীয়ঃ—কার্য্যসংসর্গিত্বস্য পুত্রজন্মাদাবভাবাৎ। ন চাত্রাপি 'তং [তব জাত পুত্রং] পশ্য' ইত্যাদিকং কার্য্যং কল্প্যম্,—তৎকল্পকাভাবাৎ। প্রাথমিক-কার্যান্বিত-শক্তিগ্রহানুপপত্তিরেব তৎকল্পিকেতি চেৎ ? ন ; কার্য্যান্বিতে বাক্যে

বুঝাইয়া দেয়, ঐ সকল বেদবাক্যেরই প্রামাণ্য, সিদ্ধবাক্যের প্রামাণ্য নাই। যে স্থলে ক্রিয়ার সহিত বেদবাক্যের সম্বন্ধ, সেই স্থলেই শব্দের শক্তি ও তাৎপর্য্য স্বীকৃত হইয়াছে।

শব্দের শক্তি যথা—একজন উত্তম-বৃদ্ধ মধ্যম-বৃদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন গরুটি আনয়ন কর, তাহার সেই গরু আনয়ন কার্য্য দেখিয়া পার্শ্বে অবস্থিত বালকটি বুঝিল গলকম্বলাদিযুক্ত একটি প্রাণীকে আনয়ন করা ঐ বাক্যের অর্থ, অতঃপর গরু চরাইতে যাও, অশ্বটি আনয়ন কর, ইহা দেখিয়া এবং শব্দ শুনিয়া ঐ বালক গোচারণ ও অশ্ব আনয়ন, গো-শব্দে কোন প্রাণীকে বুঝায়, আবার অশ্ব বলিতে কোন প্রাণীকে বুঝায়, এইসকল সঙ্কেত শিক্ষা লাভ করিল। অতএব প্রথমেই কার্য্যযুক্ত শব্দের প্রবৃত্তি এবং সেখানেই শব্দের শক্তি স্বীকার এবং শব্দের তাৎপর্য্যও কার্য্যেই হইবে।

ইহার উত্তরে বলা যায়—সিদ্ধবাক্যে শক্তির অভাব কোথায় ? সিদ্ধবাক্যে কি সঙ্গতিগ্রাহক ব্যবহারের অভাব ? অথবা সেখানেও কার্য্যের সহিত সঙ্গতির অভাব। প্রথমটি হইতে পারে না, সিদ্ধবাক্য যেমন তোমার পুত্র হইয়াছে,

সর্বসংবাদিনী

শক্তি-গ্রহাসিদ্ধেঃ, কার্য্যপদ এব কার্য্যান্বিতত্বাভাবেন ব্যভিচারাৎ, যোগ্যেতরান্বিতত্ব-মাত্রেণ সঙ্গতি-গ্রহোপপত্তৌ বিশেষণ-বৈয়র্থ্যাচ্চ। ন চ কার্য্যে কার্যান্তরান্বিতত্ব-মস্তীতি বাচ্যম্,—তদন্বিতত্বাযোগাদনবস্থাপত্তেশ্চ। ন চ (কার্যে) কার্যান্বিতত্ব এব প্রাথমিক-শক্তিগ্রহ-নিয়মঃ। [কার্য্যান্বিত-ব্যতিরিক্ত] সিদ্ধ [বস্তু] নির্দে-শেঽপি বালক-ব্যুৎপত্তিদৃর্শ্যাতে—'ইদং বস্ত্রম্' ইত্যাদৌ। তস্মাৎ সিদ্ধে সিদ্ধায়াং শক্তৌ দৃষ্টে চ শ্রোতৃ-প্রতীতি-বিরোধাভাবে বক্তুস্তাৎপর্য্যমপি তত্র সেৎস্যতীতি সিদ্ধবন্নির্দিষ্টানা মুপনিষদাদীনামপি স্বার্থে প্রামাণ্যমস্ত্যেব।

তদুক্তম্—নামকৌমুদ্যাং ১।১৩—"তস্মান্মন্ত্রার্থ-বাদয়োরন্য [কর্ম] পরত্বেঽপি স্বার্থে প্রামাণ্যং ভবত্যেব। তদ্‌যদি স্বরসত এবনিষ্প্রতিবন্ধমবধারিতরূপমনধিগত-বিষয়ঞ্চ বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে শব্দাৎ, তদান্তরেণাপি তাৎপর্য্যং তস্য প্রামাণ্যং কিং ন স্যাৎ ? তৎসংগান-বিগানয়োঃ (বন্দন-নিন্দনয়োঃ) পুনরনুবাদ-গুণবাদত্বে, উপনিষদাং পুনরনন্যশেষত্বাদপাস্ত-সমস্তানর্থমনন্তানন্দৈকরসমনধিগতমাত্মতত্ত্বং গময়ন্তীনাং

এইবাক্য শুনিয়া পিতা প্রভৃতি শ্রোতৃবর্গের ব্যবহার এবং মুখের বিকাশ দেখা যায়। দ্বিতীয় পক্ষটিও নহে কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ পুত্র জন্মাদিতে নাই, যদি বল এস্থলে একটি কার্য্য কল্পনা করিতে হইবে যেমন তোমার পুত্র হইয়াছে, তুমি দেখ, ইহা বলা যায় না, সেখানে কে কল্পনা করিবে। যদি বল, প্রাথমিক কার্য্যযুক্ত শক্তিগ্রহ যুক্তিযুক্ত হয় না বলিয়াই কল্পনা করা উচিত, তাহা নহে কার্য্যযুক্ত বাক্যে শক্তিগ্রহণ অসিদ্ধ, কার্য্যপদেই কার্য্যযুক্ততা না থাকায়—ইহা একটি হেত্বাভাস। যদি বল, যোগ্য অন্য একটি যে কোন কার্য্যের সহিত সঙ্গতি করিয়া শক্তিগ্রহ যুক্তিযুক্ত তাহা ঠিক নহে বিশেষণের ব্যর্থতাহেতু।

যদি বল, এক কার্যে অন্য কার্য্যের যোগ আছে, তাহা বলিতে পার না, তাহাতে অনবস্থা দোষ আসে।

যদি বল কার্য্যযুক্ত বাক্যই প্রাথমিক শক্তি গ্রহণীয় তাহা বলিতে পার না সিদ্ধবস্তু উপদেশেও বালকের জ্ঞান দেখা যায়, যেমন এইটি বস্ত্র, ইহা বলিলে বালক বুঝিয়া ফেলে। অতএব সিদ্ধবাক্যে সিদ্ধশক্তিতে এবং দৃষ্ট পদার্থে শ্রোতার জ্ঞানের বাধা না হইলে বক্তার কথার তাৎপর্য্যও সেখানেই বুঝাইবেই। অতএব সিদ্ধ বস্তুর উপদেশকারী উপনিষদ সমূহেরও স্বার্থে প্রামাণ্য আছেই।

সর্বসংবাদিনী

প্রমাণান্তর-বিরোধেঽপি [বিরুদ্ধস্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণস্য] তস্যৈবাভাসীকরণেন চ স্বার্থ এব প্রামাণ্যমিতি।

তদেবং সর্বস্মিন্নপি বেদাত্মকে শব্দে স্বার্থং প্রতি প্রামাণ্যমুপলব্ধে, স কথমর্থং প্রসূত ইতি বিব্রিয়তে।—

তত্র বর্ণানামাশুবিনাশিত্বান্নার্থং জনয়িতুং শক্তিঃ সম্ভবতি। ততশ্চ পূর্বপূর্বাক্ষর-জন্য-সংস্কারবদন্ত্যাক্ষরস্যৈবার্থ-প্রত্যায়কত্বং মন্যন্তে। তে চ সংস্কারাঃ কার্যমাত্র-প্রত্যায়িতাঃ,—অপ্রত্যক্ষত্বাৎ। সংস্কারকার্যস্য স্মরণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ সমুদায়-প্রত্যয়াভাবান্নান্ত্যবর্ণস্যাপ্যর্থপ্রত্যায়কত্বমিত্যাভিপ্রেত্য অপরে তু স্ফোটমেব তৎ-প্রত্যায়কমাহুঃ,—(ব্র সূ ১।৩।২৮—শা ভা) "স চ বর্ণানামনেকত্বেনৈক-প্রত্যয়ানুপপত্তেরেকৈকবর্ণ-প্রত্যয়াহিত-সংস্কার-বীজেঽন্ত্যবর্ণ-প্রত্যয়জনিত-পরিপাকে প্রত্য-য়িন্যেকপ্রত্যয়বিষয়তয়া ঝটিতি প্রত্যবভাসতে।

তাহা শ্রীনাম-কৌমুদীকার বলিয়াছেন—"অতএব মন্ত্র ও অর্থবাদ সমূহের অন্যপরতা থাকিলেও স্বার্থে প্রামাণ্য হইবেই, তাহা যদি স্বরসতই প্রতিবন্ধক-হীন নিশ্চিতরূপ অজ্ঞাতবস্তুকে জানাইয়া দেয় শব্দ, তাহা হইলে তাৎপর্য্য-ব্যতীতও ঐ শব্দের প্রামাণ্য কি হইবে না? বেদে যে স্থলে স্তুতি বা নিন্দা, অথবা কথিত বস্তুর পুনঃ কথন বা প্রশংসা। আর উপনিষদ সমূহ সর্বশেষে সমস্ত অনর্থ বর্জ্জিত অনন্ত আনন্দ একমাত্র রসস্বরূপ অজ্ঞাত ব্রহ্ম তত্ত্বকে জানাইয়া দেয় সেস্থলে অন্য প্রমাণের বিরোধ থাকিলেও ঐ সকল প্রমাণকে প্রমাণাভাস করিয়া অর্থাৎ তুচ্ছ করিয়া নিজ বক্তব্য বিষয়ে প্রমাণ হইবেই।

এইরূপে বেদাত্মক সকল শব্দেরই স্বার্থ বিষয়ে প্রামাণ্য পাওয়া গেলে পর, সেই শব্দ কিরূপে অর্থ প্রকাশ করে, তাহাই বর্ণিত হইতেছে—তন্মধ্যে বর্ণ সমূহ উচ্চারণের পর শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, অতএব অর্থ প্রকাশ করি-বার শক্তি কোথায়? পূর্ব পূর্ব অক্ষর উচ্চারণের পর তাহা হইতে যে সংস্কা-রের ন্যায় অন্ত্য অক্ষর অর্থ প্রকাশ করে ইহা কেহ মনে করেন, সেই সংস্কার গুলি কার্য্য মাত্রে জ্ঞান জন্মায়, তাহা কোন প্রত্যক্ষ হয় না, সংস্কারের

সর্বসংবাদিনী

অতএব স্ফোটরূপত্বাদ্‌বেদস্য নিত্যত্বম্‌,—(ব্র সূ ১।৩।২৮—শা ভা) "তস্য প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ।" বেদান্তিনস্তু (জৈমিনীকৃতায়াং 'দ্বাদশলক্ষণ্যাং' ১মঅ ৫মপা ৫মসূ শবরকৃত-ভাষ্যে) "বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ" ইত্যেতং ন্যায়মনুস্থত্য 'দ্বির্গো'-শব্দোঽয়মুচ্চারিতঃ ; ন তু দ্বৌ গো-শব্দাবিত্যেকতৈব সর্বৈঃ প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাদ্ বর্ণাত্মকানামেব শব্দানাং নিত্যত্বমঙ্গীকৃত্য তে চ বর্ণাঃ পিপীলিকা-পংক্তিবৎ ক্রমাত্মনুগৃহীতার্থ-বিশেষসংবদ্ধাঃ সন্তঃ স্ব-ব্যবহারেঽপ্যেকৈক-বর্ণগ্রহণানন্তরং সমস্ত-বর্ণ-প্রত্যয়-দর্শিন্যাং বুদ্ধৌ তাদৃশমেব প্রত্যবভাসমানাস্তং তমর্থমব্যভিচারেণ প্রত্যয়য়িষ্যন্তীত্যতো বর্ণবাদিনাং লঘীয়সী কল্পনা স্যাৎ। স্ফোট-বাদিনাং তু দৃষ্ট-হানিরদৃষ্ট-কল্পনা চ ; তথা বর্ণাশ্চেমে ক্রমেণ গৃহ্যমানাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি ; স স্ফোটোঽর্থং ব্যনক্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাদিতি মন্যন্তে।

তদেবং বর্ণরূপাণামেব বেদ-শব্দানাং নিত্যত্বমর্থ-প্রত্যায়কত্বং চাঙ্গীকৃতম্॥ তত্র 'মুখ্যা'-'লক্ষণা'-'গুণ'-ভেদেন ত্রিধা শব্দ-বৃত্তিঃ।

কার্য্য স্মরণ, তাহা ক্রমান্বয়ে হইতে থাকে, এক কালে সমুদায় প্রত্যয় হয় না—অতএব অন্ত্যবর্ণেরও অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই অভিপ্রায়ে অন্য এক সম্প্রদায় বলেন স্ফোটই অর্থের প্রকাশক। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—যেহেতু বর্ণগুলি বহু, অতএব একটি অর্থ প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত নহে, এক এক বর্ণ হইতে এক একটি জ্ঞান জন্মিয়া যে সংস্কার রাখিয়া যায় বীজরূপে অন্ত্য বর্ণে জ্ঞান পরিপক্ক হইলে মিলিত ভাবে একটি জ্ঞান বিষয় রূপে শীঘ্র প্রকাশিত হয়।

অতএব স্ফোটরূপে বেদের নিত্যত্ব। তাহার পুনরায় উচ্চারণ প্রত্যভিজ্ঞা-নামে স্বীকৃত হয়। পূর্ব মীমাংসার শবরস্বামীকৃত ভাষ্যে বলিয়াছেন 'বেদান্তি-গণ কিন্তু বর্ণ সকলই শব্দ, ইহা ভগবান উপবর্ষ বলিয়াছেন, এই যুক্তিকে অনুসরণ করিয়া দ্বির্গো-শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, পরন্ত দুইটি গো নহে, এক শব্দ রূপেই সকলে অনুভব করেন। বর্ণাত্মক শব্দ সমূহের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া সেই সকল বর্ণ পিপিলিকা শারির ন্যায় ক্রমে উচ্চারিত হইয়া অর্থ বিশেষে সংবদ্ধভাবে অবস্থান করে। নিজ ব্যবহারেও এক একটি বর্ণ উচ্চারণের

সর্বসংবাদিনী

'মুখ্যা'পি রূঢ়িঃ-যোগ-ভেদেন দ্বিধা। 'রূঢ়িঃ' স্বরূপেণ জাত্যা গুণেন বা নির্দেশার্হে বস্তুনি সংজ্ঞা-সংজ্ঞি সঙ্কেতেন প্রবর্ত্ততে ; যথা—ডিত্থঃ (কাষ্ঠময়োহস্তী), গৌঃ, শুক্লঃ। লক্ষণা—তেনৈব সঙ্কেতেনাভিহিতাসম্বন্ধিনী, যথা—'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'। ইয়ং পুনস্ত্রিধা—'অজহৎ-স্বার্থা, 'জহৎস্বার্থা, জহদজহৎস্বার্থা চ যথা [ক্রমেণ]—'শ্বেতো ধাবতি,' 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ', 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইতি। শ্রীরামানুজাদিভিস্তন্যা ন মন্যতে, তত্তু তদ্গ্রন্থেষ্বেবান্বেষ্টব্যম্। ['সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইতি দৃষ্টান্তে] স ইতি পদেন তৎকালানুভূত উচ্যতে ; অয়মিতীদানীমনুভুয়মান উচ্যতে। অত্র দ্বয়োরন্বয়ে বিরোধ এব নাস্তি, কথং 'লক্ষণা' স্যাদিতি সংক্ষেপঃ।

গৌণী চাভিহিতার্থ-লক্ষিত-গুণযুক্তে তৎসদৃশে ; যথা—'সিংহো দেবদত্তঃ ; যথাহুঃ, [কুমারিল ভট্ট কৃত-তন্ত্রবার্ত্তিকে ১।৪।২২)

"অভিধেয়াবিনাভূত-প্রবৃত্তির্লক্ষণেষ্যতে। লক্ষ্যমাণ-গুণৈর্যোগাদ্বৃত্তেরিষ্টা তু গৌণতা॥ ১৮॥ ইতি।

পর সমস্ত বর্ণ জ্ঞান হইয়া বুদ্ধিতে সেইরূপই প্রতিভাত হইয়া সেই অর্থটিকে নিশ্চিতরূপে জানাইয়া দেয়, এই কারণে বর্ণবাদিগণের লঘীয়সী কল্পনা হয়। স্ফোটবাদীগণের কিন্তু দৃষ্টহানি ও অদৃষ্ট কল্পনা হয়, সেইরূপ এই বর্ণ সকল ক্রমে ক্রমে উচ্চারিত হইয়া স্ফোট শব্দ প্রকাশ করে, সেই স্ফোটই অর্থকে প্রকাশ করে, ইহাতে গরীয়সী কল্পনা হয়—ইহা মনে করেন। এইরূপে বর্ণরূপী বেদ শব্দ সমূহের নিত্যত্ব ও অর্থ প্রকাশকত্ব স্বীকার করা হইয়াছে।

তন্মধ্যে মুখ্যা লক্ষণা ও গৌণী ভেদে তিন প্রকার শব্দ বৃত্তি। মুখ্যা বৃত্তিটি রূঢ়ি ও যোগ ভেদে দ্বিবিধা। রূঢ়ি স্বরূপতঃ জাতী বা গুণ দ্বারা নির্দ্দেশ যোগ্য বস্তুতে সংজ্ঞা-সংজ্ঞি ও সংকেতের সহিত প্রবর্ত্তিত হয়, যেমন ডিত্থ (কাষ্ঠময়হস্তী) গৌ, শুক্ল।

লক্ষণা—সেই সংকেত দ্বারা প্রকাশিত পদার্থের সম্বন্ধ-যুক্ত বৃত্তি-বিশেষ, যথা 'গঙ্গায়াং ঘোষ' ইহা দ্বারা গঙ্গা শব্দে গঙ্গাতীরে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ঘোষ পল্লী বাস করে—ইহাই বুঝায়। ইহা পুনরায় ত্রিবিধা অজহৎ-স্বার্থা, জহৎ-স্বার্থা জহৎ-অজহৎ স্বার্থা। যেমন ক্রমে শ্বেতো ধাবতি, গঙ্গায়াং ঘোষঃ, সোঽয়ং দেবদত্তঃ

সর্বসংবাদিনী

ইহ 'লক্ষণা' চ রূঢ়িং প্রয়োজনং বাপেক্ষ্যৈব ভবতি। আদ্যে, যথা—'কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ'; অন্ত্যে যথা—'গঙ্গায়াং ঘোষঃ (গোপ নিবাসঃ)'; অত্র তটস্য শীতলত্ব-পাবনত্বাদের্বোধনং প্রয়োজনম্। 'গৌণ্যাং' তু প্রয়োজনমেবাপেক্ষ্যম্ ; যথা—'গৌর্বাহীকঃ', অজ্ঞত্বাদ্যতিশয়-বোধনমত্র প্রয়োজনম্। 'যোগ'স্তু এতত্রিবিধবৃত্তি-প্রতিপাদিত-পদার্থয়োঃ প্রকৃতি-প্রত্যয়ার্থয়ো র্বা যোগেন ; যথা—'পঙ্কজম্' 'ঔপগবঃ', 'পাচকঃ'।

'ব্যঞ্জনা'ভিধা চ বৃত্তির্মন্যতে ; যথা—'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যুক্তে তন্নিবাস-ভূতস্য তটস্য শীতলত্বপাবনত্বাদিকং গম্যমিত্যাদি ; তদুক্তম্—"শব্দবুদ্ধিকর্মণাং

এই তিনটি উদাহরণে জানিতে হইবে। শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রভৃতি শেষোক্ত জহৎ-অজহৎ স্বার্থা স্বীকার করেন না, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সোঽয়ং দেবদত্ত এই বাক্যে স এই পদের দ্বারা অতীত কালে অনুভূত ব্যক্তিকে বুঝায়, অয়ং এই পদে ইদানীং অনুভূয়মান ব্যক্তিকে বুঝায়, এইস্থলে দুইএর অন্বয়ে কোন বিরোধই নাই। অতএব লক্ষণা কোথায় হইবে, ইহাই সংক্ষেপে উক্ত হইল।

বাচ্যার্থ লক্ষিত গুণযুক্তে তৎসদৃশশব্দে গৌণীবৃত্তি দ্বারা অর্থবোধ হয়, যেমন-সিংহ দেবদত্ত, সিংহ বাচ্যার্থ তদ্দ্বারা লক্ষিত সিংহের ন্যায় সৌর্যবীর্য্যশালী দেবদত্ত ব্যক্তি। এস্থলে কুমারিলভট্ট তন্ত্রবার্ত্তিকে বলিয়াছেন, বাচ্যার্থসহ বৃত্তিকে লক্ষণা বলা হয়, লক্ষ্যমাণগুণ সমূহের যোগে যে বৃত্তি অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে গৌণী-বৃত্তি বলে'

এই লক্ষণাও রূঢ়ি অথবা প্রয়োজনকে অপেক্ষা করিয়াই প্রযুক্ত হয়। প্রথমতঃ রূঢ়িলক্ষণা যথা—কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ—কলিঙ্গ দেশের লোক সাহসিক, দ্বিতীয়টি প্রয়োজন লক্ষণা গঙ্গায়াং ঘো ঃ এস্থলে গঙ্গাতটে শীতল বায়ু ও পবিত্রতা প্রয়োজনে ঘোষপল্লী বাস করে। গৌণীবৃত্তিতে প্রয়োজনই অপেক্ষণীয় - যথা এই বাহকটি গরু অর্থাৎ অতিশয় অজ্ঞ, ইহাই বুঝাইবার প্রয়োজন।

যোগ—এই ত্রিবিধ বৃত্তি প্রতিপাদিত পদ ও অর্থের, অথবা প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে যে শব্দ অর্থ প্রকাশ করে তাহাকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন পঙ্কজ, ঔপগব, পাচক। আলংকারিকগণ ইহা ছাড়াও আর একটি বৃত্তি স্বীকার করেন তাহাকে ব্যঞ্জনা-বৃত্তি বলে। যেমন - গঙ্গায়াং ঘোষ বলিলে, ঘোষপল্লীর

সর্বসংবাদিনী

বিরম্য ব্যাপারাভাব ইতি নয়েনাভিধালক্ষণা-তাৎপর্য্যাখ্যাসু তিসৃষু বৃত্তিষু স্বং স্বমর্থং বোধয়িত্বোপক্ষীণাসু যয়াঽন্যোঽর্থো বোধ্যতে, সা শব্দস্যার্থস্য প্রকৃতি-প্রত্যয়াদেশ্চ শক্তির্ব্যঞ্জন-নিগমন-ধ্বনন-প্রত্যায়ন-ভাবাভিপ্রায়াদি-ব্যপদেশবিষয়া ব্যঞ্জনা নাম" ইতি।

অথৈতাশ্চ বৃত্তয়ঃ পদ-বাক্যত্বমাপন্নেষ্বেব শব্দেষু তত্তদর্থং বোধয়িতুমুদয়ন্তে। তস্য পদত্বঞ্চ বিভক্ত্যর্থালিঙ্গনেন জায়তে। তানি চ পুনর্বাক্যতামাপদ্য বিশেষার্থং বোধয়ন্তি।—

"বাকং স্যাদ্‌যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তি-যুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ।" তত্র "যোগ্যতা—পদার্থানাং পরস্পর-সম্বন্ধে বাধাভাবঃ ; অন্যথা 'বহ্নিনা সিঞ্চতি' ইত্যপি বাক্যং স্যাৎ।" (তৈ স ২।৫।১) "প্রজাপতিরাত্মনো বপামুপাখিদৎ" ইত্যাদৌ তু তদ্‌বিধানামচিন্ত্য-প্রভাবত্বাদ্‌ যোগ্যতাঽস্ত্যেব। "আকাঙ্ক্ষা—প্রতীতিপর্যবসান-বিরহঃ শ্রোতৃ-জিজ্ঞাসারূপঃ ; অন্যথা 'গৌঃঅশ্বঃ,' 'পুরুষঃ-হস্তী' ইত্যপি বাক্যং স্যাৎ। (তত্রৈব) 'আসত্তিঃ'—বুদ্ধ্যবিচ্ছেদঃ ; অন্যথেদানীমুচ্চারিতস্য 'দেবদত্ত'-পদস্য দিনান্তরোচ্চারিতেন 'গচ্ছতি' ইতি পদেন সঙ্গতিঃ স্যাৎ। অত্রাকাঙ্ক্ষা-যোগ্য-তয়োরাত্মার্থধর্মত্বেঽপি পদোচ্চয়-ধর্মত্বমুপচারাৎ" ইতি।

বাসস্থান স্বরূপ গঙ্গাতটের শীতলতা ও পবিত্রতাদিকে' বুঝায় ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারা তাহাই বলা হইয়াছে। অভিধা লক্ষণা ও তাৎপর্য্যবৃত্তি দ্বারা নিজ নিজ অর্থ বুঝাইয়া যখন বিরত হয়, তাহার পরও অন্য একটি অর্থ যে বৃত্তি দ্বারা শব্দ হইতে অর্থের প্রকৃতি প্রত্যয় আদির যে শক্তি তাহাকে ব্যঞ্জনা, নিগমন, ধ্বনন, প্রত্যায়ন ভাব, অভিপ্রায় আদি বিভিন্ন নামে এই ব্যঞ্জনা বৃত্তিকে বলা হয়।

এই সকল বৃত্তি পদ ও বাক্যের মধ্যে যে সকল শব্দ থাকে সেই সকলের অর্থজ্ঞানের জন্য উদিত হয়, ঐ শব্দকে পদ বলা হয়। যখন বিভক্তির অর্থযুক্ত হয় আবার ঐ অর্থযুক্ত পদগুলি বাক্যরূপে পরিণত হইয়া বিশেষ একটি অর্থকে জানাইয়া দেয়, যে সকল পদ যোগ্যতা আকাঙ্খা আসক্তিযুক্ত হয়, তখন তাহাকে বাক্য বলে। পদ ও অর্থসমূহের পরস্পর সম্বন্ধে বাধা না থাকার নামই যোগ্যতা। যোগ্যতা না থাকিলে পদসমষ্টির দ্বারা বাক্য হয় না অর্থাৎ অর্থ প্রকাশ করে না। যেমন অগ্নিদ্বারা সেচনকার্য্য হয় না, জলের দ্বারাই হয়।

সর্বসংবাদিনী

তচ্চ বাক্যং মহাবাক্যানুগতম্। মহাবাক্যঞ্চ বাক্যসমুদায়ঃ; অস্যার্থস্তূ-পক্রমোপসংহারাদিভিরেবাবধার্য্যতে। তথা হি (১।১।৪)—মাধ্বভাষ্যধৃত-বৃহৎ-সংহিতা-বাক্যম্—

"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে ॥" ১৯॥ ইতি;

[১] 'উপক্রমোপসংহার'য়োরেকরূপত্বম্, [২] ('অভ্যাসঃ) পৌনঃপুন্যম্, [৩] (অপূর্বতা') অনধিগতত্বম, [৪] ('ফলম্') প্রয়োজনম্, [৫] ('অর্থবাদঃ') প্রশংসা, [৬] ('উপপত্তিঃ') যুক্তিমত্ত্বঞ্চেতি ষড়্বিধানি তাৎপর্য্যলিঙ্গানি। এব-মন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং গতিসামান্যেনাপি মহাবাক্যার্থোঽবগন্তব্যঃ। অত্র যুক্তি-মত্ত্বং নাম ন শুষ্কতর্কানুগৃহীতত্বম্, কিন্তু তচ্ছাস্ত্রোদিতং কথঞ্চিত্তৎসম্ভাবনা-মাত্র-লক্ষণ শাস্ত্র-বৈয়র্থ্য-প্রসঙ্গাদেব।

যোগ্যতা। যোগ্যতা না থাকিলে পদসমষ্টির দ্বারা বাক্য হয় না অর্থাৎ অর্থ প্রকাশ করে না। যেমন অগ্নিদ্বারা সেচনকার্য্য হয় না, জলের দ্বারাই হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে বলা হইয়াছে - প্রজাপতি নিজের মেদ কাটিয়া দিলেন —এইরূপ স্থলে অচিন্ত্য প্রভাববশতঃ যোগ্যতা স্বীকার করা হয়।

আকাঙ্খা—

বাক্য হইতে অর্থজ্ঞানের কারণ—শ্রোতার জিজ্ঞাসাস্বরূপ বাক্যে আকাঙ্খা না থাকিলে গরু-অশ্ব-পুরুষ-হস্তী—এইগুলিও বাক্য হইয়া যাইত। আসত্তিবুদ্ধির অবচ্ছেদ, সন্নিধি। বাক্যে আসত্তি না থাকিলে এখন উচ্চারিত দেবদত্ত পদের পরদিনে 'গচ্ছতি' বলিলে অর্থ সঙ্গতি হইবে না। এস্থলে আকাঙ্খা ও যোগ্যতা অর্থের ধর্ম হইলেও উপচারে পদসমূহের ধর্ম হইয়া থাকে।

ঐরূপ 'বাক্য' মহাবাক্যের অনুগত, বাক্য সমুদয়কে 'মহাবাক্য' বলা হয়। ইহার অর্থ উপক্রম-উপসংহার প্রভৃতি ছয়টি চিহ্নদ্বারা অবগত হইতে হয়। সেই ছয়টি চিহ্ন যথা—উপক্রম ও উপসংহারের একরূপতা, অভ্যাস—পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি, অপূর্বতা যাহা অজ্ঞাত, ফল প্রয়োজন, অর্থবাদ প্রসংশা, উপপত্তি যুক্তিযুক্ততা এই ছয়বিধ মহাবাক্যরূপ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য জানিবার চিহ্ন। এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক

সর্বসংবাদিনী

যত্র তু বাক্যান্তরেণৈব বিরোধঃ স্যাত্তত্র বলাবলত্বং বিবেচনীয়ম্। তচ্চ (১) শাস্ত্রগতম্, (২) বচনগতঞ্চ। (১) পূর্বং [শাস্ত্রগতং] যথা—"শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব বলীয়সী" ইত্যাদি ; উত্তরঞ্চ [বচনগতঞ্চ] যথা—"শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" ইত্যাদি। নিরুক্তানি চৈতানি—

"শ্রুতিশ্চ শব্দঃ ক্ষমতা চ লিঙ্গম্, বাক্যং পদান্যেব তু সংহতানি।

সা প্রক্রিয়া যৎ করণং সকাঙ্ক্ষং, স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্যা॥" ২০॥ ইতি। তচ্চ বিরোধিত্বং পরোক্ষবাদাদি-নিবন্ধনং চিন্তয়িত্বেতরবাক্যস্থ বলবদ্‌বাক্যানুগতোঽর্থশ্চিন্তনীয়ঃ।

ভাবে এবং গতি-সামান্যের দ্বারা মহাবাক্যের অর্থ জানিতে হয়। উপপত্তি শব্দে যে যুক্তি-যুক্ততা বলা হইয়াছে তাহা শুষ্ক তর্কদ্বারা প্রতিপাদিত নহে, কিন্তু সেই শাস্ত্রে কথিত বিষয়ের অসম্ভাবনা-শাস্ত্র বাক্যের ব্যর্থতা নিরাশের জন্য পূর্বাপর বাক্যের সঙ্গতি প্রদর্শন। কিন্তু যেখানে পূর্বাপর বাক্যের বিরোধ হয় সেই স্থলে সবল ও দুর্বল বাক্যের শক্তি বিচার কর্ত্তব্য, তাহা দুই প্রকার, শাস্ত্রগত বিরোধ ও বচনগত বিরোধ। শাস্ত্রগত বিরোধ যেমন—শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ হইলে শ্রুতিই বলবতী হইবে। শাস্ত্রের বচনগত বিরোধ হইলে পূর্ব-মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত (৩।৩।১৪) শ্রুতি লিঙ্গ বাক্য প্রকরণ স্থান ও সমাখ্যা এই ছয় প্রকারে সমবায়ে পর পরের দুর্বলতা ও পূর্বের সবলতা বিচার করিতে হইবে। ইহাদের অর্থ এইরূপ—শ্রুতি অর্থাৎ শব্দ শ্রবণমাত্র যে অর্থ বুঝাইয়া দেয় তাহারই সবলতা। লিঙ্গ ক্ষমতা, বাক্য—পদসমূহের সমুচ্চয়, প্রকরণ—যে বিষয়টি বর্ণিত হইতেছে, স্থান—ক্রম, সমাখ্যা—যোগবল। একই শাস্ত্রে পূর্বাপর বাক্যের বিরোধ হইবার কারণ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় শাস্ত্রবক্তা ঋষিগণ পরোক্ষভাবে বস্তুসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব পূর্বাপর বাক্যের বলাবল নির্ণয় করিয়া অর্থ চিন্তা করা কর্ত্তব্য।
আমাদের প্রতিপাদ্য বস্তু অচিন্ত্যতত্ত্ব হওয়ায়, সে স্থলে যুক্তিতর্ক কার্য্যকরী হয় না।

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে ও স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—অচিন্ত্য প্রভাব বিশিষ্ট বস্তু, সে স্থলে তর্কের যোজনা করিবে না, যে সকল আমাদের বুদ্ধিগম্য

ততস্তানি ন প্রমাণানীতি। অনাদিসিদ্ধসর্ব্বপুরুষপরম্পরাসু সর্ব্বলৌকিকালৌকিক-জ্ঞাননিদানত্বাদপ্রাকৃতবচনলক্ষণোবেদ এবাস্মাকং সর্ব্বাতীতসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্যস্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্।
॥ ১০ ॥

সর্বসংবাদিনী

ইদং প্রতিপাদ্যস্যাচিন্ত্যত্বে এব যুক্তিদূরত্বং ব্যাখ্যাতম্— (মহা ভা ভীষ্ম প ৪/১২ ; স্কান্দে চ) "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" ইত্যাদি-দর্শনেন ; চিন্ত্যত্বে তু যুক্তিরপ্যবকাশং লভতে চেল্লভ্যতাম্, ন তত্রাস্মাকমাগ্রহ ইতি সর্বথা বেদস্যৈব প্রামাণ্যম্। তদুক্তং (ব্র সূ ২।২।৩৮) শঙ্করশারীরকে-ঽপি—"আগমবলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদি-স্বরূপং নিরূপয়তি, নাবশ্যং তস্য (অনু-মানস্য) যথাদৃষ্টং সর্বমভ্যুপগতং মন্তব্যম্" ইতি।

তদেবং বেদো নামালৌকিকঃ শব্দস্তস্য পরমং প্রতিপাদ্যং যত্তদলৌকিকত্বাদ-চিন্ত্যমেব ভবিষ্যতি। তস্মিংস্ত্বন্বেষ্টব্যে তদুপক্রমাদিভিঃ সর্বেষামপ্যুপরি যদুপপ-দ্যতে, তদেবোপাস্যমিতি ॥ ১০ ॥

বিদ্যাভূষণ

ততস্তানি ন প্রমাণানীতি। ততো ভ্রমাদিদোষযোগাৎ তানি প্রত্যক্ষাদীনি পরমার্থপ্রমাকরণানি ন ভবন্তি। মায়ামুণ্ডাবলোকে তস্যৈবেদং মুণ্ডমিত্যত্র প্রত্যক্ষং ব্যভিচারি। বৃষ্ট্যা তত্‌কালনির্বাপিতবহ্নৌ চিরং ধূম্রপ্রোদ্গারিণি গিরৌ বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যনুমানঞ্চ ব্যভিচারি দৃষ্টম্। আপ্তবাক্যঞ্চ তথা, একেনাপ্তেন মুনিনা সমর্থিতস্যার্থস্যাপরেণ তাদৃশেন দূষিতত্বাৎ। অত উক্তম্—"নাসাবৃষির্যস্য

চিন্তার বস্তু, সে স্থলে যুক্তিরও অবকাশ আছে, ইহা যদি বল, তাহা থাকুক। কিন্তু আমাদের সে স্থলে আগ্রহ নাই, অতএব বেদেরই প্রামাণ্য আমাদের সর্বপ্রকারে স্বীকার্য্য। ইহা শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদও ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন—ব্রহ্মবাদীগণ এই বিশ্বের কারণস্বরূপকে আগম প্রমাণ বলেই নিরূপণ করেন, সকল স্থলে ব্রহ্মবাদী-গণের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট স্বীকার করা যায় না।

অতএব এইরূপে বেদ বলিতে অলৌকিক শব্দ, বেদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদ্য যাহা তাহাও অলৌকিক ও অচিন্ত্য বস্তুই হইবেন। সেই বেদে অন্বেষণীয় বস্তু উপক্রম উপসংহার আদি ষড়্‌বিধলিঙ্গদ্বারা সর্বোপরি যাহা স্থির হইবে তিনিই আমাদের উপাস্য ॥ ১০ ॥—(সর্বসংবাদিনী)।

তচ্চানুমতং "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদৌ.
"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" ইত্যাদৌ,
"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইত্যাদৌ, "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইত্যাদৌ

বিদ্যাভূষণ

মতং ন ভিন্নমিতি"। এবং মুখ্যানামেষাং সদোষত্বাৎ তদুপজীবিনামুপমানাদীনাং তথাত্বং সুসিদ্ধমেব। কিঞ্চাপ্তবাক্যং লৌকিকার্থগ্রহে প্রমাণমেব, যথা হিমাদ্রৌ হিমমিত্যাদৌ। তদুভয়নিরপেক্ষঞ্চ তৎ দশমস্ত্বমসীত্যাদৌ। তদুভয়াগম্যে সাধকতমঞ্চ তৎ গ্রহাণাং রাশিষু সঞ্চারে যথা। কিঞ্চাপ্তবাক্যেনানুগৃহীতং তদুভয়ং প্রমাপকম্। দৃষ্টচরমায়ামুণ্ডকেন পুংসা সত্যেঽপ্যবিশ্বস্তে "তস্যৈবেদং মুণ্ডমিতি" নভোবাণ্যানুগৃহীতং প্রত্যক্ষং যথা। অরে শীতার্ত্তাঃ পান্থা মাস্মিন্নগ্নিং সম্ভাবয়ত, বৃষ্ট্যা নির্বাণোঽত্র দৃষ্টঃ, কিন্ত্বমুষ্মিন্ ধূমোদ্গারিণি গিরৌ সোঽস্তীত্যাপ্তবাক্যেনানুগৃহীতমনুমানং চ যথেতি। তদেবং প্রত্যক্ষানুমানশব্দাঃ প্রমাণানীত্যাহ মনুঃ,— "প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতেতি।" এবমস্মদ্বৃদ্ধাশ্চ। সর্বপরম্পরাসু ব্রহ্মোৎপন্নেষু দেবমানবাদিষু সর্বেষু বংশেষু। "পরম্পরা পরীপাট্যাং সন্তানেঽপি বধে ক্বচিদিতি" বিশ্বঃ। লৌকিকজ্ঞানং কর্ম-বিদ্যা। অলৌকিকজ্ঞানং ব্রহ্ম বিদ্যা। অপ্রাকৃতেতি 'বাচা বিরূপ-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অচিন্ত্যবস্তুপ্রত্যক্ষে বেদের প্রামাণ্য—

পূর্বকথিত ভ্রমাদি দোষ বশতঃ প্রত্যক্ষাদি পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আমরা যদ্যপি সর্বাতীত সর্বাশ্রয় সর্বাচিন্ত্য আশ্চর্য্য স্বভাববিশিষ্ট বস্তুর তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে অনাদিসিদ্ধ সর্বপুরুষপরম্পরায় আগত লৌকিক অলৌকিক সকল প্রকার জ্ঞানের একমাত্র নিদান, অপ্রাকৃত বাক্যস্বরূপ বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বেদকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু উহা যে তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে, মহামুনি বেদব্যাসাদি কর্তৃক পূর্ব হইতেই স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা সপ্রমাণ নির্দ্দেশ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

"পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি।।" ইত্যাদৌ চ ।১১।

বিদ্যাভূষণ।

নিত্যয়েতি" মন্ত্রবর্ণাৎ, "অনাদিনিধনা নিত্যাবাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥ ইতি স্মরণাচ্চ। স্ফুটমন্যৎ॥ ১০॥

ননু কোঽয়মাগ্রহো বেদ এবাস্মাকং প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ, তচ্চানুমতমিতি, শ্রীব্যাসাদ্যৈরিতি শেষঃ। তদ্বাক্যান্যাহ, তর্কেত্যাদীনি সাধ্যসাধনয়োরপীত্যন্তানি, তর্কেতি ব্রহ্মসূত্রখণ্ডঃ। তস্যার্থঃ—পরমার্থনির্ণয়স্তর্কেণ ন ভবতি, পুরুষবুদ্ধিবৈবিধ্যেন তস্য নষ্টপ্রতিষ্ঠত্বাৎ। এবমাহ শ্রুতিঃ—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠেতি"। ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপস্তর্কঃ। যদ্যয়ং নির্বহ্নিঃ স্যাত্তদা নির্ধূমঃ স্যাদিত্যেবংরূপঃ, ন চ ব্যাপ্তিশঙ্কাং নিরস্যন্ননুমানাঙ্গং ভবেদতস্তর্কেণানুমানং গ্রাহ্যমিতি।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

তর্কের অপ্রতিষ্ঠতা ও শব্দের প্রামাণ্য—

ব্রহ্মসূত্রের এই কয়েকটী সূত্রদ্বারা এবং পুরাণবচনদ্বারা তর্কের প্রতিষ্ঠা-শূন্যতা, পরমার্থজ্ঞানের শাস্ত্রৈকপরতা, ও পরমার্থজ্ঞানের প্রতি বেদেরই প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে। ব্যাপ্যবস্তুর আরোপ দ্বারা ব্যাপক বস্তুর আরোপই তর্ক, যেমন—"যদি ইহাতে বহ্নি না থাকিত তাহা হইলে ধূমও থাকিত না, ইহাই তর্কের আকার। ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইলে এই তর্ক হইতেই অনুমান সিদ্ধ হইয়া থাকে। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এই সকল সূত্রের কয়েকটী ভাষ্যও এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। আমাদের দেশের অনেকেই বেদান্ত বলিলে শঙ্করভাষ্য মাত্রই জানিয়া থাকেন। বেদান্তসূত্রের বহুল ভাষ্য আছে, উহা যে কেবল মায়াবাদেই পর্য্যবসিত নহে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত উপস্থিত সূত্র কয়টির শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্ব ও গোবিন্দ এই চারিটি ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া সমন্বয় প্রদর্শন করা যাইতেছে—

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষ প্রসঙ্গঃ" ॥ (২।১।১১)

বিদ্যাভূষণ

অচিন্ত্যা ইত্যুত্তম-পর্বণি দৃষ্টম্। শাস্ত্রেতি ব্রহ্মসূত্রম্। নেত্যাকৃষ্যম্। উপাস্যো হরিরনুমানেনোপনিষদা বা বেদ্য ইতি সন্দেহে, "মন্তব্য" ইতি শ্রুতেরনুমানেন স বেদ্য ইতি প্রাপ্তে, নানুমানেন বেদ্যো হরিঃ। কুত্রঃ? শাস্ত্রমুপনিষদ্-যোনির্বেদন-হেতুর্যস্য তত্ত্বাৎ। ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীত্যাদ্যা হি শ্রুতিঃ। শ্রুতেস্ত্বিতি ব্রহ্মসূত্রম্। নেত্যনুবর্ত্ততে। ব্রহ্মণি কর্ত্তরি লোকদৃষ্টাঃ ভ্রমাদয়ো দোষা ন স্যুঃ। কুতঃ? "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" সঙ্কল্পমাত্রেণ নিখিল সৃষ্টিশ্রবণাৎ। নন্বু শ্রুতির্বাধিতং কথং ব্রূয়াদিতি চেত্তত্রাহ, শব্দেতি। অবিচিন্ত্যার্থস্য শব্দৈকপ্রমাণকত্বাৎ দৃষ্টশ্চৈতন্মণিমন্ত্রাদৌ।

পিতৃদেবেত্যুদ্ধবোক্তিরেকাদশে। হে ঈশ্বর তব বেদঃ পিত্রাদীনাং শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠং চক্ষুঃ। কেত্যাহানুপলব্ধেঽর্থে ইত্যাদি। তথা চ বেদ এবাস্মাকং প্রমাণমিতি মদ্বাক্যং সর্বসম্মতমিতি নাপূর্বং ময়োক্তম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

শঙ্করভাষ্য। "ইতশ্চ নাগমগম্যেঽর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যং, যস্মান্নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা। অপ্রতিষ্ঠিতাঃ সম্ভবন্ত্যুৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ। তথাহি কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎ প্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈ-রন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে, তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাস্তদন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যং সমাশ্রয়িতুং পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ।———বেদস্য তু নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিতার্থবিষয়ত্বোপপত্তেঃ, তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য সম্যক্ত্বং অতীতানাগতবর্ত্তমানৈঃ সর্বৈরপি তার্কিকৈঃ অপহ্নোতুমশক্যং, অতঃ সিদ্ধং তস্যৈবৌপনিষদস্য জ্ঞানস্য সম্যগ্‌জ্ঞানত্বং, অতোঽন্যত্র সম্যগ্‌জ্ঞানত্বানুপপত্তেঃ সংসারানির্মোক্ষ এব প্রসজ্যেত, অত আগমবশেনাগমানুসারি তর্কবশেন চ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং—"

অর্থাৎ শুষ্ক তর্কদ্বারা বেদবেদ্য অর্থসমূহের স্থাপন সম্ভব নহে। যেহেতু বেদবিষয়ক জ্ঞানবিরহিত পুরুষ-কল্পিত তর্কের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই, কারণ ঐসকল তর্কের অপ্রতিহত স্বভাব প্রযুক্ত, উহা অসীমতর্কে পরিণত হয়। আরোও যখন যত্নপূর্বক উপস্থাপিত তর্কের অপর তার্কিকের দ্বারা খণ্ডন, আবার

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অপরের দ্বারা উহাও খণ্ডিত হইতে দেখা যাইতেছে, তখন পুরুষের বুদ্ধি-বৈরূপ্য বশতঃ কুত্রাপি বেদবাহ্য তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। বেদ যখন নিত্য এবং বিজ্ঞানোৎপত্তির হেতু, তখন অব্যভিচারী একমাত্র সিদ্ধার্থের প্রতিপাদনই উহার বিষয়, সুতরাং বেদ-জনিত জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান। ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালীন তার্কিক সকলের ঐ জ্ঞানের অপহ্নব করিবার সামর্থ্য নাই। অতএব ঔপনিষদ্ জ্ঞানেরই সম্যক্ জ্ঞানতা জানিবে। ঔপনিষদ্ জ্ঞান ব্যতীত অপর জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না। অর্থাৎ উহাদ্বারা অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখাবাপ্তি-রূপ মুক্তির কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

রামানুজভাষ্য। "তর্কাস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদপি শ্রুতিমূলো ব্রহ্ম কারণবাদ এব সমাশ্রয়ণীয়ো ন প্রধানকারণবাদঃ, শাক্যোলুক্যাক্ষপাদ ক্ষপণককপিলপতঞ্জলি-তর্কাণামন্যোহন্যব্যাঘাতাৎ তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বং গম্যতে"।

অর্থাৎ লৌকিক তর্কের প্রতিষ্ঠা না থাকিলেও শ্রুতিমূলক তর্কদ্বারা প্রধানের কারণতা পরিহার-পূর্বক, ব্রহ্মের কারণতাই আশ্রয়ণীয়। শাক্য, উলুক্য, অক্ষপাদ, ক্ষপণক, কপিল, পতঞ্জলি, প্রভৃতির তর্কসকল পরস্পরের দ্বারা ব্যাহত হওয়ায় লৌকিক তর্কের প্রতিষ্ঠা-রাহিত্য সিদ্ধ হইতেছে।

মাধ্বভাষ্য। "এতাবানেব তর্ক ইতি প্রতিষ্ঠাপক প্রমাণাভাবাৎ।

"যাবদেব প্রমাণেন সিদ্ধং তাবদহাপয়ন্।
স্বীকুর্য্যান্নৈব চান্যত্র শক্যং মানমৃতে ক্বচিদিতি॥ বামনে।

অর্থাৎ এই পর্য্যন্তই তর্কের সীমা এরূপ প্রতিষ্ঠাপক প্রমাণ নাই, বেদোক্ত প্রমাণ দ্বারা যাবৎ সিদ্ধ হয় তাবৎ অনুমান স্বীকার করা যায়। বৈদিক প্রমাণ ব্যতিরেকে কখনও অন্যত্র অনুমান স্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ বেদানুকূল না হইলে কেবল শুষ্কতর্ক গ্রাহ্য নহে।

গোবিন্দভাষ্য। "পুরুষধীবৈবিধ্যাৎ তর্কা নষ্টপ্রতিষ্ঠা মিথো বিহন্যমানা বিলোক্যন্তে। অতোঽপি তাননাদৃত্যৌপনিষদী ব্রহ্মোপাদানতা স্বীকার্য্যা। ন চ লব্ধমাহাত্ম্যানাং কেষাঞ্চিৎ তর্কাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ, তথাভূতানামপি কপিল-কণভুগাদীনাং মিথো বিবাদসন্দর্শনাৎ। নন্বহমন্যথানুমাস্যে যথাঽপ্রতিষ্ঠা ন স্যাৎ। ন তু প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব নাস্তীতি শক্যং বদিতুং, তর্কাপ্রতিষ্ঠানুরূপস্য

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ, সর্বতর্কাঽপ্রতিষ্ঠায়াং জগদ্ব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ। অতীত-বর্ত্তমানবর্ত্ম সাধারণ্যেনানাগতেঽপি বর্ত্মনি সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারার্থা লোকপ্রবৃত্তি-র্দৃষ্টেতি চেৎ এবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। পুরুষবুদ্ধিমূলতর্কাবলম্বনস্য ভবতো দেশান্তর-কালান্তরজ-নিপুণতমতার্কিক দূষ্যত্বসম্ভাবনয়া তর্কাপ্রতিষ্ঠানদোষাদনিস্তারঃ স্যাৎ। যদ্যপ্যর্থবিশেষে তর্কপ্রতিষ্ঠিতস্তথাপি ব্রহ্মণি সোঽয়ং নাপেক্ষ্যতে অচিন্ত্যত্বেন তদনর্হত্বাৎ শ্রুতিবিরোধান্নেতি ত্বদুক্ত্যসঙ্গতেশ্চ। শ্রুতিশ্চ ব্রহ্মণস্তার্কগোচরতা-মাহ। "নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠেতি" কঠানাম্। স্মৃতিশ্চ—ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ। যদা তদৈবাসত্তর্কৈস্তিরো-বিপ্লুতমিত্যাদ্যা। তস্মাৎ শ্রুতিরেব ধর্ম ইব ব্রহ্মণি প্রমাণম্। তৎপোষকারী ধীয়তে তর্কস্ত্বপেক্ষ্যত এব "মন্তব্য" ইতি শ্রুতেঃ, পূর্বাপরাবিরোধেনেত্যাদি স্মৃতেশ্চ।"—

অর্থাৎ পুরুষের বুদ্ধির নানাত্ব প্রযুক্ত তর্কসকল অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, অতএব ঐ সকল তর্কের প্রতি আদর না করিয়া উপনিষদুক্ত, ব্রহ্মোপাদনতাই স্বীকার করা কর্ত্তব্য। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের তর্ক প্রতিষ্ঠিত বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। কারণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কপিল কণাদ প্রভৃতিরও পরস্পর বিবাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠিত তর্কই নাই এরূপও বলিতে পারা যায় না, কারণ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা সাধক তর্কই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অতএব যেরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠান হয় এখানে এইরূপ তর্কই স্বীকার করিতে হইবে। তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠিত বলা নিতান্ত অসঙ্গত। তাহাতে জগদ্ব্যবহারেরই উচ্ছেদ প্রসঙ্গ হয়। অতীত ও বর্ত্ত-মানের দৃষ্টান্তানুসারে, ভবিষ্যতেও সুখলাভ এবং দুঃখ-পরিহার নিমিত্ত লোকের প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাহাতে শ্রদ্ধা করিতে পারা যায় না কারণ তাহা হইলে অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ ঘটে, অর্থাৎ তর্কের শেষ না থাকায় মোক্ষই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে, যেহেতু তর্ক-নিশ্চিত জ্ঞানে মুক্তি হয় না। ঔপনিষদ্-জ্ঞানই মুক্তির সাধন। যদি পুরুষ-বুদ্ধিমূলক তর্কের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করা যায়, তাহা দেশান্তরে বা কালান্তরে জাত অপর নিপুণতর তার্কিকের দ্বারা অপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এবম্প্রকারে পুনঃ পুনঃ উত্থিত তর্কের অপ্রতিষ্ঠ-দোষ অনিবার্য্য। যদিও অর্থ-বিশেষে তর্কের প্রতিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ে তর্কের অপেক্ষা দেখা যায় না। ব্রহ্ম অচিন্ত্য-বস্তু সুতরাং তর্কের অগোচর। ব্রহ্মবিষয়ে তর্ক স্বীকার করিলে,

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

শ্রুতিবিরোধ উপস্থিত হয় এবং তোমার উক্তিও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। "শ্রেষ্ঠ নচিকেত! তোমার এই পরতত্ত্ব-গ্রহণ-সমর্থা বুদ্ধিকে শুষ্কতর্ক দ্বারা অপমার্গে নীত করিও না। বেদোক্ত গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হইলে, তোমার ঐ বুদ্ধি উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিবে।" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মবস্তুর তর্কের অগোচরতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্মৃতিও বলেন, "প্রশান্তাত্মা মুনিগণই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, অসৎ তর্কদ্বারা বিপ্লুত হইলে উহা তিরোহিত হইয়া যায়।" অতএব শ্রুতিই ধর্মের ন্যায় ব্রহ্মের প্রমাণ। "মন্তব্য" ইত্যাদি শ্রুতি, এবং "পূর্বাপর অবিরোধে তর্ক অভিমত" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য, কেবলমাত্র শ্রুতিসম্মত পূর্বাপর অবিরুদ্ধ তর্কেরই পোষণ করিতেছে।

এক্ষণে কেবল তর্কদ্বারা যে পরমার্থ নির্ণয় হয় না, এবং বেদবিহিত তর্কই যে গ্রহণীয়, ইহা উক্ত সূত্রের উল্লিখিত ভাষ্যকারগণের মতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। এই জন্যই স্মৃতিও বলেন "অচিন্ত্য বস্তু তর্কের দ্বারা লাভ হয় না।" তথাপিও সেই উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ অনুমান-বেদ্য, কিম্বা উপনিষদ্-বেদ্য বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ "মন্তব্য" এই শ্রুতির বলে অনুমান-বেদ্য বলিয়া যদি আশঙ্কা হয়, উক্ত আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (বে, সূ, ১।১।৩) অর্থাৎ উপনিষদাদি শাস্ত্রই যাঁহাকে জানিবার একমাত্র হেতু। এই সূত্রের অবতারণা করিয়া প্রকৃত মর্ম দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

শঙ্করভাষ্য। "মহত ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্যানেকবিদ্যা-স্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। ন হীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদিলক্ষণস্য সর্বজ্ঞগুণান্বিতস্য সর্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি। যদ্বিস্তরার্থং শাস্ত্রং, যস্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি ;—কিমু বক্তব্যমনেকশাখাভেদভিন্নস্য দেবতির্য্যঙ্-মনুষ্যবর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগহেতোঃ ঋগ্বেদাদ্যাখ্যস্য সর্বজ্ঞানাকরস্যাপ্রযত্নেনৈব লীলান্যায়েন পুরুষনিশ্বাসবদ্‌যস্মান্মহতো ভূতাদ্‌যোনেঃ সম্ভবঃ "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদ" ইত্যাদি শ্রুতেস্তস্য মহতো ভূতস্য নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিমত্বঞ্চেতি। অথবা যথোক্তং ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্য ব্রহ্মণো যথাবৎ স্বরূপাধিগমে। শাস্ত্রাদেব প্রমাণাৎ জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ।"—

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অর্থাৎ অনেক প্রকার বিদ্যাস্থানোপবৃংহিত প্রদীপের ন্যায় সকলপ্রকার অর্থের প্রকাশক সর্বজ্ঞকল্প শ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের কারণ ব্রহ্ম। যেহেতু ঈদৃশ সর্বজ্ঞ গুণান্বিত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের সর্বজ্ঞ ঈশ্বরব্যতিরেকে অপর কারণ সম্ভব হইতে পারে না। কারণ যে পুরুষ হইতে শাস্ত্র সম্ভূত হয়, ঐ শাস্ত্র অপেক্ষা ঐ পুরুষের জ্ঞানের প্রাচুর্য্য অবশ্য স্বীকার্য্য এবং ইহা লোকসিদ্ধ। অতএব বহুশাখাদি ভেদবিশিষ্ট দেব তির্য্যঙ্‌ মনুষ্য এবং বর্ণাশ্রমাদি বিভাগের হেতুভূত অশেষ জ্ঞানের আকরস্বরূপ, ঋগ্বেদাদি পুরুষের নিঃশ্বাসের মত বিনা আয়াসে যে ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইয়াছে সেই মহাপুরুষ যে তদপেক্ষা বিপুল জ্ঞান ও সর্ব-শক্তিশালী একথা বলাই বাহুল্য। অথবা ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মবস্তুর যথাবৎ স্বরূপ-জ্ঞানের একমাত্র কারণ অর্থাৎ প্রমাপক। যেহেতু শাস্ত্রপ্রমাণবলেই ব্রহ্মকে জগজ্জন্মাদির কারণ বলিয়া জানা যাইতেছে।

রামানুজভাষ্য। "শাস্ত্রং যস্য যোনিঃ কারণং প্রমাণং তচ্ছাস্ত্রযোনিঃ, তস্য ভাবঃ শাস্ত্রযোনিত্বং তস্মাৎ ব্রহ্মজ্ঞানকারণত্বাচ্ছাস্ত্রস্য তদ্‌যোনিত্বং, ব্রহ্মণঃ অত্যন্তাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বাদুক্তস্বরূপং ব্রহ্ম "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বাক্যং বোধয়ত্যেবেত্যর্থঃ।"—

অর্থাৎ শাস্ত্রই যাঁহার প্রমাণ। কেন না যখন শাস্ত্র ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, তখন ব্রহ্মজ্ঞানে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। বিশেষতঃ ব্রহ্ম অত্যন্ত অতীন্দ্রিয়বস্তু, সহজেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয়। একমাত্র শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারাই ব্রহ্ম এবম্প্রকার ইহা অবগত হওয়া যায়।

মাধ্বভাষ্য। "ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্‌। মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে। যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শ্যস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্‌। অতোঽন্য-গ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ" ইতি স্কান্দে।—শাস্ত্রং যোনিঃ প্রমাণমস্যেতি শাস্ত্রযোনিঃ"—

অর্থাৎ এখানে শাস্ত্রশব্দে ঋক্‌, যজু, সাম, অথর্ব, ভারত ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থসকল অভিহিত হইয়াছে, এবং ইহাদের অনুকূল শাস্ত্রসকলও শাস্ত্রমধ্যে গণনীয়, এতদ্ব্যতিরিক্ত গ্রন্থসকল শাস্ত্র নহে, উহারা কুবর্ত্ম মধ্যে গণিত হইয়াছে। অতএব পূর্বোক্ত শাস্ত্রসকল ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য্য।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

গোবিন্দভাষ্য। "মুমুক্ষুভিরসৌ নানুমেয়ঃ, কুতঃ ? শাস্ত্রেতি। শাস্ত্রমুপনিষদ্ যোনির্বোধহেতুর্যস্য তত্ত্বাৎ উপনিষদ্বোধ্যত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ। অন্যথৌপনিষদ্সমাখ্যাবিরোধঃ। "মন্তব্য" ইতি শ্রুত্যা তু স্বানুসারিতর্কোঽত্রাভিমতো ভবেৎ, ইত্যাত্মমূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কন্তু বর্জ্জয়েৎ," ইত্যাদি স্মৃতেঃ। গৌতমাদি শুষ্কতর্কহেয়ত্বন্তু বক্ষ্যতে, তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি। তস্মাদ্বেদান্তাৎ বিদিত্বাসৌ ধ্যেয়ঃ।

অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণ মুমুক্ষুব্যক্তিগণের অনুমেয় নহেন। কারণ, কেবল শাস্ত্র দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। নতুবা শ্রুতির স্থানান্তরে তাঁহাকে "ঔপনিষদ্" অর্থাৎ উপনিষদ্বেদ্যপুরুষ বলিয়া যে আখ্যা প্রদত্ত হইয়্যছে উহার বিরোধ হইয়া যায়। তবে "মন্তব্য" অর্থে শাস্ত্রবিহিত অনুকূলতর্ক স্বীকার্য্য। স্মৃতিও বলিয়াছেন, পূর্বাপর অবিরোধে কোন্ অর্থটি এখানে অভিমত হইবে ইত্যাকার উহনরূপ তর্কই গ্রহণীয়, শুষ্ক তর্ক পরিবর্জন করিবে। গৌতমাদির শুষ্কতর্কের অপ্রতিষ্ঠাই এখানে সূত্রের তাৎপর্য্য, অতএব বেদান্ত শাস্ত্র হইতে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিয়া ধ্যান করিবে।

পূর্বোক্ত সূত্রে এবং উহার উল্লিখিত ভাষ্যকারগণের সকলকার মতেই পরতত্ত্বের শাস্ত্রবেদ্যতা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্টীকৃত হইলেও, "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (বে, সূ, ২।১.২৭) এই সূত্রে শাস্ত্রের মূলই যে শব্দ এবং ঐ শব্দই যে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধের হেতু তাহা সম্পূর্ণ প্রদর্শিত হইতেছে ঃ—

শঙ্করভাষ্য।—"শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং, নেন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং তদ্যথাশব্দমভ্যুপগন্তব্যম্।—নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে, অস্য বস্তুন এতাবত্য, এতৎসহায়া, এতদ্বিষয়া, এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি, কিমুতাচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণো রূপং, বিনা শব্দেন ন নিরূপ্যেত।"—

অর্থাৎ শব্দমূল ব্রহ্মের শব্দই একমাত্র প্রমাণ, ইন্দ্রিয়াদিজন্য জ্ঞান উহার প্রমাণ নহে। উপদেশ ব্যতিরেকে কেবল তর্কের দ্বারা, এই ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপ কি, সহায় কি, বিষয় কি এবং তাঁহার শক্তি সমুদয়েরই বা প্রয়োজন কি, এই সকল বিষয় জানিতে কেহ সক্ষম হয় না। অধিক কি, শব্দব্যতিরেকে সেই অচিন্ত্য-প্রভাব ব্রহ্মের রূপও নির্ণয় করা যায় না।

রামানুজভাষ্য।—"তস্য নিরবয়বস্য বহুভবনং চ নোপপদ্যতে কার্য্যত্বানুপ-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

যুক্তাংশস্থিতিশ্চ নোপপদ্যতে। তস্মাদসমঞ্জসমেবা ভাতি, অতো ব্রহ্মকারণত্বং নোপপদ্যতে। ইত্যাক্ষিপ্তে সমাধত্তে—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" তু শব্দ উক্ত দোষং ব্যাবর্ত্তয়তি, নৈবমসামঞ্জস্যং, কুতঃ শ্রুতেঃ, শ্রুতিস্তাবন্নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণস্ততো বিচিত্রসর্গং চাহ, শ্রৌতেঽর্থে যথাশ্রুতি প্রতিপত্তব্যমিত্যর্থঃ।—শব্দৈকপ্রমাণকত্বেন সকলেতর বস্তুবিজাতীয়ত্বাদস্যার্থস্য বিচিত্রশক্তিযোগো ন বিরুধ্যত ইতি ন সামান্যতো দৃষ্টং সাধনং দূষণং বাঽর্হতি ব্রহ্ম।"

অর্থাৎ নিরবয়ব ব্রহ্মের বহু আকার ধারণ উপপাদিত হইতেছে না, এবং কার্য্যত্বে অনুপযুক্ত অংশের স্থিতিরও উপপত্তি হইতেছে না, ইত্যাকার অসামঞ্জস্য আপতিত হওয়ায়, ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা সম্বন্ধে অনুপপত্তি-রূপ উত্থিত আশঙ্কার পরিহার জন্য "শ্রুতেস্তু শব্দ মূলত্বাৎ" এই সূত্রার্থে বলা হইতেছে ; উক্ত দোষ ব্রহ্মে আসিতে পারে না, কারণ এক শ্রুতিই ব্রহ্মকে কোথাও নিরবয়ব, এবং সেই ব্রহ্ম হইতেই এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি, এতদুভয়ই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইজন্য শ্রৌত অর্থসকলে যথাশ্রুত অর্থ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রুতি "অগ্নিদ্বারা সেচন কর" ইত্যাকার পরস্পর অন্বয়ের অযোগ্য অর্থপ্রতিপাদনে সমর্থ এবম্প্রকার আশঙ্কাও, শব্দমূলতা রূপ হেতুদ্বারা পরিহৃত হইয়াছে। কারণ একমাত্র শব্দই প্রমাণ হওয়ায় এবং সকল ইতরবস্তু বিভিন্ন জাতীয় হওয়ায়, শ্রুতি-প্রতিপাদিত অর্থসমূহের বিচিত্রশক্তির বিরোধ লক্ষিত হয় না। অতএব সামান্যাকারে দৃষ্ট, সাধন বা দূষণ ব্রহ্মে আসিতেই পারে না।

মাধ্বভাষ্য।—"ন চেশ্বরপক্ষেঽয়ং বিরোধঃ। "যোঽসৌ বিরুদ্ধোঽবিরুদ্ধোঽনুরাগবাননুরাগবান্, ইন্দ্রোঽনিন্দ্রঃ, প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিঃ, স পরঃ পরমাত্মেতি" পৈঙ্গ্যাদি শ্রুতেরেব শব্দমূলত্বাচ্চ ন যুক্তিবিরোধঃ। যদ্বাক্যোক্তং ন তদ্‌যুক্তিবিরোদ্ধুং শক্নুয়াৎ ক্বচিৎ। বিরোধে বাক্যয়োঃ ক্বাপি কিঞ্চিৎ সাহায্যকারণম্।"

ঐ তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে উক্ত হইয়াছেঃ—

"অত্র বিষ্ণোঃ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বে কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদি যুক্তিবিরোধপরিহারাদস্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বং বিষ্ণোরুক্তং তস্য চ যুক্তিবিরোধে লক্ষণসূত্রানুপপত্তেরবশ্য-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

মসৌ নিরাকর্ত্তব্যঃ ।—নহি যুক্তং বক্তুময়ং দোষো জীবপক্ষ এব, নেশ্বরপক্ষে ইতি। ঈশ্বরে তদস্পর্শনিমিত্তস্য জীবাদতিশয়স্যাদর্শনাৎ বিশেষমন্তরেণাপি দোষাস্পর্শে কিং জীবেনাপরাদ্ধং এতেন জীবস্যেশ্বরাধীনত্বাঙ্গীকারেণ কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদি দোষপরিহারঃ ।—নেশ্বরকর্তৃত্বে যুক্তিবিরোধঃ যোঽসৌ বিরুদ্ধ ইত্যাদি শ্রুতৌ লোকবিরুদ্ধধর্মাণামীশ্বরেঽবিরুদ্ধতয়াবস্থানোক্তেঃ ।”

অর্থাৎ জীবের ন্যায় ঈশ্বর কর্তৃত্বে যুক্তির কোন বিরোধ নাই। বরং পৈঙ্গাদি শ্রুতিবচন দ্বারা অবিরোধে যুক্তিই দেখিতে পাওয়া যায়, এবং টীকাকারের অভিপ্রায়ে ও বিষ্ণুর জগৎ কর্তৃত্বে যুক্তিবিরোধ পরিহারপুর্বক, উক্ত বিষয়ে যে শ্রুত্যাদি শাস্ত্রসঙ্গতি আছে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

গোবিন্দভাষ্য। “শঙ্কাচ্ছেদায় তু শব্দঃ। উপসংহারসূত্রান্নেত্যনুবর্ত্ততে। ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষে লোকদৃষ্টা দোষা ন স্যুঃ। কুতঃ শ্রুতেঃ। অলৌকিকমচিন্ত্যং জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং জ্ঞানবচ্চৈকমেব বহুধাবভাতঞ্চ নিরংশমপি সাংশঞ্চ মিতমপ্যমিতঞ্চ সর্বকর্তৃনির্বিকারঞ্চ ব্রহ্মেতি শ্রবণাদেবেত্যর্থঃ—সর্বকর্তৃত্বেঽপি নির্বিকারত্বঞ্চেত্যেতৎ সর্বং শ্রুত্যনুসারেণৈব স্বীকার্য্যং ন তু কেবলয়া যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি। নন্থ শ্রুত্যাপি বাধিতার্থকং কথং বোধনীয়ং তত্রাহ শব্দেতি অবিচিন্ত্যার্থস্য শব্দৈকপ্রমাণত্বাদিত্যর্থঃ—

অর্থাৎ শঙ্কা নিবারণ জন্য “তু” শব্দ। উপসংহার সূত্র হইতে “ন” অনুবর্ত্তিত হইতেছে, ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষে ব্রহ্ম অলৌকিক, অচিন্ত্য, জ্ঞানাত্মক হইয়াও অপরিমিত, এবং সকলকার কর্ত্তা হইয়াও বিকারশূন্য, ইত্যাকার বহু শ্রুতিপ্রমাণ থাকায়, লোকদৃষ্ট দোষ সমুদায় ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষে আসিতে পারে না। তাঁহার সর্বকর্তৃত্ব সত্বেও রমণীয় রূপবত্তা ও নির্বিকারতাদি সমস্ত শ্রুতিবাক্যানুসারেই সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব কেবল যুক্তিদ্বারা উহার প্রতিবিধান কর্ত্তব্য নহে। যদি বল, শ্রুতিদ্বারা কিরূপে বাধিতার্থের বোধ হইবে? তদুত্তরেই বলিয়াছেন “শব্দ” অর্থাৎ অবিচিন্ত্য-অর্থের বিষয়ে শব্দই একমাত্র প্রমাণ। লৌকিক মণিমন্ত্রাদির যখন অচিন্ত্য শক্তি দেখা যাইতেছে, তখন অলৌকিক ও অচিন্ত্যস্বভাব-সম্পন্ন ব্রহ্মে এই সকল প্রভাব অবশ্যই স্বীকার্য্য। প্রত্যক্ষ ও অনুমানে ব্যভিচার দৃষ্ট হইলেও আপ্তবাক্য লক্ষণ শব্দের কোথাও ব্যভিচার দেখা যায় না।

তত্র চ বেদশব্দস্য সম্প্রতি দুষ্পারত্বাদ্ দুরধিগমার্থত্বাচ্চ তদর্থ-নির্ণায়কানাং মুনীনামপি পরস্পরবিরোধাদ্ বেদরূপো বেদার্থনির্ণায়কশ্চেতিহাসপুরাণাত্মকঃ শব্দ এব বিচারণীয়ঃ। তত্র চ যো বা বেদশব্দো নাত্মবিদিতঃ, সোঽপি তদ্দৃষ্ট্যানুমেয় এবেতি সম্প্রতি তস্যৈব প্রমোৎপাদকত্বং স্থিতম্। তথাহি মহাভারতে মানবীয়ে চ

সর্বসংবাদিনী

অথৈবং প্রমাণ-নির্ণয়ে স্থিতেঽপি পুনরাশঙ্ক্যোত্তরপক্ষং দর্শয়তি,—(মূ'১ম অনু') 'তত্র চ বেদশব্দস্য' ইতি; 'সম্প্রতি'—কলৌ; অপ্রচরদ্রূপত্বেন দুর্মেধস্ত্বেন চ 'দুষ্পারত্বাৎ' ॥ ১২ ॥

বিদ্যাভূষণ

এবং চেদৃগাদিবেদেনাস্তু পরমার্থবিচারস্তত্রাহ, তত্র চ বেদশব্দস্যেতি। তর্হি ন্যায়াদিশাস্ত্রৈর্বেদার্থনির্ণেতৃভিঃ সোঽস্ত্বিতি চেত্তত্রাহ, তদর্থ নির্ণায়কানামিতি। তস্যৈবেতি ইতিহাসপুরাণাত্মকস্য বেদরূপস্যেত্যর্থঃ। সমুপবৃংহয়ে-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

বরং শব্দই বিস্মৃত কণ্ঠমণি ব্যক্তিকে, প্রত্যক্ষ বা অনুমানের অপেক্ষা না করিয়া উহার স্মরণ করাইয়া, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে। এইরূপে শব্দেরই শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চয় হইতেছে। শ্রুতিমূলক শব্দই ব্রহ্মের প্রমাপক।

এক্ষণে উল্লিখিত সকল ভাষ্যকারগণের মতেই দেখা গেল, বেদই অবিরোধে ব্রহ্মের জগৎ কর্তৃত্ব, এবং ঐ ব্রহ্মের বেদ-বেদ্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—"হে ঈশ্বর! সাধ্য-সাধনের অনুপলব্ধি স্থলে অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপ, বিগ্রহ ও বৈভবাদির অপরিগ্রহে পিতৃগণের দেবগণের ও মনুষ্যাদির দর্শন সম্বন্ধে তোমার একমাত্র বেদই শ্রেষ্ঠ চক্ষু"। অতএব এই সকল বাক্যদ্বারা নিশ্চয় হইতেছে, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার অচিন্ত্যবস্তুর প্রমাণ সম্বন্ধে বেদকেই যে একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নবকল্পিত নহে, ইহা পূর্ব পূর্ব মহাত্মগণ কর্তৃক পূর্ব হইতেই স্বীকৃত হইয়া আছে॥ ১১ ॥

—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েদিতি।" "পূরণাৎ পুরাণম্" ইতি চান্যত্র। ন চাবেদেন বেদস্য বৃংহণং সম্ভবতি নহ্যপরিপূর্ণস্য কনকবলয়স্য ত্রপুণা পূরণং যুজ্যতে।

নন্বু যদি বেদশব্দঃ পুরাণমিতিহাসঞ্চোপাদত্তে, তর্হি পুরাণমন্যদন্বেষণীয়ম্। যদি তু ন, ন তর্হীতিহাসপুরাণয়োরভেদো বেদেন? উচ্যতে ঃ—বিশিষ্টৈকার্থ-প্রতিপাদক-পদকদম্বস্যাপৌরুষেয়ত্বাদভেদেঽপি স্বর-ক্রম-ভেদাদ্ ভেদনির্দ্দেশোঽপ্যুপপদ্যতে। ঋগাদিভিঃ সমমনয়োরপৌরুষেয়ত্বেনাভেদো। মাধ্যন্দিনশ্রুতাবেব ব্যজ্যতে ঃ—

বিদ্যাভূষণ

দিতি—বেদার্থং স্পষ্টীকুর্য্যাদিত্যর্থঃ। পুরণাদিতি—বেদার্থস্যেতি বোধ্যম্। ত্রপুণা সীসকেন। পুরাণেতিহাসয়োর্বেদরূপতায়াং কশ্চিচ্ছঙ্কতে, নন্বিত্যাদিনা। তত্র সমাধত্তে, উচ্যত ইত্যাদিনা। নিখিলশক্তিবিশিষ্টভগবদ্রূপৈকার্থ প্রতিপাদকং

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পুরাণাবির্ভাবের কারণ—

এইরূপে বেদই যখন পরমার্থজ্ঞানের একমাত্র প্রমাণ স্থিরীকৃত হইল, তখন বেদার্থাবলম্বনে ঐ পরমার্থ বিচার করা কর্ত্তব্য। বেদ বলিতে কি বুঝাইবে? কেবল ঋগাদি অথবা পুরাণাদিও বুঝাইবে, উহার নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। বেদ বহু বিস্তৃত, এই কলিযুগে স্বল্পায়ু ও স্বল্পবুদ্ধি জীবের পক্ষে উহা একপ্রকার দুর্বোধ্য সুতরাং বেদ হইতে পরমার্থনিশ্চয় সুলভ নহে।

পুরাণের প্রমাজ্ঞাপকতা—

বিশেষতঃ বেদার্থের নির্ণায়ক মুনিসকলের ও পরস্পর মতের অনৈক্য হওয়ায়, বেদস্বরূপ বেদার্থের নির্ণায়ক ইতিহাস-পুরাণাত্মক শব্দেরই বিচার কর্ত্তব্য এবং এই নিমিত্তই পুরাণাদির আবির্ভাব। এতদ্ উভয়ই অপ্রাকৃত-বচন-লক্ষণ-বিশিষ্ট। আরও যখন দেখা যাইতেছে যে বেদের যেসকল শব্দ স্বরূপতঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি না, তৎসমুদায় পুরাণ-বচন-দ্বারা অনুমান করিয়া লওয়া হইতেছে, তখন ঐ ইতিহাস-পুরাণাত্মক বেদবাক্যেরই প্রমোৎ-

"এবং বা অরেহস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্‌"
(মৈত্রী, উ, ৬, ৩২) ইত্যাদিনা ॥ ১২ ॥

বিদ্যাভূষণ

যৎ পদকদম্বমৃগাদি-পুরাণান্তং তস্যেতি ; ঋগাদিভাগে স্বরক্রমোঽস্তি, ইতিহাস-পুরাণভাগে তু স নাস্তি ইত্যেতদংশেন ভেদঃ। এবং বেতি মৈত্রেয়ীং পত্নীং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনং। অরে মৈত্রেয়ি! অস্য ঈশ্বরস্য। মহতো বিভোঃ, পূজ্যস্য বা। ভূতস্য পূর্বসিদ্ধস্য। স্ফুটার্থমন্যৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পাদকতা নিশ্চয় জানিতে হইতেছে, অর্থাৎ যদ্রূপ "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সন্ধ্যার নিত্যবিধি ব্যবস্থাপিত হইলেও, "সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে। সায়ংসন্ধ্যাং ন কুর্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ।" ইত্যাদি নিষেধপর স্মৃতিবাক্য তাদৃশ নিষেধপর শ্রুতির অনুমাপক হওয়ায় লোকে উহাই প্রমা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। বেদের যে অংশ আমাদের জ্ঞানের বাহিরে রহিয়াছে, আমরা তাহার অস্তিত্বের অপলাপ করিতে পারি না। বেদ যে মধ্যে মধ্যে লুপ্ত বা গুপ্ত হয়েন, তাহা শাস্ত্রদৃষ্টেই জানা যায়, এবং স্থানবিশেষে বেদ সংক্ষেপে ও অস্পষ্টভাবে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাস ও পুরাণ উহাই সবিস্তারে বিশদভাবে জানাইয়াছেন। "ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদার্থসকলকে স্পষ্ট করিতে হইবে", এই প্রকার মহাভারতে ও মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। এবং অন্যত্রও পুরাণনামের সার্থকতা-প্রতিপাদনজন্য বলিয়াছেন, 'বেদের পূরণজন্যই ইহার পুরাণ নাম হইয়াছে', অতএব পুরাণও

বেদ ও পুরাণের অভেদতা—

যে 'বেদ' তাহা সহজেই বোধগম্য হইতেছে। কারণ যাহা বেদ নয়, তদ্দ্বারা বেদের পূরণ সম্ভব হয় না, অপূর্ণ স্বর্ণবলয়ের স্বর্ণাংশ কখনও সীসা দ্বারা পূরিত হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে,—যদি বেদ-শব্দে ইতিহাস-পুরাণ পর্য্যন্ত বুঝায়, তাহা হইলে বেদবোধ্য ইতিহাস-পুরাণান্তরের অন্বেষণ করিতে হয়, তাহা না হইলে, অর্থাৎ বেদ বলিলে ইতিহাস-পুরাণকে না বুঝাইলে,

অতএব স্কান্দ প্রভাসখণ্ডে ঃ—

"পুরা তপশ্চচারোগ্রমমরাণাং পিতামহঃ।
আবির্ভূতাস্ততো বেদাঃ সষড়ঙ্গপদক্রমাঃ॥
ততঃ পুরাণমখিলং সর্বশাস্ত্রময়ং ধ্রুবম্।
নিত্যশব্দময়ং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥
নির্গতং ব্রহ্মণো বক্ত্রাত্তস্য ভেদান্নিবোধত।

বিদ্যাভূষণ

পুরেত্যাদৌ বেদানাং পুরাণানাঞ্চাবির্ভাব উক্তঃ।—সসৃজে আবির্ভাবয়ামাস। সমানেতি যজ্ঞদত্তপঞ্চমান্ বিপ্রানামন্ত্রয়স্ব ইতিবৎ। কার্ষ্ণমিতি কৃষ্ণেন ব্যাসেনোক্তমিত্যর্থঃ। অতএবেতি পঞ্চমবেদত্বশ্রবণাদেবেত্যর্থঃ। চতুর্ণামেবান্তর্ভূতত্বেতি। ভগবন্নিঃশ্বসিতভূতে যে ইতিহাসপুরাণে তে চতুর্ণামেবান্তর্গতে।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

বেদের সহিত পুরাণের অভেদতাও সিদ্ধ হয় না? এতদুত্তরে বলিতেছেন—বেদ পুরাণাদি হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন; বেদ যাহা কিছু প্রতিপাদন করেন, ইতিহাসপুরাণও তাহাই স্পষ্টাকারে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এবং বেদও অপৌরুষেয় শব্দ, ইতিহাসপুরাণও অপৌরুষেয়। অতএব বিশিষ্ট-একার্থ প্রতিপাদক-পদসমুদায়ের অপৌরুষেয়তা-নিবন্ধন পরস্পর অভেদ। ঋগাদি হইতে পুরাণপর্য্যন্ত তাবৎ অপৌরুষেয়-শব্দই নিখিল শক্তিসম্পন্ন একমাত্র শ্রীভগবান্ ও তদীয় বিচিত্রলীলাদিকেই প্রতিপাদন করিতেছে।

বেদ ও পুরাণের স্বরাংশে ভেদ—

তথাপি ইহাদের ভেদের কারণ কেবলমাত্র স্বরক্রম,—অর্থাৎ ঋগাদিভাগে উদাত্ত ও অনুদাত্ত-প্রভৃতি স্বরভেদে উচ্চারণের বিশেষ নিয়ম আছে, ইতিহাস ও পুরাণ-ভাগে ঐরূপ স্বরের কোন নিয়ম নাই বলিয়া, পরস্পর ভেদও অনুপপন্ন হয় না। মাধ্যন্দিন-শ্রুতিতেও অপৌরুষেয়তানিবন্ধন ইহাদের পরস্পর অভেদ উক্ত হইয়াছে,—"অরে মৈত্রেয়ি! ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব, ইতিহাস, পুরাণ সমস্তই সেই ব্যাপক পূজ্য ঈশ্বরের স্বরূপ", অর্থাৎ তাঁহা হইতে অবলীলা-ক্রমে বহির্গত হইয়াছে॥ ১২।

ব্রাহ্মং পুরাণং প্রথমম্,—ইত্যাদি। অত্র শতকোটি-সংখ্যা ব্রহ্মলোকে প্রসিদ্ধেতি তথোক্তম্। তৃতীয়স্কন্ধে চ :—"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বাদিভির্মুখৈঃ" ইত্যাদি প্রকরণে,—(ভা ৩।১২।৩৯)

"ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।
সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ ইতি॥

বিদ্যাভূষণ

তেষ্বেব যৎ পুরাবৃত্তং, যচ্চ পঞ্চলক্ষণমাখ্যানং, তে এব তদ্ভূতে গ্রাহ্যে, নতু যে ব্যাসকৃতত্বেন ভুবি খ্যাতে। শূদ্রাণামপি শ্রব্যে ইতি কর্ম্মঠৈর্যৎ কল্পিতং তন্নিরস্তমিত্যর্থঃ॥ ১৩॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

বেদের আবির্ভাব

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে উক্ত আছে যে, পুরাকালে অমরগণের পিতামহ ব্রহ্মা উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন, ঐ তপস্যার ফলে, ষড়ঙ্গ পদক্রমের সহিত বেদ আবির্ভূত হয়। ষড়ঙ্গ—অর্থাৎ উচ্চারণ-জ্ঞাপক—শিক্ষা, বৈদিক যাগাদিক্রিয়ার জ্ঞাপক—কল্প, পদসাধুত্বের বোধক—ব্যাকরণ, দুরূহ শব্দার্থের নির্ণায়ক—নিরুক্ত, ছন্দঃসকলের বোধক—ছন্দঃ, গ্রহগণের গণিত-সাধক—জ্যোতিষ। পদক্রমের—অর্থাৎ বেদের পদ-পাঠ ও ক্রম-পাঠনামক রীতি-বিশেষের সহিত, আয়ুর্বেদাখ্য উপবেদের সহিত সাঙ্গ, সোপনিষদ্ একবিংশতিশাখাত্মক ঋগ্বেদ। ধনুর্বেদাখ্য উপবেদের সহিত, সাঙ্গ, সোপনিষদ্ শতশাখাত্মক যজুর্বেদ। গান্ধর্ববেদাখ্য উপবেদের সহিত সাঙ্গ, সোপনিষদ্, সহস্রশাখাত্মক সামবেদ। এবং স্থাপত্যাখ্য উপবেদের সহিত, সাঙ্গ, সোপনিষদ, নবশাখাত্মক অথর্ববেদ আবির্ভূত হয়।

পুরাণের আবির্ভাব

অনন্তর ব্রহ্মার মুখ হইতে নিত্যশব্দময় শতকোটি শ্লোকে নিবদ্ধ সুবিস্তৃত পবিত্র সর্বশাস্ত্রময় অবিচলিতার্থ-প্রতিপাদক ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম,

অপি চাত্র সাক্ষাদেব বেদশব্দঃ প্রযুক্তঃ পুরাণেতিহাসয়োঃ। অন্যত্র চ—"পুরাণং পঞ্চমো বেদঃ, ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে। বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্‌" ইত্যাদৌ। অন্যথা বেদানিত্যাদাবপি পঞ্চমত্বং নাবকল্পেত, সমানজাতীয়নিবেশিতত্বাৎ সংখ্যায়াঃ। ভবিষ্যপুরাণেঃ— "কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্মৃতম্‌ ইতি; তথাচ সামকৌথুমীয় শাখায়াং ছান্দোগ্যোপনিষদি চ— "ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণঃ চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্‌" (ছান্দো ৭।১।২) ইত্যাদি। অতএবাস্য মহতো ভূতস্যেত্যাদাবিতিহাসপুরাণয়োশ্চতুর্ণামেবান্তর্ভূতত্বকল্পনয়া প্রসিদ্ধপ্রত্যাখ্যানং নিরস্তম্‌। তদুক্তম্‌ -"ব্রাহ্মং পুরাণং প্রথমম্‌ ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ডাখ্য এই অষ্টাদশপুরাণ ও অখিল উপপুরাণের আবির্ভাব হয়। উক্ত ব্রহ্মবক্ত্র বিনির্গত পুরাণের ভেদ উক্ত হইতেছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মপুরাণ প্রথম। উহাদের শতকোটি সংখ্যা ব্রহ্মলোকে প্রসিদ্ধ বলিয়া খ্যাতি আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে বেদোৎপত্তি-প্রকরণেও উক্ত আছে "ব্রহ্মার পূর্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব আবির্ভূত হয়, এবং ইতিহাসপুরাণাত্মক পঞ্চমবেদ তাঁহার সকল মুখ হইতেই আবির্ভাবিত করান।" এস্থলে পুরাণ ও ইতিহাসের উদ্দেশে সাক্ষাৎ "বেদ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যত্র "পুরাণই পঞ্চম-বেদ; ইতিহাস পুরাণই পঞ্চম-বেদ," এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। "মহাভারত যাহার পঞ্চম, এমন বেদসকল অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন" ইত্যাদি বহুস্থলে পুরাণ ইতিহাসকে লক্ষ্য করিয়াই বেদশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। পুরাণ ও ইতিহাস যদি বেদশব্দবাচ্য না হইত, তাহা হইলে, "মহাভারত যাহার পঞ্চম, এমন বেদসকল" এরূপ উক্তি সঙ্গত হইত না; কারণ সংখ্যা সমান-জাতিতেই নিবেশিত হইয়া থাকে, যেমন "যজ্ঞদত্তপঞ্চমান্‌ বিপ্রানামন্ত্রয়স্ব" এস্থলে যজ্ঞদত্তকে লইয়া পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা ভিন্ন অপর অর্থ বুঝায় না, তদ্রূপ এখানেও মহাভারতকে লইয়া পাঁচটি বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এই অর্থই বুঝিতে

পঞ্চমত্বে কারণঞ্চ বায়ুপুরাণে সূতবাক্যম্ ঃ—

"ইতিহাসপুরাণানাং বক্তারং সম্যগেব হি।
মাঞ্চৈব প্রতিজগ্রাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ॥
এক আসীদ্ যজুর্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূত্তস্মিং স্তেন যজ্ঞমকল্পয়ৎ॥
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথৈব চ।
ঔদগাত্রং সামভিশ্চৈব ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ॥
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভির্দ্বিজসত্তমাঃ।
পুরাণসংহিতাশ্চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥
যাচ্ছিষ্টং তু যজুর্ব্বেদে ইতিশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ॥ ইতি।

বিদ্যাভূষণ

পঞ্চমত্বেকারণঞ্চেতি। ঋগাদিভিশ্চতুর্ভিশ্চাতুর্হোত্রং চতুর্ভির্ঋত্বিগ্‌ভির্নিষ্পাদ্যং কর্ম ভবতি, ইতিহাসাদিভ্যাং তন্ন ভবতীতি তদ্‌ভাগস্য পঞ্চমত্বমিত্যর্থঃ।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

হইবে। ভবিষ্যপুরাণেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত মহাভারতকে পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে। সামবেদের কৌথুমীয় শাখায় ছান্দোগ্যোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে ;—"হে ভগবন্! আমি ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও চতুর্থ অথর্ববেদ, এবং প্রসিদ্ধ বেদসকলের মধ্যে যাহা বেদ বলিয়া গণ্য, এমন ইতিহাস-পুরাণাখ্য পঞ্চমবেদ অধ্যয়ন করিতেছি।" এই প্রকারে প্রসিদ্ধ স্ত্রী শূদ্রাদিরও শ্রব্য মহর্ষিবেদব্যাস কৃত প্রচলিত পুরাণ ও ইতিহাসেরই পঞ্চম-বেদত্ব সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসভূত বেদশব্দে অভিহিত যে ইতিহাস ও পুরাণ, উহাই ঋগাদি বেদচতুষ্টয়ের অন্তর্গত পুরাবৃত্ত, এবং পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত আখ্যানই পুরাণ ; ইত্যাকার শঙ্করভাষ্যে যাহা নব কল্পিত হইয়াছে, তাহাত "প্রসিদ্ধ-প্রত্যাখ্যান" নামক দোষবশতঃ (অর্থাৎ যাহা প্রসিদ্ধ এমন বস্তুকে ত্যাগ করিয়া এক অপ্রসিদ্ধের কল্পনা) ন্যায়বিরুদ্ধ হওয়ায় কল্পিত মত নিরস্ত হইতেছে। এবং এই নিমিত্তই স্কন্দপুপাণে বেদাবির্ভাবের অনন্তর পুরাণাবির্ভাব প্রসঙ্গে "ব্রহ্মপুরাণই প্রথম" বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥১৩॥

ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়নে চ বিনিয়োগো দৃশ্যতেঽমীষাম্। "যদ্‌ব্রাহ্মণানীতিহাসপুরাণানীতি সোঽপি নাবেদত্বে সম্ভবতি। অতো যদাহ ভগবান্ মাৎস্যঃ—

"কালেনাগ্রহণং মত্বা পুরাণস্য দ্বিজোত্তমা।
ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে" ইতি॥

বিদ্যাভূষণ

আখ্যানৈঃ পদলক্ষণৈঃ পুরাণানি। উপাখ্যানৈঃ পুরাবৃত্তৈর্গাথাভিশ্ছন্দোবিশেষৈশ্চ সংহিতা—ভারত-রূপাশ্চক্রে। তাশ্চ যচ্ছিষ্টং তু যজুর্বেদে তদ্রূপা ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মযজ্ঞে বেদাধ্যয়নেঽমীষামিতিহাসাদীনাং বিনিয়োগো দৃশ্যতে, সোঽপি বিনিয়োগস্তেষামবেদত্বে ন সম্ভবতি। কৃত্বাবির্ভাব্য। সঙ্কলয়ামি সংক্ষিপামি। অভিধেয়ভাগঃ সারাংশঃ॥ ১৪॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলিবার বিশেষ কারণ।

পূর্বে ইতিহাস ও পুরাণকে বেদ বলিয়া স্বীকার করিয়াও, উহাকে পঞ্চমবেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে, অর্থাৎ যদ্দ্বারা ঋত্বিক্‌চতুষ্টয় সম্পাদ্য চাতুর্হোত্র যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন হয়, উহাই ঋগাদি চতুর্বেদ। এবং যদ্দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পাদন হয় না, তাহাই ইতিহাস-পুরাণাত্মক-পঞ্চম বেদ। বেদের অন্তর্গত আখ্যান, উপাখ্যান, গাথাও কল্পশুদ্ধিই, ইতিহাস-পুরাণের মূল। (স্বয়ং-দৃষ্ট-বিষয়ের কথন—আখ্যান; শ্রুত-বিষয়ের কথন—উপাখ্যান; পিতৃ ও পৃথ্বী প্রভৃতির গীতিই—গাথা; শ্রাদ্ধকল্পাদিনির্ণয়—কল্পশুদ্ধি)। বায়ুপুরাণে সূতোক্তিতে উহার এইরূপ কারণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে:—

"ভগবান্ ঈশ্বর প্রভু বেদব্যাস আমাকে ইতিহাস-পুরাণের সম্যক বক্তারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্বে একমাত্র যজুর্বেদ ছিলেন, ঋষি ঐ একমাত্র বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। ঋত্বিকচতুষ্টয় নিষ্পাদ্য চাতুর্হোত্ররূপ যজ্ঞের সৌকর্য্যার্থই এই বিভাগ। অগ্রে এক বেদ হইতেই চারিজন ঋতিকের কর্মানুসন্ধান করিতে হইত। অতঃপর বেদীনির্মাণ প্রভৃতি যজ্ঞশরীর সম্পাদনরূপ অধ্বর্য্যুর অধ্বর ক্রিয়া যজুর্বেদবিভাগে, বেদীতে হোমাদি যজ্ঞালঙ্কার সম্পাদনরূপ হোতার

পূর্ব্বসিদ্ধমেব পুরাণং সুখসংগ্রহণায় সঙ্কলয়ানীতি ত্রার্থঃ। তদনন্তরং হ্যুক্তম্ ঃ—

"চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা।
তদষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রভাষ্যতে॥
অদ্যাপ্যমর্ত্ত্যলোকে তু শতকোটি প্রবিস্তরম্।
তদর্থোঽত্র চতুর্লক্ষঃ সংক্ষেপেণ নিবেশিতঃ" ইতি॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

হোতৃক্রিয়া ঋগ্বেদবিভাগে, হোমাদিসমকালে উদ্গাতার "শ্রীবিষ্ণুস্মরণাদি উদ্গান-ক্রিয়া সামবেদবিভাগে, এবং ত্রুটিসংশোধন ও পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি ব্রহ্মার ব্রহ্মক্রিয়া অথর্ববেদবিভাগে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" ইতিহাস ও পুরাণ হইতে এ কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, এই জন্যই প্রসিদ্ধ ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চমবেদ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অতএব কর্মবাদিকল্পিত বেদচতুষ্টয়ের অন্তর্গত পুরাবৃত্ত ও আখ্যানই যে প্রসিদ্ধ ইতিহাস পুরাণ নহে; তাহা পূর্বে প্রমাণান্তর দ্বারা খণ্ডিত হইলেও পুনশ্চ ইহাতে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

পুরাণ লক্ষণ।

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর পুরাণার্থবিশারদ মহর্ষি, পঞ্চলক্ষণ আখ্যান দ্বারা পুরাণসকল, এবং উপাখ্যান অর্থাৎ পুরাবৃত্ত ও ছন্দোবিশেষের দ্বারা ভারতাদি সংহিতা সকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে পুরাণ-লক্ষণে দেখা যায়; সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিতরূপ পঞ্চলক্ষণাত্মক আখ্যানই পুরাণ।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥"

সর্গ অর্থে ঃ—"ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে।" সূক্ষ্মভূত বা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রধান, ঐ প্রধানের ক্ষোভে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে সূক্ষ্মভূতসকলের, ইন্দ্রিয়সকলের, স্থূলভূতের এবং তদুপলক্ষিত দেবতা সকলের সম্ভব বা কারণ সৃষ্টিই প্রতিসর্গ, ব্রহ্মপ্রসূত রাজাদিগের বংশই বংশ। দেবমনু হইতে মনুপুত্রদিগের আচরণ কথন-দ্বারা সত্যধর্মের উপদেশই 'মন্বন্তর'। পূর্বোক্ত রাজগণের ও বংশধরগণের ঘটনাই 'বংশানুচরিত'।

অত্র তু "যচ্ছিষ্টং তু যজুর্বেদে" ইত্যুক্তত্বাত্তস্যাভিধেয়ভাগশ্চতুর্লক্ষস্তত্র মর্ত্ত্যলোকে সংক্ষেপেণ সার-সংগ্রহেণ নিবেশিতো, ন তু রচনান্তরেণ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

বেদচতুষ্টয়াত্মক যজুর্বেদে যাহা অপ্রকাশিত ছিল, পুরাণ ও ইতিহাসে প্রকাশ হইয়াছে, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ইতিহাস ও পুরাণসকলই বেদ। উহারা বেদ বলিয়াই ব্রহ্মযজ্ঞে বেদাধ্যয়নেও এই ইতিহাস-পুরাণাদির বিনিয়োগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং বিনিয়োগ ইহাদের বেদত্বেরই বিশেষ নিশ্চায়ক।

পুরাণ সংক্ষেপের কারণ।

মৎস্যপুরাণে ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, "হে দ্বিজোত্তমসকল! কালধর্মে মানবগণ পুরাণসকলের গ্রহণে অক্ষম হইলে, আমি যুগে যুগে ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া ঐ পুরাণকে সংহার করিয়া থাকি।" অর্থাৎ পূর্বসিদ্ধ পুরাণকে মনুষ্যের সুখ-সংগ্রহের নিমিত্ত সঙ্কলন করিয়া থাকি। তদনন্তর উক্ত হইয়াছে "প্রতি দ্বাপর যুগে, চতুর্লক্ষ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত যে এক পুরাণ উহাই অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া, ভূলোকে প্রচারিত হয়। অদ্যাপিও দেবলোকে ঐ পুরাণ শতকোটি শ্লোকে প্রচারিত আছে। উহারই সারার্থ মর্ত্ত্যলোকে চতুর্লক্ষ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত হইয়া অষ্টাদশ পুরাণাত্মক পুরাণসংহিতাকারে নিবেশিত হইয়াছে।" এখানে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, পূর্বে যাহা যজুর্বেদের অবশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উহা দেবলোক প্রসিদ্ধ শতকোটি শ্লোকাত্মক গ্রন্থ। এবং উহারই সারাংশরূপ অভিধেয়ভাগ চতুর্লক্ষ শ্লোকে সঙ্কলিত হইয়া এই মর্ত্তলোকে পুরাণ-সংহিতাকারে প্রচারিত হয় মাত্র। অতএব ইহা যে পৃথক রচিত গ্রন্থ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য ॥ ১৪ ॥

তথৈব দর্শিতং বেদসহভাবেন শিবপুরাণস্থ বায়বীয়সংহিতায়াম্ ঃ—

"সংক্ষিপ্য চতুরো বেদাংশ্চতুর্দ্ধা ব্যভজত্ প্রভুঃ।
ব্যস্তবেদতয়া খ্যাতো বেদব্যাস ইতি স্মৃতঃ॥
পুরাণমপি সংক্ষিপ্তং চতুর্লক্ষপ্রমাণতঃ।
অদ্যাপ্যমর্ত্ত্যলোকে তু শতকোটিপ্রবিস্তরম্" ইতি॥

বিদ্যাভূষণ

ব্যস্তেতি। ব্যস্তা বিভক্তা বেদা যেন তত্তয়া বেদব্যাসঃ স্মৃতঃ। স্কন্দেন প্রোক্তং ন কৃতমিতি, বক্তৃহেতুকা স্কান্দাদিসংজ্ঞা, কঠেনাধীতং কাঠকমিত্যাদি-সংজ্ঞাবৎ। কঠানাং বেদঃ কাঠকঃ। গোত্রচরণাদ্বুঞ্। ৪।৩।১২৬ চরণাদ্ধর্মা-ম্নায়য়োরিতি বক্তব্যমিতি সূত্রবার্ত্তিকাভ্যাম্। ততশ্চ কঠেনাধীতমিতি সুষ্ঠূক্তম্।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

বেদব্যাস নামের কারণ

শিবপুরাণের বায়বীয় সংহিতায় বেদের সহিত পুরাণ-সংক্ষেপের বিষয়ও এইরূপ উক্ত হইয়াছে ঃ— প্রভু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চতুষ্টয়াত্মক এক বেদকে সংক্ষেপ করত চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এবং উক্ত প্রকারে বেদের বিভাগ জন্যই তিনি বেদব্যাস এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। এবং পুরাণসকলকেও চারিলক্ষ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পুরাণসকলের বিভিন্ন নামের কারণ

যে বিস্তৃত পুরাণ-সংহিতা অদ্যাপিও দেবলোকে শতকোটি সংখ্যায় প্রচারিত রহিয়াছে। অতএব তিনি পুরাণসকলকে সংক্ষেপ করিয়া প্রকাশ করেন মাত্র। তথাপি প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ সমুদায়ের যে পৃথক্ পৃথক্ নাম দৃষ্ট হয়, উহা স্কন্দ, অগ্নি প্রভৃতির দ্বারা পৃথক্ রচিত বলিয়া নহে, কিন্তু যে পুরাণের যিনি বক্তা, তাঁহার নামানুসারে সেই পুরাণের সেই নাম হইয়াছে মাত্র। কঠাদি উপনিষদ্ কঠের দ্বারা অধীত হইয়া কাঠকাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে, এখানেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। অথবা ক্রমান্বয়ে প্রকাশের একটি ক্রম-নির্দ্দেশ জন্যই ব্রহ্মাদি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা জন্যতানিবন্ধন উহাদের অনিত্যতাদোষ আপতিত

সংক্ষিপ্তমিত্যত্র তেনেতি শেষঃ। স্কান্দমাগ্নেয়মিত্যাদি সমাখ্যাস্তু প্রবচননিবন্ধনাঃ, কাঠকাদিবৎ; আনুপূর্ব্বীনির্ম্মাণনিবন্ধনা বা। তস্মাৎ ক্বচিদনিত্যত্বশ্রবণং ত্বাবির্ভাব-তিরোভাবাপেক্ষয়া।

তদেবমিতিহাসপুরাণয়োর্ব্বেদত্বং সিদ্ধম্। তথাপি সূতাদীনামধিকারঃ সকলনিগমবল্লীসৎফলশ্রীকৃষ্ণনামবৎ, যথোক্তং প্রভাসখণ্ডে :—

সর্বসংবাদিনী

উপসংহরতি,—'তদেবং ইতিহাস পুরাণয়োঃ বেদত্বং সিদ্ধম্' ইতি; অতএব (ব্র-সূ-২।১।১) "স্মৃত্যনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ" ইত্যনেন ন্যায়েনাপ্যন্য-স্মৃতিবৎ স্মৃত্যন্তর-বিরোধ-দুষ্টত্বঞ্চ নাত্রাপততি।

বিদ্যাভূষণ

অন্যথা জন্যত্বেনানিত্যতাপত্তেঃ। আনুপূর্বীক্রমঃ, ব্রাহ্ম্যমিত্যাদি ক্রমনির্মাণহেতুকা বা সা সা সংজ্ঞেত্যর্থঃ। ব্রাহ্ম্যাদিক্রমেণ পুরাণভাগো বোধ্যঃ। তথাপি সূতাদীনামিতি। ইতিহাসাদের্বেদত্বেঽপি তত্র শূদ্রাদ্যধিকারঃ "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাম্" ইত্যাদি বাক্যবলাদ্বোধ্যম্। ভারতব্যপদেশেনেতি। দুরূহভাগস্য ব্যাখ্যানাৎ, ছিন্নভাগার্থপূরণাচ্চ পুরাণে বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

হয়। তথাপি কোথাও পুরাণের অনিত্যতা-সূচক যে সকল বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, উহা আবির্ভাব ও তিরোভাবের প্রতিপাদক। কারণ পুরাণসকল নিত্য হইয়াও সময়ে সময়ে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইয়া থাকেন।

অতএব এইরূপে ইতিহাস ও পুরাণের বেদত্ব সিদ্ধ হইল।

পুরাণ পাঠে সকলের অধিকার

ইতিহাস-পুরাণ বেদ হইলেও সূত ও শূদ্রাদির উহাতে অধিকার দেখিতে পাওয়া যায় উহাও সঙ্গতই। যদ্রূপ "রথকারস্যাগ্ন্যাধানাঙ্গে মন্ত্রে" এই বাক্য বলে রথকারের অগ্ন্যাধানমন্ত্রে অধিকার লক্ষিত হইতেছে, তদ্রূপ "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং" ইত্যাদি বাক্যই স্ত্রীশূদ্রাদির শ্রেয়ঃকামনায় পুরাণাদির পাঠে উহাদের অধিকার প্রদান করিয়াছে। আরো সমস্ত বেদরূপ কল্পলতার

"মধুর-মধুর-মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল-নিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম" ইতি॥

যথা চোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মেঃ –

"ঋগ্বেদোঽথ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্," ইতি॥

সর্বসংবাদিনী

নন্বু, (ব্র-সূ ১।২।২০) "ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্মাভিলাপাৎ" ইত্যত্র প্রধানং স্মৃত্যুক্তমেব ; ন চ শ্রৌতমিতি প্রতিপাদয়তা শ্রীবাদরায়ণেন পুরাণানামপি প্রাধানিক-প্রক্রিয়ত্বাৎ স্মৃতিত্বং বোধ্যতে ? ন ; তত্র স্বতন্ত্রং যৎ প্রধানম্, তদেব

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পরমোৎকৃষ্টফল শ্রীকৃষ্ণ- নামে যেমত সকলেরই অবিশেষে অধিকার দেখা যায়, সেইপ্রকার সমস্ত বেদ- রূপ কল্পতরুর সারভূত পুরাণেও সকলেরই অধিকার বুঝিতে হইবে। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"হে ভৃগুবর ! মধুর হইতেও সুমধুর, মঙ্গলসকলেরও মঙ্গল এবং নিখিল বেদ-লতিকার চিন্ময় সৎফলস্বরূপ এই শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রদ্ধা-সহকারে বা অবহেলাক্রমেও যদি একবার-মাত্র উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে ঐ কৃষ্ণনাম নরমাত্রকেই অবিশেষে উদ্ধার করিয়া থাকেন।" বিষ্ণুধর্মেও উক্ত হইয়াছে ঃ—

পুরাণ বেদার্থের নির্ণয়াক
সংহিতা হইতে পুরাণাদির শ্রেষ্ঠতার কারণ

যিনি "হরি" এই দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করেন, তাঁহার ঋক্, যজুঃ, সাম ও অর্থর্ব, এই চারি বেদ অধ্যয়ন করা হয়।" পুরাণের বেদার্থনির্ণায়কতা-সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"মহর্ষি মহাভারতবর্ণনে সমস্ত বেদের অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন।" পুরাণান্তরেও উক্ত হইয়াছে "বেদসকল যে পুরাণে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই।" অর্থাৎ বেদের দুরূহ ভাগসকলের ব্যাখ্যা এবং ছিন্ন ভাগসকলের অর্থ-পূরণ দ্বারা, বেদ যে নিশ্চল ভাবে পুরাণে

অথ বেদার্থনির্ণয়কত্বঞ্চ বৈষ্ণবে ঃ—

"ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ" ইত্যাদৌ ॥

কিঞ্চ, বেদার্থদীপকানাং শাস্ত্রাণাং মধ্যপাতিতাভ্যুপগমেঽপ্যাবির্ভাবকবৈশিষ্ট্যাত্তয়োরেব বৈশিষ্ট্যম্। যথা পাদ্মে ঃ—

"দ্বৈপায়নেন যদ্বুদ্ধং ব্রহ্মাদ্যৈস্তন্ন বুধ্যতে।
সর্ব্ববুদ্ধং স বৈ বেদ তদ্‌বুদ্ধং নান্যগোচরঃ" ॥ ১৫ ॥

সর্বসংবাদিনী

নিষেধয়তা তেন প্রধান-স্বাতন্ত্র্যপ্রতিপাদকং সাংখ্যদর্শনমেব স্মৃতিত্বেন মন্যতে। (ব্র-সূ ১।৪।৩) "তদধীনত্বাদর্থবৎ" ইতি সূত্রান্তরেণ হি পরমেশ্বরাধীনতয়া বিশ্রুতমব্যাকৃতাদ্যপরপর্য্যায়ং মন্যত এব প্রধানম্; তথা চ পুরাণে দৃষ্টমিতি ন ন স্মৃতিসাধারণ্যং তস্যেতি বেদত্বমেব স্থিতম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। যদিও সাধারণতঃ বেদার্থ-প্রকাশক মনুপ্রভৃতি সংহিতা সকলের সহিত পুরাণকেও স্মৃতিশাস্ত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তথাপি প্রকাশের বৈশিষ্ট্যনিবন্ধন ইতিহাস-পুরাণের বিশেষ উৎকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। বেদব্যাসের এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে ঃ—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যাহা বুঝিয়াছিলেন, ব্রহ্মাদি দেবতারাও তাহা বুঝেন নাই। সকলকার বিদিত বিষয় তিনি জানিতেন, কিন্তু তাঁহার বিদিত বহু বিষয়ই অন্যের অবিদিত ছিল। ইহা হইতে বেদব্যাসের বিশেষ জ্ঞানবত্তা প্রকাশ পাইয়াছে। এবং পুরাণেরও বিশিষ্টতা সিদ্ধ হইয়াছে ॥১৫॥ (সর্বসং)

এইরূপে প্রমাণ নির্ণয় হইলেও পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া উত্তর পক্ষ দেখানো হইতেছে—মূলে সর্বসংবাদিনী বেদ শব্দ সম্প্রতি কলিযুগে প্রচার না থাকায় হীন-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে অর্থ বোধ দূরূহ। সুতরাং উপসংহারে বলিতেছেন—সে স্থলে বেদ-স্বরূপ অর্থাৎ পঞ্চমবেদরূপ ইতিহাস ও পুরাণের বেদত্ব সিদ্ধ হইল। সুতরাং ব্রহ্মসূত্রে যে বলা হইয়াছে বিভিন্ন ঋষির বিভিন্ন মত, এক ঋষির মত গ্রহণ করিলে অন্য ঋষির মত গ্রহণের

স্কান্দে ঃ—

"ব্যাসচিত্তস্থিতাকাশাদবচ্ছিন্নানি কানিচিৎ।
অন্যে ব্যবহরন্ত্যেতান্যুরীকৃত্য গৃহাদিব" ইতি॥

তথৈব দৃষ্টং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশরবাক্যম্, ঃ—

"ততোঽত্র মৎসুতো ব্যাসঃ অষ্টাবিংশতিমেঽন্তরে।
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ॥
যথাত্র তেন বৈ ব্যস্তা বেদব্যাসেন ধীমতা।
বেদাস্তথা সমস্তৈস্তৈর্ব্যাসৈরন্যৈস্তথা ময়া॥

বিদ্যাভূষণ

ব্যাসেতি। বাদরায়ণস্য জ্ঞানং মহাকাশম্, অন্যেষাং জ্ঞানানি তু তদংশ-ভূতানি খণ্ডাকাশানীতি তস্যেশ্বরত্বাৎ সার্বজ্ঞমুক্তম্। ততোঽত্র মৎসুত ইত্যাদৌ চ ব্যাসান্তরেভ্যঃ পারাশর্য্যস্যেশ্বরত্বান্মহোৎকর্ষঃ। নারায়ণাদিত্যাদৌ চেশ্বরত্বং প্রস্ফুট-মুক্তম্। গৌতমস্য শাপাদিতি। বরোৎপন্ননিত্যধান্যরাশির্গৌতমো মহতি

অবকাশ থাকেনা এ স্থলে কি কর্তব্য ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যে ঋষির মত বেদের অনুকূল সেই মতই গ্রহণীয় তাহা হইলে বেদ বিরুদ্ধঋষির মত গ্রহণ না করিলেও ক্ষতি নাই।

যদি বল, সাংখ্য-শাস্ত্রের মতে প্রকৃতিই বিশ্বের সৃষ্টির কারণ ইহা বলা হইয়াছে কিন্তু শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই জগৎ কারণ বলা হইয়াছে। শ্রীবেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে ইহা স্বীকার করিয়াও পূরাণ সমূহের মধ্যে কোন কোন স্থলে প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় পুরাণগুলির সহিত বেদের বিরোধিতা আছে। ইহার উত্তরে বলি—

না, সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র-কর্ত্তা বলা হইয়াছে। তাহাই ব্যাসদেব পুরাণাদিতে নিষেধ করিয়া ঈশ্বরের অধীনা জড়া প্রকৃতি ঈশ্বর শক্তিতে শক্তি-মতী হইয়া জড়বিশ্বের সৃষ্টি কারিণী—ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই কারণে সাংখ্যদর্শনকেই স্মৃতি বলা হয়। অন্যত্র ব্রহ্ম সূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—'তদধীনত্বাদ্ অর্থবৎ' পরমেশ্বরেরঅধীনরূপে প্রকৃতি সৃষ্টি কার্য্য করেন, ইহাই পুরাণে দেখা যায় এই কারণে পুরাণকে স্মৃতি না বলিয়া 'বেদ' বলাই সিদ্ধান্ত॥ ১৫

তদ্দানৈনেব ব্যাসানাং শাখাভেদান্ দ্বিজোত্তম!
চতুর্যুগেষু রচিতান্ সমস্তেষ্বধারয় ॥
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।
কোহন্যো হি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃদ্ভবেৎ ॥" ইতি ॥

বিদ্যাভূষণ

দুর্ভিক্ষে বিপ্রানভোজয়ৎ। অথ সুভিক্ষে গন্তুকামান্ তান্ হঠেন ন্যবাসয়ৎ। তে চ মায়ানির্মিতায়া গোর্গৌতমস্পর্শেন মৃতায়া হত্যামুক্ত্বা গতাঃ। ততঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্তোঽপি গৌতমস্তন্মায়াং বিজ্ঞায় শশাপ। ততস্তেষাং জ্ঞানলোপ ইতি বারাহে কথাস্তি। অধিকমিতি। নিঃসন্দেহত্বাদিতি বোধ্যম্। অন্যথা কৃত্ব অবজ্ঞায় ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে "ব্যাসদেবের চিত্তস্থিত বৃহৎ জ্ঞানাকাশ যেন মহাকাশ, এবং অপরের চিত্তাকাশ যেন গৃহাকাশাদির ন্যায় খণ্ডিত আকাশ। লোকে ঐ ব্যাসদেবের হৃদয়স্থ মহাকাশরূপ ভাণ্ডার হইতে বস্তু গ্রহণ পূর্বক-ব্যবহার করিয়া থাকেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শ্রেষ্ঠতা।

বিষ্ণুপুরাণে পরাশর বাক্যেও উক্ত হইয়াছে ঃ—"অনন্তর আমার পুত্র ব্যাস অষ্টাবিংশতি দ্বাপরে সপ্তম মন্বন্তরে এক চতুষ্পাদ বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যেমন ঐ ধীমান্ বেদব্যাসই উদ্‌গাতা, অধ্বর্য্যু, হোতা ও ব্রহ্মার কর্মানুসারে এক বেদকে সাম, যজুঃ, অথর্ব ও ঋক্, এই চারিভাগে বিভক্ত করেন, তদ্রূপ অপর ব্যাসেরা এবং আমিও বিভিন্ন যুগে বেদসকলকে বিভাগ করিয়া থাকি। অতএব হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে সকল চতুর্যুগে, বেদের বিস্তৃত শাখাভেদসকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসকর্তৃক রচিত জানিবে। হে মৈত্রেয়! তন্মধ্যে মহাভারতরচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশ, তিনি ভিন্ন এ পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি কে আছে যিনি মহাভারত প্রকাশে সক্ষম হইতে পারেন।" এই সকল ব্যাকে ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন দ্বারা পরাশর-নন্দন ব্যাসের অপর ব্যাসসকল হইতে শ্রেষ্ঠতা বিধান করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণেও উক্ত হইয়াছে, সত্যযুগে

স্কান্দ এব ঃ—

"নারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগে স্থিতম্ ।
কিঞ্চিত্তদন্যথাজাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্ ॥
গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাজ্জ্ঞানেত্বজ্ঞানতাং গতে ।
সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ ॥
শরণ্যং শরণং জগ্মু নারায়ণমনাময়ম্ ।
তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ॥
অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ ।
উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্ ॥" ইতি ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

নারায়ণ হইতে বিনিস্পন্ন জ্ঞান অবিকৃতভাবে ছিল, ত্রেতাযুগে উহার কিঞ্চিৎ অন্যথা হয় ; দ্বাপরযুগে পুনশ্চ গৌতম-ঋষির শাপে জ্ঞান অজ্ঞানে পরিণত হইলে, সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্রহ্মা ও রুদ্রপ্রমুখ দেবতাগণ শরণাগত-পালক বিকার-রহিত নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। (গৌতম-ঋষির শাপ-সম্বন্ধে বরাহপুরাণে একটি আখ্যায়িকা আছে, গৌতম ঋষির প্রতি এরূপ বর ছিল যে নিত্যই তাঁহার প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইত, কোন সময়ে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইলে তিনি ঐ ধান্য-দ্বারা প্রত্যহ প্রভূত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন। পরে দুর্ভিক্ষ চলিয়া গিয়া সুভিক্ষের সময় আসিলে, ঐ ব্রাহ্মণগণ স্থানান্তরে গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, গৌতমঋষি তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই যাইতে দিলেন না।

জ্ঞানে অজ্ঞানাবরণের হেতু।

ইহাতে ব্রাহ্মণগণ গৌতমের গমনাগমনের পথে মায়া-নির্মিত একটি গাভীকে এমনভাবে রাখিয়া দিলেন, যাহাতে গৌতমঋষি-স্পর্শে ঐ গাভীটি হত হইয়াছে, এইরূপ প্রকাশ পায়। তখন ব্রাহ্মণগণও বিশেষরূপে এই প্রবাদ রটনা করিয়া সে স্থান হইতে সকলেই প্রস্থান করেন। অনন্তর কৃত-প্রায়শ্চিত্ত-গৌতম-ঋষি ব্রাহ্মণগণের উক্ত ছলনা জানিতে পারিয়া "সকলকার জ্ঞান লোপ হউক" এই অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ শাপই ত্রিলোকের জ্ঞানলোপের কারণ)। অনন্তর তাঁহারা (ব্রহ্মরুদ্রাদি) ভগবানের নিকট এই বিষয় নিবেদন করিলে,

বেদশব্দেনাত্র পুরাণাদিদ্বয়মপি গৃহ্যতে। তদেবমিতিহাস-পুরাণবিচার এব শ্রেয়ানিতি সিদ্ধম্॥

তত্রাপি পুরাণস্যৈব গরিমা দৃশ্যতে। উক্তং হি নারদীয়েঃ—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
সুদান্তোঽপি সুশান্তোঽপি ন গতিং ক্বচিদাপ্নুয়াৎ"

ইতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

ভগবান পুরুষোত্তম স্বয়ং পরাশর হইতে সত্যবতীতে মহাযোগী ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিলুপ্তপ্রায় বেদসকলের উদ্ধার করিয়াছিলেন। এ স্থলে বেদশব্দে ইতিহাস-পুরাণ-পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

বেদব্যাসরূপে আবির্ভাবের কারণ।

অতএব এইরূপ দুঃসাধ্য বেদবিচার পরিত্যাগ করত ইতিহাস-পুরাণের বিচারই শ্রেয় বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে। নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে, "হে বরাননে! বেদার্থ হইতেও পুরাণার্থকে অধিক বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কারণ, সকল বেদই পুরাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।" অর্থাৎ বেদ পরোক্ষবাদ, বেদে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাই পরোক্ষে উক্ত হইয়াছে। বেদের উপক্রম-উপসংহারের সামঞ্জস্য না থাকায়, উহার অর্থবোধ দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। কেবল বিনিয়োগ-দৃষ্টে বেদের অর্থ করা অসঙ্গত কারণ, বেদসকল ক্রিয়াপরই নহে, ভগবৎপরতাই উহার তাৎপর্য্য। পুরাণে ক্রিয়াপরতা-পরিত্যাগে ভগবৎপরতাই দর্শিত হইয়াছে এইরূপে পুরাণেই বেদসকলের প্রতিষ্ঠতা নিশ্চয় হইতেছে। অতএব যে পুরাণে বেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই পুরাণকে বেদ হইতে অন্যথাকারী ব্যক্তি সুদান্ত ও সুশান্ত হইলেও তীর্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে অধোগতিই অবশ্যম্ভাবিনী॥ ১৬॥

স্কান্দপ্রভাসখণ্ডে চ :—

"বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃপ্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি।
ইতিহাসপুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতঃ পুরা॥
যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎ পুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥
যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ।
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্যাদ্বিচক্ষণঃ" ॥ ইতি

বিদ্যাভূষণ।

বেদবদিতি। পুরাণার্থো বেদবৎ সর্বসম্মত ইত্যর্থঃ। নন্থ পণ্ডিতৈঃ কৃতাদ্বেদভাষ্যাত্তদর্থো গ্রাহ্য ইতি চেত্তত্রাহ, বিভেতীতি। অকৃতে ভাষ্যে সিদ্ধে, কিং তেন কৃত্রিমেণেতি ভাবঃ। অথেতি। অসন্দিগ্ধার্থতয়া পুরাণানামেব

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পুরাণ বিচারের আবশ্যকতা।

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডেও উক্ত হইয়াছে—হে দ্বিজোত্তমগণ! বেদের ন্যায় পুরাণার্থকেও নিশ্চল মনে করি। বেদ সকল পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। অর্থাৎ বেদ অতি বিস্তৃত, অতএব বেদের দুই এক শাখা মাত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। অতএব বেদতুল্য সর্বসম্মত পুরাণবিচারই কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণকৃত বেদভাষ্য হইতেও বেদার্থের গ্রহণ সম্ভাবনা নাই। যেহেতু বেদ অল্পবেদাধ্যায়ী অজ্ঞসকল তাঁহাকে বিচলিত করিবে বলিয়া ভয় পাইয়া, তিনি পূর্ব হইতেই উহার অকৃত্রিম-ভাষ্য-ভূত পুরাণ ও ইতিহাসে আপনাকে নিশ্চল করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ যখন বেদের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপ ইতিহাস ও পুরাণ বর্ত্তমান তখন কৃত্রিম ভাষ্যের আবশ্যকতা কি? হে দ্বিজগণ! যাহা বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না বা ঐ সকল দৃষ্টে যে অর্থ অবধারণ করা যায় না, তাহা মন্বাদি-স্মৃতি হইতে অবধারণ করা যায়। শ্রুতি ও স্মৃতিতে যাহা পাওয়া যায় না, বা এতদুভয় হইতে যে

অথ পুরাণানামেবং প্রামাণ্যেঽস্থিতেঽপি তেষামপি সামস্ত্যেনাপ্রচরদ্রূপত্বান্নানাদেবতাপ্রতিপাদকপ্রায়ত্বাৎ অর্ব্বাচীনৈঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধিভিরর্থো দুরধিগম ইতি তদবস্থ এব সংশয়ঃ, যদুক্তং মাৎস্যে :—

'পঞ্চাঙ্গঞ্চ পুরাণং স্যাদাখ্যানমিতরৎ স্মৃতম্।
সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ॥
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ॥
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে" ॥ ইতি।

অত্রাগ্নেস্তত্তদগ্নৌ প্রতিপাদ্যস্য তত্তদ্‌যজ্ঞস্যেত্যর্থঃ। শিবস্য চেতি চ-কারাচ্ছিবায়াশ্চ। সঙ্কীর্ণেষু—সত্ত্বরজস্তমোময়েষু কল্পেষু বহুষু। সরস্বত্যাঃ—নানাবাণ্যাত্মক-তদুপলক্ষিতায়া নানাদেবতায়া ইত্যর্থঃ। পিতৃণাং—কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি শ্রুতেস্তৎপ্রাপককর্ম্মণামিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বিদ্যাভূষণ

প্রামাণ্যে প্রমাকরণত্বে ইত্যর্থঃ। অর্বাচীনৈঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধিভিরিতি। যস্য বিভূতয়োঽপীদৃশঃ স হরিরেব সর্বশ্রেষ্ঠ ইতি তদৈকার্থ্যাং, "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।" ইতি হরিবংশোক্তমজানদ্ভিরিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অর্থ অবধারণ করা যায় না, পুরাণ হইতে সে সমুদায় অর্থই অবধারিত হইয়া থাকে। অতএব সষড়ঙ্গ উপনিষদের সহিত যে ব্যক্তি চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, অথচ পুরাণ অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি কখনই বিচক্ষণ হইতে পারেন না। এক্ষণে আপাততঃ যদিও পুরাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইতেছে, কিন্তু উহাদের সকল অংশের প্রচার না থাকায়, এবং ঐ সকল পুরাণ নানা দেবতার প্রতিপাদন করায়, ক্ষুদ্রবুদ্ধি অর্বাচীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে পুরাণার্থও দুর্বোধ হইয়া পড়িতেছে। অতএব পূর্বোক্ত সংশয় তদবস্থাতেই যাইতেছে।

তদেবং সতি তত্তৎকল্পকথাময়ত্বেনৈব মাৎস্য এব প্রসিদ্ধানাং তত্তৎপুরাণানাং ব্যবস্থা জ্ঞাপিতা তারতম্যন্তু কথং স্যাৎ, যেনেতর-নির্ণয়ঃ ক্রিয়েত। সত্ত্বাদিতারতম্যেনৈবেতি চেৎ "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানমিতি" "সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনমিতি" ন্যায়াৎ সাত্ত্বিকমেব পুরাণাদিকং

বিদ্যাভূষণ

তদেবমিতি। মাৎস্য এবেতি। পুরাণসংখ্যাতদ্দানফলকথনাঙ্কিতেঽধ্যায়ে ইতি বোধ্যম্। তারতম্যমিতি অপকর্ষোৎকর্ষরূপং যেনেতরস্যোৎকৃষ্টস্য পুরাণস্য নির্ণয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ। সাত্ত্বিকপুরাণমেবোৎকৃষ্টমিতি ভাবেন স্বয়মাহ সত্ত্বাদিতি।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

কল্প ভেদে পুরাণের বিভিন্নতা।

পুরাণের এই নানার্থ প্রতিপাদকতা সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে—যাহা সর্গ বিসর্গাদি পঞ্চাঙ্গ বিশিষ্ট, উহাই পুরাণ নামে অভিহিত। ইতিহাস আখ্যায়িকাময়। উক্ত পুরাণসমুদায় ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ভিন্ন ভিন্ন কথাময় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক কল্পে শ্রীহরির মাহাত্ম্য অধিক, রাজস কল্পে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক এবং তামস কল্পে অগ্নির ও শিবের মাহাত্ম্য অধিক কীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্ত্বরজস্তমোময়-সঙ্কীর্ণ কল্প সকলে সরস্বতীর ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে। এখানে "অগ্নির মাহাত্ম্য" শব্দে বেদবোধিত বা বেদ প্রতি-পাদিত পৃথক্ পৃথক্ অগ্নিতে সম্পাদ্য পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞের মাহাত্ম্য বোধিত হইয়াছে। মূল শ্লোকে "শিবস্য চ" এই শব্দের দ্বারা শিব ও চকারার্থে শিবার মাহাত্ম্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। "সরস্বতী" শব্দে নানা বাণ্যাত্মক সরস্বতী-দ্বারা উপলক্ষিত নানা দেবতাও বোধিত হইতেছে। এবং "পিতৃগণের" এই শব্দে "কর্মণা পিতৃলোক" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য প্রতিপাদিত পিতৃলোক প্রাপক শ্রাদ্ধাদি-কর্মের মাহাত্ম্য বোধিত হইতেছে। ফলতঃ মন্বাদি কল্পভেদে, পুরাণ সমুদায়ে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম বিভিন্ন অধিকারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

এইরূপে পুরাণসকলকে কল্পভেদে নানা দেবতা প্রতিপাদক বলিয়া জানিলেও মৎস্য পুরাণের পুরাণ সংখ্যা ও পুরাণ দানাধ্যায়ের লিখিত ভিন্ন ভিন্ন কল্পকথা-

পরমার্থজ্ঞানায় প্রবলমিত্যায়াতম্। তথাপি পরমার্থেঽপি নানা ভঙ্গ্যা বিপ্রতিপদ্যমানানাং সমাধানায় কিম্ স্যাৎ? যদি সর্ব্বস্যাপি বেদস্য পুরাণস্য চার্থনির্ণয়ায় তেনৈব শ্রীভগবতা ব্যাসেন ব্রহ্মসূত্রং কৃতং, তদবলোকনেনৈব সর্ব্বোঽর্থো নির্ণেয় ইত্যুচ্যতে, তর্হি নান্যসূত্রকারমুন্যনুগতৈর্মন্যেত।

কিঞ্চাত্যন্তগূঢ়ার্থানামল্পাক্ষরাণাং তৎসূত্রাণামন্যার্থত্বং কশ্চিদাচক্ষীত, ততঃ কতরদিবাত্র সমাধানম্?

সর্বসংবাদিনী

নন্থ ব্রহ্মসূত্রস্থাপি বেদান্তর্ভূতত্বং শ্রূয়তে? ইত্যাশঙ্ক্যাহ,—'কিঞ্চাত্যন্ত' ইতি।

বিদ্যাভূষণ

পৃচ্ছতি, তথাপীতি। পরমার্থনির্ণয়ায় সাত্ত্বিকশাস্ত্রাঙ্গীকারেঽপীত্যর্থঃ। নানাভঙ্গ্যেতি। সগুণং নির্গুণং জ্ঞানগুণকং জড়মিত্যাদিকং কুটিলযুক্তিকদম্বৈর্নিরূপয়তামিত্যর্থঃ। নানাসূত্রকারেতি। গৌতমাদ্যনুসারিভিরিত্যর্থঃ। নন্থ ব্রহ্ম-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

ময়তা দ্বারা প্রসিদ্ধ সেই সেই পুরাণসকলের ব্যবস্থা জ্ঞাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ কোন্‌টি সাত্ত্বিক, কোন্‌টি রাজস ও কোন্‌টি তামস উহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কোন পুরাণ সাত্ত্বিক বা কোন পুরাণ রাজস ইত্যাদি জ্ঞান হইল মাত্র, কিন্তু উহাদের তারতম্যতার অর্থাৎ উৎকর্ষাপকর্ষের বোধ কিরূপে হইবে যদ্দ্বারা উহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট পুরাণের নির্ণয় করা যায়।

সাত্ত্বিক পুরাণের শ্রেষ্ঠতা।

যদি সত্ত্বাদিগুণ-তারতম্যেই উৎকর্ষাদি নির্ণয় করা হয়, তাহা হইলে উহা অসঙ্গত হয় না, কারণ "সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে" ও "সত্ত্বগুণই ব্রহ্মদর্শনের দ্বার" ইত্যাদি ন্যায় অনুসারে যখন সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন পরমার্থবস্তু জ্ঞাপনের নিমিত্ত সাত্ত্বিক পুরাণাদিরই প্রাবল্য নিশ্চয় হইতেছে। এক্ষণে সাত্ত্বিক পুরাণাদির প্রাধান্য স্থির হইলেও, উক্ত পুরাণ সকলের কোথাও ব্রহ্মকে সগুণ, কোথাও নির্গুণ, কোথাও জ্ঞানগুণক, কোথাও জড় ইত্যাদি উক্তি থাকায়, সেই পরমার্থেও নানা কুটিল যুক্তিসমূহ দ্বারা সগুণ নির্গুণাদি

তদেবং সমাধেয়ম্, পরমাত্মসন্দর্ভবিস্তার যদ্যেকতমমেব পুরাণ-লক্ষণমপৌরুষেয়ং সর্ব্ববেদেতিহাসপুরাণানামর্থসারং ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যঞ্চ ভবদ্‌ভুবি সম্পূর্ণং প্রচরদ্রূপং স্যাৎ? সত্যমুক্তম্; যত এব চ সর্ব্বপ্রমাণানাং চক্রবর্ত্তিভূতমস্মদভিমতং শ্রীমদ্‌ভাগবতমেবোদ্ভাবিতম্ ভবতা॥ ১৮॥

বিদ্যাভূষণ

সূত্রশাস্ত্রে স্থিতে কাপেক্ষা তদন্যসূত্রাণামিতি চেত্তত্রাহ, কিঞ্চাত্যন্তেতি। পৃষ্টঃ প্রাহ, তদেবেতি। ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যমিতি। যেন ব্রহ্মসূত্রং স্থিরার্থং স্যাদিত্যর্থঃ। পৃষ্টস্থ হৃদ্‌গতং স্ফুটরতি, সত্যমুক্তমিত্যাদিনা॥ ১৮॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

প্রতিপাদনকারী বাদিগণের উক্তি সমাধানের উপায় কি? যদি বল, বেদ ও পুরাণের অর্থ বিনির্ণয়ের জন্য ভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ং যে ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ঐ ব্রহ্মসূত্র হইতে সকল অর্থ নির্ণয় করা হউক, তাহা হইলে গৌতমাদি অন্য সূত্রকার মুনিগণের মতাবলম্বী ব্যক্তিসকল উহা মান্য করিবেন না। অথবা যদি কেহ বলেন, ব্রহ্মসূত্ররূপ শাস্ত্র বর্ত্তমান থাকিতে, অন্য সূত্রান্তর বা শাস্ত্রান্তর অনাবশ্যক, ব্রহ্মসূত্র হইতেই পরমার্থনির্ণয় হইবে। কিন্তু উহাতেও উক্ত আশঙ্কা রহিয়া যাইতেছে, যেহেতু অল্পাক্ষর ও অত্যন্ত গূঢ়ার্থ-ভূত সূত্র-সকলের ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ভাষ্যকারেরা স্ব স্ব ভাষ্যে বিভিন্নার্থের কল্পনা করিয়াছেন।

যদি বল, ব্রহ্মসূত্রকেও বেদের অন্তর্ভুক্ত বলিতে শুনা যায়, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—কিঞ্চ অত্যন্ত ইতি মূলে।

তাহা হইলে কিপ্রকারে এক্ষণে ইহার সমাধান করা যায়? অতএব উহার একমাত্র উপায় এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব। যদি অপৌরুষের বেদ ইতিহাস ও পুরাণ সকলের সারার্থ-প্রকাশক, ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য (অর্থাৎ যাহা ব্রহ্মসূত্রের স্থিরার্থের নির্ণায়ক) এবং এই জগতে সম্পূর্ণ প্রচারিত, এমন একখানি পুরাণ থাকে, তাহা তদ্দ্বারা সকল আশঙ্কার সমাধান হইতে পারে। গ্রন্থকারের আপনার কথা, এই বাক্যই যথার্থ। কারণ পূর্ব্বের উল্লিখিত লক্ষণ দ্বারা সকল প্রমাণের অগ্রগণ্য আমাদিগের অভিলষিত শ্রীমদ্ভা-গবতই উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই ব্রহ্মসূত্রের স্থিরার্থ প্রতিপাদিত হয়॥ ১৮॥

যৎখলু সর্ব্বপুরাণজাতমাবির্ভাব্য, ব্রহ্মসূত্রঞ্চ প্রণীয়াপ্যপরিতুষ্টেন তেন ভগবতা নিজসূত্রাণামকৃত্রিমভাষ্যভূতং সমাধিলব্ধমাবির্ভাবিতম্। যস্মিন্নেব সর্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে। সর্ববেদার্থসূত্রলক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্ত্তিতত্বাৎ। তথাহি তৎস্বরূপং মাৎস্যে :—

বিদ্যাভূষণ

শ্রীভাগবতং স্তৌতি, যৎ খল্বিত্যাদি। অপরিতুষ্টেনেতি। পুরাণজাতে ব্রহ্মসূত্রে চ ভগবৎপারমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যয়ো সন্দিগ্ধতয়া গূঢ়তয়া চোক্তেস্তত্র তত্র চাপরি-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবতাবির্ভাবের কারণ।

এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত কি প্রকার তাহা বিশেষ নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলা হইতেছে :—"ভগবান্ বেদব্যাস সমস্ত পুরাণাদির আবিষ্কারানন্তর ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও, যখন উহাতে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ বিচিত্র লীলাদি গূঢ় ও সন্ধিগ্ধ ভাবে উক্ত হওয়ায় চিত্তের প্রসন্নতা লাভে অসমর্থ হইলেন, তখন তিনি সমাধিতে নিজকৃত সূত্রসকলের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রাপ্ত হইয়া প্রচার করিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে সকল শাস্ত্রেরই সমন্বয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ এই সকল বেদার্থের সূত্রস্বরূপ যে গায়ত্রী ঐ গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়া উঁহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ গায়ত্রী অবলম্বনে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তির লক্ষণ মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"যাহাতে গায়ত্রীকে আশ্রয় করিয়া ধর্মের বিভাগ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে বৃত্রাসুরের নিধনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত নামে অভিহিত। যিনি এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ লিখিয়া ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সুবর্ণসিংহাসনের সহিত দান করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন। ঐ পুরাণ অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক। এস্থলে "গায়ত্রী" শব্দে ঐ গায়ত্রীরই সূচক তদন্তর্গত "ধীমহি" পদ হইতে শ্রীভগবানের ধ্যানাদি অর্থই বুঝিতে হইবে। সকল মন্ত্রের আদিরূপা গায়ত্রীকে সাক্ষাৎ ব্যক্ত করা যায় না বলিয়াই, "যাহা হইতে জন্মাদি হইয়াছে" ইত্যাদি অর্থসূচক শ্রীভাগবতীয় প্রথম শ্লোকে সর্বলোকাশ্রয়ত্ব ও সর্ববুদ্ধিবৃত্তিপ্রেরকত্বাদি রূপে প্রকারান্তরে গায়ত্র্যর্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তর।
বৃত্রাসুর-বধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে॥
লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহ-সমন্বিতম্।
প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং স যাতি পরমাং গতিম্॥
অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥" ইতি।

বিদ্যাভূষণ।

তোষঃ, শ্রীভাগবতে তু তয়োস্তদ্বিলক্ষণতয়োক্তেস্তত্র পরিতোষ ইতি বোধ্যম্। তদর্থতা গায়ত্র্যর্থতা ; ভগবদ্ধ্যানাদিলক্ষণ বিশুদ্ধভক্তিমার্গবোধক ইত্যর্থঃ॥ ১৯॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

ভাগবতের প্রথম শ্লোকে গায়ত্র্যর্থ নিরূপণ—

গায়ত্র্যর্থাবলম্বনেই যে সর্বশাস্ত্রোত্তম শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবর্ত্তনা হইয়াছে,—উহা জানিতে হইলে উক্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের অর্থ জানা আবশ্যক। তজ্জন্য সংক্ষেপে ঐ শ্লোকার্থ দেওয়া হইল ; (অর্থাৎ "যিনি সৃষ্ট তাবৎ বস্তু মাত্রেই বর্ত্তমান আছেন বলিয়া, ঐ সকল বস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতি হইতেছে, এবং আকাশকুসুমাদি অলীক পদার্থে যাঁহার সম্বন্ধ নাই বলিয়া, উহাদের সত্তার প্রতীতি হয় না, যিনি পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি সর্বজ্ঞ ও স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানস্বরূপ এবং যে বেদে জ্ঞানিগণ এমন কি ব্রহ্মা পর্য্যন্তও মুগ্ধ হয়েন, যিনি সেই বেদ আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঙ্কল্পমাত্রেই প্রকাশ করাইয়াছেন ; এবং তেজ জল ও মৃত্তিকাদির বিকারস্বরূপ কাচাদিতে ঐ বস্তু সকলের এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম, যেমন অধিষ্ঠানের সত্যতা নিবন্ধন সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্যতায় সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের সৃষ্ট ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা, বস্তুত মিথ্যা হইয়াও সত্যরূপে প্রতীত হইতেছে, অথবা তেজে জলভ্রম যেমন বস্তুত অলীক, সেইরূপ যাঁহাকে ভিন্ন গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা, অর্থাৎ যাঁহার পরমার্থ-সত্যতা প্রতিপাদন জন্য আদি ও অন্তযুক্ত এই বিশ্বের বস্তুত মিথ্যাত্ব না থাকিলেও মিথ্যাত্ব উক্ত হইয়াছে। এবং যাঁহার স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধিসম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে, এমন সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি।"

অত্র গায়ত্রীশব্দেন তত্‌সূচক-তদব্যভিচারি'ধীমহি'পদ-সম্বলিত-তদর্থ এবেষ্যতে। সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণামাদিরূপায়াস্তস্যাঃ সাক্ষাৎ কথনানর্হত্বাৎ। তদর্থতা চ, "জন্মাদস্য যতস্তেনে ব্রহ্ম হৃদা ইতি সর্ব্বলোকাশ্রয়ত্ব-বুদ্ধিবৃত্তিপ্রেরকত্বাদিসাম্যাৎ। 'ধর্ম্মবিস্তরঃ' ইত্যত্র ধর্ম্মশব্দঃ পরমধর্ম্মপরঃ "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমঃ", ইত্যত্রৈব প্রতিপাদিতত্বাৎ। স চ ভগবদ্‌ধ্যানাদিলক্ষণ এবেতি পুরস্তাদ্ব্যক্তীভবিষ্যতি।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এখানে "যিনি পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ" অর্থাৎ যাঁহা হইতে জন্মাদি হইয়াছে এই বাক্যের তাৎপর্য্যে গায়ত্র্যুক্ত "সবিতা" পদের অর্থ উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ যাহা হইতে জগৎপ্রসূত হইয়াছে তিনিই জগতের সবিতা; এবং এই "জন্ম" শব্দের দ্বারা স্থিতি এবং লয়ও যে উপলক্ষিত হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ যাহার উৎপত্তি আছে তৎপর ক্ষণেই তাহার স্থিতি, এবং ক্ষণান্তরে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। "পরম" শব্দের দ্বারা গায়ত্র্যুক্ত "বরেণ্য" পদের অর্থ উক্ত হইয়াছে কারণ "বরেণ্য" ও "পরম" এই উভয় শব্দই শ্রেষ্ঠতাবাচক। "সত্য" পদ দ্বারা গায়ত্র্যুক্ত "ভর্গ" পদের অর্থ উক্ত হইয়াছে। কারণ একমাত্র ব্রহ্মই সৎ, তদ্‌ভিন্ন সকল বস্তুই অসৎ। গায়ত্র্যুক্ত "তৎ" পদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, উহার স্বতন্ত্র কোন অর্থ করা হয় না, অথবা যদি "তৎ" পদের পৃথক্ অর্থ করা যায়, তাহা হইলেও "তৎ" পদের প্রসিদ্ধার্থ স্বীকার করিয়া সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মে উহার তাৎপর্য্য হইয়া থাকে। "স্বরাট্" এই শব্দে "দেব" পদের অর্থ উক্ত হইয়াছে, যিনি স্বতঃদীপ্তি প্রাপ্ত হয়েন তাঁহাকেই দেব বলা যায়, এবং যিনি নিজস্বরূপে প্রকাশিত হন তিনিই স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ; কারণ এখানে প্রকাশ অর্থে জ্ঞানই স্বীকৃত হইয়াছে, যেহেতু প্রকাশ জ্ঞানেরই ধর্ম। অতএব ব্রহ্মব্যতিরেকে এবম্প্রকার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আর কাহাকেও বলা যায় না, অপর সকলকার জ্ঞান বা প্রকাশ তাঁহার অধীন, অতএব উহাদের স্বতঃসিদ্ধতা নাই। ব্রহ্মার হৃদয়ে যিনি বেদের প্রকাশ করাইয়া ছিলেন, এই শব্দের দ্বারা গায়ত্র্যুক্ত 'যিনি

এবং স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে চ—(২৩৯-৪২) যত্রাধিকৃত্যগায়ত্রীম্‌, ইত্যাদি, সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরামরাঃ। তদ্‌ বৃত্তান্তোদ্‌-ভবং লোকে তচ্চ ভাগবতং শ্রুতম্‌॥ লিখিত্বা তচ্চ ইত্যাদি। অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্‌। ইতি চ। তদেবম্‌ অগ্নি-পুরাণে (২৭২।২।৬–৭) চ বচনানি বর্ত্তন্তে! টীকাকৃদ্‌ভিঃ প্রামাণী-কৃতে পুরাণান্তরে চ॥ ১৯॥

সর্বসংবাদিনী

শ্রীভাগবত-স্বরূপজ্ঞানে প্রমাণান্তরমাহ,—'এবং স্কান্দ' ইতি।

'যত্র' ইত্যাদিকঞ্চ পদ্যং যথা-মাৎস্যমেব জ্ঞেয়ম্‌। 'সারস্বতস্য' ইতি তৎকল্পমধ্যে যা ভগবল্লীলাস্তৎসম্বন্ধিনঃ।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

আমাদের বুদ্ধি প্রেরণ করেন' ইহার অর্থ উক্ত হইয়াছে। কারণ যিনি ব্রহ্মাকেও বেদপ্রদান দ্বারা তাঁহার প্রজ্ঞাকে চালিত করিয়াছিলেন, তিনিই যে এই অল্পবুদ্ধি ক্ষুদ্র জীবসকলের বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। "ধ্যান করি" এই শব্দে উভয়ত্রই তুল্য ধ্যান অর্থ বোধিত হইয়াছে।

অথবা বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তন হইতে যাঁহার পালন উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ সৎ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা শ্রেয়স্কর কর্মাচরণে নির্বিঘ্নে সংসার-চক্রের প্রবর্ত্তন করিতে পারি, আমাদিগের শ্রেয়স্কর কর্মাচরণ দ্বারাই তাঁহার পালন, এবং ইহার বিপরীত আচরণ অর্থাৎ অসৎকর্মাচরণে কষ্টজনক সংসারচক্রের প্রবর্ত্তনের দ্বারা তাঁহার সংহার উক্ত হইতেছে, অতএব যিনি জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ এই প্রকার তাৎপর্য্য বোধিত হইতেছে।

অথবা ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিলেও এই অর্থই বোধিত হইয়া থাকে, গায়ত্র্যুক্ত "তৎ" শব্দকে অব্যয় বলিয়া, সেই ভর্গ অর্থাৎ পরব্রহ্মকে ধ্যান করি, এখানে সকল জীবাভিপ্রায়ে বহুবচন বিভক্তি নির্দ্দেশে "ধীমহি" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি পোষণ করেন পালন করেন তাঁহাকেই "ভর্গ বলা যায়। ভৃ ধাতুর উত্তর "গ" প্রত্যয় করিয়া ভর্গ শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায়, ধাত্বর্থ হইতেই যিনি জগতের অধিষ্ঠান ও পালক এইরূপ অর্থ বোধ হইতেছে।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

কিম্বা "ভূর্জ্জতি নাশয়তি" এই ব্যুৎপত্তি হইতে ভ্রস্‌জ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক "গ" করিয়া যিনি প্রলয়ের কর্ত্তা এ প্রকার অর্থও করা যায়। তবে কি তিনি নাশেরই কর্ত্তা? তদুত্তরে বলা হইতেছে "সবিতুঃ" যিনি নিখিল জগদুদ্ভবের কারণ। এই সবিতা পদের অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকোক্ত "যাহা হইতে জন্মাদি হইয়াছে"। "তৎ" পদের প্রসিদ্ধার্থ দ্বারা সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম প্রতি-পাদিত হইয়াছেন, উক্ত অর্থই শ্লোকোক্ত "সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে" এই বাক্যেও উক্ত হইয়াছে। যেহেতু এক ব্রহ্মব্যতিরেকে কাহারও অবাধিত সত্যতা নাই, একমাত্র ব্রহ্মই অবাধিত নিত্য, অপর সকলই অনিত্য। এবং তিনি যখন জগতের অধিষ্ঠান তখন প্রলয়াবধি, তিনিই যে জগতের একমাত্র কর্ত্তা ইহাও উক্ত হইতেছে। কারণ তিনি "বরেণ্য" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, "বৃণোতি সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি" ইত্যাকার ব্যুৎপত্তির দ্বারায় দেখা যায়, যিনি সমস্ত জগত্ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন তিনিই বরেণ্য-পদ-বাচ্য। "যিনি সৃষ্ট তাবৎ বস্তু মাত্রেই বর্ত্তমান আছেন বলিয়া ঐ সকল বস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতি হইতেছে" ইত্যাদি শ্লোকার্থের দ্বারাও উক্ত বরেণ্য শব্দ প্রতিপাদিত বস্তুই লক্ষিত হইয়াছেন। যেহেতু তিনি উপাদানরূপে কার্য্য মাত্রেই অবস্থান করিতেছেন।

অথবা যদি বরেণ্য-শব্দের "ব্রিয়তে প্রার্থ্যতে চতুর্ব্বর্গান্ সর্ব্বৈরসৌ" এই প্রকার বুৎপত্তি করা যায়, অর্থাৎ সকলে যাঁহার নিকট চতুর্ব্বর্গফল কামনা করেন, এবং যিনি প্রার্থনানুসারে সেই সকল ফলের প্রদাতা ও সর্ব্বেশ্বর। এই প্রকার অর্থ করিলেও সেই পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে, অতএব তাঁহার ধ্যানই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এবং উহাই "সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি" এই বাক্যে উক্ত হইয়াছে।

ইহা দ্বারা যে ব্রহ্ম সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা জগতের অধিষ্ঠান সর্ব্ব-ব্যাপী সর্ব্বেশ্বর, তাঁহাকেই ধ্যান করি, এইরূপ অর্থ বোধিত হইতেছে।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বব্যাপী হইয়াও যে নির্লেপ তাহাও "দেবস্য" এই এই পদ দ্বারা বলা হইয়াছে, এখানে বিভক্তির ব্যত্যয় করিয়া "দীব্যতি বা দ্যোততে প্রকাশতে" এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা যিনি নিত্য ও স্বপ্রকাশ-স্বরূপতায় নির্ম্মল, এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে, অতএব যখন প্রকাশস্বরূপ তখন তাঁহাতে যে প্রাকৃতিক সম্পর্ক নাই তাহা স্পষ্টই পাওয়া যাইতেছে। ইহা "যাঁহার স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে" ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে। অথবা যদি "দেব" শব্দের "দেবয়তি অসদপি সদ্রূপেণ প্রকাশয়তি" এই প্রকার ব্যুৎপত্তি করি অর্থাৎ যিনি অসংবস্তুকেও সদ্রূপে প্রকাশিত করান, তাঁহাকেই "দেব" বলা যায় এই অর্থ করি, তাহা হইলেও "যাঁহার সত্যতায় সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের সৃষ্টিরূপ, ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা বস্তুত মিথ্যা হইয়াও সত্যরূপে প্রতীত হইতেছেন, ইত্যাদি বাক্যোক্ত মিথ্যাভূত মায়া এবং ঐ গুণত্রয়ের সৃষ্ট বস্তু-সকলকে নিজ সত্তা দ্বারা নিত্যরূপে প্রতীত করান, ইহা দ্বারা উক্ত অর্থই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব গায়ত্রী ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্যে সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বেশ্বর যিনি আমাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইয়া ভক্তি ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ভগবানকে ধ্যান করি। এইরূপে উভয়ত্র একই অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে।

মৎস্যপুরাণোক্ত ভাগবতলক্ষণে যে ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, ঐ "ধর্ম্ম" অর্থে পরম ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে, কারণ শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে, ফলাভি-সন্ধান-রহিত ধর্ম্ম" এই রূপ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যে ধর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষা রহিল উহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, উহা কাপট্যমাত্র, কারণ ধর্ম্মের নামে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি করাই উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যে ধর্ম্মে সাধকের কোন কামনা নাই, শ্রীভগবানের ধ্যানাদিরূপ বিশুদ্ধ ভক্তি ও ভগবৎপ্রীতিই যাহার উদ্দেশ্য উহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, এবং এই ধর্ম্মই শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে। ইহা পরে বিশেষ-রূপে আলোচিত হইবে ॥১৯॥

—০—

স্কান্দ এব—"গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ।
হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা॥
গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥ ইতি॥

অত্র হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যেতিবৃত্র বধসাহচর্য্যেণ নারায়ণবর্ম্মৈবোচ্যতে। হয়গ্রীব-শব্দেনাত্রাশ্বশিরা দধীচিরেবোচ্যতে। তেনৈব চ প্রবর্ত্তিতা নারায়ণবর্ম্মাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যা। তস্যাশ্বশিরস্ত্বঞ্চ ষষ্ঠে,—যদ্বৈ অশ্বশিরো নামেত্যত্র প্রসিদ্ধম্‌।

বিদ্যাভূষণ

গ্রন্থ ইত্যাদৌ হয়গ্রীবাদিশব্দয়োর্ভ্রান্তিং নিরাকুর্ব্বন্‌ ব্যাচষ্টে, অত্র হয়-গ্রীবেত্যাদিনা। এতৎ শ্রুত্বেতি। দধ্যঙ্‌দধীচিঃ। প্রবর্গ্যমিতি প্রাণবিদ্যাম্‌। নন্থ পাদ্মাদীনি সাত্ত্বিকানি পঞ্চ সন্তি, তৈরস্তু বিচার ইতি চেত্তত্রাহ, শ্রীমদিতি।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

দ্বাদশস্কন্দে বিভক্ত অষ্টাদশ সহস্রসংখ্যক শ্লোকাত্মক যে গ্রন্থ, যাহাতে হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা ও বৃত্রাসুরের বধ বর্ণিত হইয়াছে, গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়া যাঁহার আরম্ভ তাঁহাকেই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া জানিবে।

এস্থলে হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা অর্থে অশ্বমুণ্ড দধীচি মুনিকর্ত্তৃক বৃত্রাসুরের বধের সহায়তার নিমিত্ত নারায়ণধর্ম্ম নামক যে কবচ উক্ত হইয়াছিল, উহাই হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা নামে অভিহিত। উক্ত দধীচি মুনির অশ্বমুণ্ডের কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের নবমাধ্যায়ে "যদ্বৈ অশ্ব শিরো নাম" ইত্যাদি শ্লোকে প্রসিদ্ধ আছে। এবং নারায়ণবর্ম্ম কবচের ব্রহ্মবিদ্যাত্ব সম্বন্ধেও টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী নিজকৃত টীকায় লিখিয়াছেন---অথর্ব্ববেদী দধীচি মুনি সংকৃত হইয়া অসত্যাশঙ্কায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রবর্গ্য অর্থাৎ প্রাণবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ নারায়ণবর্ম্ম নামক কবচের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব টীকার উক্তিবলেও নারায়ণবর্ম্ম কবচেরই ব্রহ্মবিদ্যাত্ব নিশ্চয় হইতেছে।

নারায়ণবর্ম্মণো ব্রহ্মবিদ্যাত্বঞ্চ,—
"এতৎ শ্রুত্বা তথোবাচ দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণস্তয়োঃ।
প্রবর্গ্যং ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ সৎকৃতোঽসত্যশঙ্কিতঃ॥"
শ্রীধর টীকোত্থাপিত বচনেন চেতি॥

বিদ্যাভূষণ

এতস্য পরমসাত্ত্বিকত্বে পাদ্মাদিবচনান্যুদাহরতি পুরাণং ত্বমিত্যাদিনা। কুলবৃন্দেতি। তৎকর্ত্তৃকশ্রবণমহিম্না তৎকুলস্য চ হরিপদলাভ ইত্যর্থঃ॥২০॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

যদি এরূপ আশঙ্কার উদয় হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রী-অবলম্বনে উক্ত ইহা সত্য, এবং ঐ ভাগবতে সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাও সত্য কিন্তু পদ্ম-পুরাণাদি যে পাঁচটি সাত্ত্বিক পুরাণ আছে, উহা হইতেই পরমার্থ বিচার হউক? তদুত্তরে উক্ত হইয়াছে:—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং তজ্জন্য ভক্তগণেরও অতীব অভীষ্ট বলিয়া পুরাণান্তর হইতে ইহার সাত্ত্বিকতার আধিক্য জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা।

সাত্ত্বিক পুরাণমধ্যে পদ্মপুরাণে অম্বরীষ রাজার প্রতি গৌতমঋষির প্রশ্নে উক্ত হইয়াছে:— "তুমি কি শ্রীহরির সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কর, যাহাতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ও প্রহ্লাদের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে?" এবং উক্ত পুরাণের ব্যঞ্জুলীমাহাত্ম্যে অম্বরীষ প্রতি গৌতমোপদেশে উক্ত হইয়াছে; "ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীতে রাত্রি জাগরণ করতঃ বিষ্ণুর লীলাকথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। এবং ভগবানের সন্তোষবিধান জন্য ভগবদ্গীতা, সহস্রনামস্তোত্র, ও শুকপ্রোক্ত পুরাণ যত্নের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য"। উক্ত পুরাণের স্থানান্তরেও উক্ত হইয়াছে; "হে অম্বরীষ! যদি সংসার বন্ধন মোচনের বাসনা থাকে তাহা হইলে কালাকাল বিচার

ভাগবত পাঠ মাহাত্ম্য

শ্রীমদ্ভাগবতস্য ভগবৎ-প্রিয়ত্বেন ভাগবতাভীষ্টত্বেন চ পরম-সাত্ত্বিকত্বম্, যথা পাদ্মে অম্বরীষং প্রতি গৌতমপ্রশ্নঃ—

"পুরাণং ত্বং ভাগবতং পঠসে পুরতো হরেঃ।
চরিতং দৈত্যরাজস্য প্রহ্লাদস্য চ ভূপতে॥"

তত্রৈব ব্যঞ্জুলীমাহাত্ম্যে তস্য তস্মিন্নুপদেশঃ—

"রাত্রৌ তু জাগরঃ কার্য্যঃ শ্রোতব্যা বৈষ্ণবী কথা।
গীতা নামসহস্রঞ্চ পুরাণং শুকভাষিতম্॥
পঠিতব্যং প্রযত্নেন হরেঃ সন্তোষকারণম্॥

তত্রৈবান্যত্র ঃ—

"অম্বরীষশুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥"

স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে—

"শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরিসন্নিধৌ।
জাগরে তৎপদং যাতি কুলবৃন্দসমন্বিতঃ॥" ২০॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পরিত্যাগ করিয়া, নিত্য এই শুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ শ্রবণ কর, কিম্বা নিজমুখে পাঠ কর।"

স্কন্দপুরাণান্তর্গত প্রহ্লাদসংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে,—"যিনি ভক্তিপূর্বক হরিবাসরে শ্রীভগবানের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তিনি কুলবৃন্দের সহিত ভগবদ্ধামে গমন করেন। অর্থাৎ তাঁহার ভক্তির দৃঢ়তায় তদীয় কুলপরম্পরায় ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ॥২০॥

—ঃঃ—

২১ গারুড়ে চ—"পূর্ণঃ সোঽয়মতিশয়ঃ"

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্দযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ" ইতি॥

ম) ব্রহ্মসূত্রাণামর্থস্তেষামকৃত্রিমভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বং সূক্ষ্মত্বেন মনস্যাবির্ভূতং তদেব সংক্ষিপ্য সূত্রত্বেন পুনঃ প্রকটিতং, পশ্চাদ্বিস্তীর্ণত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতমিতি। তস্মাত্তদ্ভাষ্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যর্ব্বাচীনমন্যদন্যেষাং স্বস্বকপোলকল্পিতং তদনুগতমেবাদরণীয়মিতি গম্যতে।

বিদ্যাভূষণ

গারুড়বচনৈশ্চ পরমসাত্ত্বিকত্বং ব্যঞ্জয়ন্ ব্রহ্মসূত্রার্থনির্ণায়কত্বং গুণমাহ—অর্থোঽয়মিতি। গারুড়বাক্যপদানি ব্যাচষ্টে ব্রহ্মসূত্রাণামিত্যাদিনা তস্মাত্ত-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এই শ্রীমদ্ভাগবত অতিশয় পূর্ণ অর্থাৎ অপৌরুষেয়তা সর্ব্ব শাস্ত্র-সারবত্তা, ব্রহ্মসূত্রের অর্থ-নির্ণায়কতা ও পৃথিবীতে সম্পূর্ণ ভাবে প্রচলিতা রূপ সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন হওয়ায়, ইহার পূর্ণত্বের আতিশয্য উক্ত হইয়াছে। গরুড় পুরাণে এই অতিশয় পূর্ণতা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—'ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ ভারতার্থের নির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং বেদার্থের বিস্তারক, সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদের মধ্যে সামবেদের ন্যায়, পুরাণসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দ্বাদশস্কন্ধে ৩৩৫ অধ্যায় বিভক্ত, শতবিচ্ছেদযুক্ত, অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক গ্রন্থই 'শ্রীমদ্ভাগবত'-নামে অভিহিত। ক) 'ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রসকলের অকৃত্রিমভাষ্য। যাহা পূর্বে মহর্ষি বেদব্যাসের মনে সূক্ষ্মাকারে ব্রহ্মসূত্ররূপে প্রকাশিত হয়, তাহাই পরিশেষে সুবিস্তৃতভাবে

শ্রীভাগবতের পূর্ণতা।

খ) ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ—

"নির্ণয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ভারতং পরিকীর্ত্তিতম্।
ভারতং সর্ব্ববেদাশ্চ তুলামারোপিতাঃ পুরা॥
দেবৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ সর্ব্বৈর্ঋষিভিশ্চ সমন্বিতৈঃ।
ব্যাসস্যৈবাজ্ঞয়া তত্র ত্বতিরিচ্যত ভারতম্॥
মহত্ত্বাদ্ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে"॥

ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণস্য ভারতস্যার্থবিনির্ণয়ো যত্র সঃ। শ্রীভগবত্যেব তাৎপর্য্যং তস্যাপি, তদুক্তং মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে শ্রীবেদব্যাসং প্রতি জনমেজয়েন—

"ইদং শতসহস্রাদ্ধি ভারতাখ্যানবিস্তরাৎ।
আমথ্য মতিমন্থেন জ্ঞানোদধিমনুত্তমম্॥

বিদ্যাভূষণ

ভাষ্যেত্যাদি। অন্যবৈষ্ণবাচার্য্যরচিতমাধুনিকং ভাষ্যং তদনুগতং শ্রীভাগবতা-বিরুদ্ধমেবাদর্ত্তব্যং, তদ্বিরুদ্ধং শঙ্করভট্টভাস্করাদিরচিতং তু হেয়মিত্যর্থঃ। ভারতার্থেতি পদং ব্যাকুর্ব্বন্ ভারতবাক্যেনৈব ভারতস্বরূপং দর্শয়তি—নির্ণয়ঃ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবতরূপে প্রচারিত হইয়াছে। অতএব ঐ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যভূত স্বতঃসিদ্ধ এই শ্রীমদ্ভাগবত বর্ত্তমান থাকায়, তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য ভাষ্যকারগণের স্ব স্ব কপোল-কল্পিত, ভাষ্য সকলের মধ্যে যেটি ভাগবতার্থের অবিরোধী উহাই আদরণীয়। কিন্তু যাহা ভগবতার্থের বিরোধী তাহা সম্পূর্ণ ত্যাজ্য।

ব্রহ্মসূত্রের অর্থ-রূপতা

খ) ভারতার্থনির্ণায়ক শব্দের তাৎপর্য এই যে, যাহাতে সর্ব্বশাস্ত্রের নির্ণয় হইয়াছে তাহাকেই ভারত বলা যায়। ভারত সম্বন্ধে একটী আখ্যান আছে:—পুরাকালে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ও ঋষিগণ মিলিত হইয়া বেদব্যাসের অনুজ্ঞাক্রমে বেদসকলকে ও ভারতকে একত্র তুলায় আরোপণ করেন।

নবনীতং যথা দধ্নো মলয়াচ্চন্দনং যথা।
আরণ্যং সর্ব্ববেদেভ্য ওষধীভ্যোঽমৃতং যথা॥
সমুদ্ধৃতমিদং ব্রহ্মন্ কথামৃতমিদন্তথা।
তপোনিধে! তয়োক্তং হি নারায়ণকথাশ্রয়ম্"। ইতি॥

তথা চ তৃতীয়ে—

মুনির্বিবক্ষু ভগবদ্ গুণানাং সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ।
যস্মিন্নৃণাং গ্রাম্য কথানুবাদৈর্মতিগৃহিতা নু হরে কথায়াম্।
ইতি॥২১॥

বিদ্যাভূষণ

সর্ব্বেতি। ভারতং কিং তাৎপর্য্যকমিত্যাহ, শ্রীভগবত্যেবেতি। তস্য ভারতস্যাপীত্যর্থঃ। ভারতস্য ভগবত্তাৎপর্য্যবত্বে নারায়ণীয়বাক্যমুদাহরতি, ইদং শতেত্যাদি॥২১॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

তাহাতে ভারতই গুরু হইয়াছিল। তদবধি ভারত, মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব প্রযুক্ত 'মহাভারত' নামে আখ্যাত হইতেছে। ঈদৃশ লক্ষণাক্রান্ত মহাভারতেরও অর্থ যাহাতে নির্ণীত হইয়াছে, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্যই শ্রীভগবানে, অতএব ভারতের তাৎপর্য্যও শ্রীভগবানেই পর্য্যবসিত হইতেছে। মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে রাজা জনমেজয় মহর্ষি বেদব্যাসকে এই কথাই বলিয়াছিলেন—

ভারতের ভগবৎপরতা।

"হে তপোনিধি! এই শতসহস্র সংখ্যকশ্লোকে বিস্তৃত ভারত আখ্যানরূপ উত্তম জ্ঞান-সমুদ্রকে বুদ্ধিরূপ মন্থন-দণ্ডের দ্বারা মন্থন করিয়া, দধি হইতে নবনীতের ন্যায়, মলয় হইতে চন্দনের ন্যায়, সকল বেদ হইতে আরণ্যকের ন্যায়, ওষধি হইতে অমৃতের ন্যায়, নারায়ণ-কথাশ্রয় এই ভারত কথারূপ অমৃত উদ্ধৃত হইয়াছে॥২১॥

—:০:—

হেমাদ্রের্ব্রতখণ্ডে---

"স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ ॥৬৬॥
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্‌ ॥"৬৭।

ইতি বাক্যং শ্রীভাগবতীয়ত্বেনোত্থাপ্য ভারতস্য বেদার্থতুল্যত্বেন বিশিষ্য নির্ণয়ঃ কৃত ইতি তন্মতানুসারেণ ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ম্‌,—ভারতার্থস্য বিনির্ণয়ো বেদার্থ—তুল্যত্বেন বিশিষ্য নির্ণয়ো যত্রেতি।

সর্বসংবাদিনী

(স্কান্দে প্রভাস-খণ্ডে) "যে স্যূর্নরামরা" ইতি কল্পান্তর-ভগবৎকথা তু তত্র প্রায়িক্যেবেত্যর্থঃ; সা চ "পাদ্মকল্পমথো শৃণু" ইত্যাদ্যা। যত্র বিশেষ-বাক্যম্‌, তত্রান্যত্র ক্বচিদেবেতি জ্ঞেয়ম্‌। অত্র প্রভাসখণ্ডে যদষ্টাদশ-পুরাণাবির্ভাবানন্তরমেব ভারতং প্রকাশিতমিতি শ্রূয়তে, তৎ,—শ্রীভাগবতবিরোধাৎ 'ভারতার্থ-

বিদ্যাভূষণ

নন্থ শ্রীভাগবতস্য ভারতার্থনির্ণায়কত্বং কথং প্রতীতমিতি চেৎ তত্রাহ, তথা তৃতীয়ে ইতি। মুনিরিতি মৈত্রেয়ং প্রতি বিদুরোক্তিঃ। তে মৈত্রেয়স্য গুরুপুত্রত্বাৎ সখা, কৃষ্ণো ব্যাসঃ। গ্রাম্যা গৃহিধর্ম্মকর্ত্তব্যতাদিলক্ষণা ব্যাবহারিবী

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

শ্রীভাগবত-স্বরূপ জ্ঞানে প্রমাণান্তর বলিতেছেন—'এবং স্কান্দে' ইত্যাদি 'যত্র' ইত্যাদি পদ্ম ও মৎস্য পুরাণেই জানিতে হইবে। সারস্বতস্য কল্পস্য—শ্রীমদ্‌ভাগবতে যে ভগবৎ লীলা বর্ণিত হইয়াছে, উহা ব্রহ্মার সারস্বত কল্পের কথা। স্কন্দ পুরাণে প্রভাস খণ্ডে যে দেবদানবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা

শ্রীমদ্ভাগবত যে ভারতার্থের নির্ণায়ক, তাহা তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—"হে মুনে! তোমার সখা মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ভগবানের গুণানুবাদ-বর্ণনে অভিলাষী হইয়া মহাভারতাখ্যান প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণে ভারত-সভায় সমাগত ব্যক্তিগণেরও ব্যবহারিক গৃধ্র-গোমায়ু প্রভৃতির দৃষ্টান্তোপেত গার্হস্থ ধর্ম্মের কর্ত্তব্যাদির উপদেশও ভগবানে

গ) গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ—

যস্মাদেবং ভগবৎপরস্তস্মাদেব 'যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীম্.' ইতি কৃতলক্ষণ-শ্রীভাগবতনামা গ্রন্থঃ শ্রীভগবৎপরায়া গায়ত্র্যা ভাষ্যরূপোঽসৌ, তদুক্তম্.—যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীম্."—ইত্যাদি। তথৈব হি অগ্নি-পুরাণে তস্যা ব্যাখ্যানে শ্রীভগবানেব বিস্তরেণ প্রতিপাদিতঃ। তত্র তদীয়-ব্যাখ্যাদিগ্.দর্শনং যথা (অগ্নি পু-২১৬।৩)—

সর্বসংবাদিনী

বিনির্ণয়ঃ' ইতি (গারুড়োক্তৌ) শ্রীভাগবতমাহাত্ম্য-বিরোধাচ্চ,—পূর্বং কৃতমপি ভারতং তৎপশ্চাজ্জনমেজয়াদিষু প্রচারিতমিত্যপেক্ষ্যৈব জ্ঞেয়ম্। তদেবং প্রমাণ-প্রকরণং ব্যাখ্যাতম্॥ X॥ X। ইতি প্রমাণম্॥

বিদ্যাভূষণ

মুষিকবিড়ালগৃধ্রগোমায়ুদৃষ্টান্তোপেতা চ কথা। তত্তৎস্বার্থকৌতুককথাশ্রবণায়

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অন্য কল্পের ভগবৎ কথা, তাহাও প্রায় একই প্রকার। যেমন—শ্রীভাগবতেই ব্রহ্মকল্পের কথা বলিয়া 'পাদ্মকল্পম্ অথো শৃণু' ইত্যাদি। ইহা হইতে যে সকল বাক্য অন্য পুরাণে অন্যরূপ শুনা যায় তাহা অন্য কোন কল্পের কথাই জানিতে

চিত্ত আকৃষ্ট হইবে বলিয়া তিনি ভারত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ভগবত্ত'ত্ত্বাপদেশ সম্বন্ধে ভাগবতের পরেই যে ভারতের আদর, তাহা ইহা দ্বারা বিশেষ নির্ণীত হইয়াছে। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতকে গায়ত্রীর ভাষ্য বলা হয়, অর্থাৎ গায়ত্রীতে যেমন শ্রীভগবান প্রতিপাদিত হইয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত আবার শ্রীভগবানের সম্বন্ধে বিরোধ সকলের মীমাংসা করিয়া ঐ ভারতার্থের নির্ণায়ক হওয়ায় এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গায়ত্রীর অর্থ প্রকাশ করায়, গায়ত্রী-স্বরূপ হইয়াছেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিতেও গায়ত্রীব্যাখ্যাস্থলে, শ্রীভগবান্ই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। এখানেও "জন্মাদ্যস্য" ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের ভগবৎ-পরতারূপ ব্যাখ্যার অবসরে গায়ত্রীর অর্থও প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদার্থপরিবৃংহিত অর্থাৎ যাহা হইতে সকল বেদার্থের বিশেষ বিস্তার

"তজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতঃ" ।।৬৮।।
ইত্যারভ্য পুনরাহ (২১৬।৭-৮)—
"তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জগজ্জন্মাদিকারণম্ ।
শিবং কেচিৎ পঠন্তি স্ম শক্তিরূপং বদন্তি চ ।। ৬৯ ।।
কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিং দৈবতান্যগ্নিহোত্রিণঃ ।
অগ্ন্যাদিরূপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে ।।" ৭০ ।। ইতি ।
অত্র "জন্মাদ্যস্য" ইতি অস্য ব্যাখ্যানঞ্চ তথা দর্শয়িষ্যতে ।—
(ভাঃ ১২।১৩।১৯) "কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়ম্"-ইত্যুপসংহার-বাক্যে চ "তচ্ছুদ্ধম্" ইত্যাদি—সমানমেবাগ্নিপুরাণে তদ্ব্যাখ্যানম্ (২১৬।৬)—
"নিত্যং শুদ্ধং পরংব্রহ্ম নিত্যভর্গমধীশ্বরম্ ।
অহং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম ধ্যায়েম হি বিমুক্তয়ে ।।"৭১।। ইতি ।

বিদ্যাভূষণ

ভারতসদসি সমাগতানাং নৃণাং শ্রীগীতাদিশ্রবণেন হরৌ মতির্গৃহীতা স্যাদিতি তৎকথানুবাদ এব, বস্তুতো ভগবৎপরমেব ভারতমিতি শ্রীভাগবতেন নির্ণীত-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

হইবে। এস্থলে প্রভাস খণ্ডে যে অষ্টাদশ পুরাণ আবির্ভাবের পরই মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছিল—ইহা শুনা যায়, তাহার সহিত শ্রীভাগবতের বিরোধ হওয়ার কারণ, গরুড় পুরাণে বলা হইয়াছে— শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত মহাভারতের প্রকৃত অর্থ নির্ণায়ক তাহার সমাধান এই— পূর্বে মহাভারত কৃত হইলেও শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের সভায় শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারিত হইবার পর পরীক্ষিত পুত্র জন্মেঞ্জয় মহারাজের সভায় বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক মহাভারত প্রচারিত হয়, সুতরাং ঐরূপ বর্ণনায় কোন বিরোধ নাই। এইরূপে প্রমাণ প্রকরণ ব্যাখ্যাত হইল।। ২২ ॥

হইয়াছে,-- ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদোক্ত কতকগুলি বিষয় পরিবর্দ্ধিত আকারে,বর্ণনের নিমিত্তই শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং বেদার্থের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন এবং তিনিও ঐ বেদকে স্পষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। বেদে

অত্র 'অহং ব্রহ্ম' ইতি—"নাদেবো দেবমর্চয়েৎ" ইতি—

ন্যায়েন যোগ্যত্বায় স্বস্য তাদৃক্ত্বভাবনা দর্শিতা। 'ধ্যায়েম' ইতি—অহং তাবদ্ ধ্যায়েয়ম্, সর্বে চ বয়ং ধ্যায়েমেত্যর্থঃ। তদেতন্মতে তু মন্ত্রেঽপি ভর্গশব্দোঽয়মদন্ত এব স্যাৎ—"সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা ছান্দস-সূত্রেণ তু দ্বিতীয়ৈকবচনস্য 'অমঃ সু' ভাবো জ্ঞেয়ঃ। যত্তু দ্বাদশে—(ভাঃ ১২।৬।৬৭) "ওঁ নমস্তে" ইত্যাদি—গদ্যেষু তদর্থত্বেন সূর্য্যঃ স্তুতঃ, তৎ পরমাত্মদৃষ্ট্যৈব,—

বিদ্যাভূষণ

মিত্যর্থঃ। সামবেদবদস্য শ্রৈষ্ঠ্যে স্কান্দবাক্যং, শতশোঽথেত্যাদি, প্রকটার্থম্। তদেবমিতি। উক্তগুণগণে সিদ্ধে সতীত্যর্থঃ॥২২॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবত বৈদিকাখ্যানের পরিবর্দ্ধক।

যে সকল আখ্যান সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাদেরই অনেকগুলি সংগৃহীত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আবার বেদে যে কতকগুলি বিষয় পরোক্ষে স্বল্পাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই বিষয়গুলিই স্পষ্টভাবে সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। ফলতঃ শ্রীমদ্ভাগবত বেদমূলক-বেদ-ব্যাখ্যান-গ্রন্থ; এই জন্যই বেদার্থের পরিবর্দ্ধনকারী বলা হইয়াছে। এই বিষয় "চতুর্ব্বেদমন্ত্রৈঃ শ্রীভাগবতার্থপ্রকাশঃ" নামক গ্রন্থে বিশদভাবে সমালোচিত হইয়াছে। গ্রন্থ-বাহুল্য-ভয়ে এখানে উহা অবতারিত হইল না।

এখানে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র ঋগ্বেদের সংক্ষেপ স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোকে, সমগ্র যজুর্ব্বেদেব সংক্ষেপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ উহার চতুর্থ শ্লোকে, সমগ্র অথর্ব্ববেদের সংক্ষেপ যে, উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ উহার তৃতীয় শ্লোকে সংগৃহীত হইয়াছে এবং একটি চতুর্ব্বেদের

ন তু স্বাতন্ত্র্যেণেত্যদোষঃ, তথৈবাগ্রে শ্রীশৌনক-বাক্যম্—(ভাঃ ১২। ১১।২৮)—"ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্যূহং সূর্য্যাত্মনো হরেঃ॥"৭২॥ ইতি। ন চাস্য ভর্গস্য সূর্য্যমণ্ডলমাত্রাধিষ্ঠানত্বম্;—মন্ত্রে 'বরেণ্য'-শব্দেন, অত্র চ গ্রন্থে 'পর'-শব্দেন পরমৈশ্বর্য্যপর্য্যন্ততায়া দর্শিতত্বাৎ। তদেবমগ্নিপুরাণেঽপ্যুক্তম্ (২১৬।১৬)

"ধ্যানেন পুরুষোঽয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে।
সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"৭৩॥ ইতি।

ত্রিলোকীজনানামুপাসনার্থং প্রলয়ে বিনাশিনি সূর্য্যমণ্ডলে চান্তর্যামিতয়া প্রাদুর্ভূতোঽয়ং পুরুষো ধ্যানেন দ্রষ্টব্য উপাসিতব্যঃ।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

রহস্যভূত মন্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চমাধ্যায়ে পরমরহস্যভূত শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম্" (ঋগ্বেদ, ১।১।১)—যজ্ঞস্য (জপযজ্ঞস্য) পুরোহিতম্ (অভীষ্টসম্পাদকম্) ঋত্বিজং (ঋতৌ ঋতৌ প্রত্যুৎপত্তিকালং সংসারং যজতি সঙ্গতং করোতি যঃ তং) হোতারম্ (প্রপন্নানাম্ আহ্বাতারং) রত্নধাতমং (সর্ব্বকর্ম্মফলরূপাণাং রত্নানাং অতিশয়েন ধারয়িতারং পোষয়িতারং) দেবং (প্রাকৃতাপ্রাকৃতক্রীড়ায়াং মোদমানং নিরতিশয়দীপ্তিমন্তম্) অগ্নিম্ (অগ্রং নয়তি নীয়তে ইতি বা তং সর্ব্বেষাম্ অগ্রবর্ত্তিনং পশ্চাদ্বর্ত্তিনং চ শ্রীনন্দনন্দনং) ঈলে (ঈড়ে, শব্দযাথার্থ্যনির্ণয়পুরঃসরং স্তৌমি।

"ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থঃ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥ আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা মা বঃ স্তেন ঈশত॥ মাঘশংসো ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাৎ বহ্বীর্যজমানস্য পশূন্ পাহি।" (যজুর্ব্বেদ ১অ ১ মন্ত্রঃ)

(হে গোপেশ্বর!) সবিতা (সর্ব্বজগৎপ্রসবিতা) দেবঃ (নিরতিশয়কান্তিযুক্তঃ ভগবান্) ত্বা (ত্বাম্) ইষে (অন্নার্থম্) উর্জ্জে (কার্ত্তিকে মাসি) শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে (গোবর্দ্ধনযাগং কর্ত্তুং) প্রার্পয়তু (প্রকৃষ্টতয়া সংযোজয়তু।)

যত্তু বিষ্ণোস্তস্য মহাবৈকুণ্ঠরূপং পরমং পদম্, তদেব সত্যং কালত্রয়াব্যভিচারি, সদাশিবমুপদ্রবশূন্যম্, যতো ব্রহ্ম স্বরূপমিত্যর্থঃ। তদেতদ্গায়ত্রীং প্রোচ্যপুরাণলক্ষণ প্রকরণে "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীম্" ইত্যাদ্যপ্যুক্তমগ্নিপুরাণে। তস্মাৎ—

অগ্নেঃ পুরাণং গায়ত্রীং সমেত্য ভগবৎপরাম্।
ভগবন্তং তত্র মত্বা জগজ্জন্মাদিকারণম্ ॥৭৪॥
যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীমিতি লক্ষণপূর্ব্বকম্।
শ্রীমদ্ভাগবতং শশ্বৎ পৃথ্ব্যাং জয়তি সর্ব্বতঃ ॥৭৫॥

তদেবমস্য শাস্ত্রস্য গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবৃত্তির্দর্শিতা। যত্তু সারস্বতকল্পমধিকৃত্যেতি পূর্ব্বমুক্তম্, তচ্চ গায়ত্র্যা ভগবৎপ্রতিপাদক-বাগ্বিশেষরূপসরস্বতীত্বাদুপযুক্তমেব; যদুক্তমগ্নিপুরাণে—(২১৬।১-২)

"গায়ত্র্যুক্থানি শাস্ত্রাণি ভর্গং প্রাণাংস্তথৈব চ।
ততঃ স্মৃতেয়ং গায়ত্রী সাবিত্রী যত এব চ ॥৭৬॥
প্রকাশিনী সা সবিতুর্বাগ্রূপত্বাৎ সরস্বতী" ॥৭৭॥ ইতি।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

ইন্দ্রায় (ইন্দ্রম্ উদ্দিশ্য) ভাগং মা আপ্যায়ধ্বং মা বর্দ্ধয়ধ্বং যুয়ম্ ইতি শেষঃ)। অস্মিন্ গোপতৌ (গোবর্দ্ধনে পূজিতে সতি) বঃ (যুষ্মাকং গাবঃ) অঘ্ন্যাঃ বর্দ্ধয়িতুমর্হাঃ হন্তুমনর্হাঃ প্রজাবতীঃ (বহ্বপত্যাঃ) অনমীবাঃ (অমীবা ব্যাধিঃ তদ্রহিতাঃ কৃমিহৃষ্টত্বাদিক্ষুদ্ররোগরহিতাঃ ইতি ভাবঃ) অযক্ষ্মাঃ (যক্ষ্মা রোগরাজঃ তদ্রহিতাঃ প্রবলতররোগশূন্যাঃ ইতি ভাবঃ, ভবিষ্যন্তি ইতি শেষঃ)। (তথা) স্তেনঃ (চৌরঃ) মা ঈশত (সমর্থঃ মা ভূৎ) অঘশংস (অঘেন তীব্রপাপেন ভক্ষণাদিনা শংসঃ ঘাতকঃ ব্যাঘ্রাদিঃ অপি হিংসকঃ মা ভূৎ)। হে বৎসাঃ! (যূয়ং) বায়বঃ (মাতৃভ্যঃ সকাশাৎ অন্যত্র গন্তারঃ) স্থ ভবথ। ধ্রুবাঃ (শাশ্বতিক্যঃ) বহ্বীঃ (বহুবিধাঃ পূজাদিকাঃ) স্যাৎ (স্যুঃ, ভবেয়ুঃ)। (হে গোপতে!) যজমানস্য (গোপরাজস্য) পশূন্ (গোবৎসাদীন্ পাহি (সম্যক্ রক্ষ)। (এতেন ভগবদপরোক্ষানুভবসাধনস্য মায়াত্যাজনস্য কর্ত্তব্যত্বমুপদিষ্টম্)।

তস্মাৎ গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ। তথৈব হি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ তদ্‌ব্যাখ্যানে ভগবানেব বিস্তরেণ প্রতিপাদিতঃ। অত্র জন্মাদ্যস্যেত্যস্য ব্যাখ্যানঞ্চ তথা দর্শয়িষ্যতে। বেদার্থপরিবৃংহিতঃ— বেদার্থস্য পরিবৃংহণং যস্মাৎ। তচ্চোক্তম্‌--"ইতিহাসপুরাণাভ্যাম্‌," ইত্যাদি। "পুরাণানাং সামরূপঃ"---বেদেষু সামবৎ স তেষু পুরাণেষু শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ।

পুরাণান্তরাণাং কেষাঞ্চিদাপাততো রজস্তমসী জুষমাণৈস্তৎপরত্বস্যাপ্রতীতত্বেঽপি বেদানাং কাণ্ডত্রয়বাক্যৈক-বাক্যতায়াং যথা সাম্না তথা তেষাং শ্রীভাগবতেন প্রতিপাদ্যে শ্রীভগবত্যেব পর্যবসানমিতি ভাবঃ। তদুক্তম্‌ (মহাভাঃ স্বঃ পঃ ৬।৯৩)—বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥ ইতি প্রতিপাদয়িষ্যতে চ তদিদং (৬৮-৭৩ অনু) পরমাত্ম সন্দর্ভে।

"সাক্ষাদ্‌ভগবতোদিতঃ" ইতি—"কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়ম্‌" ইত্যুপসংহারবাক্যানুসারেণ জ্ঞেয়ম্‌। শতবিচ্ছেদসংযুতঃ ইতি—বিস্তরভিয়া ন বিব্রিয়তে।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

"ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নি হোতা সৎসি বর্হিষি।"

সামবেদ ১ প্র, ১ অর্দ্ধে, ছ আ, ১ মন্ত্রঃ)

(হে) অগ্নে (গোপীজনবল্লভ!) বীতয়ে (অস্মদ্দত্তান্নগ্রহণায়) হব্যদাতয়ে (প্রপন্নেভ্যঃ স্ব-প্রসাদরূপস্য হবিষঃ প্রদানায় চ) আয়াহি (প্রত্যাগচ্ছ)। (তথা আগত্য চ গৃণানঃ (অস্মাভিঃ স্তূয়মানঃ সন্‌) হোতা (প্রপন্নানাম্‌ আহ্বাতা ভূত্বা বর্হিষি (আস্তীর্ণেষু হৃদ্‌বৃন্দাবনস্থেষু কুশেষু) নিষৎসি (নিষীদ) (এতেন সাধনমুক্তম্‌)।

"ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভি স্রবন্তু নঃ।" (অথর্ব্ববেদ ১ অ, ১ প্র, ১মন্ত্রঃ) দেবীঃ (দেব্যঃ) আপঃ (চরণামৃতরূপাঃ অধরামৃতরূপা বা) অভীষ্টয়ে (অভিলষিতায়) পীতয়ে (পানায়) ভবন্তু। নঃ (অস্মাকং) শং (কল্যাণ্যঃ ভবন্তু),। নঃ (অস্মাকং) শংযোঃ (যোগায় চ) অভিস্রবন্তু (অভিগচ্ছন্তু।) (এতেন ফলমুক্তম্‌)।

তদেবং শ্রীমদ্ভাগবতং সর্ব্বশাস্ত্র চক্রবর্ত্তিপদ মাপ্তমিতি স্থিতে (ভা ১২।১৩।১৩) "হেমসিংহ সমন্বিতম্." ইত্যত্র 'সুবর্ণসিংহাসনারূঢ়ম্." ইতি শ্রীধরটীকাকারৈর্যদ্ব্যাখ্যাতং তদেব যুক্তম্.।

অতঃ শ্রীভাগবতস্যৈবাভ্যাসাবশ্যকত্বং শ্রেষ্ঠত্বঞ্চ স্কান্দে নির্ণীতম্.॥

অতএব স্কান্দে—(বিষ্ণুখণ্ডে মার্গশীর্ষ মাস মাহাত্ম্যে ১৬।৪০, ৪২, ৪৪, ৩৩)—

"শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ।
ন যস্য তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ॥
কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্রঃ শ্বপচাধমঃ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

"ওঁ বয়ন্নাম প্রব্রবামা ঘৃতস্যাস্মিন্ যজ্ঞে ধারয়ামা নমোভিঃ।
উপ ব্রহ্ম শৃণু বচ্ছস্যমানং চতুঃশৃঙ্গোঽবমীদ্‌গৌর এতৎ।" (ঋগাদিবেদচতুষ্টয়ান্তর্গতঃ মন্ত্রঃ)।
(ঋক্ ৪।৫৮।২, যজুঃ ১৭।৯০, তৈ আ ১০।১০।২)

ওঁ বয়ন্নামেত্যাদি। চতুঃশৃঙ্গঃ (চত্বারঃ অঙ্গাদয়ঃ শৃঙ্গাঃ লক্ষণানি যস্য সঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ) গৌরঃ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ যথা) এতৎ ব্রহ্ম (নামরূপগুণলীলাময়ং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং শ্রীহরিনামাত্মকং বা) অবমীৎ (বান্তবান্, প্রকাশিতবান্, শ্রীচৈতন্যমুখোদ্‌গীর্ণাঃ তথা) বয়ং নমোভিঃ (নমস্কারৈঃ যুক্তাঃ সন্তঃ) অস্মিন্ (কলৌ) যজ্ঞে (সঙ্কীর্ত্তনাখ্যে) ঘৃতস্য (হবিঃস্বরূপস্য পরব্রহ্মণঃ তৎ) নাম ধারয়ামা (চিত্তে ধারয়ামঃ) প্রব্রবামা (প্রব্রবামঃ, সর্ব্বদা উচ্চারয়ামঃ চ। স অস্মাভিঃ শস্যমানং (কীর্ত্ত্যমানং তৎ) উপশৃণু বৎ (উপশৃণুয়াৎ)।

অতএব এই সকল বেদবাক্য যে সূত্রাকারে শ্রীভগবানের লীলাদিরই প্রকাশক, তাহা সহজেই অনুমেয় এবং ঐ লীলাদি পুরাণে বিস্তৃত থাকায় পুরাণকে বেদার্থের প্রকাশক বলা হইয়াছে। "ইতিহাস পুরাণাভ্যাং" ইত্যাদি শ্লোকেও উহাই উক্ত হইয়াছে। পুরাণসমূহমধ্যে সামরূপ অর্থাৎ বেদের মধ্যে সামবেদের ন্যায় এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরাণ।

এই নিমিত্ত স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"এই কলিকালে যাহার

যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র ! শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ ।
তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ ॥
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে ।
অষ্টাদশপুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥"৮২॥ ইতি

শতবিচ্ছেদসংযুতঃ—পঞ্চত্রিংশদধিকশতত্রয়াধ্যায়বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। স্পষ্টার্থমন্যৎ। তদেবং পরমার্থবিবিৎসুভিঃ শ্রীভাগবতমেব সাম্প্রতং বিচারণীয়মিতি স্থিতম্ ॥২২॥

বিদ্যাভূষণ

অত এবেতি বর্ণিতলক্ষণাদুৎকর্ষাদেব হেতোরিত্যর্থঃ। পুরাতনানাম্ ঋষীণামাধুনিকানাঞ্চ বিদ্বত্তমানামুপাদেয়মিদং শ্রীভাগবত মিত্যাহ যস্ত্বেবেতি।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত নাই তাহার অপরাপর শত সহস্র গ্রন্থের সংগ্রহই বৃথা। এই কালে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত নাই, তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য করা যায় না। এরূপ ব্যক্তি বিপ্র হইলেও চণ্ডালাধম।" হে নারদ। কলিকালে যে যে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, সেই সেই স্থানে দেবগণের সহিত ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া আবির্ভূত হন। হে মুনে ! যে ব্যক্তি নিত্য প্রযত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশ পুরাণের ফল লাভ করিয়া থাকেন।" এখানে শতবিচ্ছেদসংযুক্ত বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীমদ্ভাগবত তিন শত পঁয়ত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত। অতএব পরমার্থ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত বিচারই যে কর্ত্তব্য, তাহা স্থিরীকৃত হইল ॥২২॥

অতএব বহুশাস্ত্র বিদ্যমান থাকিলেও পূর্ব্ব লক্ষণানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের উৎকর্ষই প্রতিপাদিত আছে। পুনশ্চ উক্ত গ্রন্থের প্রথমস্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—"অধুনা কলিকালে নষ্টদৃশ অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞানহীন ও বিবেকশূন্য জীবসকলের নিমিত্ত এই পুরাণ-সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতকে সূর্য্যরূপে বলায় তদ্ব্যতিরিক্ত অপর কাহারও যে সম্যক্ বস্তু প্রকাশ-সামর্থ্য নাই, ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং এই শ্রীমদ্ভাগবত যে

শ্রীভাগবত সকলেরই আদরণীয়

অতএব সৎস্বপি নানাশাস্ত্রেষ্বেতদেবোক্তম্‌ "কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ" ইতি। অর্কতারূপকেণ তদ্বিনা নান্যেষাং সম্যগ্বস্তুপ্রকাশকত্বমিতি প্রতিপাদ্যতে। যস্যৈব শ্রীমদ্ভাগবতস্য ভাষ্য-ভূতং শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শাস্ত্রপ্রস্তাবে গণিতং তন্ত্রভাগবতাভিধং তন্ত্রম্‌।

বিদ্যাভূষণ

বিরাজন্তে সম্প্রতি প্রচরন্তীত্যর্থঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রকৃতাঞ্চোপাদেয়মেতদিত্যাহ,—যদেব চ হেমাদ্রীত্যাদি। তৎপ্রতিপাদিতো ধর্ম্মঃ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনলক্ষণঃ।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পুরাতন ঋষিদিগের ও আধুনিক বিদ্বত্তমদিগের আদরের বস্তু, তাহাও প্রকাশ করা হইতেছে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শাস্ত্রপ্রস্তাবে 'তন্ত্রভাগবত' নামক তন্ত্রকে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। হনুমদ্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য, সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎকামধেনু তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া ও শুকহৃদয় প্রভৃতি বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং মুক্তাফল, হরিলীলা, ভক্তিরত্নাবল্যাদি বিবিধ নিবন্ধসকল, তত্তন্মতপ্রসিদ্ধ মহানুভাবগণের দ্বারা বিরচিত হইয়া এখনও প্রচলিত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রীমদ্ভাগবত হেমাদ্রিকৃত গ্রন্থের দানখণ্ডে পুরাণদানপ্রস্তাবে, মৎস্যপুরাণীয় শ্রীভাগবত লক্ষণানুসারে প্রশংসিত হইয়াছেন। এবং হেমাদ্রি-গ্রন্থের পরিশেষখণ্ডের কালনির্ণয়প্রকরণে কলিযুগধর্মনির্ণয় স্থলেও "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যাঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, শ্রীমদ্ভাগবতপ্রতিপাদিত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-লক্ষণ ধর্ম্মই কলিকালের জন্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

তথাপি যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, এবম্প্রকার শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীশঙ্করাচার্য্য গ্রহণ করিলেন না কেন? তদুত্তরে যুক্তি দেখা যায় যে, শ্রীশঙ্করের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য, কৈবল্য অতিক্রম করত ভক্তিসুখ-প্রকাশাদি চিহ্ন দ্বারা শ্রীমদ্‌ভাগবতকে নিজমতেরও উপরে বিরাজমান জানিয়া, বেদান্তের অপৌরুষের ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে বিধিভঙ্গভয়েই গ্রহণ করেন নাই, তিনি ভগবানের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন, এবং ভগবদাজ্ঞাক্রমেই ভগবত্তত্ত্ব গোপন করত

শঙ্করাচার্য্যের শ্রীমদ্ভাগবত অগ্রহণের তাৎপর্য্য

যস্য সাক্ষাৎ শ্রীহনুমদ্ভাষ্য-বাসনাভাষ্য-সম্বন্ধোক্তি-বিদ্বৎ কামধেনু-তত্ত্বদীপিকা-ভাবার্থদীপিকা-পরমহংসপ্রিয়া-শুকহৃদয়াদয়ো ব্যাখ্যা গ্রন্থাস্তথা মুক্তাফল-হরিলীলা-ভক্তিরত্নাবল্যাদয়ো নিবন্ধাশ্চ এব তত্তন্মতপ্রসিদ্ধমহানুভাবকৃতা বিরাজন্তে। যদেব চ হেমাদ্রি-গ্রন্থস্য দানখণ্ডে পুরাণদানপ্রস্তাবে মৎস্যপুরাণীয়-তল্লক্ষণধৃত্যা -প্রশস্তম্। হেমাদ্রিপরিশেষখণ্ডস্য কালনির্ণয়ে চ কলিযুগ-ধর্ম্ম-নির্ণয়ে, "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা" ইত্যাদিকং যদ্বাক্যত্বেনোত্থাপ্য

বিদ্যাভূষণ

নন্থ চেদীদৃশং শ্রীভাগবতং, তর্হি শঙ্করাচার্য্যঃ কুতস্তন্ন ব্যাচষ্টেতি চেৎ তত্রাহ,—অথ যদেব কৈবল্যমিত্যাদি। অয়ংভাবঃ— প্রলয়াধিকারী খলু হরের্ভক্তোঽহমুপনিষদাদি— ব্যাখ্যায় তৎসিদ্ধান্তং বিলাপ্য তস্যাজ্ঞাং পালিতবানেবাস্মি। অথ তদতিপ্রিয়ে শ্রীভাগবতেঽপি চালিতে স প্রভুর্ময়ি কুপ্যেদতো ন তচ্চাল্যম্;

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

মায়াবাদ-অবলম্বনে উপনিষদাদির ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ স্থাপনকরিয়া তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীং প্রতীশ্বর বাক্যং—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ॥
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে।
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্॥"

কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় শ্রীমদ্ভাগবতকে চালিত করিলে পাছে শ্রীভগবান্ কুপিত হন, এই নিমিত্ত উহা চালিত না করিয়া বরং উহার গ্রহণ ব্যতিরেকে নিজ-জ্ঞান ও সুখসম্পদ্-লাভ হয় না দেখিয়া, কেবল শ্রীমদ্ভাগবত-মাত্রে বর্ণিত বিশ্বরূপ-দর্শন, ব্রজেশ্বরী-বিস্ময়, এবং ব্রজকুমারীদিগের বসনচৌর্য্যাদি লীলা স্বরচিত শ্রীগোবিন্দাষ্টকাদি গ্রন্থে বর্ণন-দ্বারা তিনি যে তটস্থ হইয়া, নিজ-বাক্যের সাফল্য-বিধান-মানসে ঐ শ্রীমদ্ভাগবতকে নীরবে স্পর্শ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত গোবিন্দাষ্টক স্তোত্র—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিত্যমনাকাশং পরমাকাশং
গোষ্ঠপ্রাঙ্গণরিঙ্গণলোলমনায়াসং পরমায়াসম্।

তৎপ্রতিপাদিতধর্ম এব কলাবঙ্গীকৃতঃ। সংবৎসর প্রদীপে চ তৎ কর্ত্রা 'শতশোঽথ সহস্রেশঃ" ইত্যাদিকং প্রাগ্‌দর্শিতং স্কান্দ-বচনজাতমুত্থাপ্য সর্বকলিদোষতঃ পাবিত্র্যায় কতিচিৎ শ্রীমদ্ভাগবত-বচনানি লেখ্যানীতি লিখিতানি।

অথ যদেব কৈবল্যমপ্যতিক্রম্য ভক্তিসুখব্যাহারাদিলিঙ্গেন নিজমতস্যা-প্যুপরি বিরাজমানার্থং মত্বা যদপৌরুষেয়ং বেদান্তব্যাখ্যানং ভয়াদ-চালয়তৈব শঙ্করাবতারতয়া প্রসিদ্ধেন বক্ষ্যমাণস্বগোপনাদিহেতুকভগব-দাজ্ঞাপ্রবর্ত্তিতাদ্বয়বাদেনাপি তন্মাত্রবর্ণিতবিশ্বরূপদর্শনকৃতব্রজেশ্বরীবিস্ময় শ্রীব্রজকুমারীবসনচৌর্য্যাদকিং গোবিন্দাষ্টকাদৌ বর্ণয়তা তটস্থীভূয় নিজবচঃসাফল্যায় স্পৃষ্টমিতি ॥২৩॥

বিদ্যাভূষণ

এবং সতি মে সারজ্ঞতা সুখসম্পচ্চ ন স্যাদতঃ কথঞ্চিৎ তৎ স্পর্শনীয়মিতি তন্মা-ত্রোক্তং বিশ্বরূপদর্শনাদি স্বকাব্যে নিববন্ধেতি তেন চাদৃতং তদিতি সর্ব্বমান্যং শ্রীভাগবতমিতি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

মায়াকল্পিতনানাকারমনাকারং ভুবনাকারং
ক্ষমানাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥১॥
মৃৎস্নামৎসীহেতি যশোদাতাড়নশৈশবসন্ত্রাসং
ব্যাদিতবক্ত্রালোকিতলোকালোকচতুর্দ্দশলোকালিম্।
লোকত্রয়পুরমূলস্তম্ভং লোকালোকমনালোকং
লোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥২॥
স্নানব্যাকুলযোষিদ্‌বস্ত্রমুপাদায়াগমুপারূঢ়ং
ব্যাদিতবন্তীর্থং দিগ্‌ বস্ত্রং বস্ত্রাদাতুমুপাকর্ষন্তম্।
নিধূতদ্বয়শোকবিমোহং বুদ্ধং বুদ্ধেরন্তঃস্থং
সত্তামাত্রশরীরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥৬॥

"গোবিন্দাষ্টকাদি গ্রন্থে"—আদি শব্দ হইতে মহাভারতীয় সহস্র নামের ভাষ্য বোধিত হইতেছে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত যে সকলেরই মাননীয়, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই ॥২৩॥

যদেব কিল দৃষ্ট্বা শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণৈর্বৈষ্ণবান্তরাণাং তচ্ছিষ্যান্তরপুণ্যারণ্যাদি রীতিকব্যাখ্যাপ্রবেশশঙ্কয়া তত্র তাৎপর্য্যান্তরং লিখদ্ভির্বত্মোপদেশঃ কৃত ইতি চ সাত্বতা বর্ণয়ন্তি।
তস্মাদ্‌যুক্তমুক্তং তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে—

তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরম্।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥"

দ্বাদশে ঃ—

"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥

বিদ্যাভূষণ

শ্রীমধ্বমুনেস্তু পরমোপাস্যং শ্রীভাগবতমিত্যাহ, যদেব কিলেতি। শঙ্করেণ নৈতদ্বিচালিতং কিন্ত্বাদৃতমেবেতি। বিভাব্যেত্যর্থঃ। কিন্তু তচ্ছিষ্যৈঃ পুণ্যারণ্যাদিভিরেতদন্যথা ব্যাখ্যাতং, তেন বৈষ্ণবানাং নির্গুণচিন্মাত্রপরমিদমিতি ভ্রান্তিঃ স্যাদিতি শঙ্কয়া হেতুনা তদ্‌ভ্রান্তিচ্ছেদায় তত্র তাৎপর্য্যান্তরং ভগবৎপরতারূপং ততোঽন্যং তাৎপর্যং লিখদ্ভিস্তস্য ব্যাখ্যানুবর্ত্মোপদিষ্টং বৈষ্ণবান্ প্রতীতি।

মধ্বাচার্য্যচরণৈরিত্যত্যাদরসূচকবহুত্বনির্দ্দেশং স্বপূর্ব্বাচার্য্যাত্বাদিতি বোধ্যম্। বায়ুদেবঃ খলু মধ্বমুনিঃ সর্ব্বজ্ঞোঽতিবিক্রমী যো দিগ্বীজয়িনং চতুর্দ্দশবিদ্যং চতু-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

শঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে হস্তক্ষেপ করিলেন না, পরন্তু প্রকারান্তরে উহার সমাদর করিলেন। কিন্তু এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, শঙ্করাচার্য্যের অন্যান্য শিষ্য পুণ্যারণ্য প্রভৃতির কৃত ব্যাখ্যানের রীতি দেখিয়া, অন্যান্য বৈষ্ণবেরা যদি শ্রীমদ্ভাগবতকে নির্গুণ চিন্মাত্রপর বলিয়া মনে করেন, তজ্জন্য শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণ ভগবৎপরতারূপ তাৎপর্য্যান্তরের প্রকাশ

তথা প্রথমে ঃ—

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃত দ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"

অতএব তত্রৈব ঃ—

"যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্।"

ইতি॥২৪॥

বিদ্যাভূষণ

দ্দশভিঃ ক্ষণৈর্নির্জ্জিত্যাসনানি তস্য চতুর্দ্দশ জগ্রাহ, স চ তচ্ছিষ্যঃ পদ্মনাভাভিধানো বভূবেতি—প্রসিদ্ধম্। তস্মাদিতি প্রোক্তগুণকত্বাদ্ধেতোরিতার্থঃ। আলয়মিতি মোক্ষমভিব্যাপ্যেত্যর্থঃ। য ইতি। অন্ধং তমোঽবিদ্যাম্। অতিতিতীর্ষতাং সংসারিণাং করুণয়া য পুরাণগুহ্যং শ্রীভাগবতমাহেত্যন্বয়ঃ। স্বানুভাবমসাধারণ প্রভাবমিত্যর্থঃ॥২৪॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

করিয়া পথ প্রদর্শন করিলেন, এই কথা সাত্বতেরা বলিয়া থাকেন। অতএব শ্রীমৎ-শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিশেষ আদরণীয়।

ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ইহা যথার্থই উক্ত হইয়াছেঃ—সকল বেদ ও ইতিহাস হইতে সমুদ্ধৃত, উহাদের সারভূত এই শ্রীমদ্ভাগবত আত্মজ্ঞানীদিগের প্রধান নিজতনয় শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।" দ্বাদশ স্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে—"এই মদ্ভাগবতকে সকল বেদান্তের সার বলিয়া জানিবে। যিনি ইহার রসামৃতে তৃপ্ত হয়েন, তাঁহার আর কুত্রাপি রতি হয় না" প্রথম স্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে - "সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদায়ক বেদরূপ কল্পবৃক্ষের

যতঃ — "তত্রোপজগ্মুর্ভুবনং পুনানা মহানুভাবা মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ।
প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ॥
অত্রির্বশিষ্ঠশ্চ্যবনঃ শরদ্বানরিষ্টনেমির্ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ।
পরাশরো গাধিসুতোঽথ রাম উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদেধ্মবাহৌ॥
মেধাতিথির্দেবল আর্ষ্টিষেণো ভরদ্বাজো গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ।
মৈত্রেয় ঔর্ব্বঃ কবষঃ কুম্ভযোনির্দ্বৈপায়নো ভগবান্ নারদশ্চ॥
অন্যে চ দেবর্ষিব্রহ্মর্ষিবর্য্যা রাজর্ষিবর্য্যা অরুণাদয়শ্চ।
নানার্ষেয়প্রবরাংস্তান্ সমেতানভ্যর্চ্চ্য রাজা শিরসা ববন্দে॥
সুখোপবিষ্টেষ্বথ তেষু ভূয়ঃ কৃতপ্রণামঃ স্বচিকীর্ষিতং যৎ।
বিজ্ঞাপয়ামাস বিবিক্তচেতা উপস্থিতোঽগ্রে নিগৃহীতপাণিঃ॥"

বিদ্যাভূষণ

মুনীনাং গুরুমিত্যুক্তং, তৎ কথমিত্যত্রাহ, যত ইতি। যত ইত্যস্য ইত্যুক্তমিতি পরেণ সম্বন্ধঃ। ঔর্ব্ব ইতি। বিপ্রবংশং বিনাশয়দ্ভ্যো দুষ্টেভ্যঃ ক্ষত্রিয়েভ্যো ভয়াদ্ গর্ভাদাকৃষ্যোরৌ তন্মাত্রা স্থাপিতস্ততো জাতঃ ক্ষত্রিয়াংস্তান্ স্বেন তেজসা ভস্মীচকার ইতি ভারতে কথাস্তি। নিগৃহীতপাণিঃ যোজিতাঞ্জলিপুটঃ।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

ফলস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত, শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অখণ্ডরূপে অবনীমণ্ডলে পতিত হইয়াছে, অতএব হে রসবিশেষ-ভাবনাচতুর রসজ্ঞগণ! অমৃতদ্রব-সংযুক্ত এই রসময় ফল মোক্ষ পর্য্যন্ত নিয়ত পান করিতে থাকুন।" উহারই অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—"যিনি সংসারাখ্য-গাঢ়তর-তম-উত্তরণাভিলাষী সংসারী সকলের প্রতি করুণা করিয়া, অসাধারণ-প্রভাব-সম্পন্ন আত্মতত্ত্ব-প্রকাশে দীপ-তুল্য সমস্ত পুরাণ ও নিখিল বেদের সারভূত এই অদ্বিতীয় মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেন, আমি সেই মুনিগণ-গুরু ব্যাসনন্দন শুকদেবকে আশ্রয় করি" ॥২৪॥

শুকদেবকে মুনিগণের গুরু বলিবার হেতু আছে। যখন রাজা পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করেন, তখন

ইত্যাদ্যনন্তরং ঃ—

"ততশ্চ বঃ পৃচ্ছ্যমিদং বিপৃচ্ছে বিশ্রভ্য বিপ্রা ইতিকৃত্যতায়াম্‌।
সর্ব্বাত্মনা ম্রিয়মাণৈশ্চ কৃত্যং শুদ্ধঞ্চ তত্রামৃশতাভিযুক্তাঃ ॥"

ইতি পৃচ্ছতি রাজ্ঞি —

"তত্রাভবদ্‌-ভগবান্‌ ব্যাসপুত্রো যদৃচ্ছয়া গামটমানোঽনপেক্ষঃ।
অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজলাভতুষ্টো বৃতশ্চ বালৈরবধূতবেশঃ ॥"

ততশ্চ ;—"প্রত্যুত্থিতা মুনয়ঃ স্বাসনেভ্যঃ" ইত্যাগ্তন্তে,—

" স সংবৃতস্তত্র মহান্‌ মহীয়সাং ব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিসুরর্ষিবর্য্যৈঃ।
ব্যরোচতালং ভগবান্‌ যথেন্দুগ্র্হর্ক্ষতারানিকরৈঃ পরীতঃ ॥"

ইত্যুক্তম্‌ ॥২৫॥

বিদ্যাভূষণ

এবং কর্ত্তব্যস্য ভাবঃ ইতিকর্ত্তব্যতা তস্যাং বিষয়ে সর্ব্বাবস্থায়াং পুংসঃ কিং কৃত্যং, তত্রাপি ম্রিয়মাণৈশ্চ কিং কৃত্যং, তচ্চ শুদ্ধং হিংসাশূন্যং তত্রামৃশত যূয়ম্‌। গাং পৃথিবীম্‌ অনপেক্ষো নিঃস্পৃহঃ। নিজস্য শুদ্ধিপূর্ত্তিকর্ত্তুঃ স্বস্বামিনঃ কৃষ্ণস্য লাভেন তুষ্টঃ। তত্র সভায়াম্‌॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

তাঁহার ঐ সভায়, ভুবনপবিত্রকারী মহানুভব মুনি সকল শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন,—যাঁহারা প্রায়ই তীর্থপর্য্যটন-চ্ছলে স্বয়ংই তীর্থ সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন। অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, ইধ্‌মবাহ, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষ, অগস্ত্য, বেদব্যাস, ভগবান্‌ নারদ ও অন্যান্য বহু দেবর্ষি-শ্রেষ্ঠেরা, এবং অরুণাদি রাজর্ষিরাও ঐ সভায় আসিয়া সমাগত হইলেন। রাজা পরীক্ষিৎ সেই নানা শ্রেণীর প্রধান প্রধান ঋষিগণকে সমাগত হইতে দেখিয়া, তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিয়া অবনত মস্তকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর ঐ ঋষি সকল সুখে সমাসীন হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে পুনর্বার প্রণাম করত বিশুদ্ধান্তঃকরণে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান

অত্র যদ্যপি তত্র শ্রীব্যাসনারদৌ তস্যাপি গুরুপরমগুরূ, তথাপি পুনস্তন্মুখনিঃসৃতং শ্রীভাগবতং তয়োরপ্যশ্রুতচরমিব জাতমিত্যেবং শ্রীশুকস্তাবপ্যুপদিদেশ দেশ্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। যদুক্তম্—"শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্" ইতি।

বিদ্যাভূষণ

বক্তব্যং যোজয়ত্যত্র যদ্যপীত্যাদিনা। তস্মাদেবমিতি। তদ্বক্তুঃ শ্রীশুকস্য সর্ব্বগুরুত্বেনাপীত্যর্থঃ। আপেক্ষিকমিতি। এতদন্যপুরাণাপেক্ষয়েত্যর্থঃ। অথ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

হইয়া, স্বীয় সঙ্কল্পিত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া, পরে বলিলেনঃ—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! আমি বিশ্বস্ত হইয়া আমার এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টী আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মানবের প্রকৃত কর্ত্তব্য-বিষয় শ্রবণ করা যায়, কিন্তু ঐ সকল ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে সকল অবস্থাতে বিশেষতঃ মরণসময়ে কোন্‌টী বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য, তাহাই বিচার পূর্ব্বক একবাক্যে আদেশ করুন। রাজা প্রশ্ন করিলে ঋষিরা পরস্পরে বিশুদ্ধ কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে প্রত্যুত্তর প্রদানের পূর্ব্বেই, অলক্ষলিঙ্গ অর্থাৎ যিনি আশ্রমাদি-চিহ্নবিহীন, শ্রীকৃষ্ণনামে সন্তুষ্টচিত্ত

শুকাভিগমন।

(নিজলাভতুষ্টঃ—নিজস্য শুদ্ধিপূর্ত্তিকর্ত্তুঃ স্বস্বামিনঃ কৃষ্ণস্য লাভেন তুষ্টঃ। অর্থাৎ শুকদেব জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিলেও উহার সম্পূর্ণ পূরণ হয় নাই। কিন্তু ভক্তিসুখ প্রদানে ঐ শুদ্ধির পূরণকর্ত্তা নিজ স্বামী শ্রীকৃষ্ণের লাভে, পরিতুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন।) অবধূতবেশধারী ব্যাসনন্দন ভগবান্ শুকদেব নিরপেক্ষভাবে যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে, অজ্ঞ বালকগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনিগণ তাঁহাকে দেখিয়াই নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অতঃপর সভামধ্যে মহীয়ান্ সকলেরও মহান্ সেই ভগবান্ শুকদেব, ঐ সমস্ত ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি দ্বারা পরিবৃত হইয়া গ্রহ-নক্ষত্র-তারকানিকরে পরিশোভিত শরৎকালের শশধরের সদৃশ সমধিক শোভাধারণ করিলেন।" এখানে উক্ত বিষয় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে॥ ২৫॥

তস্মাদেবমপি শ্রীভাগবতস্যৈব সর্ব্বাধিক্যম্। মাৎস্যাদীনাং যৎ পুরাণাধিক্যং শ্রূয়তে, তৎ ত্বাপেক্ষিকমিতি। অহো কিং বহুনা, শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিনিধিরূপমেবেদম্। যত উক্তং প্রথমস্কন্ধে ঃ—

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ" ইতি। অতএব

সর্ব্বগুণযুক্তত্বমস্যৈব দৃষ্টম্—
"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্রেত্যাদিনা;"
"বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ প্রভুর্মিত্রং প্রিয়েব চ।
বোধয়ন্তীতি হি প্রাহুস্ত্রিবৃদ্ভাগবতং পুনঃ॥"

বিদ্যাভূষণ

পরমোৎকর্ষমাহ, অহো কিমিতি। অত এবেতি কৃষ্ণপ্রতিনিধিত্বাৎ কৃষ্ণবৎ সর্ব্বগুণযুক্তত্বমিত্যর্থঃ। প্রিয়েব কান্তেব। ত্রিবৃৎ বেদাদিত্রয়গুণযুক্তমিত্যর্থঃ। অতএবেতি পরমার্থাবেদকত্বাদ্ বেদান্তস্যেব ভাগবতস্য পরমশ্রুতিরূপত্ব-মিত্যর্থঃ। যত্র সংবাদে। সাত্বতী বৈষ্ণবীত্যর্থঃ। অথেতি। ইদং ভগবতা

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এস্থলে যদিও ব্যাস ও নারদ শুকদেবের গুরু ও পরমগুরু, তথাপি পুনর্ব্বার তন্মুখনিঃসৃত শ্রীভাগবত তাঁহাদিগেরও অশ্রুতের ন্যায় হইয়াছিল, অর্থাৎ অননুভূত আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। এই নিমিত্তই শ্রীশুকদেব তাঁহাদিগকেও উপদেশ্য বিষয়ে উপদেশ করিয়াছিলেন। ভাগবত-বক্তা শুকদেব সকলেরই উপদেষ্টা। তজ্জন্য বেদব্যাস স্বয়ংই বলিয়াছেন "শুকমুখ-বিগলিত এই শ্রীমদ্‌ভাগবত অমৃত-দ্রব-সংযুক্ত।" এখানে অমৃত শব্দে শ্রীভগবানের লীলারস জানিতে হইবে, কারণ দ্বাদশস্কন্ধের "হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্' এই শ্লোকে অমৃতপদে—শ্রীভগবানের লীলা, এবং 'সৎসুরং" পদের সৎপদে—আত্মারামমুনি, উক্ত হইয়াছে। উক্ত অমৃতদ্রব, অর্থাৎ লীলারস-সার বা শ্রীভগবৎপ্রীতিময় রসই শ্রীভাগবতের এবং এই গ্রন্থের প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই নিমিত্তই

ইতি মুক্তাফলে হেমাদ্রিকারবচনেন চ। তস্মান্মন্যন্তাং বা কেচিৎ পুরাণান্তরেষু বেদস্য সাপেক্ষত্বং, শ্রীভাগবতে তু তথা সম্ভাবনা স্বয়মেব নিরস্তেত্যপি স্বয়মেব লব্ধম্। অতএব পরম-শ্রুতিরূপত্বং তস্য। যথোক্তম্ঃ—

"কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষের্মুনিনা সহ।
সংবাদঃ সমভূৎ তাত যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ"॥

ইতি।

বিদ্যাভূষণ

পূর্বমিত্যাদিদ্বাদশোক্তব্রহ্মনারায়ণসংবাদরূপমষ্টাদশসু মধ্যে প্রকটিতং, ব্যাস নারদসংবাদরূপং তত্রৈব প্রবেশিতং, তদুভয়স্য লক্ষণসঙ্ক্ষ্যে তু মাৎস্যাদাবুক্তে ইতি বোধ্যমিত্যর্থঃ। এবমেব ভারতোপক্রমেঽপি দৃষ্টম্। আদাব্যাখ্যানৈর্বিনা

অনুবাদ ও ব্যাখ্য

শ্রীভাগবতকে "সকল বেদান্তের সার" বলা হইয়াছে। এবং সেই কারণেই "তদ্রসামৃততৃপ্তস্য" ইত্যাদি শ্লোকে যিনি শ্রীভগবৎ-প্রেমামৃতে একবার তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অন্যত্র রতি নাই, এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব সকল প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতেরই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা দেখা যাইতেছে। পুরাণমধ্যে মৎস্যাদি পুরাণের যে আধিক্য শ্রবণ করা যায়, তাহা আপেক্ষিক মাত্র। অহো! অধিক আর কি বলা হইবে, এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতিনিধি-স্বরূপ। প্রথমস্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে—"ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে উপগত হইলে, অধুনা এই কলিযুগে কলি-মল-বিনষ্ট-দৃষ্টি জীবগণের সম্বন্ধে এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরাণ-সূর্য্য উদিত হইয়াছেন।" অতএব ইনি যে সর্ব্বগুণযুক্ত তাহা সিদ্ধ হইতেছে। উহার সম্বন্ধে আরও উক্ত হইয়াছে "ইহাতে নির্ম্মৎসর সাধুপুরুষ-দিগের ফলকামনাশূন্য অকৈতব পরম-ধর্ম্মের" উপদেশ থাকায় এবং শাস্ত্রের ধর্ম্মোপদেপ দিবার রীতি সাধারণতঃ ত্রিবিধ হওয়ায় অর্থাৎ "বেদ, পুরাণ ও

ভাগবতের শ্রীভগবৎস্বরূপতা।

অথ যৎ খলু সর্ব্বং পুরাণজাতমাবির্ভাব্যেত্যাদিকং পূর্ব্বমুক্তং তৎ তু প্রথমস্কন্ধগতশ্রীব্যাসনারদসংবাদেনৈব প্রমেয়ম্ ॥২৬॥

বিদ্যাভূষণ

চতুর্ব্বিংশতিসহস্রং ভারতং, ততস্তৈঃ সহিতং পঞ্চাশৎসহস্রং, ততস্তৈস্ততোঽপ্যধিকমিতোঽপ্যধিকমিতি, তদ্বৎ ॥২৬॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

কাব্যাদি শাস্ত্র ইহারা যথাক্রমে প্রভু, মিত্র ও প্রিয়ার ন্যায় কর্ত্তব্যার্থের বোধ করাইয়া থাকেন, কিন্তু এই শ্রীমদ্‌ভাগবত উক্ত তিন প্রকারেই অর্থ বোধ করাইয়া হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইত্যাদি মুক্তাফল টীকায় হেমাদ্রিকারের বচন দ্বারাও শ্রীমদ্‌ভাগবতেরই সর্ব্বগুণযুক্তত্ব দৃষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্যপি কেহ কেহ পুরাণান্তরের বেদ-সাপেক্ষতা মনে করুন, শ্রুতিরূপতাদি কারণে কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতে সে সম্ভাবনা নাই, কারণ ইনি ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। স্বয়ংই প্রথমস্কন্ধোক্তঃ—"হে তাত! কি প্রকারেই বা এতাদৃশ শুকদেবের সহিত পাণ্ডুকুলসম্ভূত রাজর্ষি পরীক্ষিতের সংবাদ হইল, যাহা হইতে এই সাত্বতী শ্রুতি অর্থাৎ ভাগবত সংহিতার প্রচার হইয়াছে।" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা উক্ত সম্ভাবনার নিরাস পূর্ব্বক, পরম-শ্রুতিরূপতাকে লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত পরম শ্রুতিরূপে গণ্য।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বেদব্যাস সকল পুরাণাদির আবির্ভাব করিবার পর, এই ভাগবতকে প্রচার করেন। ইহা প্রথমস্কন্ধান্তর্গত ব্যাস-নারদ-সংবাদেই প্রমাণীকৃত হইতেছে। অর্থাৎ, দ্বাদশস্কন্ধের অন্তর্গত-ব্রহ্ম-নারায়ণ-সংবাদ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে প্রকটিত হয়, ব্যাসনারদ-সংবাদও উহার মধ্যেই প্রবেশ করে, এবং তদুভয়ের সংখ্যা ও লক্ষণই মৎস্যাদি পুরাণে উক্ত হইয়াছে। তৎপরে বর্ত্তমান এই শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাই এখানের সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে ॥২৬॥

—::—

তদেবং পরমনিঃশ্রেয়সনিশ্চয়ায় শ্রীভাগবতমেব পৌর্ব্বাপর্য্যাবিরোধেন বিচার্য্যতে। তত্রাস্মিন্ সন্দর্ভষট্কাত্মকে গ্রন্থে সূত্রস্থানীয়মবতারিকাবাক্যং, বিষয়বাক্যং শ্রীভাগবতবাক্যম্। ভাষ্যরূপা তদ্ব্যাখ্যা তু সম্প্রতি মধ্যদেশাদৌ ব্যাপ্তানদ্বৈতবাদিনো নূনং

তদেবমিতি। নন্থ বেদ এবাস্মাকং প্রমাণমিতি প্রতিজ্ঞায় পুরাণমেব তং স্বীকরোতীতি কিমিদং কৌতুকমিতি চেন্মৈবং ভ্রমিতব্যম্, "এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্যেত্যাদি" শ্রুত্যৈব পুরাণস্য বেদত্বাভিধানাৎ। বেদেষু বেদান্তস্যেব, পুরাণেষু শ্রীভাগবতস্য শ্রৈষ্ঠ্যনির্ণয়াচ্চ তদেব প্রমাণমিতি কিমসঙ্গতমুক্তমিতি। অথ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যরীত্যা সন্দর্ভস্যাস্য প্রবৃত্তিরিত্যাহ তত্রাস্মিন্নিতি। বিচারার্হবাক্যং বিষয়বাক্যম্। ভাষ্যরূপা তদ্ব্যাখ্যেতি। অয়মর্থঃ—শ্রীধরস্বামিনো

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অতএব এক্ষণে পরম নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরম মঙ্গল লাভনিশ্চয়ে, পূর্ব্বাপরের অবিরোধে এই শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার করা হইতেছে। কিন্তু পূর্বে একমাত্র বেদকেই প্রমাণ স্বীকার করিয়া, এক্ষণে পুনশ্চ পুরাণকে পুরাণরূপে স্বীকার করিতে দেখিয়া, অতিকৌতুকাবহ ব্যাপার বলিয়া কেহ যেন ভ্রান্ত না হয়েন, যেহেতু পূর্ব্বেই "এবং বা" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পুরাণেরও বেদত্ব অববোধিত হইয়াছে। বেদমধ্যে বেদান্তের ন্যায় পুরাণমধ্যে ভাগবতেরই শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চয় হওয়ায় পরম নিঃশ্রেয়-সাধনে ইহাই যে প্রমাণ, তাহাতে কোন প্রকার অসঙ্গতি নাই। এই ষট্সন্দর্ভ নামক গ্রন্থে "যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা" ইত্যাদি অবতারিকা-বাক্য সূত্রস্থানীয়। শ্রীমদ্ভাগবতবাক্য ইহার বিচারার্হ বিষয়-বাক্য, এবং পরম-ভাগবত শ্রীধরস্বামিচরণ-কৃত উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তানুগত ব্যাখ্যাই ইহার ভাষ্যরূপে গৃহীত হইবে। শ্রীধরস্বামী স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন, এবং তাঁহার টীকাতে তিনি শ্রীভগবানের বিগ্রহ, গুণ, ঐশ্বর্য্য, ধাম এবং পার্ষদগণেরও নিত্যত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এমন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য মুক্তির পরেও যখন ভক্তির অনুবৃত্তি দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার টীকায় মুক্ত ব্যক্তিকেও পুনশ্চ যখন ভক্তি

ভগবন্মহিমানমবগাহয়িতুং তদ্বাদেন কর্বুরিতলিপীনাং পরমবৈষ্ণবানাং শ্রীধরস্বামিচরণানাং শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুগতা চেৎ তর্হি যথাবদেব বিলিখ্যতে, ক্বচিৎ তেষামেবান্যত্র দৃষ্ট ব্যাখ্যানুসারেণ। দ্রবিড়াদিদেশ-বিখ্যাতপরমভাগবতানাং তেষামেব বাহুল্যেন তত্র শ্রীবৈষ্ণবত্বেন প্রসিদ্ধ-ত্বাৎ, শ্রীভাগবতে এব,—"ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ"

বিদ্যাভূষণ

বৈষ্ণবা এব, তট্টিকাসু ভগবদ্বিগ্রহ-গুণ-বিভূতি-ধাম্নাং তৎপার্ষদ-তনূনাঞ্চ নিত্যত্বোক্তেঃ, ভগবদ্ভক্তেঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টমোক্ষানুবৃত্ত্যোরুক্তেশ্চ। তথাপি ক্বচিৎ কচিন্মায়াবাদোল্লেখস্তদ্বাদিনো ভগবদ্ভক্তৌ প্রবেশয়িতুং বড়িশামিষার্পণন্যায়ে-নৈবেতি বিদিতমিতি। শুদ্ধবৈষ্ণবেতি। যথা সাঙ্খ্যাদিশাস্ত্রাণামবিরুদ্ধাংশঃ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

আচরণ করিতে দেখা যাইতেছে, তখন যে উহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃপ্রমাণ, তাহাতে আর বক্তব্য কি? তথাপি যে স্থানে স্থানে মায়াবাদের উল্লেখ আছে, উহা কেবল মধ্যদেশব্যাপ্ত সেই অদ্বৈতমতাবলম্বীদিগকে, ভগবদ্ভক্ত মধ্যে অন্তর্ভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ বড়িশামিষার্পণ ন্যায় অবলম্বনে উঁহা-দিগকে যদি ভুলাইয়া কোন প্রকারে একবার শ্রীভগবানের লীলাদি শ্রবণ করাইয়া তদীয় মহিমায় অবগাহন করাইতে পারা যায়, তাহা হইলে ঐ ভগবন্মহিমা স্বতই উহাদিগকে ভক্তিপথে আকর্ষণ করিবে, এই অভিপ্রায়েই তিনি ঐরূপ স্থানে ২ অদ্বৈতবাদের মিশ্রণে তদীয় লিপি বিচিত্রিত করিয়াছেন। অতএব যেমন সাঙ্খ্যাদি শাস্ত্রের বিরুদ্ধাংশের পরিত্যাগে কেবল অবিরুদ্ধাংশের গ্রহণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও বিরুদ্ধাংশের পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুগত ভগবদ্ভক্তিতত্ত্বের প্রকাশক অংশের গ্রহণ করিয়া যথাযথ লিখিত হইবে, কোথাও বা অন্যথাও লিখিত হইবে। অর্থাৎ দ্রবিড়াদি দেশ বৈষ্ণবতাবিষয়ে প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবত স্বয়ংই বলিয়াছেন, "হে মহারাজ! স্থানবিশেষে বৈষ্ণবগণ বাস করিলেও দ্রবিড় দেশে বাহুল্যরূপে তাঁহারা বাস করেন।" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যাঁহাদিগের বৈষ্ণবত্বের মাহাত্ম্য

ইত্যনেন প্রথিতমহিম্নাং সাক্ষাৎ শ্রীপ্রভৃতিভ্যঃ প্রবৃত্তসম্প্রদায়ানাং শ্রীবৈষ্ণবাভিধানাং শ্রীরামানুজভগবৎপাদবিরচিতশ্রীভাষ্যাদিদৃষ্টমতপ্রামাণ্যেন মূলগ্রন্থস্বারস্যেন চ অন্যথা চ। অদ্বৈতব্যাখ্যানন্তু প্রসিদ্ধত্বান্নাতিবিতায়তে ॥ ২৭ ॥

অত্র চ স্বদর্শিতার্থবিশেষপ্রামাণ্যায়ৈব, ন তু শ্রীমদ্ভাগবতবাক্যপ্রামাণ্যায়, প্রমাণানি শ্রুতিপুরাণাদিবচনানি যথাদৃষ্টমেবোদাহরণীয়ানি ; ক্বচিৎ স্বয়মদৃষ্টাকরাণি চ তত্ত্ববাদগুরূণামনাধুনিকানাং প্রচুর-

বিদ্যাভূষণ

সর্ব্বৈঃ স্বীকৃতস্তদ্বদিদং বোধ্যম্। ক্বচিৎ স্থলান্তরীয়স্বামিব্যাখ্যানুসারেণ শ্রীভাষ্যাদিদৃষ্টমত-প্রামাণ্যেন মূলশ্রীভাগবতগ্রন্থস্বারস্যেন চান্যথা চ ভাষ্যরূপা তদ্ব্যাখ্যা ময়া লিখ্যতে ইতি মৎকপোলকল্পনং কিঞ্চিদপি নাস্তীতি প্রমাণোপেতাত্র টীকেত্যর্থঃ। নন্বু পূর্ব্বপক্ষজ্ঞানায়াদ্বৈতঞ্চ ব্যাখ্যেয়মিতি তত্রাহ, অদ্বৈতেতি ॥ ২৭ ॥

অত্রেতি। ইহ গ্রন্থে যানি শ্রুতি পুরাণাদিবচনানি ময়া ধ্রিয়ন্তে, তানি স্বদর্শিতার্থবিশেষপ্রামাণ্যায়ৈব ; ন তু শ্রীভাগবতবাক্যপ্রামাণ্যায়, তস্য স্বতঃ প্রমাণত্বাৎ। তানি চ যথাদৃষ্টমেবোদাহরণীয়ানি মূলগ্রন্থান্ বিলো-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

প্রখ্যাপিত হইয়াছে, সেই সকল পরমভাগবত প্রথিতমহিমা সাক্ষাৎ শ্রীপ্রভৃতি হইতে প্রবৃত্ত সম্প্রদায়, শ্রীসম্প্রদায়, শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। শ্রীরামানুজ-ভগবৎপাদ-বিরচিত শ্রীভাষ্যাদিগ্রন্থ-দৃষ্ট মতের প্রামাণ্যানুসারে, এবং কোথাও বা মূল শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের স্বারস্যে এই সন্দর্ভ-নামক ব্যাখ্যা লিখিত হইতেছে। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তার স্বকপোলকল্পিত কোন বিষয় লিখিত হয় নাই, এবং এই গ্রন্থের পূর্বপক্ষরূপ অদ্বৈত-ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বলিয়া উহা অধিক বিস্তার না করিয়া স্থলবিশেষে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইবে মাত্র ॥ ২৭ ॥

এই ষট্সন্দর্ভাখ্য গ্রন্থে শ্রুতি ও পুরাণাদি হইতে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইবে, সেগুলি শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যের প্রামাণ্যের জন্য নহে, উহা মৎপ্রদর্শিত অর্থবিশেষের প্রামাণ্যের নিমিত্ত, যেহেতু ভাগবতবাক্য স্বতঃ

প্রচারিতবৈষ্ণবমতবিশেষাণাং দক্ষিণাদিদেশবিখ্যাতশিষ্যোপশিষ্যীভূত-বিজয়ধ্বজব্যাসতীর্থাদিবেদবেদার্থবিদ্বদ্বরাণাং শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণানাং ভাগবততাৎপর্য্য-ভারততাৎপর্য্য-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেভ্যঃ সংগৃহীতানি। তৈশ্চৈব-মুক্তং ভারততাৎপর্য্যে ঃ—

"শাস্ত্রান্তরাণি সংজানন্ বেদান্তস্য প্রসাদতঃ।
দেশে দেশে তথা গ্রন্থান্ দৃষ্ট্বা চৈব পৃথগ্ বিধান্॥

বিদ্যাভূষণ

ক্যোথাপিতানীত্যর্থঃ। কানিচিদ্বাক্যানি তু মদদৃষ্টাকরাণ্যস্মদাচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি-দৃষ্টাকরাণ্যেব ক্বচিন্ময়া ধ্রিয়ন্তে ইত্যাহ, ক্বচিদিতি। মদ্ব্যাখ্যানে ক্বচিদর্থ-বিশেষে, প্রামাণ্যায় শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণানাং ভাগবততাৎপর্য্যাদিভ্যো গ্রন্থেভ্যঃ সংগৃহীতানি শ্রুতিপুরাণাদিবচনানি ধ্রিয়ন্তে ইত্যনুষঙ্গঃ। অত্রাস্য গ্রন্থকর্ত্তুঃ সত্যবাদিত্বং ধ্বনিতম্। কৌমারব্রহ্মচর্য্যবান্ নৈষ্ঠিকো যঃ সত্যতপোনিধিঃ স্বপ্নেঽপ্যনৃতং নোচে চেতি প্রসিদ্ধম্। তেষাং কীদৃশানামিত্যাহ তত্ত্বেতি। সর্ব্বং বস্তু সত্যমিতি বাদস্তত্ত্ববাদস্তদুপদেষ্টৄণামিত্যর্থঃ। অনাধুনিকানাং শঙ্কর-সমসময়ানাম্। কেনচিৎ শাঙ্করেণ সহ বিবাদে মধ্বস্য মতং ব্যাসঃ স্বীচক্রে, শাঙ্করস্য তত্যাজেত্যৈতিহ্যমস্তি। প্রচারিতেতি— ভক্তানাং বিপ্রাণামেব মোক্ষঃ,

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

প্রমাণ, উহার প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই। উক্ত প্রমাণের কতকগুলি আকর গ্রন্থ হইতে যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছে সেইরূপই উদ্ধৃত হইয়াছে, উদ্ধৃত প্রমাণাদি। এবং কতকগুলি মূল গ্রন্থ না দেখিয়া আচার্য্য তত্ত্ববাদ-গুরু বিশেষতঃ বৈষ্ণবমতবিশেষের প্রচারক দক্ষিণাদি-দেশবিখ্যাত বেদ-বেদার্থ-বিদ্বদ্বর, ব্যাসতীর্থ প্রভৃতির পরম গুরু, বিজয়-ধ্বজাদির গুরু, বহু প্রাচীন অর্থাৎ শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যচরণ-প্রণীত ভাগবততাৎপর্য্য, ভারততাৎপর্য্য ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যচরণ তদীয় ভাগবততাৎপর্য্যে বলিয়াছেন, "নানাশাস্ত্রের পরিজ্ঞানে ও বেদান্তের প্রসাদে বিভিন্ন গ্রন্থ সকল অবলোকন করিয়া, সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান্ বেদব্যাস স্বরচিত ভারতাদিতে

যথা স ভগবান্ ব্যাসঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
জগাদ ভারতাদ্যেষু তথা বক্ষ্যে তদীক্ষয়া॥" ইতি।

তত্র তদুক্ত্তাশ্রুতিশ্চতুর্বেদশিখাদ্যা ; পুরাণঞ্চ গারুড়াদীনাং সম্প্রতি সর্ব্বত্রাপ্রচরদ্রূপমংশাদিকম্ ; সংহিতা চ মহাসংহিতাদিকা ; তন্ত্রঞ্চ তন্ত্রভাগবতাদিকং ব্রহ্মতর্কাদিকমিতি॥ ২৮॥

ইতি প্রমাণ প্রকরণম্॥

বিদ্যাভূষণ।

দেবা ভক্তেষু মুখ্যাঃ, বিরিঞ্চস্যৈব সাযুজ্যং, লক্ষ্ম্যা জীবকোটিত্বমিত্যেবং মতবিশেষঃ। দক্ষিণাদিদেশেতি। তেন গৌড়েঽপি মাধবেন্দ্রাদয়স্তদুপশিষ্যাঃ কতিচিদ্বভূবুরিত্যর্থঃ। শাস্ত্রান্তরাণীতি তেন স্বস্য দৃষ্টসর্ব্বাকরতা ব্যজ্যতে দিগ্বিজয়িত্বঞ্চেত্যুপোদ্‌ঘাতো ব্যাখ্যাতঃ॥ ২৮॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

যেরূপ বলিয়াছেন, আমিও তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে সেইরূপ বলিতেছি।" শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ তদীয় ভারততাৎপর্য্যে, চতুর্ব্বেদশিখাদি-শ্রুতি গরুড়াদি পুরাণের সম্প্রতি সর্ব্বত্র অপ্রচলিত অংশাদি, মহাসংহিতা প্রভৃতি সংহিতা, তন্ত্রভাগবতাদি তন্ত্র ও ব্রহ্মতর্কাদি বহুগ্রন্থ হইতে প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা মূলগ্রন্থ না দেখিয়াও তাহা হইতেই প্রমাণ বচন উদ্ধার করিতেছি॥২৮॥

ইতি প্রমাণ প্রকরণম্

—০—

সারসংগ্রহঃ

শ্রীতত্ত্ব-সন্দর্ভে আলোচ্য শ্রীমদ্ভাগবতের মূল পঞ্চবিংশতি শ্লোক

মঙ্গলাচরণ—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১ (১১।৫।৩২)

বেদ প্রমাণ—

পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্য-সাধনয়োরপি ॥ শ্রীমানউদ্ধব (১১।২০।৪)

পঞ্চম বেদ—

ইতিহাস-পুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।
সর্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্বদর্শনঃ ॥ ব্রহ্মা—(৩।১২।৩৯)

সাত্ত্বিকপুরাণ—

"সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্"—(১।২।২৪)

শ্রীমদ্ভাগবতম্—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ—তেনে ব্রহ্মা হৃদা—(১।১।১)
"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমঃ।" (১।১।২)

শ্রীমদ্ভাগবত-স্বরূপম্—

গায়ত্রীভাষ্যম্—

"সত্যং পরং ধীমহি"—উপক্রম ঃ—(১।১।১)
"কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়ম্—তচ্ছুদ্ধম্—
"সত্যং পরং ধীমহি"—উপসংহারঃ"—(১২।১৩।১৯)

সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রোক্তং—

কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়ম্—(১২।১৩।১৯)
পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে—(৩।৪।১৩)
কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদ-সংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥ (১১।১৪।৩)

সর্বশাস্ত্র-প্রমাণ-চক্রবর্ত্তি-চূড়ামণি—

হেমসিংহ সমন্বিতম্—(১২।১৩।১৩)

কলৌ নষ্ট-দৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।

শ্রীকৃষ্ণপরিবর্তিতঃ—(১৩।৪৩)

তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরম্।

সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥—(১৩।৪১)

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবত মিষ্যতে।

তদ্রসামৃত-তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥—(১২।১৩।১৫)

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং

শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং

মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ (১।১।৩)

শ্রীশুকদেবমহিমা—

যঃ স্বানুভাবমখিল-শ্রুতিসারমেকম্

অধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।

সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণ-গুহ্যং

তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্॥—(১।২।৩)

তত্রাভবদ্ভগবান্ ব্যাসপুত্রো,

যদৃচ্ছয়া গামটমানোঽনপেক্ষঃ।

অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজলাভতুষ্টো

বৃতশ্চ বালৈরবধূত বেশঃ॥—(১।১৯।২৫)

প্রত্যুত্থিতাস্তে মুনয়ঃ স্বাসনেভ্যঃ—(১।১৯।২৮)

স সংবৃতস্তত্র মহান্মহীয়সাং,

ব্রহ্মর্ষি-রাজর্ষি-সুরর্ষি-সঙ্ঘৈঃ।

ব্যরোচতালং ভগবান্ যথেন্দুঃ

গ্রহর্ক্ষতারানিকরৈঃ পরীতঃ॥—(১।১৯।৩০)

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রতিনিধিঃ শ্রীমদ্ভাগবতম্—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥—(১।৩।৪৩)

কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষেমুনিনা সহ।
সংবাদঃ সমভূৎ তাত যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ॥— (১।৪।৭)

ইতি প্রমাণ-প্রকরণম্

অথ প্রমেয় প্রকরণম্

শ্রীমদ্ভাগবত তাৎপর্যম্—

১) বক্তার হৃদয়-নিষ্ঠা—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো—
ঽপ্যজিত-রুচিরলীলা কৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥—(১২।১২।৬৯)

২) গ্রন্থ প্রতিপাদ্যতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবক্তার সমাধি বর্ণনম্—

ভক্তি-যোগেন মনসি সম্যক্প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥—(১।৭।৪-৮)

যথা সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥—(১।৭।৫)
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্॥৬
যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহ-ভয়াপহা॥ ৭
স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিম্॥ ৮
স বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্বত্রাপেক্ষকো মুনিঃ।
কস্য বা বৃহতীমেতামাত্মারামঃ সমভ্যসৎ॥ ৯

ইতি শৌনক প্রশ্নানন্তরম্।

শ্রীশ্রীতত্ত্বসন্দর্ভঃ

অথ প্রমেয় প্রকরণম্

অথ নমস্কুর্ব্বন্নেব তথাভূতস্য শ্রীমদ্ভাগবতস্য তাৎপর্য্যং তদ্বক্তু-র্হৃদয়নিষ্ঠাপর্য্যালোচনয়া সংক্ষেপতস্তাবন্নির্দ্ধারয়তি—

"স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো,
হ্যপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং,
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥" ১॥

সর্বসংবাদিনী

অথ (মূলে) প্রমেয়-প্রকরণারম্ভে 'অথ নমস্কুর্বন্নেব' ইতি সূত্র-স্থানীয়-স্যাভাসবাক্যস্য বিষয়-স্থানীয়-শ্রীভাগবতবাক্য-সমাপ্তাবঙ্কবিন্যাসস্তদ্বাক্য-সঙ্গতি-গণনা-পরঃ। স চ শ্রীক্রমসন্দর্ভানুকূলো ভবিষ্যতি, তত্র তত্র ব্যাখ্যা-সমাপ্তৌ ত্বঙ্ক বিন্যাস — বিশেষস্যায়মর্থঃ। ["স্বসুখনিভৃত-" ইতি পদ্যস্য বক্তা] দ্বাদশ-স্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে শ্রীসূতঃ।

বিদ্যাভূষণ।

অথ 'যস্য ব্রহ্মে'তি পদ্যোক্তং সম্বন্ধি-কৃষ্ণতত্ত্বং, তদ্ভক্তিলক্ষণমভিধেয়ং, তৎপ্রেম-লক্ষণং পুমর্থঞ্চ নিরূপয়তা পদ্যেন তাবদ্গ্রন্থং প্রবর্ত্তয়ন্ গ্রন্থকৃদবতারয়তি। অথেতি মঙ্গলার্থং। যস্মিন্ শাস্ত্রবক্তু হৃর্দয়নিষ্ঠা প্রতীয়তে, তদেব শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যবস্তু,

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অত্র শ্রীগুরু-সদ্ভক্ত-ভগবৎস্মরণং শুভম্।
গ্রন্থারম্ভে তু কর্তব্যং মঙ্গলং শিষ্টসন্মতম্॥

এক্ষণে পূজ্যপাদ গ্রন্থকর্ত্তা (শ্রীজীব গোস্বামী) এই ষট্‌সন্দর্ভাখ্য গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা শ্রীশুকদেবকে নমস্কার করিয়াই, পূর্ব্বোক্ত পুরাণ চক্রবর্ত্তীলক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতেরও তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতেছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বে "যস্য ব্রহ্মেতি" শ্লোকে তিনি এই গ্রন্থের সম্বন্ধ, অভিধেয়. ও প্রয়োজনে

টীকা চ শ্রীধরস্বামিবিরচিতা—

"শ্রীগুরুং নমস্করোতি—স্বসুখেনৈব নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য সঃ। তেনৈব ব্যুদস্তোঽন্যস্মিন্ ভাবো যস্য তথাভূতোঽপ্যজিতস্য রুচিরাভির্লীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখগতং ধৈর্য্যং যস্য সঃ। তত্ত্বদীপং পরমার্থপ্রকাশকং শ্রীভাগবতং যো ব্যতনুত, তং নতোঽস্মি"

বিদ্যাভূষণ

নত্বন্যদিত্যর্থঃ স্বেতি। তদীয়ম্ অজিতনিরূপকং পুরাণমিত্যর্থঃ। টীকা চেতি, স্বসুখেনেতি। স্বমসাধারণং জীবানন্দাদুৎকৃষ্টং, গুড়াদিব মধু. যদনভিব্যক্তসংস্থানগুণবিভূতিলীলমানন্দরূপং স্বপ্রকাশং ব্রহ্মশব্দব্যপদেশ্যং বস্তু, তেনেত্যর্থঃ রুচিরাভিরিতি।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

যে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও তদীয় পরমপ্রেমলক্ষণ প্রয়োজনতত্ত্বের নির্ণয় করিয়াছেন। উহাই যে শ্রীমদ্ভাগবতেরও সম্বন্ধ, অভিধেয়, ও প্রয়োজন, উহা বক্তার হৃদয়নিষ্ঠার পর্য্যালোচনায় অভিব্যক্ত হইতেছে, কারণ যাহাতে বক্তার হৃদয়ের নিষ্ঠা দেখা যায়, বক্তা শাস্ত্রে সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়া থাকেন, হৃদয় নিষ্ঠার প্রতিকূল-তত্ত্ব বলিতে পারেন না। এই নিমিত্ত শুকদেবের হৃদয়নিষ্ঠার পর্য্যালোচনা দ্বারা সংক্ষেপে গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বস্তু-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

সন্দর্ভ ও ভাগবতের প্রয়োজনাদি-সাম্যতা

সর্বসংবাদিনীর অনুবাদ—অনন্তর মূলে প্রমেয় প্রকরণের আরম্ভে "অথ নমস্কুর্বন্নেব" ইতি সূত্র স্থানীয় আভাষবাক্যের বিষয়স্থানীয় শ্রীভাগবতবাক্যের সমাপ্তিতে যে অঙ্ক বিন্নাস করা হইয়াছে তাহা বাক্য সঙ্গতি গণনার জন্য, তাহাও শ্রীক্রমসন্দর্ভের অনুকূলে হইবে. সেই সেই স্থলে ব্যাখ্যার সমাপ্তিতে অঙ্ক বিন্যাসের বিশেষ অর্থ এইরূপ—'স্বসুখনিভৃত' এই পদ্যের বক্তা দ্বাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীসূত।

"জীবানন্দ হইতে উৎকৃষ্টতর ব্রহ্মানন্দের অনুভবে যাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ এবং উহা হইতে যাঁহার হৃদয়ের অন্য বিষয়ক ভাবসকল নষ্ট হইয়াছে,

(ভা ১২।১২।৬৯) ইত্যেষা। এবমেব দ্বিতীয়ে তদ্‌বাক্যমেব, "প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্নি"ত্যাদিপদ্যত্রয়মনুসন্ধেয়ম্ (২।১।৭-৯)। অত্রাখিল-বৃজিনং তাদৃশভাবস্য প্রতিকূলমুদাসীনঞ্চ জ্ঞেয়ম্। তদেবমিহ সম্বন্ধিতত্ত্বং ব্রহ্মানন্দাদপি প্রকৃষ্টো রুচিরলীলাবিশিষ্টঃ শ্রীমানজিত

বিদ্যাভূষণ

পারমৈশ্বর্য্যসমবেতমাধুর্য্যসংভিন্নত্বান্মনোজ্ঞাভিরানন্দৈক রূপাভিঃ পানকরসন্যায়েন স্ফুরদজিত তৎপরিকরাদিভির্লীলাভিরিত্যর্থঃ। অত্রাখিলেতি। প্রতিকূলং প্রত্যাখ্যায়কং। উদাসীনং ত্যাজকমিত্যর্থঃ। (অঙ্কযুগ্মং স্কন্ধাধ্যায়য়োর্জ্ঞাপকম্)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এবম্প্রকার ব্রহ্মানন্দানুভবী হইলেও, শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীলায়, যাঁহার তাদৃশ স্বসুখগত ধৈর্য্য আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং যিনি কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীভগবানের লীলারসপূরিত এই শ্রীভাগবত পুরাণকে বিস্তার করিয়াছেন। সেই অখিল পাপনাশকারী ব্যাসনন্দন শুকদেবকে নমস্কার করি।" এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকার তাৎপর্য্য—গ্রন্থকার শ্রীগুরুকে নমস্কার করিতে তাহার তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন, যথা স্বসুখের দ্বারা অর্থাৎ জীবানন্দ হইতে উৎকৃষ্টতর যে আনন্দ, যাহাতে সংস্থান, গুণ, ঐশ্বর্য্য ও লীলার অভিব্যক্তি হয় না, এমন স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম নামে অভিহিত যে আনন্দ, উহাদ্বারা যাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ এবং সেই আনন্দ কর্ত্তৃক যাঁহার হৃদয়ের অন্য তাবৎ ভাব বিদূরিত হইয়াছে, এবম্ভূত হইলেও অজিতের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাসমূহের দ্বারা যাঁহার তাদৃশ স্বসুখগত ধৈর্য্যও আকৃষ্ট হইয়াছে, তত্ত্বদীপ অর্থাৎ পরমার্থপ্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত যিনি বিস্তার করিয়াছেন, সেই ব্যাসনন্দনকে নমস্কার করিতেছি। এখানে মধুর কৃষ্ণ-লীলাকৃষ্টচিত্ত বলায়, ভগবানের লীলা যে ব্রহ্মানন্দকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিজ রসানুভবে সামর্থ্য প্রদান করে, এবং এই লীলানুভব যে কেবল সমাধি-ভঞ্জক-প্রত্যূহ মাত্র নহে, তিনি যে লীলারসে মাধুর্য্যের আধিক্য আস্বাদ করিয়া তাহাতেই নিষ্ঠাবান্, উহাও ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। এবং দ্বিতীয় স্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে:—

এব। স চ পূর্ণত্বেন মুখ্যতয়া শ্রীকৃষ্ণসংজ্ঞ এবেতি শ্রীবাদরায়ণ-সমাধৌ ব্যক্তীভবিষ্যতি। তথা প্রয়োজনাখ্যঃ পুরুষার্থশ্চ তাদৃশ-তদ্দাসক্তিজনকং তৎপ্রেমসুখমেব। ততোঽভিধেয়মপি তাদৃশতৎ-প্রেমজনকং তল্লীলাশ্রবণাদিলক্ষণং তদ্ভজনমেবেত্যায়াতম্। অত্র ব্যাসসূনুমিতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তানুসারেণ শ্রীকৃষ্ণবরাজ্জন্মত এব মায়য়া তস্যাস্পৃষ্টত্বং সূচিতম্। শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকম্ ॥ ২৯ ॥

বিদ্যাভূষণ

শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকং প্রতি নির্দ্ধারয়তীত্যবতারিকাবাক্যেন সম্বন্ধঃ। এবমুত্তরত্র সর্ব্বত্র বোধ্যম্ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

"হে রাজন্ বিধিনিষেধাতীত ও নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত মুনিগণও প্রায়ই শ্রীহরিগুণানুকীর্ত্তনে আনন্দানুভব করিয়া থাকেন।" ইত্যাদি ভাবসূচক শ্লোক অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

বক্তার হৃদয়নিষ্ঠার দ্বারা গ্রন্থের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নিরূপণ।

এখানে অখিলবৃজিন এই পদদ্বারা তাদৃশ ভগবদ্‌ভাবের প্রতিকূল ও উদাসীন অর্থাৎ ত্যাজক ভাব—ইহাই বুঝিতে হইবে।

এই প্রকারে এখানে শ্রীমদ্ভাগবতের যিনি সম্বন্ধিতত্ত্ব, তিনি যে ব্রহ্মানন্দ হইতেও উৎকৃষ্ট, এবং পরমৈশ্বর্য্যসমবেত-মাধুর্য্য-লীলাবিশিষ্ট শ্রীমান্ অজিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই লক্ষ্য। এই অজিত শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিতে হইবে। ইহা পূর্ণত্ব গুণযোগে মুখ্যবৃত্তি দ্বারা বাদরায়ণ সমাধিতে ব্যক্ত হইবে।

অতএব তাদৃশ ভগবদাসক্তি-জনক ঐ ভগবৎপ্রেম-সুখই প্রয়োজনাখ্য পঞ্চম পুরুষার্থ। তাদৃশ ভগবৎপ্রেমের জনক তদীয় লীলাশ্রবণাদিলক্ষণ ভগবদ্ভজনই যে অভিধেয় তাহাও আসিতেছে। এবং এখানে "বেদব্যাস-নন্দন" এই শব্দের উল্লেখ থাকায়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে শ্রীকৃষ্ণ বরে ব্যাস-নন্দন শুকদেবের জন্ম, এবং জন্মকাল হইতেই তাঁহার মায়া দ্বারা অস্পৃষ্টতাও সূচিত হইয়াছে। সূত মহাশয় শৌনকাদি ঋষিগণকে এই কথা বলিয়াছিলেন, অতএব পূর্ব্বোক্ত অবতারিকাবাক্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ জানিতে হইবে ॥২৯॥

তাদৃশমেব তাৎপর্য্যং করিষ্যমাণতদ্‌গ্রন্থপ্রতিপাদ্যতত্ত্ব নির্ণয়কৃতে তৎপ্রবক্তৃ-শ্রীবাদরায়ণকৃতে সমাধাবপি সংক্ষেপত এব নির্দ্ধারয়তি —ভাঃ (১।৭।৪-১১)

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্‌প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্‌॥

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্‌।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥

সর্বসংবাদিনী

ভক্তিযোগেন ইত্যাদি শৌনকং প্রতীদং নির্দ্ধারয়তীতি চূর্ণিকাবাক্যস্যান্বয়াৎ। এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ম্‌।

বিদ্যাভূষণ

গ্রন্থবক্তুঃ শুকস্য যত্র নিষ্ঠাবধারিতা তত্রৈব গ্রন্থকর্ত্তুর্ব্যাসস্যাপি নিষ্ঠামবধারয়িতুমবতারয়তি, তাদৃশমেবেতি।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

সেইরূপ ভক্তিযোগেন ইত্যাদি পদ্য শৌনকের প্রতি সূতদেব নির্ধারণ করিতেছেন—চুর্ণিকা বাক্যের সহিত এইরূপ অন্বয় হইবে। পরপর বাক্যগুলিও এইরূপ জানিবেন।

পূর্বে শ্রীমদ্ভাবতবক্তা শুকদেবের হৃদয়নিষ্ঠার আলোচনায় শ্রীভাগবত ও এই ষট্‌সন্দর্ভাখ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য তত্ত্বনির্ণয় করা হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য তত্ত্ব-নির্ণয়-নিমিত্ত-গ্রন্থ-প্রকাশয়িতা শ্রীবেদব্যাসের সমাধির আলোচনা করিতেছেন, তাঁহার সমাধিতে যে সেই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান্‌ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীব্যাসদেব শ্রীভগবত্তত্ত্ব ও তদানুসঙ্গিক অপর যে সকল তত্ত্ব অবলোকন করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহাই নির্ণয় করিতেছেন। কারণ সমস্ত পুরাণাদি প্রকাশ করিয়াও যখন বেদব্যাস ক্ষুণ্ণ মনে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে কর্ত্তব্যবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া গমন করিলে, তিনি ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিম তটে

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্ ॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-পূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥
স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিম্ ॥”

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

শম্যাপ্রাস নামক আশ্রমে সমাধি করিয়া প্রথমতঃ যে তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ঐ তত্ত্বের অভিপ্রায়ানুসারেই এই দ্বাদশস্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত প্রকটিত হইয়াছে, এই জন্য সর্ব্বাগ্রে সমাধির আলোচনা করিতেছি।

“শ্রীভগবৎপ্রেমে মন নির্ম্মল ভাবে সমাহিত হইলে তিনি সেই সমাহিতচিত্তে পূর্ণ-পুরুষ অর্থাৎ স্বরূপশক্তিসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অপকৃষ্টাশ্রয়া যে মায়া, তাহাকে দেখিয়াছিলেন। জীব স্বয়ং গুণত্রয়ের অতীত চিৎস্বরূপ হইয়াও যে মায়াকর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জড় বলিয়া মনে করিতেছে, এবং সেই মনন জন্য সংসারব্যসন প্রাপ্ত হইতেছে। প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়জ্ঞান যাঁহার নিকট হইতে অধঃকৃত হইয়াছে, এমন সেই ভগবানের সাক্ষাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণ সাধনভক্তি সংসারব্যসনাদি নিখিল অনর্থকে নির্মূল করিয়া দেয়। এই সকল স্বয়ং অবলোকন করিয়া অজ্ঞানাভিভূত অখিল লোকের মঙ্গলকামনায়, তিনি এই সাত্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বেদব্যাসের সমাধি

যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে জীবের প্রেম-লক্ষণ-ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে, এবং তাহা হইতে নিখিল শোক, মোহ ও ভয় বিদূরিত হইয়া যায়।

মহর্ষি বেদব্যাস ভাগবত সংহিতা প্রথমে সংক্ষেপে রচনা করিলেন, পুনশ্চ দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে আনুপূর্ব্বিক সংশোধন সহকারে বিস্তারিত করিয়া, নিবৃত্তি-মার্গ-নিরত মননশীল আত্মজ শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।”

তত্র—"স বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্ব্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ।
কস্য বা মহতীমেতামাত্মারামঃ সমভ্যসৎ ॥"

ইতি শ্রীশৌনকপ্রশ্নানন্তরঞ্চ,

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥" ইতি। ২॥

বিদ্যাভূষণ

নিবৃত্তিনিরতং ব্রহ্মানন্দাদন্যস্মিন্ স্পৃহাবিরহিতম্। কস্যেতি সংহিতাভ্যাসস্য কিং ফলমিতার্থঃ। অধ্যগাৎ অধীতবান্।

"মুনিপ্রবর শুকদেব সর্ব্বত্রই উপেক্ষাকারী, তিনি নিবৃত্তিনিষ্ঠ (অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ হইতে অন্যত্র নিস্পৃহ) ও আত্মারাম (অর্থাৎ আত্মায় রমণশীল) হইয়াও, কি কারণে এই বৃহৎসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত সম্যক্ অভ্যাস করিয়াছিলেন?"

শৌনক মহাশয়ের এই প্রশ্নোত্তরে সূত মহাশয় বলিলেন,—যাঁহাদিগের অহঙ্কার-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, বিধিনিষেধাতীত সেই সকল আত্মারাম মুনিগণও বিপুলবিক্রম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধানবিরহিত ভক্তি করিয়া থাকেন। কেন না শ্রীহরির গুণই এই প্রকার, যে তিনি আত্মারাম মুনিগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

অতএব ভগবান ব্যাসনন্দন যখন পিতৃনিয়োজিত লোকমুখে হরিগুণানুকীর্ত্তন কিয়ৎ পরিমাণ শ্রবণ করিলেন, তখন ব্রহ্মানন্দানুভবও তাঁহার নিকট আক্ষেপের বিষয় হইয়াছিল, অর্থাৎ "ঈদৃশ ভগবদ্গুণমাধুর্য্য থাকিতে আমি এতকাল বৃথা যাপন করিলাম" ইত্যাকারে হরিগুণাকৃষ্ট-চিত্ত হইয়া তিনি অতিবিস্তীর্ণ হইলেও এই ভাগবত-সংহিতার অধ্যয়নে নিরত হইয়াছিলেন। অহো! শ্রীমদ্ভাগবতের কি আশ্চর্য্য মহিমা, দেখিতে দেখিতে

ভক্তিযোগেন প্রেম্ণা,

"অস্ত্বেবমঙ্গভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং"।

ইত্যত্র প্রসিদ্ধেঃ। প্রণিহিতে সমাহিতে "সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্" ইতি তং প্রতি শ্রীনারদোপদেশাৎ। পূর্ণপদস্য মুক্তপ্রগ্রহয়াবৃত্ত্যা,—

"ভগবানিতি শব্দোঽয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি।
বর্ত্ততে নিরুপাধিশ্চ বাসুদেবেঽখিলাত্মনি॥"

বিদ্যাভূষণ

মুক্তপ্রগ্রহয়েতি—যথাশ্বঃ প্রগ্রহে মুক্তে বলাবধি ধাবত্যেবং পূর্ণশব্দঃ প্রবৃত্তঃ পূর্ণত্বাবধি প্রবর্ত্তেতেতি বক্তং তদবধিশ্চ স্বয়ং ভগবত্যেবেতি তথোচ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ৩০॥

সেই শুকদেব ভগবজ্জনের, এবং ভগবদ্ভক্তগণও তাঁহার নিত্য অতীব প্রিয় হইয়াছিলেন।"

পূর্ব্বোক্ত 'ভক্তিযোগ' শব্দের 'ভক্তি'-পদে 'প্রেমভক্তি' এইপ্রকার অর্থ করিতে হইবে। অর্থাৎ "ভগবান্ তাঁহার ভজনকারী অপর ব্যক্তিকেও মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু কদাপি ভক্তি প্রদান করেন না।" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্বামিপাদ 'ভক্তি' শব্দের ("নতু কদাপি প্রেমভক্তিং") "প্রেম" অর্থ করিয়াছেন, তদ্রূপ এখানেও ঐ 'ভক্তি' বলিতে প্রেমই বুঝিতে হইবে। "সমাধির দ্বারা সেই উরুক্রম ভগবানের লীলা স্মরণপূর্ব্বক বর্ণনা কর",— তাঁহার প্রতি দেবর্ষি নারদের ইত্যাকার উপদেশ হইতে "প্রণিহিতে" শব্দের সমাধি অর্থই বোধিত হইতেছে এবং এখানে "পুরুষং পূর্ণং" শব্দে 'পূর্ণ' পদের মুক্ত-প্রগ্রহা বৃত্তি দ্বারা তিনি পূর্ণ পুরুষকে দেখিয়াছিলেন, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। শাব্দিকেরা শব্দের দুইটি বৃত্তি স্বীকার করেন, সঙ্কোচাত্মিকা ও মুক্ত-প্রগ্রহা। এখানে মুক্ত-প্রগ্রহা বৃত্তি স্বীকার করিয়া ব্যাখ্যা করা হইতেছে। অর্থাৎ যেমন অশ্বের বল্গা উন্মুক্ত করিলে অশ্ব নিজসামর্থ্যের শেষ-পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও পূর্ণ-শব্দ নিজসামর্থ্যের চরম—"পূর্ণমদঃ

ইতিপাদ্মোত্তরখণ্ডবচনাবষ্টম্ভেন, তথা—(ভা ২।৩।৯-১০)

"কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্।
অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

ইত্যস্য বাক্যদ্বয়স্য পূর্ব্ববাক্যে পুরুষং পরমাত্মানং প্রকৃত্যেকোপাধিন্, উত্তরবাক্যে "পুরুষং পূর্ণম্ নিরুপাধিং", ইতি টীকানুসারেণ চ পূর্ণঃ পুরুষোঽত্র স্বয়ং ভগবানেবোচ্যতে ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" এই শ্রুত্যুক্ত চরম পূর্ণ সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যাইয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং 'পুরুষ' শব্দেও ভগবান্‌কেই বলা হইয়াছে। 'ভগবান্" এই শব্দ এবং নিরুপাধি "পুরুষ" শব্দ, সেই অখিলাত্মা ভগবান্ বাসুদেবকেই বুঝাইয়া থাকে"—ইত্যাদি পাদ্মোত্তরখণ্ডবচন-বলে, ভগবানই প্রতিপাদিত হইতেছেন। আরো "ভোগাকাঙ্ক্ষী জন সোমদেবতার অর্চ্চনা করিবে, বৈরাগ্যকামী জন পরমপুরুষ ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, অথবা সর্ব্ববিধকামনাপরিশূন্য জন, সর্ব্বকামী জন, কিম্বা কেবলমাত্র মোক্ষকামী এমন যে উদারবুদ্ধি জন তিনি সুতীব্র ভক্তিযোগ সহকারে নিরুপাধি পূর্ণ-পুরুষ ভগবানের ভজনা করিবেন" —দ্বিতীয়স্কন্ধোক্ত এতদুভয় শ্লোকেও ক্রমান্বয়ে "পুরুষং পরং" শব্দের ব্যাখ্যায় স্বামিপাদ প্রথম বাক্যে "পুরুষং—পরমাত্মানং" অর্থাৎ পরমাত্মা, এবং দ্বিতীয় বাক্যে "পুরুষং—পূর্ণং পরং নিরুপাধিং" অর্থাৎ নিরুপাধি শ্রীভগবান, এই দ্বিবিধ অর্থ করিয়াছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ স্থলে একবার বলা হইয়াছে যে বৈরাগ্য-কাম-ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। পুনশ্চ উদারবুদ্ধি ব্যক্তি সুতীব্রভক্তি-সহকারে নিরুপাধি শ্রীভগবানের ভজনা করিবেন। স্বামিপাদ এখানে মূলের তাৎপর্য্য স্থির রাখিবার জন্যই নিরুপাধি স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তদ্রূপ এখানেও উক্ত টীকানুসারে পূর্ণ পদের মুক্তপ্রগ্রহা বৃত্তি দ্বারা পূর্ণপুরুষ শব্দে এক কথায় সেই স্বরূপ-শক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই বলা হইয়াছে॥৩০॥

পূর্ব্বমিতিপাঠে "পূর্ব্বমেবাহমিহাসমিতি তৎপুরুষস্য পুরুষত্বমিতি," শ্রৌতনির্ব্বচনবিশেষপুরস্কারেণ চ স এবোচ্যতে। তমপশ্যৎ শ্রীবেদব্যাস ইতি স্বরূপশক্তিমন্তমিত্যেতৎ স্বয়মেব লব্ধম্; পূর্ণং চন্দ্রমপশ্যাদিত্যুক্তে কান্তিমন্তমপশ্যাদিতি লভ্যতে। অতএব, (১।৭।২৩)

"ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্ত চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥" ইত্যুক্তম্।

বিদ্যাভূষণ

পাঠান্তরেণাপি স এবার্থঃ ইতি ব্যাখ্যাতুমাহ, পূর্ব্বমিতি। ঈশ্বরস্যৈব পূর্ব্ববর্ত্তিত্বাৎ পুরুষত্বমিত্যর্থঃ। স এবেতি স্বয়ং ভগবানেব। স্বরূপশক্তিমত্ত্বে প্রমাণমাহ, ত্বমিতি। শ্রুতিশ্চাত্রাস্তি –"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি"। এষৈব হ্লাদিনী সন্ধিনীত্যাদিনা স্মর্য্যতে।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পূর্ব্বোক্ত 'ভক্তিযোগেন মনসি' মূল শ্লোকের 'পূর্ণং' এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'পূর্ব্বং' এই পাঠান্তর থাকিলেও 'পূর্ণ পুরুষ' শব্দে যে স্বয়ং ভগবান্‌কে বুঝাইয়াছে, 'পূর্ব্ব পুরুষ' বলিলেও সেই স্বয়ং ভগবান্‌কেই বুঝাইতেছে।

শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার।

"পূর্ব্বে – সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমি ছিলাম" এই শ্রুতিবাক্যে 'আমি ছিলাম' এই কথা যিনি বলিতেছেন এবং ঐতরেয়োপনিষদে "আত্মা বা ইদমেকএবাগ্র আসীৎ" এই শ্রুতি একমাত্র যাঁহার অবস্থিতির কথা বলিতেছেন, তিনি সেই পূর্ব্ব পুরুষ। উক্ত শ্রুতির শঙ্কর ভাষ্যেও "অগ্র" শব্দে সৃষ্টির পূর্ব্বে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। "অগ্রে জগতঃ সৃষ্টেঃ প্রাগাসীৎ।" 'বেদব্যাস তাঁহাকে দেখিলেন' এই কথা বলায়, তাঁহাকে যে তদীয় স্বরূপ-শক্তির সহিত দেখিয়াছিলেন, তাহা সহজেই বোধিত হইতেছে। প্রথমতঃ বেদব্যাসের সমাধির পূর্ব্বোক্ত কারণানুসন্ধানে দেখা যায় মহর্ষি বেদাদি বিভাগ করিয়াও যখন ক্ষুন্ন মনে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে দেবর্ষি নারদ "জিজ্ঞাসিতমধিতঞ্চ ব্রহ্ম যত্তৎ সনাতনং" ইত্যাদি শ্লোকে উঁহাকে যে প্রশ্ন করেন তাহাতে তিনি যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে

অতএব "মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং" ইত্যনেন তস্মিন্নপ অপকৃষ্টে আশ্রয়ো যস্যা, নিলীয় স্থিতত্বাদিতি মায়ায়া ন তৎস্বরূপভূতত্ব-মিত্যপি লভ্যতে, বক্ষ্যতে চ ঃ—(২।৭।৪৭)

"মায়াপরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।" ইতি

স্বরূপ-শক্তিরিয়মত্রৈব বক্তীভবিষ্যতি, "অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগমধোক্ষজে" ইত্যনেন "আত্মারামাশ্চ" ইত্যনেন চ।

বিদ্যাভূষণ

ইত্যুক্তমিতি কণ্ঠতঃ পাঠিতমর্জ্জুনেনেত্যর্থঃ। মায়াতোঽন্যেয়ং বোধ্যেত্যাহ অত-এবেত্যাদিনা। মূলবাক্যেন স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরিয়ং বোধিতাস্তীত্যাহ, স্বরূপেত্যাদিনা। পট্টমহিষীব স্বরূপশক্তিঃ, বহির্দ্বারসেবিকের মায়াশক্তিরিত্য-ভয়োর্মহদন্তরং বোধ্যম্। ভগবদ্ভক্তের্ভগবদ্‌গুণানাঞ্চ স্বরূপ-শক্তিসারাংশত্বং

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

স্বামিপাদ উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন "যৎ সনাতনং পরং ব্রহ্ম তচ্চ ত্বয়া জিজ্ঞাসিতং বিচারিতং, অধীতং অধিগতং প্রাপ্তঞ্চেত্যর্থঃ, অথাপি শোচসি তং কিমর্থং" অতএব যে বস্তু অধিগত হইয়াছে তাহার জন্য আর সমাধির আবশ্যক কি? অতঃপর দেবর্ষি "উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্" এখানে শ্রীভগবানের লীলাদি সমাধিতে স্মরণ করিতে বলেন। উক্ত শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন 'ভক্তি-শূন্যানি জ্ঞানবাক্‌চাতুর্য্য-ময়ার্থকৌশলানি ব্যর্থান্যেব। অতঃ উরুক্রমস্য বিবিধং চেষ্টিতং লীলাং সমাধিনা চিত্তৈকাগ্রেণ অখিলস্য বন্ধস্য মুক্তয়ে ত্বং অনুস্মর স্মৃত্বা বর্ণয়েত্যর্থঃ" অর্থাৎ ভক্তিশূন্য জ্ঞানাদি বৃথা, অখিল বন্ধ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত তুমি উরুক্রম ভগবানের লীলা স্মরণ পূর্ব্বক বর্ণনকর, অতএব ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ শ্রীভগবানের দর্শন জন্যই সমাধি। সুতরাং তিনি পূর্ণ পুরুষকে দর্শন করিয়া-ছিলেন এ কথায় সেই স্বরূপ-ভূত শক্তি, গুণ, লীলা ও মাধুর্য্যাদি পরিপূর্ণ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার বুঝাইতেছেন। এক্ষণে তাঁহার স্বরূপশক্তি কি তাহা জানা আবশ্যক। শ্রুতি বলেন "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইহা হইতে প্রথমতঃ তাঁহার স্বরূপশক্তি—দ্বিতীয়তঃ ঐ

পূর্ব্বত্র হি ভক্তিযোগপ্রভাবঃ খল্বসৌ মায়াভিভাবকতয়া স্বরূপ-শক্তি-বৃত্তিস্তেনৈব গম্যতে, 'পরত্র'চ তে গুণা ব্রহ্মানন্দস্যাপ্যুপরি-চরতয়া স্বরূপশক্তেঃ পরমবৃত্তিতামেবার্হন্তীতি।

মায়াধিষ্ঠাতৃপুরুষস্তু তদংশত্বেন, ব্রহ্ম চ তদীয়নির্বিশেষাবির্ভাবত্বেন, তদন্তর্ভাববিবক্ষয়া পৃথক্ নোক্তে ইতি জ্ঞেয়ম্। অতোঽত্র পূর্ব্ববদেব সম্বন্ধিতত্ত্বং নির্দ্ধারিতম্॥ ৩১॥

বিদ্যাভূষণ।

সযুক্তিকমাহ, পূর্ব্বত্র হীত্যাদিনা। ব্রহ্মানন্দস্যেতি। অনভিব্যক্তসংস্থানাদি-বিশেষস্যেতি বোধ্যম্।

ননু পরমাত্মরূপস্তাদৃশব্রহ্মরূপশ্চাবির্ভাবঃ কুতো ব্যাসেন ন দৃষ্ট ইতি চেত্তত্রাহ, মায়াধিষ্ঠাত্রিতি॥ ৩১॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শক্তির বিভাগ পাওয়া যাইতেছে। এই সকল শক্তি যে তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, ইহা 'অহি-কুণ্ডলাধিকরণে' সূত্রকার স্বয়ংই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এবং অনুভবেও দেখা যায় যে 'তাঁহার শক্তি' এই কথা বলিলে শক্তি এবং শক্তিমানের ভিন্ন প্রতীতি হইয়া থাকে, এখানে শ্রুতিও "অস্য শক্তিঃ" এই রূপ ষষ্ঠী নির্দ্দেশ করায় শক্তি—শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন হইয়াও বিশেষণরূপে প্রতিভাত হইতেছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অথবা অবয়ব ও অবয়বী উভয়ে অভেদ হইলেও উহাদের যেমন ভেদ-প্রতীতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ ও তদীয় শক্তির অভেদেও ভেদ জানিতে হইবে, এই বিবিক্ত-স্বরূপ-শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ আবির্ভাবই ভগবান্ নামে অভি-হিত হয়েন। অতএব সেই সচ্চিদানন্দাত্মক শ্রীভগবানে নিত্যাবস্থিতা সৎ, চিৎ ও আনন্দ-শক্তিই পুরাণে হ্লাদিনী, সন্ধিনী সম্বিদ্ নামে অভিহিতা হইয়াছেন।

পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তদীয় সিদ্ধান্তরত্ন নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "তত্র সন্ধিনী সম্বিৎ হ্লাদিন্যোর্যথোত্তরমুৎকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ। তত্র সদাত্মাপি যয়া সত্তাং ধত্তে দদাতি চ সা সর্ব্বদেশ-কাল-দ্রব্য ব্যাপিহেতু সন্ধিনী।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

সম্বিদাত্মাপি যয়া সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা সম্বিৎ। হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী।" অর্থাৎ হ্লাদিন্যাদি শক্তির স্বরূপ ও কার্য্য বলিতে ক্রম বিন্যাসাদি দ্বারা শক্তিত্রয়ের উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতা জানিতে হইবে।

অলঙ্কারশাস্ত্রে যদ্রূপ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী রসের মধ্যে ভাবচতুষ্টয়ের বিদ্যমানতার জন্য মধুর রসের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সন্ধিনীতে সত্তা, সম্বিদে সত্তা ও জ্ঞান এবং হ্লাদিনীতে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের বিদ্যমানতা বশতঃ সর্ব্বাপেক্ষা হ্লাদিনীর উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। "সদেব সৌম্য" শ্রুতি প্রতিপাদিত সদাত্মক ভগবান্ যদ্দ্বারা নিজ সত্তাকে ধারণ করেন, এবং দ্রব্য কর্ম্ম কাল প্রকৃতি ও জীব এই সকলে সত্তা অর্থাৎ তত্তৎকার্য্যসামর্থ্য প্রদান করেন সেই শক্তিকে 'সন্ধিনী শক্তি' বলা হয়। "সত্যং জ্ঞানং" ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদিত জ্ঞান-স্বরূপ ভগবান্ যে শক্তি দ্বারায় "যঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত সর্ব্বজ্ঞানবিশিষ্ট-রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, ও 'যয়ৈব প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী, ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যোক্ত জীব সকলকে জ্ঞান-বিশিষ্ট করেন সেই শক্তিকে সম্বিদ্ শক্তি বলা হয়। এবং "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যোক্ত আনন্দ স্বরূপ হইয়াও ভগবান্ নিজের যে শক্তি দ্বারা "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যোক্ত আনন্দবিশিষ্ট হয়েন ও জীবগণকে স্ব সাম্মুখ্যাদিদ্বারা অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দ প্রদানে আনন্দিত করেন, সেই শক্তি হ্লাদিনী শক্তি নামে অভিহিত হয়েন। সুতরাং সেই স্বরূপ শক্তিশালী পূর্ণ পুরুষকে দেখিলেন—বলায় স্বরূপশক্তিশালী স্বয়ং ভগবান্‌কে দেখিয়াছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এবং উক্ত স্বয়ং ভগবান্ শব্দে সেই বৃন্দাবন বিহারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই পাইতেছি। কারণ শ্রুতি "শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্" এই বাক্যে কৃষ্ণেরই পরদেবতাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীভাগবত বলেন 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্', ইহা হইতে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্তা সিদ্ধ হইতেছে।

অতএব ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকে ও তদীয় ত্রিতয়াত্মিকা স্বরূপ-শক্তির প্রধানা হ্লাদিনী শক্তির বিশেষ আকৃতিরূপা শ্রীমতী রাধিকাকেও দেখিয়াছিলেন,

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

ইহাও পাওয়া যাইতেছে। "রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মাৎ" এখানে শ্রীরাধিকাকে তদীয় আনন্দাত্মিকা শক্তির বিশেষ আকৃতি বলা হইয়াছে। সুতরাং আনন্দাত্মিকা শক্তির শ্রেষ্ঠ আলম্বন-রূপা শ্রীমতী রাধা ব্যতিরেকে সেই আনন্দাস্বাদের সম্ভাবনা কোথায় ?

অলঙ্কার শাস্ত্রে আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাবের দ্বারা রসের অভিব্যক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং হ্লাদিনী শক্তির পরামূর্ত্তি অনির্ব্বচনীয় মধুর রসের আলম্বন-রূপা শ্রীমতী রাধিকা ব্যতিরেকে তাঁহার পূর্ণতা হইতে পারে না, ঋক্‌পরিশিষ্টে উক্ত হইয়াছে "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষু আ" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাধার শোভায় শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।" এখানে "কৃষ্ণময়ী" বলায়, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধায় যে অভেদ এবং তিনি শ্রুতি-সিদ্ধ সেই পরা-শক্তি-রূপা তাহাও সিদ্ধ হইতেছে। অপিচ সেই ভগবান্ তদীয় স্বরূপ-শক্তি-সিদ্ধ বিচিত্র আনন্দময় ধামে নিজসদৃশ পার্ষদগণে পরিবৃত হইয়া যে সকল নিত্য লীলা করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীব্যাসদেব যে দেখিয়াছিলেন ইহাও পাওয়া যাইতেছে ; যেহেতু ভগবান্ নিত্য-লীলাময়, তরঙ্গ-বিরহিত সমুদ্রের অনবস্থিতির ন্যায়, লীলা-পরিশূন্য শ্রীভগবানের অবস্থিতির সম্ভব হয় না, এবং তাহাতে শ্রুতিও বাধিত হইয়া যায়, "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, স্বে মহিম্নীতি" অর্থাৎ সেই ভগবান্ কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন "দিব্যে ব্রহ্ম পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।" অর্থাৎ আত্মাস্বরূপ ভগবান্ দ্যোতনাত্মক স্বীয় অচিন্ত্য-মহিমা-ময়পুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঋক্‌মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "যত্র গাবো ভূরি শৃঙ্গা অয়াস:" অর্থাৎ যেখানে গাভীসকল প্রশস্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট ও শুভাবহবিধিরূপ," অতএব ভগবান তদীয় নিত্যধামে নিত্য লীলায় নিত্য নিরন্তর তদীয় মধুরাদি আস্বাদন করিয়া থাকেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। যেহেতু তিনি রসময়, শ্রুতি বলেন "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" অর্থাৎ সেই অখিল রসামৃত মূর্ত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তদীয় নিত্য পরিকরগত নিত্য বিবিধ রসাস্বাদে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব মহর্ষি গো,

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

গোপ ও গোপীগণ পরিবৃত অনন্ত মাধুর্য্যময় ধাম শ্রীবৃন্দাবনে সেই ষড়ৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত শ্রীভগবান্‌কে শ্রীব্যাসদেব দর্শন করিয়াছিলেন, ইহাই সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় যেমন, 'পূর্ণচন্দ্রকে দেখিয়াছিলেন' বলিলে, চন্দ্রের কান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল চন্দ্রকে দেখা বুঝায় না, অর্থাৎ ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ চন্দ্রের দর্শন বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ নিত্য শক্তি, মাধুর্য্যাদি, গুণ, লীলা. ও ধামের সহিত শ্রীভগবানের দর্শন পাইয়াছিলেন, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে।

অতএব ঐ শক্তি যে তাঁহার স্বরূপ শক্তি বা পরাশক্তি যে ইহা হইতে পৃথক তাহাও উক্ত বাক্য হইতে উপলব্ধ হইতেছে। "তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তুমি প্রকৃতির অতীত পুরুষ, তুমি সকলের কারণ হইয়াও বিকার-শূন্য, অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইয়াও নির্লিপ্ত ; যেহেতু অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতা চিৎশক্তির প্রভাবে মায়াকে দূরীভূত করিয়া নিরুপাধিক স্বরূপা-নন্দে বিরাজমান রহিয়াছে।" ইহাদ্বারা ভগবান যে তদীয় স্বরূপভূতা চিৎ শক্তির প্রভাবে মায়াকে পরাভূত করিয়া নিজ অনির্ব্বচনীয় আনন্দরস আস্বাদন করিয়া থাকেন, তাহা দেখান হইয়াছে। এই স্বরূপ শক্তি হইতে মায়ার পার্থক্য বশতঃ উহা পৃথক্ উক্ত হইয়াছে. "তাহার অপাশ্রয়া মায়াকে দেখিলেন।" ইহাদ্বারা ঐ মায়া যে তাঁহার স্বরূপ-শক্তি নহে—ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে. অর্থাৎ যে মায়া ভগবানের স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে পরাভূত হইয়া তাঁহার সমীপে নিজ আবরণ-বিক্ষেপাত্মক-প্রভাব বিস্তারে অসমর্থ হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া থাকে, তাহা কখনই তাঁহার স্বরূপ শক্তি নহে। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে "মায়া ইহাঁর অভিমুখে অবস্থান করিতে বিলজ্জিতা হইয়া দূরে পলায়ন করে।" অর্থাৎ শ্রীভগবানের সন্মুখ পরিত্যাগ করিয়া নিখিল প্রভাব বিস্তার পূর্বক জীবে অবস্থান করে।

অতএব যাহা হইতে সংসার বাসনাদি অনর্থ সকল নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং আত্মারাম মুনিগণও যে ভক্তি আচরণ করিয়া থাকেন. ঐ ভক্তি যে উক্ত মায়ার বৃত্তি বা কার্য্য নহে. উহা যে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ তাহা ইহাদ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে।*

ভক্তির স্বরূপশক্তিতা

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে "ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান যাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না, অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞানের অবিষয়, এমন সেই ভগবানের প্রতি সাক্ষাৎ ভক্তি'যোগ নিখিল অনর্থকেই নির্ম্মূল করিয়া দেয়" এইবাক্য হইতে এবং "আত্মারাম মুনিগণও যে ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন" অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মানন্দানুভবে বাহ্যরহিত, বিধিনিষেধাতীত, অথবা যাঁহাদের সংসার-বন্ধনের বীজ-ভূত অহঙ্কার-বন্ধন বিদূরীত হইয়াছে, এমন মুনিগণও যে ভক্তির অনুষ্ঠান করেন।" এখানে প্রথমতঃ ভক্তিযোগদ্বারা মায়ার অভিভব, দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মানন্দেরও উপরিচর এই উভয় বাক্য হইতে ভক্তি যে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ইহা স্থাপিত হইতেছে। এখানে কেবলমাত্র ভক্তির স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিতা প্রতিপাদিত হইলেও তদানুসঙ্গিক অপরাপর গুণসকলও ব্রহ্মানন্দের উপরিচরতা-নিবন্ধন, স্বরূপ শক্তির পরম বৃত্তিতাকেই লাভ করিতেছে।

এখানে বেদব্যাস তদীয় সমাধিতে পৃথক্‌রূপে পরমাত্মার ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার পাইলেন না, কেবল শ্রীভগবানকেই দেখিলেন কেন? ইত্যাকার আশঙ্কাও হইতে পারে না, যেহেতু "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য" "ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা," "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ" ইত্যাদি বহু বহু শাস্ত্রবাক্যে যে পরমাত্মাকে তদীয় অংশরূপে বর্ণিত হইয়াছে, উক্ত মায়াধিষ্ঠাতা পুরুষ পরমাত্মা তাঁহারই অংশ, এবং ব্রহ্ম তাঁহারই নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব।

ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে পৃথক্ অদর্শনের কারণ।

সুতরাং পূর্ণপুরুষ বলায় পূর্ত্তিধর্ম্মানুসারে তদীয় অংশ, কলা, ও জ্যোতিরূপ ব্রহ্ম উহাতেই অন্তর্ভূ'ত হইয়াছেন। এজন্য উহাদের পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করিবার আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু বহিরঙ্গা মায়া উহা হইতে বিপরীত ধর্ম্মবতী, ভগবদ্দর্শনে মায়ার দর্শন সম্ভব হইতে পারে না, এজন্য পরে পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত অচিন্ত্য-প্রভাব শ্রীভগবানই যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধিতত্ত্ব তাহাও নির্দ্ধারিত হইল ॥৩১॥

অথ প্রাক্‌প্রতিপাদিতস্যৈবাভিধেয়স্য প্রয়োজনস্য চ স্থাপকং জীবস্য স্বরূপত এব পরমেশ্বরাদ্বৈলক্ষণ্যমপশ্যদিত্যাহ— যয়েতি। যয়া মায়য়া সম্মোহিতো জীবঃ স্বয়ং চিদ্রূপত্বেন ত্রিগুণাত্মকাজ্জড়াৎ পরোঽপ্যাত্মানং ত্রিগুণাত্মকং জড়ং দেহাদিসঙ্ঘাতং মনুতে, তন্মননকৃতমনর্থং সংসারব্যসনঞ্চাভিপদ্যতে। তদেবং জীবস্য চিদ্রূপত্বেঽপি, "যয়া সম্মোহিতঃ" ইতি "মনুতে" ইতি চ স্বরূপভূতজ্ঞানশালিত্বং ব্যনক্তি, প্রকাশৈকরূপস্য তেজসঃ স্বপর-প্রকাশন-শক্তিবৎ,

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" ইতি শ্রীগীতাভ্যঃ।

বিদ্যাভূষণ

জীবো যেনেশ্বরং ভজেৎ ভক্ত্যা চ তস্মিন্ প্রেমাণং বিন্দেত্ততো মায়য়া বিমুক্তঃ স্যাত্তমীশ্বরাজ্জীবস্য বাস্তবং ভেদমপশ্যদিতিব্যাচষ্টে, অথ প্রাগিত্যাদিনা। জীবস্যেতি বৈলক্ষণ্যমিতি—সেবকত্বসেব্যত্বাণুত্ববিভুত্বরূপ-নিত্যধর্ম্মহেতুকং ভেদমিত্যর্থঃ। ননু "চিন্মাত্রো জীবো যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে"

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অনন্তর জীব যে ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে ভজনা করিয়া তদীয় প্রেমলাভ করতঃ মায়া হইতে বিমুক্ত হইবে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার সমাধিতে, সেই পূর্ব্বপ্রতিপাদিত অভিধেয় ও প্রয়োজনের স্থাপক, পরমেশ্বর হইতে জীবের

পরমেশ্বর হইতে জীবের বৈলক্ষণ্য

বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ জীব-সেবক, পরমেশ্বর-সেব্য, জীব অণু, পরমেশ্বর বিভু, ইত্যাদি নিত্য যে ধর্ম্মগত পার্থক্য দেখিয়াছিলেন, তাহা উক্ত হইতেছে। এখানে কাহারও এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, বেদব্যাস শ্রীভগবানের গুণ-লীলা-মাধুর্য্যাদি বর্ণন করিতে যাইয়া সমাধিতে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন ইহা সমীচীন, কিন্তু জীব বা মায়াকে দর্শন করিবার কারণ কি? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, যে শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য—কলি-মল-দুষ্টজীবের

তদেবং উপাধেরেব জীবত্বং, তন্নাশস্যৈব, মোক্ষত্বমিতি মতান্তরং পরিহৃতবান্। অত্র 'যয়া সম্মোহিত'-ইত্যনেন তস্যা এব তত্র কর্ত্তৃত্বং, ভগবতস্তত্রৌদাসীনত্বং মতম্। বক্ষ্যতে চঃ—

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥" ইতি

বিদ্যাভূষণ।

ইত্যাদৌ চিদ্ধাতুত্বশ্রবণাৎ, ন তস্য ধর্ম্মভূতং নিত্যং জ্ঞানমস্তি, যেন মোহমননে বর্ণনীয়ে; তস্মাৎ "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং" ইত্যাদিবাক্যাৎ সত্ত্বে যা চেতনস্য ছায়া, তদেব সত্ত্বোপহিতস্য তস্য জ্ঞানং, যেন মোহমননে ব্যাসেন দৃষ্টে স্যাতামিতি চেত্তত্রাহ —তদেবমিত্যাদিনা। ছায়াভাবাচ্চ ন তৎকল্পনং যুক্তমিতি

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অজ্ঞান নাশ করিয়া, তাহাকে তাহার নিজের স্বরূপের উপলব্ধি করান ইত্যাদি। অতএব ঐ বস্তু জানিতে হইলে, অর্থাৎ যেমন রোগীর চিকিৎসার পূর্বে রোগ নির্ণয় আবশ্যক, অন্যথা চিকিৎসা সম্ভব হয় না, তদ্রূপ এখানেও রোগীরূপ জীব, ও ব্যাধিরূপ মায়ার দর্শন আবশ্যক হওয়ায়, তিনি জীব ও জীব-সম্মোহনকারিণী মায়াকে দেখিয়াছিলেন, উহা "যয়া সম্মোহিত" এই শ্লোকে উক্ত হইতেছে।

"জীব স্বয়ং চিৎস্বরূপ পদার্থ, ত্রিগুণাত্মক জড় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়াও, যে মায়ায় মোহিত হইয়া আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জড় অর্থাৎ দেহাদি সঙ্ঘাত-রূপ জড় বলিয়া মনে করে, এবং পুনঃ পুন ঐ মননজন্য সংসার-ব্যসনাদিরূপ অনর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" জীবের এই অনাদি সংসার বাসনার একমাত্র কারণই মায়া। এ স্থানে মায়াবাদ অবলম্বনে যদি এরূপ আশঙ্কা হয় যে "চিন্মাত্রো জীবো যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" এই শ্রুতিবাক্য হইতে "চিন্মাত্র জীব যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করিয়া বিজ্ঞান-যজ্ঞের বিস্তার করিতেছেন, ইহাতে যাহার চিৎধাতুত্বের কথাই শ্রুত হইতেছে; তাহার ধর্ম্মভূত নিত্য জ্ঞানই নাই, যাহাতে করিয়া উহার মোহ-মনন সম্ভাবিত হইতে পারে? সুতরাং "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং" সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, এই

অত্র বিলজ্জমানয়েত্যনেনেদমায়াতি ঃ—তস্যা জীবসম্মোহনং কর্ম্ম শ্রীভগবতে ন রোচতে ইতি যদ্যপি সা স্বয়ং জানাতি তথাপি ঃ—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য" ইতি দিশা জীবানামনাদিভগবদজ্ঞানময়বৈমুখ্যমসহমানা স্বরূপাবরণমস্বরূপাবেশঞ্চ করোতি ॥ ৩২ ॥

বিদ্যাভূষণ

ভাবঃ। নন্বু স্বরূপভূতং জ্ঞানং কথমিতি চেত্তত্রাহ. প্রকাশৈকেতি। অহিকুণ্ডলাধিকরণে ভাবিতমেতদ্দ্রষ্টব্যম্। তৃতীয়সন্দর্ভে বিস্তরীষ্যাম এতৎ। তদেবমুপাধেরিতি—অন্তঃকরণং জীবোঽন্তঃকরণনাশো জীবস্য মোক্ষ ইতি শঙ্করমতং দূষিতম্। তথা সতি পরোঽপীত্যাদিব্যাকোপাদিতি ভাবঃ।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

শ্রুতি বাক্যানুসারে সত্ত্বে চেতনের যে প্রতিবিম্ব, উহাই সত্ত্বোপহিত জীবের জ্ঞান এবং এইরূপ জ্ঞান দ্বারাই জীবের মোহ-মনন বেদব্যাস কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল—ইত্যাকার কল্পিত বাদ নিরাস পূর্ব্বক বলিতেছেন ঃ—জীব চিংস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে স্বরূপভূত জ্ঞানশালী তাহা "যয়া সম্মোহিতঃ" এবং "মনুতে" এই দুইটি বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ ধর্ম্মভূত নিত্য জ্ঞানাদি জীবে স্বতঃ বর্ত্তমান ইহা প্রকাশ করিতেছে॥ তেজ প্রকাশস্বরূপ হইলেও, যেমন নিজের ও অপরের প্রকাশিকা শক্তিকে ধারণ করে. এবং উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তদ্রূপ জীব জ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও স্বরূপভূত জ্ঞানধর্ম্মা।

ব্রহ্মসূত্রের—"প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ" (৩ অ, ২ পা' ২৯)

এই সূত্রে ইহাই সিদ্ধ করিয়াছেন। রামানুজ ভাষ্য বলেন—"অতো যথা তেজস্তেন প্রভা-তদাশ্রয়য়োর্ভিন্নয়োরপি তাদাত্ম্যম্"—অর্থাৎ প্রভা ও তদাশ্রয়ের বিভিন্নতা সত্ত্বেও যেমন তাদাত্ম্য-প্রতীতি হয় তদ্রূপ।

গোবিন্দ ভাষ্য বলেন—"ব্রহ্মণস্তেজস্ত্বাচ্চৈতন্যস্বরূপত্বাৎ প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তস্য নির্ণয়ঃ স্যাৎ। প্রকাশাত্মা-রবির্যথা প্রকাশাশ্রয়ো ভবত্যেবম্" অর্থাৎ "ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপ হইলেও চৈতন্যাশ্রয়। যেমন প্রকাশাত্মা রবিকে প্রকাশাশ্রয় বলা হয়।" এবং "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" ইত্যাদি শ্রুতিও জীবকে চৈতন্যধর্ম্মা বলিয়াছেন। গীতাতেও উক্ত হইয়াছে

বিদ্যাভূষণ

অত্রেতি। তত্র জীবমোহন কর্ম্মণি। তস্যা মায়ায়াঃ। বিলজ্জেতি ব্রহ্ম-বাক্যং। অমুয়া মায়য়া। অসহমানেতি। দাস্যা উচিতমেতৎ কর্ম্ম, যৎ স্বামিবিমুখান্ দুঃখীকরোতীতি। ঈশবৈমুখ্যেন পিহিতং জীবং মায়া পিধত্তে, ঘটেনাবৃতং দীপং যথা তম আবৃণোতীতি॥ ৩২ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

"অবিদ্যা-রূপ-অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইলে জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।" অতএব উপাধির জীবত্ব এবং উপাধি-নাশই মুক্তি, অর্থাৎ শঙ্করমতে যে অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্যকে জীব, এবং ঐ অন্তঃকরণের নাশে জীবের মুক্তি ইত্যাদি উক্ত হইয়া থাকে, উহা পরিহৃত হইয়াছে।

এখানে মায়া কর্ত্তৃক মোহিত এইকথা বলায় জীবের উপর মায়ার এবং ঈশ্বরের ঔদাসীন্য স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। শাস্ত্র বলেন—"স ঈশো যদ্বশে মায়া, স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ" অর্থাৎ "মায়া যাঁহার বশ্যতাস্বীকার করিয়া অবস্থান করিতেছেন তিনিই ঈশ্বর, এবং নিরন্তর যিনি মায়া কর্ত্তৃক পেশিত হইতেছেন তিনিই জীব।" অতএব জীবের উপর মায়ার কর্ত্তৃত্ব যে স্বতঃ বর্ত্তমান তাহা সিদ্ধ হইতেছে। দ্বিতীয়স্কন্ধোক্ত ব্রহ্মার বাক্যেও দেখা যায় "ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থানে বিলজ্জিতা এই মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া অজ্ঞানী জীবসকল আমি ও আমার বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে।" এখানে মায়াকে বিলজ্জিতা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, "মায়ার জীবসম্মোহন কার্য্য শ্রীভগবানের প্রীতিকর নহে, সেই কারণ ঐ কপটাচারিণী মায়া নিজকৃত জীব-সম্মোহন-কাপট্য জানিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিতে বিশেষ লজ্জিতা হইয়া তাঁহার পশ্চাতে অবস্থান করে, ও পরমেশ্বরে বিমুখ জীবগণকে দেহাদির অভিনিবেশ দ্বারা স্বরূপের আবরণে স্মৃতিবিপর্য্যয় ঘটাইয়া সংসার-দুঃখ ভোগ করাইয়া থাকে।" অর্থাৎ অনাদিকাল-যাবৎ শ্রীভগবানে বহির্মুখ জীবগণ যখন অজ্ঞানাবৃতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন উহাদিগকে পিহিত করা দাসীরূপা মায়ার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজ্বলিত দীপকে যদ্রূপ কোন পাত্রের দ্বারা আবৃত করিলে পুনশ্চ অন্ধকার তাহাকে আবৃত

শ্রীভগবাংশ্চানাদিত এব ভক্তায়াং প্রপঞ্চাধিকারিণ্যাং তস্যাং দাক্ষিণ্যং লঙ্ঘিতুং ন শক্নোতি। তথা তদ্ভয়েনাপি জীবানাং স্বসাম্মুখ্যং বাঞ্ছন্নুপদিশতি—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

(শ্রীবাসুদেবরূপেণ)

বিদ্যাভূষণ

নন্বীশ্বরঃ কথং তন্মোহনং সহতে তত্রাহ—শ্রীভগবাংশ্চেতি। তর্হি কৃপালুতা-ক্ষতিস্তত্রাহ, তথেতি তদ্ভয়েনাপীতি মায়াতো যজ্জীবাণাং ভয়ং তেনাপি হেতুনেত্যর্থঃ। ততশ্চ ন তৎ ক্ষতিরিত্যর্থঃ। দৈবীতি। প্রপত্তিশ্চেয়ং

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

করে, তদ্রূপ ভগবদ্বহির্মুখতা দ্বারা আবৃত জীবকে মায়া আবৃত করিয়া থাকে। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস যবে ভুলি গেলা।
মায়া পিশাচী তার গলায় বেঢ়িলা॥"

অতএব জীবের ভগবদ্বহির্মুখতাই মায়ামোহিত হইবার কারণ॥ ৩২॥

যদি বল শ্রীভগবান জীবের এই প্রকার মোহন কেন সহ্য করেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে, শ্রীভগবান অনাদিকাল হইতে কর্ত্তব্যপরায়ণা এই প্রপঞ্চাধিকারিণী মায়ার প্রতি দাক্ষিণ্য লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হন না, যেহেতু মায়া তাঁহার কার্য্যকারিণী সেবিকোপমা। অথচ জীবের প্রতিও তাঁহার করুণা অশেষ, জীব যাহাতে মায়া-প্রপীড়িত না হয়, জীবের মায়া হইতে সর্ব্বদা যে ভয়ানক ভয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহা তাহার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া, নিজ সম্মুখে অবস্থান জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন;— "আমার এই দৈবী গুণময়ী মায়া দুরতিক্রমণীয়া হইলেও, যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়া থাকে।" অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর তর্কাতীত বিচিত্র-অনন্ত-বিশ্বের স্রষ্টা ভগবানের

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা, রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি"
শ্রীকপিলরূপেণ (ভা ৩।২৫।২২)

ইতি। লীলয়া শ্রীমদ্ব্যাসরূপেণ তু বিশিষ্টতয়া তদুপদিষ্টবানিত্য-নন্তরমেবায়াস্যতি—অনর্থোপশমং সাক্ষাদিতি। তস্মাদ্‌দ্বয়োরপি তত্তৎ সমঞ্জসং জ্ঞেয়ম্‌। ননু মায়া খলু শক্তিঃ, শক্তিশ্চ কার্য্যক্ষমত্বং, তচ্চ ধর্ম্মবিশেষঃ তস্যাঃ কথং লজ্জাদিকম্‌? উচ্যতে—এবং সত্যপি ভগবতি তাসাং শক্তীনামধিষ্ঠাতৃদেব্যঃ শ্রূয়ন্তে, যথা কেনোপনিষদি মহেন্দ্র-মায়য়োঃ সংবাদঃ। তদাস্তাং প্রস্তুতং প্রস্তূয়তে ॥৩৩॥

বিদ্যাভূষণ

সংপ্রসঙ্গহেতুকৈব তদুপদিষ্টা, যয়া সাম্মুখ্যং স্যাৎ, তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেনেত্যাদি তদ্বাক্যাৎ, সতাং প্রসঙ্গাদিত্যাদ্যগ্রিমবাক্যাচ্চ। লীলয়েতি। লীলাবতারেণ। বিশিষ্টতয়েতি আচার্য্যরূপেনেত্যর্থঃ। তস্মাদিতি দ্বয়োর্মায়াভগবতোরপি। তত্তদিতি মোহনং সাম্মুখ্যবাঞ্ছা চেত্যর্থঃ। নন্থ মায়ায়া মোহনলজ্জনকর্ত্তৃত্বমুক্তং,

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এই অলৌকিকী অত্যদ্ভুতা বিচিত্র-বিশ্বসৃষ্টির-উপকারিকা মায়া, সত্ত্বাদি-গুণ-ত্রয়াত্মিকা, অথবা ত্রিগুণাত্মিকা-রজ্জুবৎ অতীবদৃঢ়া সুতরাং দুশ্ছেদ্যা হইলেও, জীব যদি তাদৃশ কোন সৎপ্রসঙ্গক্রমে, সর্বেশ্বর মায়ানিয়ন্তা শরণাগতের আর্ত্তি-প্রনাশন বাৎসল্য-বারিধিস্বরূপ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে জীবের আর ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না জীব অনায়াসে এই দুস্তর সাগরোপম মায়াকে অতিক্রম করিয়া আনন্দময় শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব জীবের প্রতি ভগবানের কৃপার যে সীমা নাই, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এই আশ্রয়-গ্রহণের ক্রমও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—"সাধুগণের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হইলে আমার বীর্য্যাদি-প্রকাশক কথা হয়, ঐ কথাশ্রবণ হইতে আশু অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্ম-স্বরূপ আমাতে ক্রমান্বয়ে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।" অর্থাৎ প্রথমতঃ সাধুসঙ্গে ভগবানের পতিতোদ্ধারাদি বিচিত্র-চরিত্র-শ্রবণ-জনিত দৃঢ় শ্রদ্ধা, অনন্তর প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে হৃদয় ও কর্ণের

বিদ্যাভূষণ

তৎ কথং জড়ায়াস্তস্যাঃ সম্ভবেদিতি শঙ্কতে—নন্বু মায়েতি। ধর্ম্মবিশেষ উৎসাহাদিবদিত্যর্থঃ। সিদ্ধান্তয়তি,—উচ্যত ইতি অধিষ্ঠাতৃদেব্য ইতি। বিন্ধ্যাদিগিরীণাং যথাধিষ্ঠাতৃমূর্ত্তয়স্তদ্বৎ। কেনেতি তস্যাং "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে" ইত্যাদিবাক্যমস্তি। তত্রাগ্নিবায়ুমঘোনঃ সগর্বান্ বীক্ষ্য তদ্গর্ব্বমপনেতুং

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

সুখ-প্রদায়ক ভগবানের লীলাদি-মাধুর্য্যাস্বাদনরূপ শ্রবণাঙ্গ-সাধনভক্তি হইতে রতি, অনন্তর ঐ কথা শ্রবণ-জনিত প্রীতি, ঐ ভগবৎপ্রীতি হইতে অপবর্গের পথস্বরূপ শ্রীভগবানে আসক্তি অনন্তর ভাব-ভক্তি, তদনন্তর প্রেমলাভ হইয়া থাকে। এই ক্রম সম্বন্ধে ভক্তি শাস্ত্রের উক্তি যথাঃ—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাশক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

জীবের প্রতি ভগবানের কৃপা।

"প্রথম শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, পরে ভজনক্রিয়া, তৎপরে অনর্থনিবৃত্তি, পরে আসক্তি অনন্তর ভাব, পরিশেষে প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। সাধকগণের প্রেমোদয়ের ইহাই ক্রম জানিবে।"

জীবের প্রতি করুণা-বশে তিনি শ্রীমদ্বেদব্যাসরূপ-নিজ-লীলাবতার প্রকটন করিয়া আচার্য্যরূপে উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে অবতার-লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থম্ অপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্।
দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ॥" (লঘুভা, অ, ২)

ইহার টীকায় পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"প্রয়োজনমাহ, বিশ্বেতি। বিশ্বরূপং বিশ্বেস্মিন্ বা যৎ কার্য্যং– প্রকৃতিক্ষোভ-মহদাদ্যুৎপাদনং, দুষ্টবিমর্দ্দেন দেবাদীনাং সুখবর্দ্ধনং, সমুৎকণ্ঠিতানাং সাধকানাং স্বসাক্ষাৎকারেণ প্রেমানন্দবিস্তরণং, বিশুদ্ধভক্তিপ্রচারণঞ্চ, তদর্থমিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্বয়ং রূপাদি অবতারের বহুবিভাগ সত্ত্বেও সাধারণ

বিদ্যাভূষণ

পরমাত্মাবিরভূৎ। তমজানন্তস্তে জিজ্ঞাসয়ামাসুঃ। তেষাং বীর্যং পরীক্ষমাণঃ স তৃণং নিদধৌ। সর্বং দহেয়মিত্যগ্নিঃ, সর্বমাদদীয়েতি বায়ূশ্চ, ব্রুবংস্তন্নির্দগ্ধু-মাদাতুঞ্চ নাশকন্। জ্ঞাতুং প্রবৃত্তাস্মঘোনস্তু স তিরোধত্ত। তদাকাশে মঘবা হৈমবতীমুমামাজগাম, কিমেতদিতি পপ্রচ্ছ। সা চ ব্রহ্মৈতদিত্যুবাচেতি নিষ্কৃষ্টম্॥ ৩৩॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

বিশ্ব-কার্য্যের নিমিত্ত যে কোন প্রকারে প্রাপঞ্চিক জগতে যে আবির্ভাব উহাকে অবতার বলা হয়। তাহার প্রয়োজন সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—এই বিশ্বে যে কার্য্য—প্রকৃতির ক্ষোভ, মহদাদির উৎপত্তি, দুষ্টবিমর্দ্দনে দেবাদির আনন্দবর্দ্ধন, সাক্ষাৎকারলাভে সমুৎকণ্ঠীত সাধকগণকে দর্শনপ্রদানে প্রেমানন্দ-বিতরণ, ও বিশুদ্ধ-ভক্তি-প্রচার। অবতারের ইহাই সাধারণ প্রয়োজন। উক্ত অবতার সকল পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার রূপে ত্রিবিধ :—

"পুরুষ্যাখ্যা গুণাত্মানো লীলাত্মনশ্চ তে ত্রিধা।" (লঘুভা. অ, ৩)

বেদব্যাস তাঁহারই লীলাবতার—

"ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ" (লঘুভা, লীঅ, ২৩)

গীতায় ভগবান্ স্বয়ংও বলিয়াছেন "দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং" অতএব ভগবান বেদব্যাসরূপে বিশুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবগণকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা "অনর্থোপশমং" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় পরে বিবৃত হইবে। অতএব শ্রীভগবানের এতদুভয়ের প্রতি মায়া ও জীব যে সমান ভাব, অর্থাৎ মায়াও যদ্রূপ জীব-সম্মোহনে ব্যস্ত, শ্রীভগবান্‌ও তদ্রূপ সর্ব্বদা জীবকে নিজ-সাম্মুখ্য প্রদানে উৎসুক, ইহা প্রকাশ পাইতেছে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, মায়া অর্থাৎ শক্তি, উহা কার্য্যক্ষমতা-বিশেষ, অতএব উহা ধর্ম্মবিশেষ মাত্র, তাহার আবার লজ্জা ও মোহনাদি কর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইত্যাকার আশঙ্কাও হইতে পারে না, যেহেতু মায়া শক্তি হইলেও উহার অধিষ্ঠাত্রীদেবী আছেন। কেনোপনিষদে মহেন্দ্র-মায়ার সংবাদে ইহা অভিব্যক্ত হইয়াছে :—"ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো

তত্র জীবস্য তাদৃশচিদ্রূপত্বেঽপি পরমেশ্বরতো বৈলক্ষণ্যং, "তদ্ব্যপাশ্রয়ামিতি, যয়া সম্মোহিত" ইতি চ দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

বিদ্যাভূষণ

তত্র জীবস্যেতি। মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ামিতীশ্বরস্য মায়ানিয়ন্তৃত্বং যয়া সম্মোহিতো জীব ইতি জীবস্য মায়ানিয়ম্যত্বঞ্চ। তেন স্বরূপত ঈশাজ্জীবস্য ভেদপর্য্যায়ং বৈলক্ষণ্যং দৃষ্টবানিতি প্রস্ফুটম্। অপশ্যদিত্যনেন কালোঽপ্যানীতঃ।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

বিজিগ্যে। তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে—অথেন্দ্রমব্রুবম্ মঘবন্ন এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবৎ। তস্মাৎ তিরোদধে। স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম, বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। (কেন, উ, ৩।১—৪।১) অর্থাৎ কোন সময়ে দেবতারা অসুরগণকে পরাজয় করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইলে, তাহাদিগের ঐ গর্ব্বাপনয়ন-মানসে পরমাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অজ্ঞানী দেবগণ তাঁহার পরিচয় জানিতে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দেবগণের বীর্য্য-পরীক্ষা মানসে একটি তৃণ নিক্ষেপ করিলেন, অগ্নি ঐ তৃণকে দগ্ধ করিতে এবং বায়ু ঐ তৃণকে গ্রহণ করিতে অক্ষম হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন পরমাত্মা ইন্দ্রকে নিজরূপ দেখাইয়া তিরোহিত হইলেন. দেবরাজ ইন্দ্র বিমূঢ় হইয়া এই বিষয়ের চিন্তা করিতেছেন ইত্যবসরে তথায় স্ত্রীরূপা বিদ্যা হৈমবতী প্রাদুর্ভূতা হইলে, পুনশ্চ ইন্দ্র তাঁহার নিকট গমন করত: পূর্বদৃষ্ট বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তদুত্তরে বলিলেন "উঁনি ব্রহ্ম" ইত্যাদি। অতএব ঐ শক্তিসমুদায়ের যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন, তদ্বিষয়ে ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এক্ষণে গ্রন্থকার পূর্বোক্ত বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিতেছেন ॥৩৩॥

জীব তাদৃশ চিৎস্বরূপ হইলেও, "তদপাশ্রয়াং" ও "যয়াসম্মোহিত" এই উভয় শ্লোক দ্বারা পরমেশ্বর হইতে উহার বিশেষ পার্থক্য অবধারিত হইয়াছে। যেহেতু তদপাশ্রয়া—মায়ার বিশেষণ হওয়ায়, মায়া যে ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থিতা, এবং ঈশ্বর মায়ার বশীভূত নহেন, তিনি যে মায়ারও নিয়ন্তা ইহা

বিদ্যাভূষণ।

তদেবমীশ্বরজীবমায়াকালাখ্যানি চত্বারি তত্ত্বানি সমাধৌ শ্রীব্যাসেন দৃষ্টানি। তানি নিত্যান্যেব। "অথাহ বাব নিত্যানি পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কাল" ইত্যেবং ভাল্লবেয়শ্রুতেঃ। "নিত্যো নিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামানিতি" কাঠকাৎ। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

স্পষ্টই দেখান হইয়াছে। এবং "যাহার দ্বারা জীব সম্মোহিত" এইরূপ উক্ত হওয়ায় জীব যে মায়ার নিয়ম্য অর্থাৎ জীবের উপর মায়ার যথেষ্ট কর্তৃত্ব বর্ত্তমান, তাহাও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। অতএব মহর্ষি সমাধিতে স্বরূপতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম দ্বারা জীবেশ্বরের নিত্যবিভেদ দর্শন করিয়াছিলেন তাহা প্রস্ফুট হইয়াছে।

এবং "অপশ্যৎ" এই অতীত-কালীন ক্রিয়া দ্বারা, কালও আসিয়া পড়িতেছে, অতএব কাল নামে এক নিত্য পদার্থের সত্ত্বার উপলব্ধি হইতেছে। সুতরাং মহর্ষি তদীয় সমাধিতে ঈশ্বর, জীব, মায়া, কাল ও কর্ম্মাখ্য নিত্য পদার্থ সকলের প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ভাল্লবেয়-শ্রুতি বলেন,—"পুরুষ প্রকৃতি, আত্মা ও কালাখ্য" সকলই নিত্য। কঠোপ-নিষদ্ বলেন "বহুনিত্য পদার্থের মধ্যেও যিনি নিত্য, বহুচেতনের মধ্যেও যিনি চেতন, এক হইয়াও যিনি বহুর অভিলাষ পূরণ করেন" ইত্যাদি। এবং পঞ্চ অনাদিতত্ত্ব। "অজা জন্মরহিতা নিত্যা, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণা অতএব ত্রিগুণাত্মিকা বহুপ্রজাসৃষ্টি-কারিণী প্রকৃতি" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ মন্ত্রেও প্রকৃতির নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব মহর্ষি বেদব্যাস এবম্প্রকার বিভিন্ন-ধর্ম্মাশ্রয়-পঞ্চ-অনাদিতত্ত্ব দেখিয়াছিলেন. যথা :—(১) নিত্য বৈভুচৈতন্য ঈশ্বর জ্ঞান স্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতা, তিনি স্বতন্ত্র স্বরূপশক্তিমান্, তিনি প্রকৃত্যাদিতে অনুপ্রবেশ ও তন্নিয়মন দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া, জীবের কর্ম্মানুসারে সংসারাদি ভোগ ও মুক্তি বিধান করিয়া থাকেন. তিনি এক ও বহুভাবে অভিন্ন হইয়াও গুণ-গুণী ভাবে এবং দেহ৲দেহী ভাবে জ্ঞানিগণের প্রতীতির বিষয় হয়েন, অব্যক্ত হইয়াও ভক্তির দ্বারা গ্রাহ্য, একরস হইয়াও

বিদ্যাভূষণ

প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইতি শ্বেতাশ্বতরাণাং (৪।৫) মন্ত্রাচ্চ। "অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে। সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে। প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ। ক্ষোভয়ামাস সম্প্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ॥ অব্যক্তং কারণং যত্তৎ প্রধান মৃষিসত্তমৈঃ। প্রোচ্যতে

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

যিনি স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দাদি প্রদান করিয়া থাকেন, এবম্প্রকার ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন শ্রীভগবান্। (২) জীব বহু ও নানাবস্থাপন্ন। পরমেশ্বরের প্রতি বৈমুখ্যই উহাদিগের বন্ধনের কারণ। শ্রীভগবানের সাম্মুখ্য তাহাদের স্বরূপাবরণ ও গুণাবরণরূপ বন্ধদ্বয়ের মোচন করিয়া, তাহাদিগকে ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করায়। এবম্ভুত নিতা অণুবিজ্ঞান স্বরূপ সসীম জ্ঞানশালী জীব। (৩) সত্ত্ব রজ ও তমো গুণের সাম্যাবস্থা, তম বা মায়া ইত্যাদি শব্দের দ্বারা অভিহিতা ভগবদীক্ষণ-প্রাপ্তি সামর্থা, জন্মরহিতা নিত্যা, জড়-স্বরূপা বিচিত্র জগৎসৃষ্টিকারিণী প্রকৃতি। (৪) অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের এবং যুগপৎ, চির, ক্ষিপ্রাদি শব্দের কারণভূত, ক্ষণ হইতে পরার্দ্ধ পর্যন্ত চক্রবৎ পরিবর্ত্তমান, প্রলয় ও স্বর্গের নিমিত্তভূত নিত্য অথচ জড়-দ্রব্য কাল। (৫) অদৃষ্টাদি শব্দব্যপদিশ্য অনাদি অথচ বিনশ্বর জড়স্বরূপ-কর্ম্ম। সুতরাং এই পাঁচটি তত্ত্ব যে অনাদি তাহা নির্দ্ধারিত হইতেছে।

উক্ত কর্ম্মের অনাদিত্ব বেদান্তের "ন কর্ম্মাবিভাগাৎ ইতি চেন্নানাদিত্বাৎ" (২ অ, ১পা, ৩৫) এইসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শঙ্করভাষ্য। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরবিভাগাবধারণান্নাস্তি কর্ম্ম যদপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিঃ স্যাৎ। সৃষ্ট্যুত্তরকালং হি শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কর্ম্ম, কর্ম্মাপেক্ষঞ্চ শরীরাদি বিভাগ ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রসজ্যেত। অতো বিভাগাদূর্দ্ধং কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বরঃ প্রবর্ত্ততাং নাম, প্রাক্ তু বিভাগাদ্বৈচিত্র্যনিমিত্তস্য কর্ম্মণোঽভাবাত্তুল্যৈবাদ্যা সৃষ্টিঃ প্রাপ্নোতীতি চেৎ, নৈষ দোষঃ. অনাদিত্বাৎ সংসারস্য।"—

বিদ্যাভূষণ।

প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকং। অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ বিদ্যতে। অব্যুচ্ছিন্নাস্ততস্তে তে সর্গস্থিত্যন্তসংযমা। ইতি শ্রীবৈষ্ণবাচ্চ। তেষ্বীশ্বরঃ শক্তিমান্ স্বতন্ত্রঃ, জীবাদয়স্তু তচ্ছক্তয়োঽস্বতন্ত্রাঃ। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে"

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অর্থাৎ "সদেব সৌম্য" ইত্যাদিশ্রুত্যনুসারে সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু ছিলেন, কেন না তৎকালে অবিভাগেরই অবধারণ ছিল, যেহেতু ঐ সময় কর্ম্মই ছিল না, যাহা হইতে বিষম সৃষ্টির সম্ভাবনা হইবে। কারণ সৃষ্টির উত্তর কালে শরীরাদি-বিভাগের অপেক্ষা-ভূত-কর্ম্ম ও কর্ম্মাপেক্ষ-শরীরাদি-বিভাগ ইত্যাদির পরস্পরাশ্রয়তা আপতিত হয়। এজন্য বিভাগের পূর্ব্বে কর্ম্মাপেক্ষ-ঈশ্বর-প্রবর্ত্তিত হউন বলিতে হয়, বিভাগের পূর্ব্বে বৈচিত্রীভূত-কর্ম্মের অভাবে, আদ্যসৃষ্টিতে তুল্যতা দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, সুতরাং এই দোষ বিদূরিত করিবার জন্য সংসারের অনাদিত্ব স্বীকার করা হয়।

রামানুজভাষ্য। "প্রাক্সৃষ্টেঃ ক্ষেত্রজ্ঞা নাম ন সন্তি; কুতঃ, অবিভাগ-শ্রবণাৎ, "সদেব সৌম্যেদমগ্র-আসীদিতি।" অতস্তদানীং তদভাবাৎ তৎকর্ম্ম ন বিদ্যতে; কথং তদপেক্ষং সৃষ্টিবৈষম্যমিত্যুচ্যত ইতি চেৎ ন, অনাদিত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞানাং তৎকর্ম্মপ্রবাহাণাং চ। তদনাদিত্বেঽপ্যবিভাগ উপপদ্যতে চ; যতস্তং ক্ষেত্রজ্ঞবস্তু পরিত্যক্তনামরূপং ব্রহ্মশরীরতয়াপি পৃথগ্ ব্যপদেশানর্হ-মতিসূক্ষ্মমবতিষ্ঠতে। তথাঅনভ্যুপগমেঽকৃতাভ্যাগমঃ কৃতবিপ্রণাশপ্রসঙ্গশ্চ, উপলভ্যতে চ তেষাং অনাদিত্বং"—

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞ নামা ছিলেন না, যেহেতু অবিভাগেরই শ্রবণ কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, হে সৌম্য! এই বিশ্ব অগ্রে সদ্রূপে বর্ত্তমান ছিলেন, অতএব তৎকালে তাহার অভাব বশতঃ ঐ কর্ম্মও ছিল না, কিরূপে কর্ম্মাপেক্ষ-সৃষ্টি-বৈষম্যের সম্ভব হইতে পারে? তজ্জন্য বলা হইয়াছে "অনাদিত্বাৎ" অনাদি প্রবহমানতাই ইহার কারণ।

মাধ্বভাষ্য। "যদপেক্ষয়াসৌ ফলং দদাতি ন তৎ কর্ম্ম "এষ হ্যেব সাধু

বিদ্যাভূষণ

ইতি শ্রীবৈষ্ণবাৎ। "স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি" ইতি শ্রীভাগবতাচ্চ। তত্র বিভুবিজ্ঞানমীশ্বরঃ, অণুবিজ্ঞানং জীবঃ। উভয়ং নিত্যজ্ঞানগুণকম্। সত্ত্বাদিগুণত্রয়বিশিষ্টং জড়ং দ্রব্যং মায়া। গুণত্রয়শূন্যং ভূত-বর্ত্তমানাদিব্যবহারকারণং জড়ং দ্রব্যং তু কালঃ। কর্ম্মাপ্যনাদিবিনাশি চাস্তি ; "ন কর্ম্মাবিভাগাৎ ইতি চেন্নানাদিত্বাৎ" ইতি সূত্রাদিতি বস্তুস্থিতিঃ শ্রুতিস্মৃতি-সিদ্ধা বেদিতব্যা ॥৩৪॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

কর্ম কারয়তি, তথা যমেভ্য লোকেভ্য উন্নিনীষতে। "এষ উ বা সাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষত" ইতি শ্রুতেঃ। কর্মণোঽপি তন্নিমিত্তত্বাদিতি চেন্ন তস্যাপি পূর্বকর্মকারণমিত্যনাদিত্বাৎ কর্ম্মণঃ।"—

ঐ তত্ত্ব-প্রকাশিকা— "কর্মাপেক্ষয়া ফলদাতৃত্বমাক্ষিপ্য সমাদধৎ সূত্রমুপন্যস্যাক্ষেপাংশং তাবদ্ব্যাচষ্টে ন কর্মেতি। কর্মাপেক্ষয়া ফলং দদাতীশ্বর ইতি ন যুক্তং যদপেক্ষয়া ফলং দদ্যাত্তস্যাপেক্ষস্য কর্মণ এবাভাবাৎ। অস্তি চ পূর্ব্ব-কর্মেতি চেৎ সত্যং "তস্যাপোষ হ্যেবেতি" শ্রুতৌ ভগবদধীনত্বশ্রবণাৎ। স্বকৃতাপেক্ষয়া ফলদানেন বৈষম্যাদেরনিস্তারাৎ। অতো ন কর্মাপেক্ষাসম্ভব-তীতি ভাবঃ। উন্নিনীষতে উর্দ্ধং নেতুমিচ্ছতি, পরিহারাংশং ব্যাচষ্টে নেতি। নাপেক্ষ্য কর্মাভাবো বক্তব্যঃ পূর্ব্বকর্মণঃ সত্ত্বাৎ। ন চ বক্তব্যং তস্যাপি ভগ-বন্নিমিত্তত্বেনানপেক্ষতেতি। ভবেদেতদ্ যদি পূর্ব্বতনং কর্মেশ্বরেণ নিরপেক্ষণ ক্রিয়েত, নৈতদস্তি, পূর্ব্বতর কর্মাপেক্ষয়া তস্য কারিতত্বাৎ। তাদৃশস্য চাপেক্ষ্য-তোপপত্তেঃ। ন চ পূর্ব্বতরস্যাপীশ্বরনিমিত্তত্বাদনপেক্ষতা তস্যাপি পূর্ব্বতম-কর্মাপেক্ষয়া কারিতত্বাৎ। ন চ মন্তব্যং যত্রৈব পর্য্যবসানং তদারভ্যদোষ ইতি। অনাদিত্বাৎ কর্মপরম্পরায়া ইতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ম্মের অপেক্ষায় ফল প্রদান করিয়া থাকেন একথা বলা যায় না, যেহেতু উক্ত কর্মই যখন বিদ্যমান নাই। যদি পূর্ব্বকর্মের বিদ্যমানতা স্বীকার করা যায়, তাহারও ভগবদধীনতার কথা বলা যায় এবং এইরূপ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কর্ম্ম স্বীকার করিলেও যেখানে উহার পর্য্যবসান সেই স্থলেই আরম্ভ-দোষ আপতিত হয়। সুতরাং অনাদি কর্মপরম্পরা স্বীকার কর্ত্তব্য।

গোবিন্দভাষ্য। "নন্থ কর্মণো বৈষম্যাদি পরিহারো ন স্যাৎ। কুতঃ কর্মাবিভাগাৎ। সদেব সৌম্যেদমিত্যাদিষু প্রাক্‌সৃষ্টেব্র্ন্মাবিভক্তস্য কর্মণোঽ-প্রতীতেরিতি চেন্ন। কুতঃ কর্মণঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাঞ্চ ব্রহ্মবদনাদিত্বস্বীকারাৎ। পূর্ব্ব-পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণোত্তরোত্তরকর্মণি প্রবর্ত্তনাৎ ন কিঞ্চিদ্ দূষণং। স্মৃতিশ্চ পুণ্য-পাপাদিকং বিষ্ণুঃ কারয়েৎ পূর্ব্বকর্মণা। অনাদিত্বাৎ কর্মণশ্চ ন বিরোধঃ কথঞ্চনেতি, কর্মণোঽনাদিত্বেনানবস্থা তু ন দোষঃ প্রামাণিকত্বাৎ। ন চ কর্ম্ম-সাপেক্ষত্বেনেশ্বরস্যাস্বাতন্ত্র্যম্। দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চেত্যাদিনা কর্ম্মাদিসত্তা-য়াংস্তদধীনত্ব স্মরণাৎ। ন চ ঘট্টকুড্যাং প্রভাতমিতি বাচ্যং অনাদিজীবস্বভাবানুসারেণ হি কর্ম কারয়তি স্বভাব-মন্যথা কর্ত্তুং সমর্থোঽপি কস্যাপি ন করোতীত্যবিষমো ভণ্যতে।"

কর্ম্মের-অনাদিত্ব।

অর্থাৎ কর্ম্মের অবিভাগ বশতঃ কর্ম্মের বৈষম্যতা-দোষ পরিহার হয় না, এমত বলা যায় না। "সদেব" শ্রুতি-বলে যদিও সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক বিভক্ত কর্ম্মের প্রতীতি হয় না, কিন্তু কর্ম্মের ও জীবগণের অনাদিত্ব স্বীকারে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে উত্তরোত্তর-কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় কোন দোষেরই সম্ভাবনা দেখা যায় না। এবং অনবস্থা-দোষও বারিত হইতেছে. যেহেতু উক্ত তর্ক বীজাঙ্কুরাদির ন্যায় প্রামাণিক। "দ্রব্যং কর্ম্ম চ" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে কর্মাদির ঈশ্বরাধীনতা-প্রযুক্ত কর্মসাপেক্ষতা-বশতঃ ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যতার হানি নাই যেহেতু অনাদি-জীব-স্বভাবানুসারেই ঈশ্বর জীবকে কর্ম করাইয়া থাকেন। অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবান্ স্বভাবের অন্যথাকরণে সমর্থ হইয়াও কাহারও স্বভাবের অন্যথা করেন না, অতএব বৈষম্য-দোষও পরিহৃত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে মহর্ষি বেদব্যাসের সমাধি হইতে কর্মাদির যে অনাদিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, উল্লিখিত সূত্রের ভাষ্যকারগণও তাহাই প্রতি-পাদন করিয়া গিয়াছেন॥ ৩৪॥

যর্হ্যেব যদেকং চিদ্রূপং ব্রহ্ম মায়াশ্রয়তাবলিতং বিদ্যাময়ং, তর্হ্যেব তন্মায়াবিষতাপন্নমবিদ্যাপরিভূতঞ্চেত্যযুক্তমিতি জীবেশ্বর-বিভাগোঽবগতঃ। ততশ্চ স্বরূপসামর্থ্যবৈলক্ষণ্যেন তদ্দ্বিতয়ং মিথো বিলক্ষণস্বরূপমেবেত্যাগতম্ ॥৩৫॥

সর্বসংবাদিনী

এতদ্‌ব্যাখ্যান্তে (মূ°২য়-অনু°) 'যর্হ্যেব যদেকং' ইত্যাদিকং শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভে (৭১ তম অনু°) বিবরণীয়ম্।

বিদ্যাভূষণ

যত্তু "একেমেবাদ্বিতীয়ং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদি" শ্রুতিভ্যো নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রাদ্বৈতং ব্রহ্ম বাস্তবম্। অথ সদসদ্বিলক্ষণত্বাদনির্ব্বচনীয়েন বিদ্যাবিদ্যাবৃত্তিকেনাজ্ঞানেন সম্বন্ধাত্তস্মাদ্বিদ্যোপহিতমীশ্বরচৈতন্যমবিদ্যোপহিতং জীবচৈতন্যঞ্চাভূৎ স্বরূপজ্ঞানেন নিবৃত্তে ত্বজ্ঞানে ন তত্রেশ্বরজীবভাবঃ, কিন্তু নির্ব্বিশেষাদ্বিতীয়চিন্মাত্ররূপাবস্থিতির্ভবেদিত্যাহ মায়ী শঙ্করস্তত্রাহ, যর্হ্যেব যদেকমিতি বিস্ফুটার্থম্। ইত্যযুক্তমিতি—যুগপদেবাকস্মাদেবাজ্ঞানযোগাদেকস্য ভাগস্য বিদ্যাশ্রয়ত্বমন্যস্যাবিদ্যা পরাভূতিরিতি কিমপরাদ্ধং তেন ব্রহ্মণা, যেন বিবিধ বিক্ষেপক্লেশানুভবভাজনতাভূৎ। পুনরপ্যাকস্মিকাজ্ঞানসম্বন্ধস্যাশক্যত্বাদযুক্ত মিতি ন তদুক্তরীত্যা তদ্বিভাগো বাচ্যঃ, কিন্তু শ্রীব্যাসদৃষ্টরীত্যৈব সোঽস্যাভিরবগত ইত্যর্থঃ ॥৩৫॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

সর্বসংবাদিনীর অনুবাদ—এর ব্যাখ্যার শেষে যর্হ্যেব ইত্যাদি প্রকরণ শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভে বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইবে।

একমাত্র চিৎ স্বরূপ ব্রহ্ম যে সময় মায়ার আশ্রয় বা নিয়ন্তৃরূপে বিদ্যাময় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন, পুনশ্চ সেই সময়েই ঐ ব্রহ্ম মায়ার বিষয়তাপন্ন ও অবিদ্যাকর্ত্তৃক পরিভূত ইহা বড়ই অযৌক্তিক। অর্থাৎ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত অদ্বয়বাদ বা মায়াবাদে "একমাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই" ইত্যাদি

জীবেশ্বরের নিত্যবিভাগ।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

শ্রুতিবাক্যাবলম্বনে, তাঁহারা বলেন, কেবল একমাত্র নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মই বস্তু, তিনি বিদ্যমান আছেন, তদ্ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, সেই সৎ ও অসৎ হইতে বিগত-লক্ষণ-স্বরূপ ঐ ব্রহ্ম, অনির্ব্বচনীয় বিদ্যাবৃত্তি ও অবিদ্যাবৃত্তি অজ্ঞানের সম্বন্ধে, বিদ্যাকর্তৃক উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর, এবং অবিদ্যাকর্তৃক উপহিত চৈতন্য জীব আখ্যায় অভিহিত হন। স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে, জীব বা ঈশ্বর ভাব তিরোহিত হইয়া যায়, তখন পুনশ্চ নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয় চিন্মাত্ররূপে অবস্থিতি হইয়া থাকে। মায়াবাদের যুগপৎ এই উভয়বিধ কল্পনার অর্থাৎ অকস্মাৎ অজ্ঞানের যোগ সম্বন্ধে এক ভাগের বিদ্যাশ্রয় ও অপর ভাগের অবিদ্যা-পরিভূততা, বড়ই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। সেই অদ্বয়-জ্ঞানানন্দস্বরূপ-নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্ম এমন কি অপরাধ করিলেন যদ্দ্বারা তাঁহাকে এবম্প্রকার বিবিধ বিক্ষেপ ক্লেশের অনুভবভাজন হইতে হইল? অপিচ আকস্মিক এই অজ্ঞানের সম্বন্ধই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? যেহেতু ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয়-বস্তু বলা হইয়াছে, বিশেষতঃ

ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বখণ্ডন।

উক্ত অদ্বিতীয় শব্দে সজাতীয়[১], বিজাতীয়[২] ও স্বগতভেদ[৩] পরিশূন্য বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে, অতএব তাদৃশ ব্রহ্মের জগদ্ব্যাপার কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। যদি মায়াঙ্গীকারই এই জগদ্ব্যাপারের কারণ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, সেই নির্ব্বিশেষ জ্ঞান-মাত্র-স্বরূপ ব্রহ্ম, তাৎকালিক মায়ার বিদ্যমানতা সম্বন্ধে অবগত কি না? যদ্যপি মায়ার অবস্থিতির বিষয় তিনি জানিতেন, একথা বলা হয়, তাহা হইলে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে জ্ঞাতৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞানশালিত্ব ধর্ম্ম আপতিত হয়।

১। নিজে যেমন চিৎস্বরূপ, তদ্রূপ কোন পদার্থের সহিত যাঁহার ভেদ নাই।

২। নিজের-বিজাতীয় জড় বা অচেতন গত কোন ভেদ নাই।

৩। নিজের আত্মগত কোন ভেদ অর্থাৎ অবয়ব অবয়বী, অথবা জ্ঞান-স্বরূপ হইয়া জ্ঞাতা, চৈতন্যস্বরূপ হইয়া চেতয়িতা ইত্যাদি।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

তিনি জানিতেন না, যদি এ কথা বলা হয়, তাহা হইলে না জানিয়া কিরূপে উহার অঙ্গীকারের সম্ভাবনা হইতে পারে। অথবা যদি কোন এক শক্তিবলে মায়াঙ্গীকারের অনন্তর ব্রহ্ম গৃহীত হইয়া থাকেন এরূপ বলা হয়, তাহা হইলেও তৎপূর্ব্বে শক্তির অভ্যুপগমনে নির্ব্বিশেষত্বের হানি হইয়া পড়ে। কারণ তৎকালে ব্রহ্মকে কি বলা হইবে, তিনি মায়া হইতে বিলক্ষণ। অথবা মায়াত্মক ? যদি মায়া হইতে বিভিন্ন বলা হয়, তাহা হইলে পরিচ্ছিন্নতা-দোষ আপতিত হয় এবং উহাতে অনন্তত্বের ক্ষতি হওয়ায়, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি এবং লক্ষণবাক্যও নিরর্থক হইয়া যায়। যেহেতু স্বজাতীয়াদিভেদ পরিশূন্যের জন্যই লক্ষণ করা হইয়াছে।

যদ্যপি শিষ্যোপদেশের নিমিত্ত অধ্যারোপ ও অপবাদন্যায়ের স্বীকার করা হইয়াছে বলা হয়, তাহারও সম্ভব হয় না। যেহেতু বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে অধ্যারোপ বলা হইয়াছে, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ
অদ্বয়-ব্রহ্মই বস্তু, তদ্ব্যতিরেকে অজ্ঞানাদি সকল জড় অধ্যারোপ স্বীকারে
পদার্থই অবস্তু, এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে অবস্তু- দোষ।
ভূত-অজ্ঞানাদি জড় পদার্থের আগমন কোথা হইতে হইল ?
অজ্ঞানাদি জড় পদার্থকে আনিতে হইলে, ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞানের সত্তা স্বীকারে, দ্বৈততা দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুইটি শক্তি স্বীকার করিয়া অধ্যারোপ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ অজ্ঞান নিজ আবরণ-শক্তির দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপকে আলিঙ্গন করিলে, বিক্ষেপ-শক্তি নিজসামর্থ্যে ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে অবস্তুভূত জড়াদি প্রপঞ্চকে দেখাইয়া থাকে, তাহারও সম্ভব হইতে পারে না; অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টান্তে যদ্রূপ অন্ধকারে পতিত রজ্জুখণ্ডকে দেখিয়া দ্রষ্টার সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার কারণ অন্ধকার-রূপ আবরণ-শক্তি রজ্জুর স্বরূপকে আবৃত করে, এবং বিক্ষেপ-শক্তি পূর্ব্বানুভূত সর্পকে রজ্জুর পরিবর্ত্তে দ্রষ্টার সম্মুখে আনয়ন করে। দ্রষ্টার এই যে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ইহা সকল দ্রষ্টার সম্ভব হয় না, যে ব্যক্তির সর্প বলিয়া কখন কোন পদার্থের অনুভব নাই, তার সম্মুখে পতিত রজ্জু স্বরূপের অনুপলব্ধি

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

হইলেও সর্পজ্ঞান কোন প্রকারেই আসিতে পারে না। যেহেতু আংশিক-সাদৃশ্য দেখিয়া উপমান-প্রমাণ দ্বারা সর্পজ্ঞান বলিতে হইবে, উপমানে পূর্ব্বানুভব কারণ। তদ্রূপ এখানে ব্রহ্ম আবরণ-শক্তি দ্বারা আবৃত হইলেও, বিক্ষেপ-শক্তির দ্বারা জড়-জগৎপ্রপঞ্চের আগমন সম্ভব হয় না। যেহেতু জড়-জগৎপ্রপঞ্চই যখন নাই, তখন ব্রহ্মে মিথ্যাভূত জড়-জগৎপ্রপঞ্চের ভ্রম কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। যেহেতু জগৎপ্রপঞ্চকে মিথ্যা ও জীবকে উপাধি বলা হইয়াছে। সুতরাং অধ্যারোপন্যায়ে ব্রহ্মে জগৎপ্রপঞ্চের ভ্রম সম্ভব হইতে পারে না।

উক্ত মায়াবাদে ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অস্বীকারে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বীকারে, জগৎ যখন মিথ্যাই প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন শিষ্য. আচার্য্য ও আচার্য্যোপদিষ্ট জ্ঞানেরও মিথ্যাত্ব অবশ্যম্ভাবী। শিষ্যোপদেশের নিমিত্ত যদি এই মিথ্যাত্বের কল্পনা স্বীকার করা হয়, তাহারও সম্ভব হয় না, যেহেতু কল্পিত আচার্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট কল্পিত জ্ঞানের দ্বারা,কল্পিত শিষ্যের কোনরূপ অর্থসিদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যায় না। কারণ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম ব্যতিরেকে যদি অপর তাবৎ বস্তুই মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মোক্ষ প্রাপ্তি জন্য শ্রবণাদি-বিষয়ে প্রযত্নও নিস্ফল হইয়া পড়ে। অর্থাৎ রজত ভ্রমের উৎপাদক শক্তিতে যে রজতের জ্ঞান, ঐ শুক্তিকোপাদানভূত-রজতে যদি রজতোপাদান লাভের প্রযত্ন হয়, উহা যেমন কস্মিন্ কালেও রজত স্বরূপের প্রদানে সক্ষম হয় না, বরং অবিদ্যা-জনিত কার্য্যবশতঃ মিথ্যাই হইয়া থাকে। তদ্রূপ অবিদ্যা-কল্পিত-আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট তত্ত্বমস্যাদি বাক্য-জনিত-জ্ঞান সংসারবন্ধনের নিবর্ত্তক হইতে পারে না, যেহেতু অবিদ্যা- কল্পিতবাক্যই উহার হেতুরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

জগৎ মিথ্যা-স্বীকারে দোষ

অতএব অবিদ্যা কর্ত্তৃক উপহিত-চৈতন্য-জীব ও বিদ্যা কর্ত্তৃক উপহিত -চৈতন্য ঈশ্বর, ইত্যাকার জীবেশ্বরে বিভাগ সম্পূর্ণই অযৌক্তিক, কিন্তু মহর্ষি বেদব্যাসের সমাধিদৃষ্ট জীব ও ঈশ্বরের মিত্য বিভাগই স্বীকরণীয়। তাহাতে শ্রুত্যর্থেরও কোনরূপ বাধ দৃষ্ট হয় না, বরং অনুকুলতাই হইয়া থাকে।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

কেহ মনে করিতে পারেন যে শ্রুতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক, যেহেতু শ্রুতির কোন স্থলে সগুণ, কোন স্থলে নির্গুণ উভয়বিধ বাক্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদুত্তরে বক্তব্য—বেদের ঐ সগুণ, নির্গুণ উভয় বাক্যই সগুণ ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক, কারণ এক ব্রহ্মে দ্বিবিধ ভেদের সম্ভব হয় না। যেমন "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ, য আত্মাপহত পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ"

সগুণ-ব্রহ্মেই শ্রুতির তাৎপর্য্য

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সামান্যতঃ সকল জানেন এবং বিশেষ প্রকারেও যিনি সকল বিষয় জানেন, যাঁহার কার্য্যাদি জ্ঞানময়, যিনি পাপাদিপরিশূন্য জরা ও মৃত্যুরহিত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সগুণত্বের প্রতিপাদক। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি অর্থাৎ অদ্বিতীয়-চিন্ময়-ব্রহ্ম যিনি গূঢ়ভাবে সকল ভূতে অবস্থিত সর্ব্বব্যাপী, ও সকল ভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের আশ্রয় সাক্ষীস্বরূপ বিশুদ্ধ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য নির্গুণব্রহ্মের, প্রতিপাদক। আপাততঃ বেদে উক্ত সগুণ নির্গুণ উভয়বিধ বাক্য দেখিয়া, পূর্বপক্ষী মায়াবাদীরা বলেন ঃ—

"অত্র সগুণবাক্যানাং ন গুণবিধানে তাৎপর্য্যং তদনুবাদমাত্রেণৈব চরিতার্থাৎ নির্গুণবাক্যাবিরোধায় তদেকার্থতায়া যুক্তেশ্চ। তস্মাৎ সর্বৈর্বেদৈর্নির্গুণমেব লক্ষ্যং, ন তু সর্বেশ্বরোঃ বিষ্ণুরেব তেষামর্থ ইতি।"

অর্থাৎ এখানে সগুণবাক্যের গুণবিধানে তাৎপর্য্য নহে, কেবলমাত্র গুণের অনুবাদেই তাৎপর্য্য, লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে, পাপরাহিত্যাদি গুণ প্রদর্শন করিয়া যদ্রূপ লোকসকলকে পাপাদিপরিশূন্য পুরুষে অনুরাগযুক্ত করা হয় তদ্রূপ নির্গুণ-ব্রহ্মেও ঐ সকল গুণের প্রদর্শন দ্বারা লোক সকলকে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মকে তাদৃশগুণযুক্তরূপে বর্ণন করাই সগুণ বাক্যসকলের উদ্দেশ্য। উক্ত সগুণ বাক্যসকল যদি নির্গুণ বাক্যসকলের সহিত একার্থ না হয়, তাহা হইলে পরস্পর বিরোধ সঙ্ঘটিত হয় সুতরাং উহাদের একার্থ স্বীকার করাই যুক্তি। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মই সকল বেদের লক্ষ্য, সর্বেশ্বর

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

বিষ্ণু বেদের প্রতিপাদ্য নহেন।" পূর্ব্বপক্ষীর এই যুক্তি অতীব অসঙ্গত। কারণ উঁহারা গুণবিধানকে অনুবাদ বলিয়াছেন, কিন্তু যাহা পূর্ব্বে প্রামাণান্তরের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার পশ্চাৎ কথনের নামই অনুবাদ, শ্রুতি-প্রতিপাদিত সগুণ-বাক্যের অন্তর্গত গুণসকল প্রমাণান্তর হইতে প্রাপ্ত নহে, অতএব উহাদের অনুবাদেরও সম্ভব হয় না। পুণ্যশালী দেবতা ও মহর্ষি প্রভৃতিতে দৃষ্ট গুণ সকলই যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মে অনুবাদিত হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না; যেহেতু ঐ সকল গুণ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে প্রাপ্ত নহে। বিশেষতঃ বেদে ঐ সকল গুণ নিত্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, বেদ কখন কল্পিত গুণের প্রতিপাদক হইতে পারেন না, "পরাস্য শক্তি" ইত্যাদি শ্রুতিতে "স্বাভাবিকী" শব্দ প্রযুক্ত থাকায় বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় তাঁহার শক্তিও যে স্বাভাবিক তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে; এই নিমিত্ত বেদে দহর-বাক্যে "ব্রহ্মের স্বরূপভূত গুণাষ্টক মুমুক্ষু-কর্ত্তৃক অন্বেষণীয়" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যদি গুণসকল কল্পিত হইত, তাহা হইলে উহা কখনই মুমুক্ষু-মৃগ্য হইত না। এবং বেদান্তসূত্রের দহরাধিকরণে "দহর উত্তরেভ্যঃ", (বে সূ, ১।৩।১৩) ইত্যাদি কএকটী সূত্রে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অর্থাৎ ছান্দগ্যোপনিষদে "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বা বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সন্দেহ উপস্থিত হয়. হৃদয়পুণ্ডরীক মধ্যবর্ত্তী দহরাকাশ, মহাভূতবিশেষ? অথবা প্রত্যগাত্মা? কিম্বা পরমাত্মা? যদিও আকাশ শব্দের ভূতাকাশে ও ব্রহ্মে উভয়ত্রই প্রসিদ্ধি দেখা যায়. কিন্তু ভূতাকাশেই আকাশ শব্দের প্রকৃষ্ট-প্রসিদ্ধি। "তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং" এই শব্দে অন্তরের আধাররূপে যাঁহার প্রতীতি হয় তাঁহাকেই বুঝাইতেছে. প্রথমতঃ ইত্যাকার বোধ হইয়া থাকে। তজ্জন্য বলা হইয়াছে—উভয় বাক্যগতহেতু ও আত্মার অপহত পাপ্মাদি গুণ হইতে, এবং "যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে" ইত্যাদি ছান্দোগ্যোপনিষদ্-বাক্য হইতে দহরাকাশ শব্দে পরব্রহ্মকেই পাওয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মপুর শব্দে

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

উপাস্যরূপে সন্নিহিত পরব্রহ্মের পুররূপে উপাসকের শরীরকে নির্দ্দেশ করিয়া, তদীয় হৃদয়মধ্যবর্ত্তী পুণ্ডরীকবৎ অল্প স্থানকেই যখন হৃদয়ে পরমাত্মা-রূপে অধিষ্ঠিত পরব্রহ্মের পুর-রূপে অভিহিত করিয়াছেন, তখন সেই সর্ব্বজ্ঞ, অচিন্ত্য-সর্ব্ব-শক্তিশালী, আশ্রিতবৎসল, ভক্তবাৎসল্যে-অমৃতধারাবর্ষী-জলদমালাস্বরূপ শ্রীভগবান্‌ই যে এখানে ধ্যেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

অতএব সগুণ নির্গুণ উভয় বাক্যই যখন সত্য হইতেছেন, তখন ব্রহ্মকে কখন সগুণ, কখন নির্গুণ এরূপ বলা যায় না, এবং সগুণ-বেদবাক্যের ব্যবহারিক গুণবিধান ও নির্গুণ-বেদবাক্যের পারমার্থিক গুণাভাববোধকতাও বলা যায় না। যেহেতু "সদেব সৌম্য" ইত্যাদি শ্রুতির উক্তি মিথ্যা হইয়া পড়ে। এবং ঐ শ্রুতিবাক্যের মিথ্যাত্ব বশতঃ অর্থাৎ নির্গুণবাদীর মতে গুণসকলকে কল্পিত বলিয়া স্বীকারে মিথ্যাত্বদোষ আপতিত হওয়ায়, ব্রহ্মসত্তার অভাবে, শূন্যভাবাপত্তি হয়। "অসদেবেদমগ্র-আসীৎ" ইত্যাকার শ্রুতির আশ্রয়ীভূত অসদ্বাদের নিন্দা করিয়া, সদ্বাদী যে প্রস্তাব করেন, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যদি বেদের এই উভয়বিধ বাক্যেরই সত্যতা স্বীকার করা হয়, ও তাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, এবং উহাতে কোন প্রকারের অসঙ্গতি না আসে, তখন উহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সুতরাং সগুণ শব্দে তাঁহার স্বাভাবিক গুণ এবং নির্গুণ বলিতে প্রাকৃত-গুণ-রহিত, এই প্রকার সগুণ-নির্গুণ পদের ব্যাখ্যায় শ্রুতির ব্যাকোপ হয় না। বিশেষতঃ যাঁহারা যে শ্রুতির আশ্রয়ে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলেন, তাঁহারাই সেই "সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যাশ্রয়ে তাঁহাতেই সাক্ষিত্বাদি ধর্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্মের ধর্ম স্বীকার না করিলে উক্ত সাক্ষিত্বাদি শব্দের প্রবৃত্তি হয় না, আবার ধর্ম স্বীকার করিলে সগুণত্বও অনিবার্য্য হইতেছে। একেবারেই যদি ধর্ম অস্বীকার করা হয় তাহা হইলে বেদান্তসূত্রের সমন্বয়াধ্যায়েরও অসঙ্গতি হয়। "অন্তস্তদ্‌ধর্মোপদেশাৎ" (বে সূ, ১।১।২০)।

শ্রুতি সগুণব্রহ্মের প্রতিপাদক

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

গোবিন্দভাষ্য।—"পুণ্যজ্ঞানাতিশয়বশাৎ প্রাপ্তোৎকর্ষো জীবঃ কশ্চিৎ সূর্য্যেঽক্ষিণি বোপদিশ্যতে, উত তদন্যঃ পরমাত্মেতি। তত্র দেহত্বাদি প্রতীতে-রুপচিতপুণ্যো জীব এবায়ং জ্ঞানশক্ত্যাধিক্যঞ্চ পুণ্যাতিশয়াদতএব লোককামে-শিতৃত্বাদিফলার্পণাদুপাস্যত্বং চেত্যেবং প্রাপ্তৌ। "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" (১।১।২০) তয়োরন্তর্বর্ত্তী পরমাত্মৈব, ন জীবঃ, কুতঃ? তদিত্যাদেঃ। ইহ প্রকরণেঽপহত-পাপ্মত্বাদীনাং তদ্ধর্ম্মাণাং নিগদাৎ। অপহত পাপ্মত্বমপহতকর্ম্মত্বং কর্ম্মবশ্য-তাগন্ধরাহিত্যমিতি যাবৎ। ন চৈতৎ কর্ম্মবশ্যে জীবে সংভবেৎ। ন চৌৎ-পত্তিকং লোককামেশিতৃত্বাদি। নাপি ফলদাতৃত্বং তত্র মুখ্যম্। ন চোপাস্য-তায়াঃ পারবশ্যম্। যত্তু দেহসম্বন্ধাৎ জীবোঽসাবিত্যুক্তং তন্ন পুরুষসূক্তাদিষু "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিত্যাদিনা" তস্যাত্মভূত-দিব্যরূপশ্রবণাৎ॥"

অর্থাৎ সূর্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ জীব নহেন, কিন্তু পরমাত্মা। এইরূপ সংশয় হইতে পারে, পুণ্য জ্ঞানাদির আতিশয্য-বশত উৎকর্ষ লাভ করিয়া কোন জীব কি আদিত্য-মণ্ডলে, অক্ষিমণ্ডলে ঐরূপ বাস করিতেছেন? অথবা সেই জীব হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন স্বয়ং পরমাত্মাই পুরুষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন? কেননা, দেহিত্বাদি প্রমাণ বশতঃ উপচিত-পুণ্য-জীবই সেই পদবাচ্য হইয়া থাকেন। পুণ্যাতিশয়ে জীবের জ্ঞানশক্ত্যাদির আধিক্য সংঘটিত হয় বলিয়াই লোকের কামনা পূরণে সক্ষমতাদিরূপ ফল উক্ত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন সেই জীবই উপাস্য হউক? ইত্যাকার পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা জন্য উক্ত হইয়াছে যে; উহাদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ জীব নহেন কিন্তু পরমাত্মা। যেহেতু এই প্রকরণে উক্ত হৃদন্তর্বর্ত্তী পুরুষের উদ্দেশেই কর্ম্ম-রাহিত্বাদি লক্ষণ অপহতপাপ্মত্বাদি ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। জীব কর্ম্মবশ, সুতরাং জীবে কর্ম্মবশ্যতা-রাহিত্য প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্ভব হয় না। দেবতাদিগেরও যে লোকেশ্বরাত্বাদি ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও তাঁহাদিগের স্বাভাবিক নহে, কিন্তু উহা ঈশ্বরোপাসনালব্ধ। তাঁহাদিগের ফল-দাতৃত্বও ঈশ্বরাধীন। তাঁহাদিগের উপাস্যতাও ঈশ্বরস্বরূপে না হওয়ায়, তাঁহারা উপাস্য বলিয়াও শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না। দেহসম্বন্ধ প্রতীতি বশতও উক্ত অন্তর্বর্ত্তী পুরুষ-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পরমাত্মাকে জীব বলা যায় না; যেহেতু "আমি এই মহান্ পরমাত্মাকে আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় অজ্ঞানান্ধকারনাশক অপ্রাকৃতদিব্যশরীর ধারী পুরুষ বলিয়া জানি" ইত্যাদি পুরুষসূক্ত মন্ত্রাদিতে তাঁহার অপ্রাকৃত দিব্যদেহ উক্ত হইয়াছে।

এবং "সর্ব্বান্তঃস্থত্ব, তদ্‌বেদ্যত্ব, তন্নিয়ন্তৃত্ব, বিভূবিজ্ঞানানন্দত্ব ও অমৃতত্বাদি ধর্ম্মের অভিধান হেতু অধিদৈবাদি বাক্যে যে পরমাত্মা অন্তর্য্যামীরূপে উক্ত হইয়াছেন, তিনিই এখানে পৃথিব্যাদিরও অন্তর্য্যামী উক্ত হইয়াছেন। ("যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদি বৃ, ৩, ৭, ৩) "যিনি সামান্যতঃ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্, যিনি বিশেষতঃ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্, যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়, যাঁহা হইতে প্রধানের উৎপত্তি" ইত্যাদি শ্রুতিতে চেতন ধর্ম্মের উক্তি থাকায়, অদৃশ্যত্বাদিধর্ম পরমাত্মাই পরবিদ্যার বিষয় হইতেছেন, বিশেষত অচিন্ত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরে, কি বিরুদ্ধ কি অবিরুদ্ধ সকল ধর্ম্মই উপপন্ন হয়।

বিশেষতঃ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ" এই শ্রুতির সর্বথা শব্দাবাচ্য এ প্রকার অর্থ করা সঙ্গত হয় না, কারণ যাহা সর্বথা শব্দের অবাচ্য তাহাতে লক্ষণারও সম্ভব হয় না, কারণ চিন্মাত্র শব্দের দ্বারা লক্ষ্য বস্তুর অচৈতন্যত্বই সঙ্ঘটিত হয়। ভাগলক্ষণা স্বীকারে বিরুদ্ধ ভাগেরই ত্যাগ হইবে। এখানে বিরুদ্ধ ভাগই অসম্ভব। অতএব সাক্ষিত্বাদি-গুণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল চিন্মাত্র শুদ্ধ-ব্রহ্মই ঐ সকল শব্দের লক্ষ্য, এরূপ বলা যায় না। কারণ শুদ্ধ-ব্রহ্মে শব্দের শক্তি-বিশেষ লক্ষণা যাইতে পারে না। অতএব যাঁহাকে বাক্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বলা যায় না, যাঁহার অচিন্ত্য-মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যের সীমা না পাইয়া মনের সহিত বাক্য তাঁহার বর্ণনা হইতে নিবৃত্ত হয়, ইত্যাকার অর্থই এখানে সঙ্গত। কারণ যাহা অনন্ত, যাঁহার সীমা নাই, সেই অসীমকে ক্ষুদ্র আমরা কিরূপে সাকল্যে জানিতে সক্ষম হইব। অতএব সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি শব্দও সার্বজ্ঞ্যাদি দ্বারা শ্রীভগবানে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। "সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি" ইত্যাদি বাক্যে সকল বেদ যে ভগবান্‌কে প্রতিপাদন করেন, এবং যাঁহাকে ঔপনিষদ্ পুরুষ বলা হইয়াছে,

ন চোপাধিতারতম্যময়পরিচ্ছেদ প্রতিবিম্বত্বাদিব্যবস্থয়া তয়োর্বিভাগঃ স্যাৎ ॥৩৬॥

বিদ্যাভূষণ

"যত্বিন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইত্যাদি শ্রুতেস্তস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণো মায়য়া পরিচ্ছেদাদীশ্বরজীববিভাগঃ স্যাৎ। তত্র বিদ্যয়া পরিচ্ছিন্নো মহান্ খণ্ড ঈশ্বরঃ, অবিদ্যয়া পরিচ্ছিন্নঃ কনীয়ান্ খণ্ডস্তু জীবঃ। যথা ঘটেনাবচ্ছিন্নঃ শরাবেণাবচ্ছিন্নশ্চাকাশখণ্ডো মহদল্পতাব্যপদেশং ভজতি। যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিত্ত্বা বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিয়তে

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

সেই অপ্রাকৃত-অনন্ত-গুণ-রত্নাকর শ্রীভগবান্ যে সর্ববেদের বাচ্য ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। বেদান্তসূত্রের ঈক্ষতের্নাশব্দাধিকরণে ভগবান্ সূত্রকারও ইহাই বলিয়াছেন। অতএব মহর্ষি বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ ঈশ্বর ও জীবাদির নিত্যবিভাগই জানিতে হইবে এবং উহাতেই শ্রুত্যাদির তাৎপর্য্য ॥৩৫॥

অপিচ উপাধির তারতম্যময় পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বত্বাদি ব্যবস্থা দ্বারাও জীব এবং ঈশ্বরের ভেদসম্ভাবনা দেখা যায় না। অর্থাৎ শঙ্করমতে "ইন্দ্র মায়া দ্বারা পুরুরূপকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন" এই শ্রুতিবাক্যকে আশ্রয় করিয়া, একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয়ে পরিচ্ছিন্নতা লাভ করিয়া ঈশ্বর ও জীব এই উভয়বিধ বিভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে বিদ্যাবৃত্তি-মায়া কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন বৃহৎখণ্ড ঈশ্বর, এবং অবিদ্যাবৃত্তি-মায়া কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন অল্পখণ্ড জীব, অর্থাৎ যদ্রূপ একমাত্র অদ্বিতীয় বৃহৎ আকাশ ঘটের দ্বারা আবৃত আকাশখণ্ড হইতে বৃহৎ ও সরাবাবৃত আকাশখণ্ড অল্প, আখ্যা ধারণ করিয়া থাকে ; তদ্রূপ ব্রহ্ম বৃহৎ হইয়াও উপাধির সম্বন্ধে উভয় আকারে প্রতীত হন মাত্র, কিন্তু বস্তুত তাঁহার বিভাগ হয় না। ইহাই পরিচ্ছিন্ন বাদের তাৎপর্য্য। "এই পরিদৃশ্যমান জ্যোতিঃস্বরূপ একমাত্র সূর্য্য, যেমন জলের অভ্যন্তরে প্রতিবিম্বিত হইয়া উপাধিদ্বারা বহুভেদ করিয়া থাকে ; তদ্রূপ জন্মাদিবিকারশূন্য এই আত্মা বিভিন্নক্ষেত্রে ভিন্নাকারে প্রতীত হন।"

১। তত্র যদ্যুপাধেরনাবিদ্যকত্বেন বাস্তবত্বং, তর্হ্যবিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাসম্ভবঃ। ২। নির্ধর্মকস্য ব্যাপকস্য নিরবয়বস্য চ প্রতিবিম্বত্বাযোগোঽপি উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ, বিম্বপ্রতিবিম্বভেদা-

বিদ্যাভূষণ

ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেম্বেবমজোঽয়মাত্মেত্যাদিষু ব্রহ্মণস্তস্য প্রতিবিম্ব শ্রবণাত্ত-দ্বিভাগঃ স্যাৎ। বিদ্যায়াং প্রতিবিম্ব ঈশ্বরো ঽবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বস্তু জীবঃ। যথা সরসি রবেঃ প্রতিবিম্বো, যথা চ ঘটে প্রতিবিম্বো মহদল্পত্বব্যপদেশং ভজতে, তদ্বদিত্যাহ শঙ্করস্তদিদং নিরসনায় দর্শয়তি নচেতি। অনয়া রীত্যা তয়ো-র্বিভাগো ন চ স্যাদিত্যন্বয়ঃ ॥৩৬॥

কুতো ন বাচ্য ইতি চেদনুপপত্তেরেবেত্যাহ, তত্রোপাধেরিতি পরিচ্ছেদ-পক্ষং নিরাকরোতি। অনাবিদ্যকত্বেন রজ্জুভুজঙ্গাদিবদজ্ঞানরচিতত্বাভাবেন বস্তুভূতত্বে সতীত্যর্থঃ। অবিষয়স্যেতি "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ সর্ব্বাস্পৃশ্যস্য। তস্য ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। ইদমত্র বোধ্যম্—ন চ টঙ্কচ্ছিন্নপাষাণ-খণ্ডবদ্বাস্তবোপাধিচ্ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডবিশেষ ঈশ্বরো জীবশ্চ, ব্রহ্মণোঽচ্ছেদ্যত্বাদ-খণ্ডত্বাভ্যুপগমাচ্চ, আদিমত্বাপত্তেশ্চেশ্বরজীবয়োঃ, যত একস্য দ্বিধা ত্রিধা বিধানং

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সেই অদ্বয়ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব শ্রবণ হইতে তাঁহার বিভাগও সম্ভাবিত হইয়া থাকে। বিদ্যায় প্রতিবিম্বিত-চৈতন্য ঈশ্বর এবং অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব আখ্যা ধারণ করেন অর্থাৎ যদ্রূপ একই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব সরোবরে পতিত হইয়া বৃহৎ এবং ঘটে প্রতিবিম্বিত হইয়া ক্ষুদ্রাকারে ভাসমান হইয়া থাকে। তদ্রূপ আধারের তারতম্যে অবিদ্যায় জীব, ও বিদ্যায় ঈশ্বররূপে, প্রতিভাসমান হন; বস্তুতঃ শুদ্ধব্রহ্মে কোনরূপ বিকার স্পর্শ করে না—শঙ্করমতের এই পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব-বাদ খণ্ডন জন্য বলা হইয়াছে. এবম্প্রকারে জীবেশ্বরের বিভাগ সম্ভব হইতে পারে না। ॥৩৬॥

পূর্ব্বোক্ত উপাধি কল্পনা দ্বারা জীবেশ্বরের বিভাগ স্বীকার করা যায় না, ইহা বলা হইয়াছে, এক্ষণে পুনশ্চ তাহার প্রতি আরও কএকটী হেতু নির্দ্দেশ করা হইতেছে অর্থাৎ প্রথমতঃ ... উপাধি অস্বীকারের একটি প্রধান

ভাবাৎ, দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ। উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্থজ্যোতিরংশস্যৈব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে, নত্বাকাশস্য, দৃশ্যত্বাভাবাদেব ॥৩৭॥

বিদ্যাভূষণ

চ্ছেদঃ। নাপ্যচ্ছিন্ন-এবোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষ এব স সঃ, উপাধৌ চলত্যুপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশচলনাযোগাৎ, প্রতিক্ষণমুপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশ-ভেদাদনুক্ষণমুপহিতত্বাপত্তেঃ। ন চ কৃৎস্নং ব্রহ্মৈবোপহিতম্ স সঃ, অনুপহিত-ব্রহ্মব্যপদেশাসিদ্ধেঃ। নাপি ব্রহ্মাধিষ্ঠানম্ উপাধিরেব স সঃ, মুক্তাবীশ-জীবাভাবাপত্তেরিতি তুচ্ছঃ পরিচ্ছেদবাদঃ।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

কারণ। যেহেতু উপাধিকে অবিদা কল্পিত না বলিয়া, যদি উহার বাস্তবতা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে অবিষয় অর্থাৎ সর্ব্বাস্পৃশ্য ঐ ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ বিষয়তাই সম্ভব হয় না। শ্রুতি স্বয়ং বলিতেছেন "অগৃহ্য বস্তুর কখনও গ্রহণ হইতে পারে না।" যদ্রূপ ছিন্ন-পাষাণখণ্ডের পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তদ্রূপ বাস্তব-উপাধিচ্ছিন্ন-ব্রহ্মখণ্ডের খণ্ডবিশেষ-ঈশ্বর বা খণ্ডান্তর জীব আখ্যা ধারণ করেন না, যেহেতু ব্রহ্মকে অখণ্ড ও অচ্ছেদ্য বলিয়াই জানা যাইতেছে ; যথা—

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥" (গীতা, ২।২৪)

অপিচ চ্ছেদ বলিলে এক বস্তুর দুই তিন বিভাগ বুঝাইয়া থাকে, যদি ব্রহ্মের সম্বন্ধে উক্ত প্রকার চ্ছেদ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর ও জীব পরস্পরে আদিমত্ব দোষ আপতিত হয় ; এবং যদি উক্ত প্রকার বিভাগ অঙ্গীকার না করিয়া, কেবল উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশ বিশেষকেই ঈশ্বর ও জীব বলা যায় ; তাহারও সম্ভব হয় না, কারণ উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্ম-প্রদেশের চলন অসম্ভব হওয়ায়, এবং প্রতিক্ষণে উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশের ভেদবশতঃ অনুক্ষণ উপহিতত্ব অনুপহিতত্ব রূপ দোষ আপতিত হইয়া পড়ে। কিম্বা যদ্যপি ব্রহ্মের কোন প্রকার বিভাগ স্বীকার না করিয়া সম্পূর্ণ ব্রহ্মের অবিদ্যা-উপহিতত্ব

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে অনুপহিত শুদ্ধ-ব্রহ্মের ব্যপদেশই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। যদি বল ব্রহ্মের পৃথগ্ অধিষ্ঠান নাই উপাধ্যবচ্ছিন্ন-ব্রহ্মই জীব ও ঈশ্বররূপে আছেন, তাহা হইলে শুদ্ধব্রহ্মের পৃথগ্ অধিষ্ঠানের অভাবে মুক্তাবস্থাতেও জীব এবং ঈশ্বর উভয়েরই অবস্থান থাকিয়া যায়। অতএব পরিচ্ছেদবাদের দ্বারা জীবেশ্বরের বিভাগ কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না, উহা অতীব তুচ্ছ।

প্রতিবিম্ব স্বীকার করিয়াও জীবেশ্বরের বিভাগ সম্ভব হয় না, যেহেতু প্রথমতঃ প্রতিবিম্বেরই অসম্ভাবনা হইতেছে। কারণ যাঁহাকে নির্ধর্ম্মক বলা হইয়াছে তাঁহার উপাধিসম্বন্ধ হইতে পারে না, যেহেতু ঔপাধিক-সম্বন্ধ পরিশূন্যকেই নির্ধর্মক বলা হয়। যিনি ব্যাপক তাঁহার বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভেদই সম্ভব হয় না, তাহা হইলে ব্যাপকত্বের হানি হইয়া থাকে। এবং যিনি নিরবয়ব যাঁহার অবয়ব নাই, তাঁহার প্রতিবিম্ব কিরূপে হইবে, কারণ তিনি অদৃশ্য। অর্থাৎ যাঁহার কোন ধর্ম নাই, যিনি স্বয়ংই ব্যাপক, এবং যাঁহার অবয়ব নাই, যাঁহাকে দেখা যায় না, তাঁহার আবার প্রতিবিম্ব কি? অতএব ঈদৃশ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কোনক্রমেই ঈশ্বর বা জীব আখ্যা ধারণ করিতে পারেন না। রূপাদি ধর্মবিশিষ্ট সাবয়ব এবং পরিচ্ছিন্ন সূর্য্যাদিরই সরোবরে প্রতিবিম্ব দেখা যায়; রূপাদি বিলক্ষণ ব্যাপক ব্রহ্মের ব্যাপ্য বস্তুতে প্রতিবিম্ব কোনরূপেই বলা যায় না, তাহাতে ব্রহ্মের ব্যাপকত্বের ও নিরবয়বত্বাদি ধর্মের হানি হইয়া থাকে। আকাশ ব্যাপক হইলেও উহার প্রতিবিম্ব দেখিয়া ব্রহ্মের প্রতিবিম্বের আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ যাহাকে আমরা আকাশের প্রতিবিম্ব বলি, উহা আকাশের প্রতিবিম্ব নহে, যেহেতু আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না, আকাশস্থ পরিচ্ছিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রাদি-জ্যোতিঃপদার্থের প্রতিবিম্ব দেখিয়া আমরা আকাশের প্রতিবিম্ব কল্পনা করি। আকাশ অদৃশ্য, আকাশ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, উদ্ভূত-রূপবত্ত্বই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, যাহার রূপ নাই, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই হইতে পারে না। সুতরাং নিরুপাধিক-নিরবয়ব ব্যাপক ব্রহ্মের সম্বন্ধে পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ অতীব তুচ্ছ ॥৩৭॥

পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্ব-বাদের অযৌক্তিকতা।

তথা বাস্তবপরিচ্ছেদাদৌ সতি সামানাধিকরণ্যজ্ঞানমাত্রেণ ন তত্ত্যাগশ্চ ভবেৎ। তৎপদার্থপ্রভাবস্তত্র কারণমিতি চেদস্মাকমেব মতসম্মতম্ ॥৩৮॥

বিদ্যাভূষণ

ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞানমাত্রেণ তদ্রূপাবস্থিতিঃ স্যাদিতি যদভিমতং, তৎ খলূপাধের্বাস্তবত্বপক্ষে ন সম্ভবতীত্যাহ—তথা বাস্তবেতি। আদিনা প্রতি-বিম্বো গ্রাহ্যঃ। ন খলু নিগড়িতঃ কশ্চিদ্দীনো রাজৈবাহমিতি জ্ঞানমাত্রাদ্রাজা ভবন্ দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। নন্বু ব্রহ্মানুসন্ধিসামর্থ্যাদ্‌ভবেদিতি চেত্তত্রাহ তৎপদার্থেতি। তথা চ ত্বন্মতক্ষতিরিতি ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

যদ্যপি উপাধির বাস্তবতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বিষমদোষ আপতিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার-জ্ঞান মাত্রেই উপাধির নাশ হইয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থান হয়—একথা যাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মতে উপাধিকে বাস্তব বলিয়া স্বীকার করিলে উহা সম্ভব হইতে পারে না, কারণ উক্ত পরিচ্ছেদ বা প্রতিবিম্বের যদি বাস্তবত্বই বিদ্যমান রহিল তাহা হইলে, কেবল সামানাধিকরণ-জ্ঞান-মাত্রেই উপাধির ত্যাগ হইতে পারে না। যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে কোন নিগড়-বদ্ধ-দীন-ব্যক্তি "আমি রাজা" ইত্যাকার জ্ঞান মাত্রে, তাঁহার দীনতা বিদূরিত হইয়া সে রাজা হইতেছে না; তখন সামানাধিকরণ-জ্ঞান-মাত্রকেই কারণ বলা যাইতে পারেনা। কিন্তু যদি "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার ব্রহ্মানুসন্ধানের প্রভাবে তাহার বন্ধন মোচন ও রাজা হওয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উহা আমাদিগেরই মতসম্মত হইতেছে। কারণ ব্রহ্মভাবনা দ্বারা বন্ধনমোচনে ব্রহ্মের প্রভাব স্বীকৃত হওয়ায়, নির্ধর্মকাদি প্রতিজ্ঞাবাক্যের ক্ষতি হইতেছে ॥৩৮॥

উপাধির বাস্তবত্বে দোষ।

উপাধেরাবিদ্যকত্বে তু তত্র তৎপরিচ্ছিন্নত্বাদেরপ্যঘটমানত্বাদাবিদ্যকত্বমেবেতি ঘটাকাশাদিষু বাস্তবোপাধিময়তদ্দর্শনায়

বিদ্যাভূষণ।

অথোপাধেরাবিদ্যকত্বপক্ষে পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়ং নিরাকরোতি, উপাধেরিতি। আবিদ্যকত্বে রজ্জুভুজঙ্গাদিবন্মিথ্যাত্বে সতীত্যর্থঃ। তত্রোপাধিপরিছিন্নত্ব-তংপ্রতিবিম্বিতত্বয়োরপ্যনুপপদ্যমানত্বান্মিথ্যাত্বমেবেতি হেতোঃ, ঘটাকাশাদিষু ঘটপরিচ্ছিন্নাকাশে ঘটাম্বুপ্রতিবিম্বাকাশে চ বাস্তবোপাধিময়তদুভয়দৃষ্টান্ত-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

শঙ্করমতে জীব ও ব্রহ্মের কোন ভেদ নাই, উপাধিবশতঃ পরস্পর ভেদ কল্পিত হয় মাত্র. ঐ ভেদের মূল কারণ উপাধি। উক্ত উপাধি হইতে পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বজ্ঞানের উৎপত্তি, এবং উক্ত জ্ঞানদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বিভেদ কল্পিত হয়। যখন ঐ কল্পিত জ্ঞান বা উপাধি তিরোহিত হইয়া যায়, তখন জীবেশ্বরের বিভাগ থাকে না এক হইয়া যায়। উক্ত বিভাগের মূলীভূত-উপাধি বাস্তব বা অবাস্তব? উহার বাস্তবত্ব স্বীকারে যে দোষ হয় উহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছেন। এক্ষণে উহার অবাস্তবত্ব অর্থাৎ রজ্জু ও ভুজঙ্গের ন্যায় সম্পুর্ণ মিথ্যাত্ব স্বীকারে কি দোষ হয়, তাহা দেখাইয়া পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্ব-বাদের খণ্ডন করিতেছেন।

উপাধির অবাস্তবতা স্বীকারে, উপাধিকে অবিদ্যামূলক বলিতে হইল সুতরাং অবিদ্যামূলক উপাধি অখণ্ড সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে প্রতিবিম্ব জ্ঞান-সংঘটনের কারণ হইতে পারে না, যেহেতূ ব্রহ্ম অবিদ্যা-লেশ-স্পর্শ পরিশূন্য, অতএব মিথ্যা উপাধিজনিত পরিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ সত্য-স্বরূপ শুদ্ধ-ব্রহ্মে আদৌ আসিতে পারে না। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই মিথ্যা হইয়া পড়েন।

উপাধির অবাস্তবত্বে দোষ।

ঘটে, ঘটপরিচ্ছিন্ন আকাশে বা ঘটজলে প্রতিবিম্বিত আকাশে বাস্তব উপাধিময় দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইলেও, ঐ দৃষ্টান্তের সাহায্যে চিন্মাত্রঅদ্বৈত-বাদিগণের একজীববাদ-পরিনিষ্ঠিত অবাস্তব স্বপ্নদৃষ্টান্তের সিদ্ধান্তওসুসঙ্গত হয় না। যেহেতু উপাধির মিথ্যাত্ব নির্বন্ধন উপাধিদ্বারা ব্রহ্মের

ন তেষামবাস্তবস্বপ্নদৃষ্টান্তোপজীবিনাং সিদ্ধান্তঃ সিদ্ধ্যতি, ঘটমানাঘটমানয়োঃ সঙ্গতেঃ কর্তুমশক্যত্বাৎ। ততশ্চ তেষাং তত্তৎ

বিদ্যাভূষণ

দর্শনয়া তেষাং চিন্মাত্রাদ্বৈতিনামেকজীববাদপরিনিষ্ঠত্বাদবাস্তবস্বপ্নদৃষ্টান্তোপজীবিনাং সিদ্ধান্তো ন সিধ্যতি। উপাধের্মিথ্যাত্বে তেন পরিচ্ছেদঃ প্রতিবিম্বশ্চ ব্রহ্মণো মিথ্যৈব স্যাদতো মিথ্যোপাধিদৃষ্টান্তত্বেন সত্যঘটঘটাম্বুনোঃ প্রদর্শনমসমঞ্জসমেব। ঘটঘটাম্বুদৃষ্টান্তপ্রদর্শনং ঘটমানং, বিদ্যাবিদ্যাবৃত্তিরূপ-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব মিথ্যা হইয়া পড়িতেছে। অতএব মিথ্যা উপাধি দৃষ্টান্তের দ্বারা সত্য ঘটে পরিচ্ছিন্ন আকাশ ও ঘটজলে প্রতিবিম্বিত আকাশ এই উভয় দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য হইতেছে না। কারণ ঘট—অর্থাৎ ঘটে পরিচ্ছিন্ন আকাশ, ঘটজল—অর্থাৎ ঘটজলে প্রতিবিম্বিত আকাশ, এই উভয় দৃষ্টান্ত, বাস্তবঘট ও ঘটনিহিত জল লইয়া হইতেছে। সুতরাং এই দুইটি বস্তুসংক্রান্ত বা ঘটমান অর্থাৎ যথার্থ। কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা রূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অবাস্তব বা অঘটমান অর্থাৎ অযথার্থ। সুতরাং সাদৃশ্য লক্ষণের অভাববশতঃ দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সঙ্গতি করা যায় না। অতএব এবম্প্রকারে জীবেশ্বরের পরিচ্ছেদ প্রতিবিম্ব কল্পনা অবিদ্যা-বিলসিত অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত মাত্র। ব্রহ্ম সম্বন্ধে স্বরূপত অপ্রাপ্ত পরিচ্ছেদ প্রতিবিম্ব-বাদের দ্বারা জীবেশ্বরের প্রতিপাদনই অসম্ভব। অদ্বৈতবাদিগণ যে যুক্তিদ্বারা পরমত খণ্ডন করিয়া স্বমত সংস্থাপনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তর্কের মুখে সে যুক্তি স্বয়ংই নিহত হইয়া পড়িতেছে।

সূত্রকার স্বয়ংই "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন" (বে, সূ, ১।৩।৪২) এই সূত্রে মুক্তজীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদপ্রতিপাদনস্থলে, পূর্ব্বোক্ত স্বপ্নদৃষ্টান্তেরও নিরাস করিয়াছেন ;—

রামানুজভাষ্য।—"সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ প্রত্যগাত্মনোঽর্থান্তরত্বেন পরমাত্মনো ব্যপদেশাৎ প্রত্যগাত্মনোঽর্থান্তরভূতঃ পরমাত্মাঽস্ত্যেব।" অর্থাৎ সুষুপ্তি ও

সর্ব্বমবিদ্যাবিলসিতমেবেতি স্বরূপমপ্রাপ্তেন তেন তেন তত্তদ্-ব্যবস্থাপয়িতুমশক্যম্ ॥ ৩৯ ॥॥

বিদ্যাভূষণ

দার্ষ্টান্তিকপ্রদর্শনং ত্বঘটমানম্। তয়োঃ সঙ্গতিঃ সাদৃশ্যলক্ষণা কর্ত্তুমশক্যৈব, সাদৃশ্যাভাবাৎ। ততশ্চেতি। তত্তৎ সর্ব্বং পরিচ্ছেদপ্রতিবিম্বকল্পনমবিদ্যা-বিলসিতমজ্ঞানবিজৃম্ভিতমেবেত্যেবমুক্তরীত্যা স্বরূপমপ্রাপ্তেনাসিদ্ধেন তেন পরিচ্ছেদবাদেন তেন প্রতিবিম্ববাদেন চ তত্তদ্ব্যবস্থাপয়িতুং প্রতিপাদয়ি-তুমশক্যম্। ততশ্চ হন্তৃহতন্যায়েন ব্যাসদৃষ্টপ্রকারকস্তদ্বিভাগো ধ্রুবঃ ॥৩৯ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

উৎক্রান্তিশীল প্রত্যগাত্মার অর্থান্তরের দ্বারা ভেদ ব্যপদেশ বশতঃ জীবাত্মা হইতে পৃথক্ পরমাত্মা আছেন ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

গোবিন্দভাষ্য।—"মুক্তজীবো ব্রহ্ম বেতি ন সম্ভবতি। কুত সুষুপ্ত্যা-বুৎক্রান্তৌ চ জীবাদ্ভেদেন ব্রহ্মণো ব্যপদেশাৎ। সুষুপ্তৌ তাবৎ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমিতি। উৎক্রান্তৌ চ প্রাজ্ঞেনাত্মনা অন্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতীতি। উৎসর্জ্জন্ হিক্ক-শব্দং কুর্ব্বন্। ন চ স্বপত উৎক্রমতো বা অকিঞ্চিজ্‌জ্ঞস্য তদৈব প্রাজ্ঞেন স্বৈনৈব পরিস্বঙ্গান্বারোহৌ সম্ভবেতাম্। ন চ জীবান্তরেণ তস্যাপি সার্ব্বজ্ঞ্যাভাবাৎ।" অর্থাৎ মুক্ত জীব ব্রহ্ম, এইরূপ অর্থ সম্ভব হয় না। যেহেতু সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তিতে জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ উক্ত হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সং-মিলিত জীব বাহ্য বা আন্তর কিছুই জানিতে পারেন না, এবং স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া উৎক্রমণ-কালেও প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া হিক্ক-শব্দ করিয়া গমন করেন। কি নিদ্রিত কি উৎক্রান্ত উভয়বিধ অকিঞ্চি-জ্‌জ্ঞতা হেতু প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত জীবের অভেদে মিলন বা একত্রা-ধিষ্ঠান সম্ভব হয় না। অথবা জীবান্তরের সহিতও মিলন সম্ভব হয় না, কারণ তাহারও সার্ব্বজ্ঞতাদি নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চিন্মাত্র অদ্বৈতবাদিগণের স্বপ্ন দৃষ্টান্তের সম্ভবনা নিবারিত হইয়াছে।

ইতি ব্রহ্মাবিদ্যয়োঃ পর্য্যবসানে সতি যদেব ব্রহ্মচিন্মাত্রত্বেনা-বিদ্যাযোগস্যাত্যন্তাভাবাস্পদত্বাচ্ছুদ্ধং, তদেব তদ্‌যোগাদশুদ্ধো জীবঃ, পুনস্তদেব জীবাবিদ্যাকল্পিতমায়াশ্রয়ত্বাদীশ্বরঃ, তদেব চ

বিদ্যাভূষণ

ননু পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়েনাস্মাকম্, ন তাৎপর্য্যম্ তস্যাজ্ঞবোধনায় কল্পিতত্বাৎ, কিন্ত্বেক জীববাদ এব তদস্তি। "স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্। স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎপরিতুষ্টিমেতি।" ইত্যাদি কৈবল্যোপনিষদি তস্যৈবোপপাদিতত্বাৎ। তদ্বাদশ্চেত্থম্ঃ—একমেবাদ্বিতীয়-মিত্যাদ্যুক্তশ্রুতিভ্যোঽদ্বিতীয়চিন্মাত্রো হ্যাত্মা। স চাত্মন্যবিদ্যয়া গুণময়ীং মায়াং তদ্বৈষম্যজাং কার্য্যসংহতিঞ্চ কল্পয়ন্নস্মদর্থমেকং যুষ্মদর্থাংশ্চ বহূন্ কল্পয়তি। তত্রাস্ম-দর্থঃ স্বস্বরূপঃ পুরুষঃ। যুষ্মদর্থশ্চ মহদাদীনি ভূম্যন্তানি জড়ানি, স্বতুল্যানি

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি" ইত্যাদি কঠ-শ্রুতিবাক্যানুসারে কেহ পূর্ব্বোক্ত প্রতিবিম্বের যাথার্থ্য সম্ভাবনা না করেন, কারণ একদেহস্থিত জীবাত্মা পরমাত্মার অভাস্বর, সভাস্বর এবং ছায়া ও আতপের ন্যায় প্রকাশ ও অপ্রকাশ স্বভাব মাত্র প্রতিপাদনেই এই শ্রুতির তাৎপর্য্য, যেহেতু "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে, তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" এই শ্রুতিবাক্যের সহিত একার্থতা প্রযুক্ত উক্ত অর্থই প্রতিপাদিত হইতেছে, ব্রহ্মে আতপ শব্দ যদ্রূপ দীপ্তি স্বভাবের বোধক, জীবে ছায়া শব্দও তদ্রূপ অভাস্বরত্বের বোধক। বিশেষতঃ "অলোহিতমচ্ছায়ং" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা স্পষ্টাকারেই ছায়া নিবারিত হইয়াছে। এক্ষণে চিন্মাত্র অদ্বৈতবাদী যে যুক্তিদ্বারা স্বমত-সংস্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তর্কের মুখে সেই যুক্তি স্বয়ংই নিহত হইতেছে। সুতরাং প্রতিবিম্ব-বাদে জীবেশ্বরের বিভাগ যখন অসম্ভাবিত হইতেছে, তখন ব্যাসদৃষ্ট জীবেশ্বরের নিত্য বিভাগই দৃঢ়রূপে প্রতিষ্টিত হইতেছে ॥৩৯॥

তন্মায়াবিষয়তাজ্জীব ইতি বিরোধস্তদবস্থ এব স্যাৎ, তত্র চ শুদ্ধায়াং চিত্যবিদ্যা, তদবিদ্যাকল্পিতোপাধৌ তস্যামীশ্বরাখ্যায়াং বিদ্যেতি, তথা বিদ্যাবত্ত্বেঽপি মায়িকত্বমিত্যসমঞ্জসা চ কল্পনা স্যাদিত্যাদ্যনুসন্ধেয়ম্ ॥ ৪০ ॥

বিদ্যাভূষণ।

পুরুষান্তরাণি, সর্ব্বেশ্বরাখ্যঃ পুরুষবিশেষশ্চেত্যেবং ত্রিবিধঃ। জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতীতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। গুণযোগাদেব কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে তত্রাত্মন্যধ্যস্তে, যথা স্বপ্নে কশ্চিদ্রাজধানীং রাজানং তৎপ্রজাশ্চ কল্পয়তি, তন্নিয়ম্যমাত্মানঞ্চ মন্যতে, তদ্বৎ। জাতে চ জ্ঞানে, জাগরে চ সতি, ততোঽন্যন্ন কিঞ্চিদস্তীতি চিন্মাত্রমেকমাত্মবস্থিতি। তমিমং বাদং নিরাকর্ত্তুমাহ, ইতি ব্রহ্মেতি। ইত্যেবং পূর্ব্বোক্তরীত্যা পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়স্য প্রত্যাখ্যানে জাতে, ব্রহ্ম চাবিদ্যা চেতি দ্বয়োঃ পর্য্যবসানে সতীত্যর্থঃ। অত্যন্তাভাবাস্পদত্বাদিতি। "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে" ইত্যাদি শ্রুতিরেবেত্যর্থঃ বিরোধস্তদবস্থ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পূর্ব্ব যুক্তি দ্বারা পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্ব-বাদ প্রত্যাখ্যাত হয় হউক, কারণ অজ্ঞবোধের জন্যই দৃষ্টান্তের কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু যে এক-জীব বাদ খণ্ডনের নিমিত্ত এই বিচারের অবতারণা করা হইয়াছে। সেই এক-জীব বাদের কি প্রকারে খণ্ডন হইবে?

এক-জীব-বাদ খণ্ডন।

এক্ষণে এক-জীব-বাদ কাহাকে বলে প্রথমতঃ তাহা জানা আবশ্যক হওয়ায় উহা দেখান হইতেছে "এক আত্মাই মায়া-পরিমোহিত হইয়া সকল প্রকার শরীর ধারণ করেন, এবং স্ত্রী-সম্ভোগ ও অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগদ্বারা পরিতুষ্টি লাভ করিয়া থাকেন।" কৈবল্যোপনিষদের প্রাগুক্ত উক্তির সদৃশী উক্তিসমূহের অবলম্বনেই এক-জীব-বাদের উৎপত্তি। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতি হইতে এক অদ্বিতীয় চিন্মাত্র আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছেন। এই চিন্মাত্র আত্মা অবিদ্যা দ্বারা আপনার গুণময়ী মায়াকে এবং মায়ার বৈষম্য হইতে জাত কার্য্যসংহতির কল্পনা

বিদ্যাভূষণ।

ইতি—বিরোধত্বাদেবাশক্যং ব্যবস্থাপয়িতুমিত্যর্থঃ। তত্র চ শুদ্ধায়ামিতি। শুদ্ধে ব্রহ্মণ্যকস্মাদবিদ্যাসম্বন্ধস্তৎসম্বন্ধাত্তস্য জীবত্বম্। তেন জীবেন কল্পিতায়া মায়ায়া আশ্রয়ো ভূত্বা তদ্ব্রহ্মৈবেশ্বরঃ। তস্যেশ্বরস্য মায়য়া পরিভূতং ব্রহ্মৈব তজ্জীবঃ। ইত্যাদি বিপ্রলাপোঽয়মবিদুষামেব, ন তু বিদুষামিতি ভাবঃ। মায়িকত্বং প্রতারকত্বমিত্যর্থঃ। স এব মায়েতি শ্রুতিস্তু ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকত্ব-ব্রহ্ম-ব্যাপ্যত্বাভ্যাং ব্রহ্মণোঽনতিরিক্তো জীব ইত্যেব নিবেদয়ন্তী গতার্থা, "জীবে-শাবিতি" শ্রুতিস্তু মায়াবিমোহিততার্কিকাদিপরিকল্পিতজীবেশপরতয়া গতার্থেতি, ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্ ॥৪০॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

করিয়া, অস্মদর্থে একের, এবং যুষ্মদর্থে বহুর কল্পনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অস্মদর্থে নিজের স্বরূপ পুরুষ, যুষ্মদর্থে আমাহইতে অতিরিক্ত মহদাদি-ভূম্যন্ত জড় সকল, নিজ তুল্য পুরুষান্তর সকল ও সর্বেশ্বরাখ্য পুরুষ-বিশেষের কল্পনা করিয়া থাকেন। "জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া" এই শ্রুতির তাৎপর্য্যে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব ও ঈশ্বর মায়ারই সৃষ্টি। ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার প্রভাবে অসঙ্গ আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের অধ্যাস হইয়া থাকে। স্বপ্নে যেমন রাজা, প্রজা, রাজধানী প্রভৃতির কল্পনা করিয়া কুটীর-বাসী জন আপনাকে রাজা বলিয়া মনে করে, কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন সেই কুটীর ও কুটীরস্থ তৃণ-শয্যাশায়ী দীনতার প্রতিমূর্ত্তি-আপনাকে ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেইরূপ আত্মতত্ত্বের অববোধ হইলে জীবের নানাত্ব জ্ঞান প্রণষ্ট হয়, এবং তৎকালে একমাত্র চিন্মাত্র আত্মাই যে বহুজীব-ভাবে প্রতিভাত হয়েন, ইত্যাকার জ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই এক-জীব-বাদের সিদ্ধান্ত।

এক্ষণে এইরূপে ব্রহ্ম ও অবিদ্যার পর্য্যবসান হইলে পর, ব্রহ্ম চিন্মাত্র এবং অবিদ্যাস্পর্শের অত্যন্ত অভাবাস্পদ সুতরাং শুদ্ধ, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে; শ্রুতি বলেন "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে" অর্থাৎ ব্রহ্ম অবিদ্যার অগৃহ্য,

কিঞ্চ যদত্রাভেদ এব তাৎপর্য্যমভবিষ্যত্তর্হ্যেকমেব ব্রহ্মাজ্ঞানেন

সর্বসংবাদিনী

অত্র শ্রীশুক-হৃদয়-বিরোধশ্চৈবম্—যদি ভগবতোঽপ্যবিদ্যাময়মেব বৈভবং

বিদ্যাভূষণ

অনুপপত্ত্যন্তরমাহ. কিঞ্চেতি। অত্র শ্রীভাগবতে শাস্ত্রে, ইত্যেবেতি। পূর্ণঃ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

কিছুতেই ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইহাই ব্রহ্মের স্বভাব। আকাশে মেঘ, ধূম, ধূলি, কত উড়িয়া যায়, কিন্তু নীল নভ-স্থল যেমন সুনীল তেমনই থাকে। পদ্মপত্র জলে থাকিলেও জল উহাতে লগ্ন হইতে পারে না। তদ্রূপ ব্রহ্মও সর্ব্বদা অবিদ্যাস্পর্শ-শূন্য। মায়াবাদীর মতে এতাদৃশ যে ব্রহ্ম তিনিও অবিদ্যা দ্বারা উপহত হন, এবং ঐ অবিদ্যোপহত চৈতন্যের জীব আখ্যা হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ—শুদ্ধ-ব্রহ্মকে অবিদ্যাস্পর্শের অত্যন্ত অভাবাস্পদ বলিয়াও, মায়াবাদী নিজ মতের জেদ বজায় রাখিবার জন্য এতাদৃশ ব্রহ্মে কোথা হইতে অকস্মাৎ অবিদ্যার স্পর্শ সংঘটন করাইয়া অবিদ্যা-স্পৃষ্ট-ব্রহ্ম-খণ্ডই জীবরূপে প্রতিভাত হন, ইত্যাকার এক বিরোধ আনয়ন করেন।

দ্বিতীয়তঃ—জীবকর্তৃক কল্পিত মায়াশ্রয়শীল ব্রহ্মই আবার ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়েন। অর্থাৎ জীবাবিদ্যা-কল্পিত মায়ার আশ্রয়তানিবন্ধন ঈশ্বর, আবার সেই ঈশ্বরই মায়া-পরিভূতি-নিবন্ধন জীব, সুতরাং ব্রহ্মের সহিত মায়ার যে বিরোধ এবং সেই বিরোধ জীবেশ্বরের বিভাগেও তদবস্থাতেই রহিয়া গেল।

শুদ্ধ চিন্মাত্রে অবিদ্যার সম্বন্ধ, এবং সেই অবিদ্যা-কল্পিত উপাধিতে অর্থাৎ ঈশ্বরাখ্য বস্তুতে বিদ্যার কল্পনা, আবার বিদ্যাবত্তাতেও মায়িকত্বের অবধারণ, মায়াবাদীর মতে এখানে ঈশ্বরে বিদ্যাবত্তা থাকিলেও, ঈশ্বরও মায়ার সৃষ্ট। সুতরাং বিদ্যাবত্তায় মায়ার কল্পনা অতীব অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা অবিজ্ঞের প্রলাপ। মায়াবিমোহিত তার্কিকগণ যে শ্রুতির যে তাৎপর্য্য উল্লেখ

ভিন্নং, জ্ঞানেন তু তস্য ভেদময়ং দুঃখং বিলীয়ত ইত্যপশ্য-দিত্যেবাবক্ষ্যৎ। তথা শ্রীভগবল্লীলাদীনাং বাস্তবতাভাবে সতি শ্রীশুকহৃদয়বিরোধশ্চ জায়তে ॥৪১॥

সর্ব্বসংবাদিনী

স্যাত্তদা শ্রীশুকস্য তল্লীলাকৃষ্টত্বং ন স্যাদিতি মূলে চৈবমগ্রতো শ্রীভগবৎসন্দর্ভে (৮৩তম অনু°) সুষ্ঠু বিচারয়িষ্যতি।

বিদ্যাভূষণ

পুরুষঃ কশ্চিদস্তি, তদাশ্রিতয়া মায়য়া জীবো বিমোহিতো জীবোঽনর্থং ভজতি, তদনর্থোপশমনী চ পূর্ণস্য তস্য ভক্তিরিত্যপশ্যদিত্যেবং নাবক্ষ্যদিত্যর্থঃ ॥৪১॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

করিয়াছেন, উহা তাঁহাদের কল্পনা মাত্র; উহাতে প্রকৃত-যুক্তির বিলক্ষণ অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে ॥৪০॥

সর্ব্বসংবাদিনী অনুবাদ—এস্থলে শ্রীশুকহৃদয় বিরোধ এইরূপ— যদি ভগবানেরও অবিদ্যাময় বৈভব হয়, তাহা হইলে শ্রীশুকদেবের সেই ভগবানের লীলায় আকৃষ্টতা হইত না। মূলের এই বিষয়টি আগে শ্রীভগবদ্ সন্দর্ভে (৮৩ অনুঃ) সুষ্ঠুভাবে বিচার করা হইবে।

তর্ক এবং যুক্তিদ্বারা অভেদবাদ নিরাস করিয়াও এখানে পুনশ্চ বলিতেছেন; অভেদবাদ শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য নহে। যদি অভেদবাদ ভাগবতের তাৎপর্য্য হইত, তাহা হইলেঃ—এক ব্রহ্মই অজ্ঞান দ্বারা ভেদ-বিশিষ্ট হন, এবং জ্ঞানদ্বারা তাঁহার ভেদময়দুঃখ বিলীন হইয়া থাকে ইত্যাকার তত্ত্ব ব্যাস-সমাধিতে দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া, ভাগবত সিদ্ধান্ত করিতেন।

জীবেশ্বরের বিভেদেই ব্যাস-সমাধির তাৎপর্য্য।

তাহা হইলে মহর্ষি বেদব্যাস সমাধিতে—কোন এক অচিন্ত্য-অনি-র্ব্বচনীয়-ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পূর্ণ পুরুষ, তদাশ্রিতা মায়া, মায়ামোহিত জীব, মোহিত জীব-কর্ত্তৃক অনর্থ-সকলের ভোগ, এবং পূর্ব্বোক্ত পূর্ণ-পুরুষের

তস্মাৎ পরিচ্ছেদপ্রতিবিম্বত্বাদিপ্রতিপাদকশাস্ত্রাণ্যপি কথঞ্চিত্তৎসাদৃশ্যেন গৌণ্যৈব বৃত্ত্যা প্রবর্ত্তেরন্। "অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন

বিদ্যাভূষণ

তস্মাদিতি। তৎ সাদৃশ্যেন পরিচ্ছিন্নপ্রতিবিম্বতুল্যত্বেনেত্যর্থঃ। সিংহো দেবদত্ত ইত্যত্র যথা গৌণ্যা বৃত্ত্যা, সিংহতুল্যত্বং দেবদত্তস্যোচ্যতে, ন তু সিংহত্বং, তদ্বদিত্যর্থঃ। নন্বেবং কেন নির্ণীতমিতি চেৎ, সূত্রকৃতা শ্রীব্যাসেনৈবেতি তৎ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

ভজনরূপা ভক্তিকে অনর্থ-প্রশমনের কারণরূপে দেখিতেন না। সুতরাং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌কে, এবং তদীয় নিত্যদাসরূপে অবস্থিত জীবকে দর্শন করিয়াছিলেন ইহাই তাৎপর্য্য। অন্যথা অর্থাৎ অভেদবাদে তাৎপর্য্য বলিলে, শ্রীভগবানের লীলাদির বাস্তবত্বের ক্ষতি হইয়া শ্রীশুকহৃদয়ের সহিতও বিরোধ উৎপাদন করে। অতএব ব্যাস-সমাধি-লব্ধসিদ্ধান্ত হইতে স্পষ্টতই অভেদবাদ-নিরাস হইয়াছে ॥৪১॥

পূর্ব্বোক্ত হেতুসকল দ্বারা দেখা যাইতেছে পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্র সকল, গৌণবৃত্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্বের আংশিক সাদৃশ্য স্বীকার করিয়া ব্রহ্মে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ "সিংহো মানবকঃ" এই কথা বলিলে, সিংহ শব্দের মুখ্যবৃত্তির বাদ হইয়া, গৌণবৃত্তির দ্বারা যদ্রূপ মানবকে সিংহতুল্য বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও গৌণবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মে পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বের তুল্যতা জানিতে হইবে।

গৌণতাপ্রতিপাদক সূত্রের দ্বারা পরিচ্ছেদাদির নিরাস

স্বয়ং সূত্রকর্ত্তা বেদব্যাস কর্ত্তৃকই "অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম।" "বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়- সামঞ্জস্যাদেবম্।" এই পূর্ব্ব ও উত্তরপক্ষীয় উভয় সূত্র দ্বারা গৌণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রথম সূত্রে দেখাইয়াছেন, যেমন জলের দ্বায়া ভূমিখণ্ডের পরিচ্ছেদ গ্রহণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ উপাধি দ্বারা ব্রহ্মপ্রদেশের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না।

তথাত্বং" (বে সূ, ৩৷২৷ ১৯) "বৃদ্ধিহ্রাসভাক্তমন্তর্ভাবাদুভয়সাম-ঞ্জস্যাদেবম্" (৩৷২৷২০) ইতি পূর্ব্বোত্তরপক্ষময়ন্যায়াভ্যাম্ ॥৪২॥

বিদ্যাভূষণ

সূত্রদ্বয়ং দর্শয়তি। তত্রৈকেন তদ্বাদদ্বয়মসম্ভবান্নিরস্যতি, "অম্বুবদিতি।" যথাম্বুনা ভূখণ্ডস্য পরিচ্ছেদঃ এবমুপাধিনা ব্রহ্ম-প্রদেশস্য স স্যাৎ, ন, অম্বুনা ভূখণ্ডস্যেব উপাধিনা-ব্রহ্মপ্রদেশস্য গ্রহণাভাবাৎ। "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যত"

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

কারণ উপাধির দ্বারা ব্রহ্মপ্রদেশের গ্রহণই অসম্ভব হইতেছে, যেহেতু "অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে" এই শ্রুতিই তাহার গ্রহণ নিবারণ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মের উপাধি-পরিচ্ছিন্নতা নিরস্ত হইতেছে।

প্রতিবিম্ববাদের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যদ্রূপ পরিচ্ছিন্ন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জলাদিতে পতিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্যাপক ব্রহ্ম-বস্তুর প্রতিবিম্ব উপাধিতে পতিত হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মের প্রতিবিম্বও নিরস্ত হইতেছে। যদি প্রথম সূত্রের এবম্প্রকার তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে শাস্ত্রসঙ্গতি হইবে? এতদাশঙ্কার পরিহারার্থ দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। "অর্থাৎ পরিচ্ছেদ প্রতিবিম্ব-বাদ ব্রহ্মে মুখ্যবৃত্তি-দ্বারা প্রবৃত্ত না হইয়া বৃদ্ধিহ্রাসাদি গুণাংশকে অবলম্বন করিয়া গৌণবৃত্তির আশ্রয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্য ও সূর্য্য-প্রতিবিম্বে সূর্য্যের গুণাংশের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীব ও ব্রহ্মে গুণাংশের অর্থাৎ অল্পজ্ঞতা-সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণাংশেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এখানে প্রথম সূত্রে পরিচ্ছেদাদির খণ্ডন, দ্বিতীয় উত্তর পক্ষ সূত্রে গৌণবৃত্তি দ্বারা তাহার সমন্বয় দেখাইয়াছেন :

সকলকার অবগতির জন্য উক্ত সূত্র দ্বয়ের ভাষ্য উদ্ধৃত হইতেছে—

"অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্" (বে, সূ, ৩৷২৷১৯)

গোবিন্দভাষ্য। —"অম্বুবদ্বিম্ববিপ্রকৃষ্টস্যোপাধেরগ্রহণান্ন তথাত্বম্। পর-মাত্মনো বিভুত্বেন তদ্বিদূরপদার্থাপ্রসিদ্ধেরুপমেয়কোটেরুপমানকোটিতুল্যত্বং

বিদ্যাভূষণ।

ইতি হি শ্রুতিঃ। অতো ন তথাত্বং ব্রহ্মণ উপাধিপরিচ্ছিন্নত্বং নেত্যর্থঃ। যদ্বা অম্বুনি যথা রবেঃ প্রতিবিম্বঃ পরিচ্ছিন্নস্য গৃহ্যতে, এবমুপাধৌ ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বো ব্যাপকস্য ন গৃহ্যতে। অতো ন তথাত্বং তস্য প্রতিবিম্বো নেত্যর্থঃ। তর্হি শাস্ত্র-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

নেত্যর্থঃ। বিম্ববিদূরে জলাদ্যুপাধৌ পরিচ্ছিন্নস্য সূর্য্যাদেরাভাসো গৃহ্যতে নৈবং পরমাত্মনঃ তস্যাপরিচ্ছেদাৎ। অতো ন তথাত্বমিতি বা পরমাত্মনঃ প্রতিবিম্বো জীবো ন ভবতি। "অলোহিতমচ্ছায়মিতি" শ্রুতেঃ। কিন্তু তদ্বচ্চেতন এব সঃ। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানানিতি শ্রুতেঃ। ইত্থঞ্চাকাশদৃষ্টান্তোঽপি নিরস্তঃ। তদ্গত পরিচ্ছিন্নজ্যোতিরংশস্যৈব তত্তয়া প্রতীতিরবৈতুষী' ইতরথা দিগাদেরপি তদাপত্তিঃ। ন চাত্র শব্দোঽপি দৃষ্টান্তঃ বৈধর্ম্ম্যাৎ। তস্মাদ্বিষ্ণোঃ প্রতিবিম্বো নেতি।"

অম্বুর ন্যায় বিম্ববিপ্রকৃষ্ট উপাধির অগ্রহণ বশতঃ প্রতিবিম্বের সম্ভব হয় না। অর্থাৎ দূরস্থ সূর্য্য ও তদাভাসের আশ্রয়ভূত জলের সহিত পরমাত্মার ও তদুপাধির সাম্য না থাকায় পরমাত্মার চিদাভাসকে জীব বলা যায় না, কারণ অবিদ্যা পরমাত্মারই শক্তিবিশেষ; জল যেমন সূর্য্য হইতে দূরবর্ত্তী, অবিদ্যা সেরূপ পরমাত্মা হইতে দূরস্থ নহে, যেহেতু পরমাত্মা বিভু,—উহা হইতে বিদূর পদার্থই অপ্রসিদ্ধ। অতএব উপমান ও উপমেয়ের পরস্পর সাদৃশ্যই ঘটিতেছে না, সুতরাং পরমাত্মার আভাস জীব, এ কথা বলা যায় না। বিম্ব হইতে দূরবর্ত্তী জলাদি উপাধিতে পরিচ্ছিন্ন সূর্য্যাদির আভাস গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু অপরিচ্ছিন্নতা নিবন্ধন পরমাত্মার এরূপে আভাস গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং জীব কখনই পরমাত্মার প্রতিবিম্ব নহেন। 'অলোহিতমচ্ছায়ম্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা যখন তাঁহার ছায়াই নিবারিত হইয়াছে তখন তাঁহার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। কিন্তু জীব পরমাত্মার ন্যায় নিত্য চেতন বস্তু। "নিত্যো নিত্যানাং" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের নিত্যত্ব ও

বিদ্যাভূষণ

দ্বয়ঃ কথং সঙ্গচ্ছতে তত্রাহ, বৃদ্ধীতি দ্বিতীয়েন। তদ্দ্বয়ং ন মুখ্যবৃত্ত্যা প্রবর্ত্ততে, কিন্তু "বুদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বং" গুণাংশমাদায়ৈব, যথা মহদল্পৌ ভূখণ্ডৌ, যথা চ রবিতৎপ্রতিবিম্বৌ বৃদ্ধিহ্রাসভাজৌ, তথা পরেশ-জীবৌ স্যাতাম্। কুতঃ?

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

চেতনত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে আকাশ দৃষ্টান্তও নিরস্ত হইয়াছে। আকাশস্থ পরিচ্ছিন্ন তেজের অংশ বিশেষের প্রতিবিম্বের প্রতীতি হয়. উহা দ্বারা আকাশের প্রতিবিম্ব স্বীকার অজ্ঞের কার্য্য। অন্যথা দিগাদিরও প্রতি-বিম্বের আপত্তি হয়। শব্দও এখাতে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ পরমাত্মা ও শব্দের পরস্পর বৈধর্ম্ম সুপ্রসিদ্ধ। অতএব জীব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব নহে।"

রামানুজভাষ্য।—"অম্বুবদিতি সপ্তম্যন্তাৎ বতিঃ। অম্বুদর্পণাদিষু যথা সূর্য্যমুখাদয়ো গৃহ্যন্তে, ন তথা পৃথিব্যাদিষু স্থানেষু পরমাত্মা গৃহ্যতে। অম্বাদিষু হি সূর্য্যাদয়ো ভ্রান্ত্যা তত্রস্থা ইব গৃহ্যন্তে ন পরমার্থতস্তত্রস্থাঃ। ইহ তু "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" যোঽপ্সু তিষ্ঠন্" "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যেবমাদিনা পরমার্থত এব পরমাত্মা পৃথিব্যাদিষু স্থিতো গৃহ্যতে। অতস্সূর্য্যাদেরম্বুদর্পণাদি প্রযুক্ত-দোষানন্নুষঙ্গস্তত্রতত্র স্থিত্যভাবাদেব। অতো ন তথাত্বং দার্ষ্টান্তিকস্য ন দৃষ্টান্ত-তুল্যত্বমিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ অম্বু ও দর্পণাদিতে যেমন সূর্য্য ও মুখাদির গ্রহণ হইয়া থাকে। তদ্রূপ পৃথিব্যাদি স্থানে পরমাত্মার গ্রহণ হইতে পারে না। যেহেতু ভ্রান্তিবশতঃই সূর্য্যাদিকে জলাদিতে অবস্থিতের ন্যায় গ্রহণ হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে অবস্থিত নহে। কিন্তু "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্" "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পৃথিব্যাদিতে পরমাত্মা বাস্তবিক অবস্থিত আছেন এবং তাঁহার গ্রহণ হইয়া থাকে। অতএব জলাদিতে সূর্য্যাদির বস্তুত অনবস্থিতিসত্ত্বেও দোষ অসম্পৃক্ত বলা হয়। কিন্তু পরমাত্মা পৃথিব্যাদিতে অবস্থান করিলেও দোষ অসম্পৃক্ত। এই নিমিত্তই দৃষ্টান্ত ও দ্রাষ্টান্তিকের তুল্যতা নিরস্ত হইয়াছে।

অন্তর্ভাবাৎ এতস্মিন্নংশে শাস্ত্রতাৎপর্যপূর্ত্তেঃ। এবং সত্যুভয়োর্দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তি-কয়োঃ সামঞ্জস্যাৎ সঙ্গতেরিত্যর্থঃ। পূর্ব্বন্যায়েন পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়স্য খণ্ডনম্, উত্তরন্যায়েন তু গৌণবৃত্ত্যা তস্য ব্যবস্থাপনমিতি। ব্রহ্মণঃ খণ্ডঃ প্রতিবিম্বো

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

"বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্" (বে, সূ, ৩।২।২০)

গোবিন্দভাষ্য।—"প্রতিবিম্ব শাস্ত্রেণ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা নায়ং দৃষ্টান্তঃ প্রযুজ্যতে কিন্তু গুণবৃত্ত্যৈব বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্ সাধর্ম্ম্যাংশমাশ্রিত্য উপলক্ষমেতৎ। কুতঃ অন্তর্ভাবাৎ। এতস্মিন্নেবাংশে শাস্ত্রতাৎপর্যপরিসমাপ্তেরিত্যর্থঃ। এবং সত্যুভয়সামঞ্জস্যাৎ। উপামানোপমেয়য়োঃ সঙ্গতেরিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। পূর্ব্বসূত্রে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবস্য মুখ্যস্য নিরাসাৎ কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যমাদায় প্রকৃতে তদ্ভাবঃ প্রকীর্ত্ত্যতে। তচ্চেত্থং বোধম্। সূর্য্যো হি বৃদ্ধিভাক্ জলাদ্যুপাধি-ধর্ম্মৈরসম্পৃক্তঃ স্বতন্ত্রশ্চ তৎপ্রতিবিম্বাঃ সূর্য্যকাস্তদ্ধ্রাসভাজো জলাদ্যুপাধিধর্ম-যোগিনঃ পরতন্ত্রাশ্চ ভবন্ত্যেবং পরমাত্মা বিভুঃ প্রকৃতিধর্ম্মৈরসম্পৃক্তঃ স্বতন্ত্রশ্চ তদংশকা জীবাস্ত্বণবঃ প্রকৃতিধর্ম্মযোগিনঃ পরতন্ত্রাশ্চেতি। তস্মাদিয়মুপমা তদ্ভিন্নত্বতদধীনত্ব-তৎসাদৃশ্যৈরেব ধর্ম্মৈঃ সিদ্ধা। নতূপাধিপ্রতিফলিতরূপাভাসত্বেন ধর্ম্মেণেতি। অতএব নিরুপাধিপ্রতিবিম্বো জীব ইত্যাহ পৈঙ্গীশ্রুতিঃ— সোপাধিরনুপাধিশ্চ প্রতিবিম্বো দ্বিধেষ্যতে। জীব ঈশস্যানুপাধিরিন্দ্রচাপো যথা রবেরিতি॥"

"উক্ত প্রতিবিম্ব শাস্ত্রের কিরূপ সঙ্গতি হইবে তাহা উত্তরপক্ষ সূত্রদ্বারা বলিতেছেন। প্রতিবিম্ব শাস্ত্রের মুখ্যবৃত্তিদ্বারা ঐ দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হয় নাই, কিন্তু গৌণবৃত্তি দ্বারাই উহা প্রযুক্ত হইয়াছে: পূর্ব্ব সূত্রে বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাবের মুখ্য সাদৃশ্য নিরাকৃত হইলেও, বৃদ্ধিহ্রাসাদি কতকগুলি আংশিক সাধর্ম্ম্য অবলম্বনে গৌণ-সাদৃশ্য স্বীকৃত হইতেছে। যেহেতু ঐ অংশেই শাস্ত্র-তাৎপর্য্যের পরিসমাপ্তি লক্ষিত হয়। এইরূপেউপমান ও উপমেয়ের সঙ্গতিহেতু, উক্ত সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে। সূর্য্য বৃহৎ বস্তু, জলাদি উপাধিধর্ম্মে উহা সম্পৃক্ত হইতে পারে না; বিশেষতঃ উহা স্বতন্ত্র। কিন্তু প্রতিবিম্বিত সূর্য্য-

বিদ্যাভূষণ

বা জীব এবেতি সূত্রকৃতাং মতম্, ঈশোঽপি ব্রহ্মণঃ খণ্ডঃ প্রতিবিম্বো বেতি মায়িনামীশবিমুখানাং মতমিতি বোদ্ধব্যম্ (কশ্চিল্লিপিকারস্য মন্তব্যোঽয়ম্।) ॥৪২॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

সকল হ্রাসভাগী, অর্থাৎ ক্ষুদ্র-বস্তু, জলাদি উপাধিধর্ম্মের সহিত উহার যোগ হইয়া থাকে। বিশেষত উহা পরতন্ত্র। ঐরূপ পরমাত্মা বিভু বস্তু প্রাকৃতিক ধর্ম্মের সহিত অসম্পৃক্ত ও স্বতন্ত্র। পরমাত্মার অংশভূত জীব সকল অনু-চৈতন্য. প্রাকৃতিক ধর্ম্মের সহিত সম্পৃক্ত ও পরতন্ত্র। অতএব তদ্ভিন্নত্ব, তদধীনত্ব ও তৎসাদৃশ্য প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা এই উপমা সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু উপাধিতে প্রতিফলিত রূপাভাস-রূপ ধর্ম্মের দ্বারা ঐ উপমার সিদ্ধি হয় না। এই নিমিত্ত পৈঙ্গীশ্রুতিতে জীবকে নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব বলা হইয়াছে। প্রতিবিম্ব দ্বিবিধ, নিরুপাধিক ও সোপাধিক। ইন্দ্রধনু যেরূপ সূর্য্যের নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব, তদ্রূপ জীবও পরমাত্মার নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব। বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে "পরমপুরুষ হরির অংশ, প্রতিবিম্বাংশক ও স্বরূপাংশক-রূপে দুইপ্রকার, প্রতিবিম্বাংশক জীব, স্বরূপাংশক মৎস্যকূর্ম্মাদি —

"দ্বিরূপাবংশকৌ তস্য পরমস্য হরের্বিভোঃ।
প্রতিবিম্বাংশকশ্চাথ স্বরূপাংশক এব চ ॥

প্রতিবিম্বাংশকা জীবাঃ প্রাদুর্ভাবাঃ পরে স্মৃতাঃ।
প্রতিবিম্বে স্বল্পসাম্যং স্বরূপাণীতরাণি চেতি ॥"

অতএব ভাষ্যকারের মতে দেখা যাইতেছে পরিচ্ছেদাদিবাদের খণ্ডন করিয়া গৌণবৃত্তি স্বীকার দ্বারা সাদৃশ্যের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে ॥

স্বাংশ বিভিন্নাংশ রূপে হঞা বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥
স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব, তাঁর শক্তিতে গণন। ॥ চৈঃ চ ২।২২॥৪২ ॥

তত এবাভেদশাস্ত্রাণুভ্যয়োশ্চিদ্রূপত্বেন, জীবসমূহস্য দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা স্বাভাবিকতদচিন্ত্যশক্ত্যা স্বভাবত এব তদ্রশ্মি-

বিদ্যাভূষণ

তত ইতি। পরিচ্ছেদাদিশাস্ত্রদ্বয়স্য তৎসাদৃশ্যার্থকত্বেন নীতত্বাদেব হেতোস্ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেব তে অহং বৈ ত্বমসি তত্ত্বমসীত্যাদীন্যভেদশাস্ত্রাণি. তদেতদ্ব্যাসসমাধিসিদ্ধান্তযোজনাম মুহুরপ্যগ্রে যোজনীয়ানীতি সম্বন্ধঃ। কেন হেতুনেত্যাহ, উভয়োরীশজীবয়োশ্চিদ্রূপত্বেন হেতুনা। যথা গৌরশ্যাময়োস্তরুণকুমারয়োর্ব্বা বিপ্রয়োবিপ্রত্বেনৈক্যং, ততশ্চ জাত্যৈবাভেদো. ন তু ব্যক্ত্যোরিত্যর্থঃ। তথা জীবসমূহস্য দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা তদচিন্ত্যশক্ত্যা স্বভাবত এব তদ্রশ্মিপরমাণুগণস্থানীয়ত্বাত্তদ্ব্যতিরেকে, ব্যতিরেকেণ চ হেতুনা বিরোধং পরিহৃত্যেতি। পরেশস্য খলু স্বরূপানুবন্ধিনী পরাখ্যাশক্তিরুষ্ণতেব রবেরস্তি, পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচেতি", "মন্ত্রবর্ণাৎ", বিষ্ণুশক্তিঃ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এইরূপে পরিচ্ছেদপ্রতিবিম্বাদি প্রতিপাদক শাস্ত্রের সাদৃশ্যার্থে তাৎপর্য্য নিশ্চয় হওয়ায় "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি অভেদ শাস্ত্রেরও জীব এবং ঈশ্বর উভয়ের নিত্য চিদ্রূপতা বশতঃ সাদৃশ্যেই তাৎপর্য্য অবধারিত হইতেছে। অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবের চিৎ-ধর্ম্মাংশে প্রভেদ না থাকিলেও ব্যক্তিগত পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী, যেমন গৌরবর্ণ বিপ্রের সহিত শ্যামবর্ণ বিপ্রের জাতিগত বিপ্রত্ব-ধর্ম্মে ভেদ না থাকিলেও ব্যক্তিগত ভেদ থাকে, তদ্রূপ জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যাংশে পার্থক্য না থাকিলেও জীব-ব্রহ্মরূপে ব্যক্তিগত ভেদ থাকে।

পরিচ্ছেদ প্রতিবিম্বের সাদৃশ্যে তাৎপর্য্য।

পরমাত্মা ব্যাপক স্বতঃ চৈতন্যস্বরূপ সূর্য্যের উষ্ণতার ন্যায় তিনি তাঁহার "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি শ্রুতি-প্রতিপাদিতা স্বরূপানুবন্ধিনী-পরাখ্যা-শক্তি সমুদায়ে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই চিৎপদার্থ. অপিচ ব্রহ্মের দুর্ঘট-ঘটন-পটীয়সী স্বাভাবিকী অচিন্ত্য-শক্তিতে জীব—সমূহ তাঁহার রশ্মিপরমাণুস্থানীয় সুতরাং

পরমাণুগণস্থানীয়ত্বাত্তদ্ব্যতিরেকে, ব্যতিরেকেণ চ বিরোধং পরিহৃত্যাগ্রে মুহুরপি তদেতদ্ব্যাস-সমাধিলব্ধসিদ্ধান্তযোজনায় যোজনীয়ানি ॥৪৩॥

বিদ্যাভূষণ

পরা প্রোক্তেতি স্মরণাচ্চ। সা হি তদিতরান্নিখিলান্নিয়ময়তি। যস্মাৎ তদন্যে সর্ব্বেঽর্থাঃ স্বস্বভাবমত্যজন্তো বর্ত্তন্তে। প্রকৃতিঃ কালঃ কর্ম্ম চ স্বান্তঃস্থিতমপীশ্বরং স্প্রষ্টুং ন শক্নোতি, কিন্তু ততো বিভ্যদেব স্বস্বভাবে তিষ্ঠতি। জীবগণশ্চ তৎসজাতীয়োঽপি ন তেন সমর্চিতুং শক্নোতি কিন্তু তমাশ্রয়ন্নেব বৃত্তিং লভতে মুখ্যপ্রাণমিব শ্রোত্রাদিরিন্দ্রিয়গণ ইতি। তথা চ যদ্বৃত্তির্যদধীনা স তদ্রূপ ইত্যভেদশাস্ত্রস্যাপি ভেদশাস্ত্রেণ সার্দ্ধমবিরোধোঽয়ং শ্রীব্যাসসমাধিলব্ধসিদ্ধান্তসব্যপেক্ষ ইতি। তথা চাত্রেশজীবয়োঃ স্বরূপাভেদো নাস্তীতি সিদ্ধম্ ॥৪৩॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

ব্রহ্মব্যতিরেকে তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। এই দুই হেতু দ্বারা অভেদ ও ভেদবাদের বিরোধ পরিহারপূর্ব্বক অভেদশাস্ত্রবাক্যসমূহ ব্যাসসমাধিলব্ধ সিদ্ধান্ত যোজনায় অতঃপর পুনশ্চ যোজনীয়রূপে গণ্য করা হইবে।

জীব তদধীন দুর্ঘট-ঘটন-পটীয়সী মায়ার দাস। স্বভাবতঃ সূর্য্যরশ্মি পরমাণুর সহিত সূর্য্যের যে সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত জীবেরও সেই সম্বন্ধ অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি সূর্য্য হইতে উৎভূত হইলেও, সূর্য্য যেমন রশ্মিস্বরূপ নহেন, কিন্তু উহা হইতে পৃথক্ পরমস্বরূপ, তদ্রূপ শ্রীভগবানও জীবের পরম স্বরূপ। শ্রীভগবানের উক্ত দুর্ঘট-ঘটন-পটীয়সী স্বাভাবিকী অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে, রশ্মি স্থানীয় জীব তাঁহা হইতে পৃথক্ হইয়াও তাঁহার অংশ রূপে অপৃথগ্‌ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে– ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সূক্ষ্ম অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ। জীবের এই অংশ সম্বন্ধে শাস্ত্রে ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্ত-সূত্র

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ।

তদেবং মায়াশ্রয়ত্বমায়ামোহিতত্বাভ্যাং স্থিতে তয়োর্ভেদে তদ্ভজনস্যৈবাভিধেয়ত্বমায়াতম্ ॥৪৪॥

বিদ্যাভূষণ।

তদেবমিতিস্ফুটার্থম্। তদ্ভজনস্য মায়ানিবারকস্যেত্যর্থঃ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

স্বয়ংই "মন্ত্রবর্ণাৎ" (বে, সূ, ২।৩'৪২) সূত্রে জীবের অংশত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শঙ্করভাষ্যঃ—"চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োযথাঽগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যং। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ কুতশ্চাংশত্বাবগমঃ॥ "মন্ত্রবর্ণাচ্চ" (৪৪)

মন্ত্রবর্ণশ্চৈতমর্থমবগময়তি "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি। অত্র ভূত-শব্দেন জীবপ্রধানানি স্থাবরজঙ্গমানি নির্দ্দিশতি—"

অর্থাৎ চৈতন্যত্বে কোন বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের যেমন উষ্ণতার প্রতীতি হয়, তদ্রূপ ভেদ ও অভেদ দ্বারা অংশের অবগতি হইয়া থাকে। ভেদ ও অভেদ দ্বারা জীবের অংশত্ব কি প্রকারে হওয়া যাইতেছে? "মন্ত্রবর্ণাৎ"। এখানে ভূত শব্দের দ্বারা জীব-প্রধান স্থাবর-জঙ্গমাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রামানুজ ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে-পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি মন্ত্রবর্ণাচ্চ ব্রহ্মণোঽংশো জীবঃ। অংশবাচী হি পাদশব্দঃ। বিশ্বাভূতানি ইতি জীবানাং বহুত্বাদ্‌বহুবচনং মন্ত্রে, সূত্রেঽপি অংশ ইত্যেকবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্।" অর্থাৎ "পাদোঽস্য" ইত্যাদি মন্ত্রার্থ হইতে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া জানা যাইতেছে। যেহেতু পাদশব্দ অংশেরই বাচক ইত্যাদি"।

গোবিন্দভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে "পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানীতি মন্ত্রবর্ণোঽপি জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বমাহ।" অর্থাৎ পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি প্রভৃতি মন্ত্রবর্ণও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন"। অতএব উক্ত ভাষ্যকারগণও

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

একবাক্যে বেদমন্ত্র হইতে জীবের ব্রহ্মাংশত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এবং ইহার পরের সূত্রে উহাই স্মৃতিবাক্যের দ্বারাও বিশেষ প্রকারে স্বীকার করিয়াছেন—"অপি চ স্মর্য্যতে" (বে, সূ, ২।৩।৪৩) শঙ্করভাষ্যে উক্ত হইয়াছে "ঈশ্বর-গীতাস্বপি চেশ্বরাংশত্বং জীবস্য স্মর্য্যতে "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি। তস্মাদপ্যংশত্বাবগমঃ।" রামানুজভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি জীবস্য পুরুষোত্তমাংশত্বং স্মর্য্যতে" অর্থাৎ গীতার "মমৈবাংশ" শ্লোক হইতে জীব যে পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অংশ তাহা সিদ্ধান্তিত। গোবিন্দভাষ্যেও "মমৈবাংশো জীব লোকে জীবভূতঃ সনাতন" ইতি শ্রীভগবতা ইহ সনাতনত্বোক্ত্যা জীবস্যৌ-পাধিকত্বং নিরস্তং। তস্মাৎ তৎসম্বন্ধাপেক্ষী জীবস্তদংশ ইতি। তৎকর্তৃত্বা-দিকমপি তদায়ত্তম্।—"

অর্থাৎ স্মৃতিতেও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব ব্যক্ত হইয়াছে "এই জীবলোকে জীবভূত নিত্যবস্তু আমারই অংশ" ইত্যাদি ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে জীবের ঔপাধিকতা নিরাসপূর্ব্বক নিত্য ভগবদংশত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতএব জীব যে পরমাত্মার অংশ তাহা সকল ভাষ্যকারগণেরই অভি-প্রেত। তথাপি জীব মায়ার অধীন। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মার শক্তি-সকল পরমাত্মার সমীপে বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না, তদিতর নিখিল জগতের উপর স্বসামর্থ্যবিধান করতঃ উহাদিগকে চালন করিয়া থাকে। সুতরাং চৈতন্যাংশে এক হইলেও জীব ঐ শক্তির অধীন, এবং যদ্রূপ মুখ্য প্রাণকে আশ্রয় না করিলে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় না, তদ্রূপ জীব তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতেও সক্ষম হয় না।

এক্ষণে পরমাত্মার সহিত জীবের কোন অংশে ভেদ ও কোন অংশে অভেদ তাহার নিরূপণ হওয়ায়, অভেদ শাস্ত্রের সহিত ভেদ শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধও পরিহৃত হইতেছে। এবং মহর্ষি-বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ সিদ্ধান্তা-নুসারেই স্থিরীকৃত সুতরাং জীবেশ্বরের স্বরূপতঃ বিভেদই সিদ্ধ হইল ॥৪৩॥

অতঃ শ্রীভগবত এব সর্ব্বহিতোপদেষ্টৃত্বাৎ, সর্ব্বদুঃখহরত্বাৎ, রশ্মীনাং সূর্য্যবৎ সর্ব্বেষাং পরমস্বরূপত্বাৎ, সর্ব্বাধিকগুণশালিত্বাৎ, পরমপ্রেমযোগ্যত্বমিতি প্রয়োজনঞ্চ স্থাপিতম্ ॥৪৫॥

বিদ্যাভূষণ

মায়ামোহনিবারকত্বাদ্ যস্য ভজনমভিধেয়ম্, স ভগবানেব ভজতাং প্রেমযোগ্য ইত্যর্থাদাগতমিত্যাহ, অত ইতি। অতো মায়ামোহনিবারকভাজনত্বাৎ ভগবত এব পরমপ্রেমযোগ্যত্বমিতি সম্বন্ধঃ। জীবাত্মা প্রেমযোগ্যঃ পরমাত্মা ভগবাংস্তু পরমপ্রেমযোগ্য ইত্যর্থঃ। কুতঃ ইত্যপেক্ষায়াং হেতুচতুষ্টয়মাহ, সর্ব্বেতি। রশ্মীনামিত্যাদি। সূর্য্যো যথা রশ্মীনাং স্বরূপং ন, কিন্তু পরমস্বরূপমেব ভবেদিত্যেবং জীবানাং ভগবানিতি স্বরূপৈক্যং নিরস্তম্। অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ সৌবালব্রাহ্মণাচ্চ জীবাত্মানঃ পরাত্মনঃ শরীরাণি ভবন্তি, স তু তেষাং শরীরীতি ভেদঃ প্রস্ফুটো জ্ঞাতঃ। অতঃ সর্ব্বাধিকেতি॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অতএব পূর্ব্বোক্ত ব্যাসসমাধি হইতে, ঈশ্বর মায়ার আশ্রয়, জীব মায়া দ্বারা মুগ্ধ, এই উভয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পরমাত্মার ও জীবের নিত্যভেদ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, এবং ঐ পরমাত্মার ভজনই মায়ার নিবারক বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায়, উক্ত ভগবদ্ভজনেরই অভিধেয়তা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতেছে ॥৪৪॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মায়া-মোহন নিবারক বলিয়া যে ভগবানের ভজনের অভিধেয়তা সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই শ্রীভগবানই যে ভজনকারী জীবের একমাত্র প্রেমের যোগ্য এবং উহা যে স্বতঃসিদ্ধ তাহা হেতুর সহিত উক্ত হইতেছে,-- যিনি সকল প্রকার মঙ্গলের উপদেষ্টা, যিনি সকল প্রকার দুঃখেরই হরণকর্ত্তা এবং সূর্য্য যদ্রূপ তদীয় রশ্মিসমূহের পরম স্বরূপ, তদ্রূপ যিনি এই নিখিল জীবের পরম স্বরূপ, ও যিনি জীব হইতে অধিক গুণশালী, যেহেতু তিনি সকল জীবের অন্তর্য্যামিরূপে প্রেরকতাদি ধর্ম্মদ্বারা তাহাদের শরীরিরূপে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং এই সকল হেতু হইতে তিনিই

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিই প্রেমের আশ্রয়।

তত্রাভিধেয়ঞ্চ তাদৃশত্বেন দৃষ্টবানপি। যতস্তৎপ্রবৃত্ত্যর্থং শ্রীভাগবতাখ্যামিমাং সাত্বতসংহিতাম্ প্রবর্ত্তিতবানিত্যাহ, অনর্থেতি। ভক্তিযোগঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণঃ সাধনভক্তির্ন তু প্রেম-লক্ষণঃ। অনুষ্ঠানং হ্যুপদেশাপেক্ষং,প্রেম তু তৎপ্রসাদাপেক্ষমিতি।

বিদ্যাভূষণ

তত্রাভীতি। তাদৃশত্বেন মায়ানিবারকত্বেন। দৃষ্টবানপি শ্রীব্যাসঃ। অনুষ্ঠানং কৃতিসাধ্যং। তৎপ্রসাদেতি ভগবদনুগ্রহেত্যর্থঃ। তস্য শ্রবণাদিলক্ষণস্য।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

যে পরমপ্রেমের আশ্রয় তাঁহাকেই যে ভালবাসিতে হয়, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যদ্বারা যে আত্মার তৃপ্তির জন্য সকলকেই তৃপ্তি-কারক বলিয়া মনে হয়, সেই আত্মার যিনি আত্মা তাঁহাতেই পরানন্দের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নান্যৎ সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। অর্থাৎ বিপুল-সুখ-স্বরূপ শ্রীহরিই একমাত্র সুখস্বরূপ, তদতিরিক্ত সুখ আর নাই, সুতরাং সেই সুখরূপ পুরুষের অংশাদিভেদে বহু মূর্ত্তি থাকিলেও পরম আনন্দময় যে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি তাহাতেই পরমপ্রেম-যোগ্যত্ব সংস্থাপিত হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজনও বিশেষ প্রকারে স্থাপিত হইল ॥ ৪৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের অভিধেয় শ্রীভগবানের ভজনকে উক্ত প্রকারে মায়ার নিবারক রূপে দেখা সত্বেও অনুষ্ঠান প্রযত্ন সাপেক্ষ হওয়ায়, জীবগণকে ঐ ভজনে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিলাষে শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য এই সাত্বত সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা "অনর্থোপশমং" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, উক্ত শ্লোকে যে ভক্তিযোগের উল্লেখ হইয়াছে ঐ ভক্তি বলিতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদিলক্ষণ সাধন-ভক্তি জানিতে হইবে. কারণ সাধনভক্তির অনন্তর সাধন-পরিপাকে প্রেমের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, সুতরাং উহা প্রেমভক্তি নহে। অর্থাৎ যাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে তদ্বিষয়ে উপদেশ অপেক্ষা করে, উক্ত উপদেশ

সাধন-ভক্তির আবশ্যকতা।

তথাপি তস্য তৎপ্রসাদহেতোস্তৎপ্রেমফলগর্ভত্বাৎ সাক্ষাদেবানর্থোপশমনং, ন তু অন্যসাপেক্ষত্বেন, "যৎকর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যদ্' ইত্যাদৌ "সর্ব্বং মদ্‌ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতোঽঞ্জসা" স্বর্গাপবর্গমিত্যাদেঃ।" জ্ঞানাদেস্তু ভক্তিসাপেক্ষত্বমেব,

বিদ্যাভূষণ

অন্যসাপেক্ষত্বেন কর্ম্মাদিপরিকরত্বেন। জ্ঞানাদেস্থিতি। জ্ঞানমত্র 'যস্য ব্রহ্মে-' ত্যুক্তং ব্রহ্মবিষয়কম্। সম্মোহাদীত্যাদিপদাদাত্মনো জড়দেহাদিরূপত্বামননং গ্রাহ্যম্। অত ইতি অত্র অনর্থেতি বাক্যে ॥৪৬॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

সাপেক্ষ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-সাধন ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলে, তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে প্রেম প্রদান করেন, তাদৃশ ভাগ্যবান্ প্রেমলাভে সক্ষম হন। তথাপি ঐ শ্রবণাদিলক্ষণ সাধন-ভক্তি যখন ভগবৎ-প্রসাদের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন প্রেমের প্রাপক, সুতরাং সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনর্থেরও যে নিবারক তাহা বলাই বাহুল্য, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে অনর্থ-নিবারণের বহু পরে প্রেমের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভক্তি যে অন্যাপেক্ষশূন্যা হইয়া স্বয়ংই ঐ ভগবৎ-প্রসাদাদি প্রদান করেন, তাহা শ্রীভগবান্ স্বয়ংই উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

> "যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
> যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
> সর্ব্বং মদ্ভক্তি-যোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
> স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি ॥" (ভা, ১১।২০।৩২।৩৩)

অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, জ্ঞানদ্বারা, বৈরাগ্যদ্বারা যোগাদিদ্বারা দান ধর্ম্মের দ্বারা, অথবা অপর তীর্থযাত্রা ও ব্রতাদির দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, যদ্যপি আমার ভক্তের কোন বাঞ্ছা থাকে না, তথাপি ভজনের পরিপোষণ জন্য স্বর্গ, মোক্ষ বা তদতিরিক্ত বৈকুণ্ঠধাম প্রভৃতিও প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সে একমাত্র ভক্তিযোগ দ্বারা ঐ সকল অনায়াসেই লাভ করিতে সক্ষম

"শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমিত্যাদেঃ।" অথবা—অনর্থস্য সংসারব্যসনস্য তাবৎ সাক্ষাৎ অব্যবধানেনোপশমনং, সম্মোহাদিদ্বয়স্য তু প্রেমাখ্য-স্বীয়ফলদ্বারেত্যর্থঃ। অতঃ পূর্ব্ববদেবাত্রাভিধেয়ং দর্শিতম্ ॥৪৬॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

হয়। কিন্তু জ্ঞানাদি ভক্তিকে অপেক্ষা করিয়া ধামাদির প্রাপক হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধোক্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবে উহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যথা—

"শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাম্॥" (ভা, ১০।১৪।৪)

যে দুর্ভাগা ব্যক্তি সর্ব্ববিধ লাভের অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদি নানাবিধ সাধন-লভ্য ফলের প্রাপক তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া, এমন কি যে ভক্তি একমাত্র পরম মঙ্গলের সাধক অর্থাৎ যে ভক্তি তোমার বিচিত্র-চিন্ময়-মধুর রূপ, গুণ ও লীলাদির সাক্ষাৎকার লাভ করাইয়া তদ্বিষয়ে স্ফুর্ত্তি প্রদান করে, সেই ভক্তিকে অবহেলা করতঃ দূরে নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ স্ববিজ্ঞতা-মাত্র-তাৎপর্য্যক জ্ঞান-লাভে প্রয়াসী হয়, তাহাদের কেবল ক্লেশ মাত্রই লাভ হইয়া থাকে, যেমন অল্প পরিমাণ ধান্য পরিত্যাগকারী ব্যক্তি স্থূল তুষের (যাহা ধান্যবৎ প্রতীয়মান হয়,) অবঘাতে কিঞ্চিৎ মাত্রও ফললাভে সক্ষম না হইয়া কেবল ক্লেশমাত্রই লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভক্তি-পরিত্যাগ-কারী মূঢ়গণেরও ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানাদিও যে ভক্তি সাপেক্ষ এতদ্দ্বারা তাহা পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত "অনর্থোপশমং" শ্লোকের অনর্থোপশম-শব্দের এরূপ ব্যাখ্যাও করা যায় যে "যাহা অব্যবধানে সংসার দুঃখের নিবারক"। এবং ভক্তি যে নিজ অনির্ব্বচনীয় প্রেমরূপ ফল-প্রদানে মায়া-মোহন ও মোহ-জন্য আত্মাকে জড়দেহরূপে মনন, এতদুভয়কেই নিবারণ করিয়া থাকেন, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। অতএব পূর্ব্বের ন্যায় ইহাতেও ভক্তির অভিধেয়ত্ব দেখান হইল॥ ৪৬॥

জ্ঞানের ভক্তি সাপেক্ষতা।

অথ পূর্ব্ববদেব প্রয়োজনঞ্চ স্পষ্টয়িতুম্, পূর্ব্বোক্তস্য পূর্ণ-পুরুষস্য চ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপত্বং ব্যঞ্জয়িতুং গ্রন্থ-ফলনির্দ্দেশদ্বারা তত্র তদনুভবান্তরং প্রতিপাদয়ন্নাহ, যস্যামিতি। ভক্তিঃ—প্রেমা, শ্রবণ-রূপয়া সাধনভক্ত্যা সাধ্যত্বাৎ। উৎপদ্যতে—আবির্ভবতি।

বিদ্যাভূষণ

অথেতি। প্রয়োজনং ভগবৎপ্রেমলক্ষণম্ তত্রেতি। তত্র সমাধৌ শ্রীব্যাসস্যান্যমনুভবমিত্যর্থঃ। আবির্ভবতীতি। প্রেম্নঃ পরাসারাংশত্বেনোৎপত্ত্য-সম্ভবাদিত্যর্থঃ। তস্যেতি প্রেম্নঃ। অত্র প্রেম্ণি সতি। কৃষ্ণস্তু ভগবানিতি

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

মহর্ষি বেদব্যাস স্বীয় সমাধিতে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনারূপ ভক্তি-তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া অনন্তর উপাসনার ফলস্বরূপ প্রয়োজন-তত্ত্বকে বিশদ-ভাবে দেখাইবার নিমিত্ত, এবং পূর্ব্বোক্ত "ভক্তিযোগেন" শ্লোকের পূর্ণ-পুরুষ শব্দে পূর্ণ পদের মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তির দ্বারা যদিচ শ্রীকৃষ্ণই প্রতিপাদিত হইয়াছেন তথাপি শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের ফল-নির্দ্দেশ-দ্বারা স্বকীয় অনুভবের অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দলাভেরও উপর পরমানন্দের প্রাপক, ভক্তিভাবিত অন্তঃকরণে পূর্ণ-পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া, তদীয় অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহাই ব্যক্ত করিবার অভিলাষে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ফল-নির্দ্দেশ-দ্বারা বলিতেছেন; "যস্যাং" ইত্যাদি শ্লোকে অর্থাৎ যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে এখানে বৈধ-সাধন-ভক্তির অন্যতম শ্রবণ-ব্যতি-রেকে যখন অপর কোন ভক্তির অধিকার জন্মে না, কারণ কীর্ত্তনাদি যে কোন কার্য্যই করা হউক তাহার আদিতে শ্রবণ-সাপেক্ষতা থাকিতেছে সুতরাং শ্রেষ্ঠ সেই শ্রবণ-রূপা সাধন-ভক্তি দ্বারা পরাভক্তি অর্থাৎ পরম-সাধ্যরূপা প্রেম-ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। তদানুসঙ্গিক অপর যে সকল গুণাদি লাভ হয় তাহাও উক্ত হইয়াছে—'শোকমোহভয়াপহা" অর্থাৎ যাহা শোক, মোহ ও গতাগতি-রূপ ভীষণ ভয়ের নিবারক; যাহা শ্রবণ করিবার অভিলাষ করিলেই শোকাদি নিবারিত হয়, এবং শ্রবণ করিলে

তস্যানুষঙ্গিকং গুণমাহ শোকেতি—অত্রৈষাং সংস্কারোঽপি নশ্যতীতি ভাবঃ; "প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবদ্" ইতি শ্রীঋষভদেববাক্যাৎ। পরমপুরুষে পূর্ব্বোক্ত-পূর্ণ-পুরুষে। কিমাকারে ইত্যপেক্ষায়ামাহ, কৃষ্ণে—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্

বিদ্যাভূষণ

শ্রীসূতাদীনাং শ্রীজয়দেবাদীনাঞ্চাসংখ্যলোকানামিত্যর্থঃ। তন্নামেতি তন্নাম্ন ইতি

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

প্রেম লাভ হইয়া থাকে। উক্ত শোক-শব্দে শোকের প্রধান কারণ যে সংস্কার, ভক্তি উক্ত সংস্কারকেও নষ্ট করিয়া থাকেন। ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুতে উক্ত হইয়াছেঃ—

ভক্তির সর্ব্ব-পাপ-হারিত্ব। "ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষ-লঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।"

অর্থাৎ সুদুর্ল্লভা এই ভক্তি ক্লেশকে নষ্ট করেন, শুভ ফল প্রদান করেন, মোক্ষাভিলাষকে তুচ্ছ করিয়া দেন। উক্ত ক্লেশ সম্বন্ধেও বিশেষ বিভাগ আছে;—

"ক্লেশস্তু,—পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তে ত্রিধা"

অর্থাৎ উক্ত ক্লেশ,—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা রূপে তিন প্রকার। উক্ত পাপও প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ রূপে দুইপ্রকারঃ—

"অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধং চেতি তদ্দ্বিধা"

অর্থাৎ প্রারব্ধ-পাপ বলিতে যে পাপের ভোগ আরম্ভ হইয়াছে উহাই প্রারব্ধ। যাহার ভোগ আরম্ভ হয় নাই অথচ যাহা প্রদান জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, উহাই অপ্রারব্ধ। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভক্তি উভয়বিধ পাপ, পাপের বীজভূত অহঙ্কার ও অহঙ্কারের আস্পদ যে অবিদ্যা উহাকে পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া থাকেন। শ্রীঋষভ দেবের বাক্যেও উক্ত হইয়াছে "বাসুদেব-রূপী আমাতে যে পর্য্যন্ত জীবের প্রীতি না জন্মে, সে পর্য্যন্ত দেহাদি-বন্ধনের মোচন হয় না।" এখানে কাহাকে প্রীতি করিতে হইবে তজ্জন্য উক্ত হইয়াছে—"কৃষ্ণে পরম পুরুষে" অর্থাৎ সমাধিতে সাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত

স্বয়ম্'' ইত্যাদি শাস্ত্রসহস্রভাবিতান্তঃকরণানাং পরম্পরয়া তৎপ্রসিদ্ধি-মধ্য-পাতিনাঞ্চাসংখ্যলোকানাং তন্নামশ্রবণমাত্রেণ যঃ প্রথম-প্রতীতি-বিষয়ঃ স্যাৎ, তথা তন্নাম্নঃ প্রথমাক্ষরমাত্রং মন্ত্রায় কল্প্যমানংক্লীং যস্যাভিমুখ্যায় স্যাত্তদাকারে ইত্যর্থঃ। আহুশ্চ নামকৌমুদী-কারাঃ—"কৃষ্ণশব্দস্য তমালশ্যামলত্বিষি যশোদায়াঃ স্তনন্ধয়ে পর-ব্রহ্মণি রূঢ়িরিতি'' ॥৪৭॥

বিদ্যাভূষণ।

চোভয়ত্র কৃষ্ণেতি নাম বোধ্যম্। রূঢ়িরিতি। প্রকৃতি-প্রত্যয়-সম্বন্ধং বিনৈব যশোদাসূতে প্রসিদ্ধির্মণ্ডপশব্দস্যেব গৃহবিশেষে ইত্যর্থঃ ॥৪৭॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পূর্ণ-পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে; শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন—এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণে, যাহা সহস্র সহস্র শাস্ত্রানুশীলন-ভাবিতান্তঃকরণ শ্রীস্মৃত শ্রীজয়দেব আদি করিয়া পরম্পরাক্রমে অসংখ্য লোকের অনুভব সিদ্ধ,—এবং উক্ত নাম শ্রবণমাত্রেই যিনি প্রথম-প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকেন,—অপিচ যাঁহার নামের প্রথমাক্ষর মাত্র মন্ত্ররূপে কল্পিত হইয়া তদীয় আভিমুখ্যের প্রদানকারী হয়,—এবম্ভূত শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। নামকৌমুদীকার বলেন ''কৃষ্ণ'' শব্দ যশোদা-স্তন-পানকারী, তমাল শ্যাম-কান্তি-পরব্রহ্মে রূঢ়ি ভাবেই প্রযুক্ত। অর্থাৎ যদ্রূপ মণ্ডপ শব্দের দ্বারা প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেও গৃহবিশেষে শক্তি গ্রহণহইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতি-প্রত্যয়-সম্বন্ধ-ব্যতিরেকে কৃষ্ণ শব্দও সেই যশোদা-নন্দনকেই বুঝাইয়া থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সপা-রিষদ্ ব্রজমণ্ডলে আবির্ভাব সম্বন্ধে ঋঙ্মন্ত্রও উক্ত হইয়াছে:—

ঋক্-মন্ত্রেও কৃষ্ণ শব্দের যশোদানন্দনই তাৎপর্য্য

"কৃষ্ণন্নিয়ানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপো বসানা দিবমুৎপতন্তি। ত আববৃত্রন্তসদনাদৃতস্যাদিদ্ঘৃতেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে॥" (২ অষ্টক, ৩ অধ্যায়,

অথ তস্যৈব প্রয়োজনস্য ব্রহ্মানন্দানুভবাদপি পরমত্বমনুভূতবান্। যতস্তাদৃশং শ্রীশুকমপি তদানন্দবৈশিষ্ট্যলম্ভনায় তামধ্যাপয়ামাসেত্যাহ, "স সংহিতামিতি। কৃত্বানুক্রম্য চেতি"—প্রথমতঃ স্বয়ং সংক্ষেপেণ কৃত্বা পশ্চাত্তু শ্রীনারদোপদেশাদনুক্রমেণ

বিদ্যাভূষণ

অথেতি। ব্রহ্মানন্দাদ্ যস্য ব্রহ্মেত্যুক্তবস্তুসুখাদপি পরমত্বমুৎকৃষ্টত্বমনুভূতবান্ শ্রীব্যাসঃ। তাদৃশং তদানন্দানুভবিনমপি। তদানন্দেতি কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

২৩ বর্গ) (কৃষ্ণং) কৃষ্ণবর্ণং (নিয়ানং) নিয়মেন ভাগবত-সংরক্ষণার্থং আগচ্ছন্তং মেঘশ্যাম-বপুঃ ইত্যর্থঃ। "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। (হরয়ঃ) যজ্ঞভাগহরাঃ দেবাঃ (সুপর্ণাঃ) শোভন পতনাঃ সন্তো (দিবং) দ্যুলোকং (উৎপতন্তি) ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি ক্ষণমপি ভূমৌ নাতিষ্ঠন্তি—ইত্যর্থঃ। তে দেবাঃ কীদৃশাঃ (অপোবসানাঃ) মানুষ-শরীরৈরাচ্ছাদিতা ইত্যর্থঃ। উদকানি বাসয়ন্তং যেষু শরীরেষু অদ্ভিঃ শরীরান্ পূরয়ন্তঃ। "আপো বা মানুষং শরীরং" ইতি শ্রুতেঃ। "পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইতি শ্রুতেঃ (আববৃত্রন্) শ্রীকৃষ্ণং সমন্তাৎ গোপ-যাদবাদি-রূপেণাবৃত্যস্থিতা ইত্যর্থঃ। বৃতুবর্ত্তনে হ্রস্যরম্। (ঋতস্য সদনাৎ সত্যলোকাৎ শ্রীগোলোকাদেত্যেতি শেষঃ। (আদি ঘৃতেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে) অনন্তরমেব যদা ভূলোকমাগচ্ছন্তি তদানীং এব ঘৃতেন হৈয়ঙ্গবীনেন পৃথিবীব্যুদ্যতে বিবিধং ক্লিদ্যতে। (কৃষ্ণং নিরয়ণং রাত্রি রাদিত্যস্য হরয়ঃ সুপর্ণা আদিত্যস্য রশ্ময়"—ইত্যাদি নিরুক্তং দ্রষ্টব্যং।) স্বর্গাদি বাসাপেক্ষয়া শ্রীকৃষ্ণসান্নিধ্যং শ্রেয় ইতি মত্বা সমস্ত দেবগণাঃ ব্রজমণ্ডলে বাসমরোচয়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥৪৭॥

অনন্তর মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মানন্দানুভব অর্থাৎ "সোঽহং" জ্ঞান জন্য আনন্দ হইতেও পূর্ব্বোক্ত ভগবৎ-প্রেম-লাভ-রূপ প্রয়োজনের পরম উৎকৃষ্টতা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। যেহেতু তাদৃশ ব্রহ্মানন্দানুভবী শুকদেবকেও যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দ

বিবৃত্যেত্যর্থঃ। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতম্ ভারতানন্তরং কৃতমিতি যদত্র শ্রূয়তে, যচ্চান্যত্রাষ্টাদশপুরাণানন্তরং ভারতমিতি, তদ্দ্বয়মপি সমাহিতং স্যাৎ। ব্রহ্মানন্দানুভবনিমগ্নত্বাৎ নিবৃত্তিনিরতং সর্ব্বতো নিবৃত্তৌ নিরতং—তত্রাব্যভিচারিণমপীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

বিদ্যাভূষণ।

প্রাপণায়েত্যর্থঃ। অতএবেতি। অত্র শ্রীভাগবতে। অন্যত্র মাৎস্যাদৌ;—অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ। চক্রে ভারতমাখ্যানং বেদার্থৈরূপ-বৃংহিতমিত্যনেনেত্যর্থঃ। তত্রেতি নিবৃত্তাবিত্যর্থঃ ॥৪৮॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

প্রাপণ জন্য এই শ্রীমদ্ভাগবতঅধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এবং শুকদেব অহং-ভাব-শূন্য হইলেও শ্রীভগবানের অনির্ব্বচনীয় মহিমা ও কৃপালুতার বিষয় অবগত হইয়া আকৃষ্ট-হৃদয়ে উহা অধ্যয়ন করতঃ শ্রীভগবানের সেই অনির্ব্বচনীয় প্রেম লাভ করিয়াছিলেন; "স সংহিতাং ভাগবতীং" ইত্যাদি শ্লোকে ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। "কৃত্বানুক্রম্য" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে প্রথমতঃ স্বয়ংসংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া, অনন্তর দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে আনুক্রমে অর্থাৎ একমাত্র শ্রীভগবদ্‌ভক্তির প্রাধান্য-খ্যাপন রূপ বিশেষ বিস্তার করিয়াছিলেন। যেহেতু এই নারদোপদেশ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের অনন্তর, এবং পরীক্ষিত কর্ত্তৃক কলি-নিগ্রহের পূর্ব্বে হইয়াছিল। কারণ তৎকালে কলি স্বকীয়াধিকার বিস্তারের জন্য অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় পরম ধার্মিক মনস্বীগণেরও চিত্তে মালিন্যের উদ্গম হইয়াছিল, এমনকি মহর্ষি-বেদব্যাসেরও চিত্ত অপ্রসন্ন হইয়াছিল। 'কৃষ্ণে স্বধামোপগতে" ইত্যাদি মূল শ্লোকেই শ্রীভগবানের অপ্রকটের পর এই ভাগবৎসূর্য্যের প্রকাশ দেখা যাইতেছে। সুতরাং মৎস্য-পুরাণোক্ত—"সত্যবতী-সুত ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করিয়া, বেদার্থের প্রকাশক এই ভারত-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন ইত্যাদি বাক্যোক্ত অষ্টাদশ-পুরাণের অনন্তর ভারত, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি অনুসারে ভারত রচনা

নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানানন্দ হইতে প্রেমের শ্রেষ্ঠতা।

তমেতং শ্রীবেদব্যাসস্য সমাধিজাতানুভবং শ্রীশৌনক-প্রশ্নো-ত্তরত্বেন বিশদয়ন্ সর্ব্বাত্মারামানুভবেন সহেতুকং সম্বাদয়তি "আত্মারামাশ্চেতি"। নির্গ্রন্থাঃ,—বিধিনিষেধাতীতাঃ, নির্গত-অহঙ্কারগ্রন্থয়ো বা। অহৈতুকীং,—ফলানুসন্ধিরহিতাম্। অত্র

বিদ্যাভূষণ।

সমাধিদৃষ্টস্যার্থস্য সর্বতত্ত্বজ্ঞসম্মতত্বমাহ, তমিত্যাদিনা। নির্গতাহঙ্কারেতি মহত্তত্ত্বজাতোঽয়মহঙ্করো, নতু স্বরূপানুবন্ধীতি বোধ্যং, তৃতীয়সন্দর্ভে এবমেব-নির্ণেষ্যমানত্বাৎ। তদীয়পদ্যবিশেষানিতি পূতনাধাত্রীগতিদান-পাণ্ডবসারথ্য-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

করিয়াও চিত্তের অপ্রসন্নতা দূরীভূত করার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের আবিষ্কার, এতদুভয় বাক্যেরই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে।

মহর্ষি ব্রহ্মানন্দানুভব জন্য নিবৃত্তি-নিরত শুকদেবকে ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে যিনি সর্ব্বপ্রকারে নিবৃত্তিতেই নিরত, তিনি ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন, সুতরাং ভগবদ্ভক্তি যে পরম নিবৃত্তিরই উপায় তাহাও প্রতিপাদিত হইতেছে, যাহা "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভাগবত স্বয়ং পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥৪৮॥

মহর্ষি বেদব্যাসের সমাধিদৃষ্ট বস্তুসকল যে তত্ত্বজ্ঞগণের বিশেষ সম্মত, উহা শ্রীশৌনক মহাশয়ের প্রশ্নোত্তরের দ্বারা বিশদ করিয়া, শ্রীভাগবত— আত্মারাম মুনিগণের অনুভবের বিষয় হেতুর সহিত বিবৃত করিতেছেন; অর্থাৎ "আত্মারামাশ্চ" এই শ্লোকে প্রথমতঃ "নির্গ্রন্থা" এই শব্দে যাঁহাদিগের অহঙ্কার গ্রন্থির ছেদন হইয়াছে বা যাঁহারা বিধিনিষেধের অতীত, এইরূপ অর্থ বোধিত হইতেছে, কারণ গীতার উক্তি হইতেও দেখা যায়; "যখন এবম্ভূত নিষ্কাম কর্ম্মাভ্যাসে তোমার বুদ্ধি তুচ্ছ ফলাভিলাষের হেতুভূত অজ্ঞান-গহন অতিক্রম করিবে, তখন তুমি সকল প্রকার শ্রোতব্য ও শ্রুত-ফলে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবে।" যথা—

সমাধি-দৃষ্ট-তত্ত্ব-সকল তত্ত্বজ্ঞ-গণেরও সম্মত।

সর্ব্বাক্ষেপ-পরিহারার্থমাহ, ইত্থম্ভূত আত্মারামাণামপ্যাকর্ষণ-স্বভাবো গুণো যস্য স ইতি। তমেবার্থং শ্রীশুকস্যাপ্যনুভবেন সংবাদয়তি, হরেগুর্ণেতি। শ্রীব্যাসদেবাদ্‌যৎকিঞ্চিৎ শ্রুতেন গুণেন পূর্ব্বমাক্ষিপ্তা মতির্যস্য সঃ,, পশ্চাদধ্যগাৎ মহদ্বিস্তীর্ণমপি।

বিদ্যাভূষণ

প্রতীহারত্বাদি-প্রদর্শকান্ কতিচিৎ শ্লোকানিত্যর্থঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শুকো যোনি-জাতঃ, ভারতে ত্বযোনিজাতঃ কথ্যতে, দারগ্রহণং কন্যাসন্ততিশ্চেতি। তদেতৎ সর্ব্বং কল্পভেদেন সঙ্গমনীয়ম্। ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতি-তরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি র্নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥" (গীতা ২ অ, ৫২)

সুতরাং বিধিনিষেধের অতীত এ কথা গীতার উক্তি হইতেই বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। অথবা অহঙ্কারগ্রন্থির ছেদন সম্বন্ধে মাণ্ডুক্যোপনিষদের উক্তিও দেখা যায়; "সেই পরাবর বস্তুর সাক্ষাৎকারলাভ করিলে হৃদয়ে অবিদ্যাবাসনাময় অহঙ্কারগ্রন্থি ভদ হইয়া থাকে, সকল প্রকার সংশয় বিদূরীত হয়, এবং সকল প্রকার কর্ম্মেরও ক্ষয় হইয়া থাকে।" যথা—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"

(মাণ্ডুক্যোপনিষদ, ২।৮)

সুতরাং নিগ্রর্ন্থ এই শব্দ হইতে আত্মসাক্ষাৎকারলাভে যিনি এবম্প্রকার অবস্থাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এমন অধিকারী ব্যক্তি ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, ইহা পাওয়া গেল। এখানে ভক্তির অহৈতুকী বিশেষণ দেওয়ায় অর্থাৎ ভক্তি যদিও জ্ঞান ও কর্ম্মাদি পরিশূন্য না হইলে ভক্তি শব্দ বাচ্যই হয়েন না, তথাপি উহা পরিষ্কৃত করিবার জন্যই অহৈতুকী বিশেষণ দ্বারা ফলানুসন্ধান-পরিশূন্য বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যদি কাহার আশঙ্কা হয় যে, আত্মারাম মুনি আবার ভক্তি করিবেন কেন? তজ্জন্য বলা

ততশ্চ তৎসংকথাসৌহার্দ্দেন নিত্যং বিষ্ণুজনাঃ প্রিয়া যস্য তথা-ভূতো বা তেষাং প্রিয়ো বা স্বয়মভবদিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তানুসারেণ পূর্বং তাবদয়ং গর্ভমারভ্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্বৈরিতয়া মায়ানিবারকত্বং জ্ঞাতবান্। ততঃ স্বনিযোজনয়া শ্রীব্যাসদেবে-নানীতস্য তস্যান্তর্দর্শনাত্তন্নিবারণে সতি কৃতার্থম্মন্যতয়া স্বয়মেকান্ত-মেব গতবান্। তত্র শ্রীবেদব্যাসস্তু তং বশীকর্ত্তুং তদনন্যসাধনং

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

হইয়াছে—"ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ" অর্থাৎ যাঁহার গুণ আত্মারাম মুনিগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন, এমন শ্রীভগবানে তাঁহারা ভক্তি করেন।" ইহাই শ্রীশুকদেবের নিজের অনুভব দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, "হরেগুর্ণাক্ষিপ্ত-মতিঃ" অর্থাৎ যেমন দেবর্ষি নারদের কৃপায় মহর্ষি বেদব্যাসের ভগবত্তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তদ্রূপ মহর্ষি বেদব্যাসের কৃপায় শুকদেবেরও ভগবতত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। তিনি প্রথমে শ্রীভগবানের পুতনাবধাদি লীলায় পতি-তোদ্ধারণের জ্ঞাপক কএকটী শ্লোক তাঁহাকে শ্রবণ করান, তখন তিনি নিজের সার্ব্বজ্ঞতা প্রযুক্ত উহা শ্রীভাগবতের শ্লোক এবং মহর্ষি বেদব্যাসকে উহার প্রকাশক জানিয়া তাঁহার নিকট আগমনকরতঃ মহৎবিস্তীর্ণ হইলেও এই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তদবধি ভগবদ্ভক্তজন তাঁহার নিকট অথবা তিনি ভগবদ্ভক্তগণের নিকট অতীব প্রিয় হইয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তিলাভ বহু সাধনের অনন্তর হইয়া থাকে, শ্রীভগবান্ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, কিম্বা শ্রীভগবানের একান্ত-প্রিয় ভক্ত যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনিই ভক্তি-তত্ত্বের গূঢ় রহস্যের আস্বাদলাভে সক্ষম হন, এবং তাঁহারই ভগবত্তত্ত্ব, গুণ লীলা প্রভৃতির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ (গীতা ১৮ অ. ৫৫)

শ্রীভাগবতমেব জ্ঞাত্বা, তদ্‌গুণাতিশয়প্রকাশময়াংস্তদীয়পদ্যবিশে-ষান্ কথঞ্চিৎ শ্রাবয়িত্বা, তেন তমাক্ষিপ্তমতিং কৃত্বা তদেব পূর্ণং তমধ্যাপয়ামাসেতি শ্রীভাগবতমহিমাতিশয়ঃ প্রোক্তঃ। তদেবং দর্শিতং বক্তুঃ শ্রীশুকস্য বেদব্যাসস্য চ সমানহৃদয়ম্। তস্মাদ্বক্তু-হৃদয়ানুরূপমেব সর্ব্বত্র তাৎপর্য্যং পর্য্যালোচনীয়ং, নান্যথা। যদ্‌-যত্তদন্যথা পর্য্যালোচনং, তত্র তত্র কুপথগামিতৈবেতি নিষ্টঙ্কিতম্। শ্রীসূত ॥ ৪৯ ॥ "শ্রীমদ্ভাগতস্য তাৎপর্য্যং নির্দ্ধারয়তি" ॥২॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

মুক্তাবস্থাতেও ভগবদ্‌ভজন।

পূজ্যপাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিলেন—"স্বরূপতো গুণতশ্চ যোঽহং বিভূতিতশ্চ যাবানহমস্মি তং মাং পরয়া মদ্ভক্ত্যা তত্ত্বমভিজানাত্যনুভবতি।"—এবং এই ভক্তি যে মুক্তির পরেও আস্বাদ্য তাহা দেখান হইয়াছে যথা—

"আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্।" (বে, সূ, ৪।১।১২)

গোবিন্দভাষ্য। "স যো হৈতৎ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভি-ধ্যায়ীতেতি ষট্‌প্রশ্নাং যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি" নৃসিংহ-তাপন্যাঞ্চ শ্রূয়তে। অন্যত্র চ 'এতং সাম গায়ন্নাস্তে, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়" ইত্যাদি। ইহ মুক্তি পর্য্যন্তং মুক্ত্যনন্তরঞ্চোপাসনমুক্তম্। তৎ তথৈব ভবেদুত মুক্তিপর্য্যন্তমেবেতি সংশয়ে মুক্তিফলত্বাৎ তৎপর্য্যন্তমেবেতি প্রাপ্তে—আপ্রায়ণাৎ মোক্ষপর্য্যন্তমুপাসনং কার্য্যমিতি। তত্রাপি মোক্ষে চ। কুতঃ হি যতঃ শ্রুতৌ তথা দৃষ্টম্ শ্রুতিশ্চ দর্শিতা। 'সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাব-দ্বিমুক্তিঃ"। "মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত" ইতি সৌপর্ণশ্রুতৌ। তত্র তত্র চ যদুক্তং তত্রাহুঃ। মুক্তেরুপাসনং ন কার্য্যং বিধিফলয়োরভাবাৎ। সত্যং, তদা বিধ্যভাবেঽপি বস্তুসৌন্দর্য্যবলাদেব তৎ প্রবর্ত্ততে। পিত্তদগ্ধস্য সিতয়া পিত্তনাশে-ঽপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ। তথাচ সার্ব্বদিকং ভগবদুপাসনং সিদ্ধম্।"

অর্থাৎ কোন শ্রুতি মুক্তিপর্য্যন্ত উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। আবার কোন শ্রুতিতে উহার পরেও উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। অত-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এব সংশয় হইতেছে কর্ত্তব্য কি? মুক্তিই যখন উপাসনার ফল তখন মুক্তি-পর্য্যন্তই উপাসনার কর্ত্তব্যতা স্বীকার করা হউক? এই সংশয় নিবারণ জন্য উক্ত হইয়াছে "আপ্রায়ণাৎ" মুক্তিপর্য্যন্ত উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। "তত্রাপি" তাহার পর মুক্ত-দশাতেও ভগবানের উপাসনা করিতে হইবে হি" যেহেতু দৃষ্টম্ সর্ব্বদাই উপাসনার বিধি দেখা যাইতেছে; "সর্ব্বদৈনমুপাসীত" "মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত ইতি" মুক্ত পুরুষও এই ভগবানের উপাসনা করিবে. মুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে বিধি বা ফলের অভাববশতঃ আর উপাসনা করিতে হইবে না, এই প্রকার সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত কারণ. মুক্ত ব্যক্তি বিধির অতীত হইলেও পরমাত্মার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি বলে তাঁহাতে সমাকৃষ্ট হইয়া তদীয় অনির্ব্বচনীয় ভজনানন্দের অনুভব করিয়া থাকে। লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখা যায়, যদ্রূপ পিত্ত-দগ্ধ-ব্যক্তির মিছরি ভক্ষণে পিত্তনাশ হইলেও, তদ্গত মধুররসাস্বাদন-লোভে মিছরি-ভক্ষণে প্রবৃত্তি থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের উপাসনারও সার্ব্বকালীনতা জানিতে হইবে। শুক ও সনকাদি ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে দেখা যায়, শ্রীশুকদেব গর্ভাবস্থানকাল হইতেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ছিলেন এবং তদীয় ইচ্ছাতেই তাঁহার প্রেরণায় তাঁহাকে মায়ার নিবারক বলিয়া অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এবং বেদব্যাসের প্রার্থনানুসারে অন্তরে তাঁহার দর্শন লাভ করায়, যখন শ্রীশুকদেবের মায়া অপসারিত হইয়া গেল, তখন তিনি কৃতার্থম্মন্য হইয়া একান্তে গমন করিয়াছিলেন।

শুকদেবের ভাগবত অধ্যয়ন।

অনন্তর মহর্ষি শ্রীভগবানের অকৈতব ভক্তি-পীযুষ-বর্ষী এই ভাগবত শাস্ত্রই তাঁহাকে বশীভূত করিবার একমাত্র মহামন্ত্র ইহা অবগত হইয়া, শ্রীভগবন্মহিমাতিশয়ের প্রকাশক শ্লোকবিশেষ কোন প্রকারে শ্রবণ করাইয়া শ্রীভাগবতের অধ্যয়নে চিত্তোৎকণ্ঠা-বিধান-পূর্ব্বক পরিশেষে সমগ্র ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীভাগবতের মহিমাতিশয্যের বিষয়ই প্রকাশ পাইয়াছে।

অথ ক্রমেণ বিস্তরতস্তথৈব তাৎপর্য্যং নির্ণেতুং সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনেষু ষড়্‌ভিঃ সন্দর্ভৈর্নির্ণেষ্যমানেষু প্রথমং যস্য বাচ্যবাচকতাসম্বন্ধীদং শাস্ত্রং, তদেব ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবেত্যাদিপদ্যে সামান্যাকারতস্তাবদাহ বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্ত্বিতি ।।১।।

উপক্রমঃ "শিবদং তাপত্রয়োন্মুলনম্‌." অর্থবাদ ফলঞ্চ ।

টীকা চ—"অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে বাস্তবং পরমার্থভুতং বস্তু বেদ্যং, ন তু বৈশেষিকাদিবদ্‌দ্রব্যগুণাদিরূপং, ইত্যেষা ।

শ্রীবেদব্যাসঃ ।।৫০।।

বিদ্যাভূষণ

সঙ্ক্ষেপেণোক্তং সম্বন্ধাদিকং বিস্তরেণ দর্শয়িতুমুপক্রমতে, অথেত্যাদি। তথৈবেতি শ্রীশুকাদিহৃদয়ানুসারেণেত্যর্থঃ। সামান্যত ইতি অনির্দ্দিষ্টস্বরূপগুণবিভূতিকয়েত্যর্থঃ। বৈশেষিকাদি-বদিতি কণাদগৌতমোক্তশাস্ত্রবদিত্যর্থঃ ॥৫০॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এবং ইহা দ্বারা গ্রন্থের প্রকাশ-কর্ত্তা মহর্ষি বেদব্যাসের ও গ্রন্থ-বক্তা শ্রীশুকদেবের সম-হৃদয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং যিনি গ্রন্থের বক্তা তাঁহার হৃদয়ের অনুরূপ অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মানন্দেরও উপরিচর শ্রীভগবানের যে অনির্ব্বচনীয়-প্রেমলাভে বিভোর হইয়াছিলেন, তদনুসারেই সর্ব্বত্র তদুক্ত-শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। তাহার অন্যথা করা উচিত নহে। তাহার যে অন্যথা পর্য্যালোচনা উহা কুপথগামিত্বেরই পরিচায়ক ইহা নির্ব্বাধে স্থিরীকৃত হইল। [ইহা শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি শ্রীসূত মহাশয়ের বাক্য] ॥ ৪৯ ॥

পূর্বে সংক্ষেপে যে সম্বন্ধাদি নির্ণীত হইয়াছে; এক্ষণে ঐ সম্বন্ধাদির পূর্বোক্ত অর্থাৎ শ্রীশুকদেবের হৃদয়ের অনুরূপ তাৎপর্য্য সবিশেষ নির্ণয় করিবার অভিলাষে এই ছয়টি সন্দর্ভদ্বারা যাহা নির্ণয়ের বিষয়ভূত হইবে, এমন সেই সম্বন্ধ অভিধেয় এবং প্রয়োজনের মধ্যে যাহার বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধে এই শাস্ত্র সম্বন্ধীভূত, তাহাই বক্ষ্যমাণ "ধর্ম্মঃপ্রোজ্ঝিত" ইত্যাদি পদ্যে সামান্যতঃ কথিত হইয়াছে,

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥" (ভা, ১।১।২)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ মহামুনি বেদব্যাস-আখ্য স্বীয় লীলাবতার রূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের প্রকাশ করেন, অতএব তৎকৃত এই সুন্দর শ্রীভাগবতে, স্বপরদ্রোহ-পরিশূন্য, ফলাভিসন্ধান-লক্ষণ কপটধর্ম্মের নিরাসকারী, সর্ব্বভূতানুকম্পী ও রাগ-দ্বেষাদি পরিবর্জ্জিত সাধুগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত শাস্ত্রান্ত-রোক্ত অপর সকল ধর্ম্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেবল শ্রীভগবদ্‌আরাধনা লক্ষণ ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। যেহেতু "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" অর্থাৎ জীবের আচরণীয় ধর্ম্মমধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, যাহার দ্বারা শ্রীভগবানে ভক্তি হইয়া থাকে। এবং "স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধিহ´রিতোষণং" অর্থাৎ অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের উহাই সিদ্ধি— যাহা দ্বারা শ্রীভগবানের তুষ্টি সম্পাদিত হয়। সুতরাং একমাত্র ভগবৎ-সন্তোষেই যাঁহার পরিণতি, সেই শুদ্ধভক্তিই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এবম্বিধ ধর্ম্মেই এই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, উক্ত ভক্তিতে কোন প্রকার কামনা না থাকিলেও ভক্তি নিজের সামর্থ্যে ভজনকারী জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকাখ্য ত্রিবিধ দুঃখকেই উন্মূলিত করিয়া, অনায়াসে সেই পরমার্থ-ভূত শ্রীভগবানের অনির্ব্বচনীয় প্রেমসুখ প্রদান করিয়া থাকেন। অন্যান্য শাস্ত্র বা শাস্ত্র-প্রতিপাদিত সাধন হইতে ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করা যায় না; যদিও কাহারও বিশেষ সৌভাগ্য বলে হয়, তাহা বহু বিলম্বে কোন প্রকারে হইয়া থাকে, কিন্তু এই শ্রীভাগবত শাস্ত্র-শ্রবণেচ্ছু পুণ্যশীল জীবের হৃদয়ে শ্রবণ-কালেই শ্রীভগবান্ স্বয়ং অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। সুতরাং অপরিসীম আনন্দ লাভেচ্ছু জীবের সম্বন্ধে শাস্ত্রান্তরের পরিত্যাগপূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয় প্রেম ও সুখের প্রদান-কর্ত্তা এই শ্রীভাগবত-শ্রবণের নিত্য বিধিই বিহিত হইয়াছে। তজ্জন্য বিশেষ করিয়া উক্ত হইয়াছে "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু" এই ভাগবতে বাস্তব বস্তুরই জ্ঞান হইয়া থাকে। পূজনীয় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিলেন, কণাদ ঋষি-প্রোক্ত বৈশেষিক দর্শনে ও গৌতম ঋষি-প্রোক্ত ন্যায় দর্শনে যেরূপ দ্রব্য-

অথ কিং রূপং তদ্বস্তুতত্ত্বমিত্যত্রাহ—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়মিতি ॥

জ্ঞানং—চিদেকরূপম্‌। অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ংসিদ্ধ-তাদৃশাতাদৃশ-তত্ত্বান্তরাভাবাৎ, স্বশক্ত্যেক সহায়ত্বাৎ, পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ। তত্ত্বমিতি পরমপুরুষার্থতাদ্যোতনয়া পরমসুখরূপত্বং তস্য বোধ্যতে। অতএব তস্য নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতম্‌॥ শ্রীসূতঃ॥

ননু, নীলপীতাদ্যাকারং ক্ষণিকমেব জ্ঞানং দৃষ্টং তৎ পুনরদ্বয়ং নিত্যং জ্ঞানং কথং লক্ষ্যতে? যন্নিষ্ঠমিদং শাস্ত্রমিত্যত্রাহ ঃ—

বিদ্যাভূষণ

স্বরূপনির্দ্দেশপূর্ব্বকং তত্ত্বং বক্তুমবতারয়তি, অথ কিমিতি। স্বয়ংসিদ্ধেতি। আত্মনৈব সিদ্ধং খলু স্বয়ংসিদ্ধমুচ্যতে 'স্বয়ং দাসাস্তপস্বিনঃ' ইত্যত্র তপস্বিদাস্যমাত্মনা তপস্বিনৈব সিদ্ধং প্রতীয়তে, তদ্বৎ। তাদৃশঞ্চ স্বয়ংসিদ্ধশ্চ পরেশবস্ত্বেব, নতু তাদৃশমপি জীবচৈতন্যং, ন ত্বতাদৃশং প্রকৃতিকাললক্ষণং জড়বস্তু, তদভাবাদদ্বয়ত্বং। তয়োঃ স্বয়ংসিদ্ধত্বাভাবঃ কুত ইত্যত্রাহ, পরমাশ্রয়ং তং বিনেতি।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

গুণ-কর্ম্মাদির বিষয় বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে, এই ভগবৎ-প্রেম-সম্পত্তি দ্বারা রাজিত সুন্দর ভাগবতে সেরূপ হয় নাই, ইহাতে পরমার্থভূত বস্তুতত্ত্বের বিশদ জ্ঞান হইয়া থাকে। [ইহা মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে]॥৫০॥

উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতে যে পরমার্থভূত বস্তু-তত্ত্বের বিষয় উক্ত হইয়াছে, ঐ তত্ত্ব কি তাহা প্রকাশকরণাভিপ্রায়ে বলিতেছেন ;—"তত্ত্ববিদ্‌গণ একমাত্র অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন. ঐ তত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানাখ্যায় অভিহিত হন।"—যথা

গ্রন্থপ্রতিপাদ্য-তত্ত্ব।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি॥" (ভাগ, ১।২।১১)

এই ষট্‌সন্দর্ভাখ্য গ্রন্থের ইহাই সূত্রস্থানীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকোক্ত অদ্বয়তত্ত্বই তত্ত্ব-সন্দর্ভে, পরমাত্মতত্ত্ব,—পরমাত্ম-সন্দর্ভে, ভগবত্তত্ত্ব,—ভগবৎ-সন্দর্ভে, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব কৃষ্ণ-সন্দর্ভে শ্রীভগবানকে পাইবার একমাত্র

"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্‌,
বস্ত্বদ্বিতীয়ম্‌, তন্নিষ্ঠম্‌," ইতি। (ভাগ, ১২।১৩।১০)
"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি যস্য স্বরূপমুক্তং "যেনাশ্রুতংশ্রুতং ভবতি" ইতি "যদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতম্‌," "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদ্‌," ইত্যাদিনা নিখিলজগদেককারণতা, "তদৈক্ষত বহু স্যাম্‌," ইত্যনেন সত্যসঙ্কল্পতা যস্য প্রতিপাদিতা, তেন ব্রহ্মণা স্বরূপ-শক্তিভ্যাং সর্ব্ববৃহত্তমেন সার্দ্ধম্‌, "অনেন জীবেনাত্মনা" ইতি তদীয়োক্তাবিদন্তা-

বিদ্যাভূষণ

স্বশক্ত্যেকসহায়েঽপ্যদ্বয়পদং প্রযুজ্যতে, ধনুর্দ্বিতীয়ঃ পাণ্ডুরিতি। নন্বু বেদান্তে বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানানন্দস্বরূপং ব্রহ্ম পঠ্যতে; ইহ জ্ঞানমিতি কথং, তত্রাহ, তত্ত্বমিতি। ইদমত্র তত্ত্বমিত্যুক্তে সারে বস্তুনি তত্ত্বশব্দো নীয়তে। সারঞ্চ সুখমেব, সর্ব্বেষামুপায়ানাং, তদর্থত্বাৎ, তথা চ সুখরূপত্বমপি তস্যাগতম্‌। নন্বু জ্ঞানং সুখঞ্চানিত্যং দৃষ্টং, তত্রাহ, অতএবেতি। স্বয়ংসিদ্ধত্বেন ব্যাখ্যানান্নিত্যং তদিত্যর্থঃ। সদকারণং যত্তন্নিত্যং ইতি হি তীর্থকারাঃ। এবঞ্চ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

উপায়স্বরূপা ভক্তি – ভক্তি-সন্দর্ভে, এবং পঞ্চম পুরুষার্থ-স্বরূপ প্রেমতত্ত্ব — প্রীতি-সন্দর্ভে নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্বের অন্তর্ভূত হওয়ায়, উহার পৃথক্‌ নির্দ্দেশের আবশ্যক হয় নাই. এক্ষণে শ্রীভাগবতোক্ত উক্ত অদ্বয়তত্ত্বের স্থিরীকরণাভিলাষে বলিতেছেন—একমাত্র অদ্বয়জ্ঞানই তত্ত্ব এই "জ্ঞান" শব্দে যাহা চেতনস্বরূপ উহাই জ্ঞান, 'জ্ঞান উহাঁর আছে' অর্থে "অর্শাদিভ্য অচ্‌" প্রত্যয় যোগে ব্যুৎপত্তি নির্দ্ধারিত হওয়ায়, আধার-আধেয়ের অভেদে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে; "অদ্বয়" শব্দের একেবারে দ্বিতীয়-রহিত অর্থ নহে, কিন্তু যাঁহার সদৃশ দ্বিতীয় বস্তু নাই, তাহাই অদ্বয়শব্দের অর্থ। অদ্বয়, অর্থাৎ বস্তন্তরের বা শক্ত্যন্তরের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই যাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে, উহাকে স্বয়ংসিদ্ধ বলে—"আত্মনৈব সিদ্ধং খলু স্বয়ংসিদ্ধমুচ্যতে।" এবম্প্রকার স্বয়ংসিদ্ধ তাদৃশবস্তু অর্থাৎ চেতন

নির্দ্দেশেন ততো ভিন্নত্বেঽপ্যাত্মতা-নির্দ্দেশেন তদাত্মাংশবিশেষত্বেন লব্ধস্য বাদরায়ণসমাধিদৃষ্টযুক্তেরত্যভিন্নতারহিতস্য জীবাত্মনো যদেকত্বং "তত্ত্বমসি" ইত্যাদৌ জাত্যা তদংশভূতচিদ্রূপত্বেন সমানাকারতা, তদেব ত্বংপদার্থজ্ঞান লক্ষণং প্রথমতো জ্ঞানে সাধকতমং যস্য ; তথাভূতং যৎসর্ব্ববেদান্তসারমদ্বিতীয়ং বস্তু, তন্নিষ্ঠং তদেকবিষয়মিদং শ্রীভাগবতমিতি প্রাক্তনপদ্যস্থেনানুষঙ্গঃ। যথা জন্মপ্রভৃতি কশ্চিদ্ গৃহগুহাবরুদ্ধঃ জনঃ সূর্য্যং বিবিদিষুঃ কথঞ্চিদ্গবাক্ষপতিতং সূর্য্যাংশুকণং দর্শয়িত্বা

বিদ্যাভূষণ

তাদৃশব্রহ্মসম্বন্ধীদং শাস্ত্রমিত্যুক্তম্। আর্থিকং নিত্যত্বং স্থিরং কুর্ব্বন্ শাস্ত্রস্য বিশিষ্টব্রহ্মসম্বন্ধিত্বমাহ, নন্বু নীলেত্যাদিনা। অনেন জীবেনেত্যাদি। তদীয়োক্তৌ পরদেবতাবাক্যে। তদাত্মাংশবিশেষত্বেন, তদ্বিভিন্নাংশত্বেন, নতু মৎস্যাদিবৎ স্বাংশত্বেনেত্যর্থঃ। জীবাত্মনোর্যদেকত্বমিতি। জীবস্য চিদ্রূপত্বেন জাত্যা যদ্ব্রহ্ম-সমানাকারত্বং, তদেব তস্য ব্রহ্মণা সহৈক্যমিতি ব্যক্তিভেদঃ প্রস্ফুটঃ। এবমেব

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

বস্তু জীব চৈতন্য ও অতাদৃশ বস্তু অর্থাৎ প্রকৃতিকালাদি-লক্ষণ জড়বস্তু, এখানে জীবে চেতন ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও উক্ত জীব-চৈতন্য স্বয়ং-সিদ্ধ নহে, কারণ উহা পরমাত্মার চেতনের অধীন, এবং অতাদৃশ-প্রকৃতিকালাদি-লক্ষণ জড় বস্তুর অভাবেই শ্রীভগবানের অদ্বয়ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, যেহেতু উহাদের পরম আশ্রয়-ভূত শ্রীভগবানের সত্তাব্যতিরেকে উহাদের উপলব্ধি হয় না, তখন উহারাও যে স্বয়ংসিদ্ধ নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। অতএব তাদৃশ ও অতাদৃশ হইতে বিলক্ষণ স্বয়ংসিদ্ধ স্বশক্ত্যেকসহায় অনির্ব্বচনীয়-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন শ্রীভগবান্ই এখানে অদ্বয়জ্ঞান শব্দে অভিহিত হইয়াছেন, পরম-সুখ-স্বরূপ পরম-পুরুষার্থের দ্যোতকতা নিবন্ধন ঐ জ্ঞান তত্ত্ব-আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন, এবং "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ" ইত্যাদি শ্রুতিই উহাঁর শক্তিমত্তার ও শক্তির স্বাভাবিকত্বের বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। দীপাদি জ্যোতিঃ-পদার্থ যেমন জ্যোতি-স্বরূপ হইয়াও জ্যোতিষ্মান্, তদ্রূপ এই পরমতত্ত্ব জ্যোতি-স্বরূপ হইয়াও উক্ত অনির্ব্বচনীয় নিজ শক্তিবলে জ্যোতিষ্মান্, সুতরাং

কেনচিদুপদিশ্যতে "এষ স" ইতি, এতত্তদংশজ্যোতিঃসমানাকারতয়া তন্মহাজ্যোতির্ম্মণ্ডলমনুসন্ধীয়তামিত্যর্থস্তদ্বৎ। জীবস্য তথা তদংশত্বঞ্চ তচ্ছক্তিবিশেষসিদ্ধত্বেনৈব পরমাত্মসন্দর্ভে স্থাপয়িষ্যামঃ। তদেতজ্জীবাদিলক্ষণাংশবিশিষ্টতয়েবোপনিষদস্তস্য সাংশত্বমপি ক্বচিদুপদিশন্তি। নিরংশত্ত্যোপদেশিকা শ্রুতিস্তু কেবলতন্নিষ্ঠা। অত্র কৈবল্যৈকপ্রয়োজনমিতি চতুর্থপাদশ্চ কৈবল্যপদস্য শুদ্ধত্বমাত্রবচনত্বেন শুদ্ধত্বস্য চ শুদ্ধভক্তত্বেন পর্য্যবসানেন প্রীতি-সন্দর্ভে ব্যাখ্যাস্যতে। শ্রীসূতঃ ॥ ৫৯ ॥

বিদ্যাভূষণ

যথেত্যাদি দৃষ্টান্তেনাপি দর্শিতঃ। তদেতদিতি। উপনিষদঃ সোঽকাময়ত বহু স্যামিত্যাদ্যাঃ। নিরংশত্বোপদেশিকেতি। সত্যং জ্ঞানমনন্তং, নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিত্যাদ্যা শ্রুতিস্তু, কেবলতন্নিষ্ঠা বিশেষ্যমাত্রপরেত্যর্থঃ; অনভিব্যক্ত সংস্থানগুণকং ব্রহ্ম বদতীতি যাবৎ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

তিনিই যে পরম সুখরূপ তাহাও সিদ্ধ হইতেছে, অবশ্য তাঁহাকে পরম সুখরূপ বলিবারও বিশেষ হেতু আছে, কারণ তাঁহার উপাসনায় সকল সুখই পাওয়া যায়, অর্থাৎ জ্ঞানী কেবল জ্ঞানের দ্বারা যে ব্রহ্মসুখানুভব-রূপ-মুক্তি লাভ করেন, তাঁহাকে উক্তরূপে পাইবার ইচ্ছা করিলে তাহা হইতেই সে আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। যোগী ধ্যানের দ্বারা পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারে যে আনন্দ লাভ করেন, উহাও তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা কেবল জ্ঞানী বা যোগী তাঁহারা তাঁহাদের সাধন হইতে সেই অনির্ব্বচনীয় ভগবৎপ্রেমের আস্বাদের সক্ষম হন না, সুতরাং ব্রহ্ম ও পরমাত্মার মূল যে শ্রীভগবান তাহা ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে অতএব ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানী অপেক্ষা পরমাত্মোপাসক যোগী শ্রেষ্ঠ, এবং পরমাত্মোপাসক যোগী অপেক্ষা শ্রীভগবানের ভক্ত-উপাসক শ্রেষ্ঠ, এতৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উক্তিও দেখা যায় ;—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" (গীতা, ৬, ৪৬-৪৭)

পূজ্যপাদ শ্রীরামানুজাচার্য্য "যোগিনাং" এই ষষ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধে এখানে পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী হইয়াছে লিখিয়াছেন। সুতরাং যোগী হইতে শ্রেষ্ঠ,—এই অর্থই এখানকার তাৎপর্য্য এবং উক্ত অদ্বয়তত্ত্ব আখ্যায় অভিহিত স্বরূপশক্তি-সম্পন্ন ক্রমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত শ্রীভগবানেই যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত তৎ সম্বন্ধেও ভগবদ্গীতার উক্তি দেখা যায় "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" অধিক কি "বিষ্টভ্যাহ-মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (গীতা, ১৬।৪২) ইত্যাদি শাস্ত্র-বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে শ্রীভগবানেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ঐ জ্ঞান পরমপুরুষার্থের দ্যোতকত্ব নিবন্ধন তত্ত্ব আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন; এবং জ্ঞান ও সুখ শব্দ সাধারণতঃ অনিত্য বলিয়া ব্যবহৃত হইলেও এখানে "স্বয়ংসিদ্ধ" এই বিশেষণ দ্বারা উহার নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কারণান্তরের সাহায্যে উৎপদ্যমান বস্তু অনিত্য, কিন্তু যাহা স্বয়ংসিদ্ধ তাহাতে উক্ত আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এবম্প্রকার ব্রহ্মসম্বন্ধেই যে শাস্ত্রের প্রবৃত্তি, তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

এক্ষণে আর্থিক নিত্যত্ব স্থির করিয়া উক্ত শাস্ত্রের বিশিষ্ট ব্রহ্মসম্বন্ধিত্ব উক্ত হইতেছে, অর্থাৎ এখানে ক্ষণিক-বিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধের মতাবলম্বনে আশঙ্কার উদয় হতে পারে যে, নীল ও পীতাদি আকারে জ্ঞানকে ক্ষণিক রূপেই দেখা যায়; ঐ ক্ষণিক-জ্ঞান কি প্রকারে অদ্বয় নিত্য জ্ঞানকে লক্ষ করিবে, এবং কিরূপেই বা উহাকে অবলম্বন করিয়া এই শাস্ত্র হইতে পারে? অর্থাৎ নীলজ্ঞানকে যখন উৎপন্ন হইতে দেখা যাইতেছে, তখন উহার দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয় ক্ষণে নাশ অবশ্যম্ভাবী, পুনশ্চ পীত জ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ, এইরূপে জ্ঞানের ক্ষণিকত্বই দেখা যাইতেছে, কারণ "স্বোৎপত্ত্যব্যবহিতোত্তরক্ষণবৃত্তিধ্বংসপ্রতি-যোগিত্বং—ক্ষণিকত্বম্" ইহাই ক্ষণিকত্বের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। এই ক্ষণিক বিজ্ঞানে জ্ঞানের অনন্তত্ব ও কল্পনা গৌরবত্বাদি দোষ নিবন্ধন এক নিত্য

ক্ষণিক বিজ্ঞানের নিরাস।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

বিজ্ঞান-স্বরূপ আত্মা স্বীকৃত হইয়াছেন। ক্ষণিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভাষাপরিচ্ছেদের সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকাতে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"অপোহরূপো নীলত্বাদিবিজ্ঞানধর্ম্ম ইতি চেন্ন নীলত্বাদীনাং বিরুদ্ধানামেকস্মিন্ন সমাবেশাৎ ইতরথা বিরোধস্যৈব দুরুপপন্নত্বাৎ, ন চ বাসনাসংক্রমঃ সম্ভবতি মাতৃপুত্রয়োরপি বাসনাসংক্রম: প্রসঙ্গাৎ, ন চ উপাদানোপাদেয়ভাবো নিয়ামক ইতি বাচ্যং, বাসনায়াঃ সংক্রমাসম্ভবাৎ, উত্তরস্মিন্নুৎপত্তিরেব সংক্রম ইতি চেন্ন তদুৎপাদকাভাবাৎ, উত্তরবিজ্ঞানস্যৈব উৎপাদকত্বে তদানন্ত্যপ্রসঙ্গঃ, ক্ষণিকবিজ্ঞানেঽতিশয়বিশেষঃ কল্প্যত ইতি চেন্ন, মানাভাবাৎ, কল্পনাগৌরবাচ্চ ; এতেন ক্ষণিকশরীরেষ্বেব চৈতন্যমপি প্রত্যুক্তং গৌরবাদতিশয়ে মানাভাবাচ্চ, বীজাদাবপি সহকারিসমবধানাদেবোপপত্তেঃ কুর্ব্বদ্রূপত্বাকল্পনাচ্চ। অস্তু তর্হি ক্ষণিকবিজ্ঞানে গৌরবান্নিত্যবিজ্ঞানমেবাত্মা "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

অতএব নৈয়ায়িকেরাও যে ক্ষণিক বিজ্ঞান অস্বীকার করতঃ নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা স্বীকার করিয়া থাকেন তাহা দেখা যাইতেছে।

বেদান্তের "উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ" (২।২।২০) সূত্রেও ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হইয়াছে, যথা গোবিন্দ-ভাষ্য।— "নচ ক্ষণিকেষ্বাত্মসু ভোগঃ সম্ভবতি। তদ্ধেতোর্ধর্ম্মাধর্ম্মাদেস্তৈঃ পূর্ব্বমসম্পাদনাৎ। ন চ তৎসন্তানেন স সম্পাদিতঃ। তস্য স্থায়িত্বে সর্ব্বক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞাব্যাকোপাৎ। ক্ষণিকত্বে প্রাগুক্তদোষানতিবৃত্তেঃ। তস্মাদসঙ্গতঃ সৌগতসময়ঃ। উত্তরেতি—নেত্যনুবর্ত্ততে। ক্ষণভঙ্গবাদিনো মন্যন্তে উত্তরস্মিন্ ক্ষণে উৎপদ্যমানে পূর্ব্বক্ষণো নিরুধ্যেত ইতি। উত্তরক্ষণবর্ত্তিনি কার্য্যে জায়মানে সতি পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিকারণং বিনশ্যতীতি তদর্থঃ—।" (২।২।১৯-২০)

অর্থাৎ ক্ষণিক আত্মায় ভোগের সম্ভাবনা নাই। ভোগের হেতুভূত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি আত্মার দ্বারা পূর্ব্বে সম্পাদিত না হওয়ায় ভোগের সম্ভাবনা হয় না। পরম্পরাক্রমে বিস্তৃত আত্মসমুদয় দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মাদির উৎপত্তিও বলা যায় না, কারণ উক্ত আত্ম-সমূহের নিত্যত্ব স্বীকার করিলে, "সকল ভাবই ক্ষণিক" ইত্যাকার ক্ষণিকত্বলক্ষণ-প্রতিজ্ঞার ব্যাঘাত হয়। আবার ক্ষণিকত্ব বলিলেও

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পূর্ব্বোক্ত দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। অতএব সৌগত সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বসূত্র হইতে "না" অনুবর্ত্তিত হইতেছে। ক্ষণভঙ্গবাদীরা বিবেচনা করেন যে, উত্তরক্ষণোৎপত্তিতে পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী কারণের বিনাশ হয়, এইরূপ বলিলেও অবিদ্যাদির পরস্পর-হেতুত্বে হেতু-হেতুমদ্ভাব সংস্থাপন করিতে পারা যায় না। কারণ. পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী নিরুদ্ধ কারণের অসত্তা প্রযুক্ত ক্ষণে হেতুতার অনুপপত্তি হয়।"

সুতরাং শ্রীভাগবতের উক্তিও সমন্বিত হইতেছে,—যাহা সকল বেদান্তের সারস্বরূপ এমন ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব-লক্ষণ-জ্ঞানই অদ্বিতীয় বস্তু, এবং উক্ত অদ্বিতীয় বস্তুনিষ্ঠই এই ভাগবত শাস্ত্র। "সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে যাঁহার স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, "যাঁহার শ্রবণে অশ্রুত সকল বিষয়ের শ্রবণ হয়, যাঁহার বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে।" "হে সৌম্য! যিনি অগ্রে সদ্রূপে বর্ত্তমান ছিলেন।" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যানুসারে যাঁহার এই নিখিল জগতের একমাত্র কারণ-রূপতা সিদ্ধ হইতেছে। "ঐ সৎ শব্দাভিহিত ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন," "আমি বহু হইব" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যাঁহার সত্যসঙ্কল্পতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক স্বকীয় অনির্ব্বচনীয় স্বরূপেও শক্তিদ্বারা সর্ব্ববৃহত্তম ধর্ম্মের দ্বারা একতা, এবং "এই জীবের সহিত অনিরুদ্ধাখ্য পরমাত্মা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহাদিগের নামরূপের অভিব্যক্তি করিব।" পরমাত্মার এই বাক্যে "ইদম্" শব্দের নির্দ্দেশ হইতে, জীব তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইলেও পুনশ্চ "আত্মন্" শব্দের দ্বারা জীব যে আত্মার অংশ-বিশেষ, তাহা দেখান হইয়াছে; অংশো-নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে।" (বেদা, সূ, ২।৩।৪১) পূজ্যপাদ শ্রীরামানুজাচার্য্য কৃত বেদান্তসারে উক্ত হইয়াছে; —"জীবাত্মা পরমপুরুষাংশঃ, পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" স কারণং করণাধিপাধিপঃ" ইত্যাদি নানাব্যপদেশাৎ; অন্যথা "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইতি ঐক্যোপ-দেশাচ্চ 'ব্রহ্মদাশাঃ" ইত্যাদি সর্ব্বজীবানামপ্যৈক্যমধীয়ত একে অংশত্বাভ্যুপগমে হ্যুভয়ং মুখ্যং ভবতি।" (২।৩।৪২)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অর্থাৎ আত্মাপ্রভৃতি শ্রুতিতে নানারূপে নির্দ্দেশ হেতু জীব যে পরম-পুরুষের অংশ তাহা নির্ণীত হইতেছে, এবং জীবকে অংশরূপ নির্দ্দেশ করিলেই মুখ্যার্থে শাস্ত্রসঙ্গতি হইয়া থাকে।

গোবিন্দ-ভাষ্য বলেন—"পরেশস্যাংশো জীবঃ অংশুরিবাংশুমতঃ তদ্ভিন্নস্তদ-নুযায়ী তৎসম্বন্ধাপেক্ষীত্যর্থঃ। কুতঃ নানেতি। 'উদ্ভবঃ সম্ভবো দিব্যো দেব একো নারায়ণো মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্ গতির্নারায়ণ' ইতি সুবালশ্রুতৌ "গতির্ভর্ত্তাপ্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ইত্যাদিস্মৃতৌ চ স্রষ্টৃসৃজ্যত্ব নিয়ন্তৃনিয়ম্যত্বাধারাধেয়ত্বস্বামিদাসত্বসখিত্বপ্রাপ্যপ্রাপ্তৃত্বাদিরূপনানা-সম্বন্ধব্যপদেশাৎ। অন্যথা অন্যয়া চ বিধয়া তদ্ব্যাপ্যতয়ৈনং জীবং তদাত্মকমেকে আথর্ব্বণিকা অপ্যধীয়ন্তে। ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা ইতি। নন্বেতে ব্যপদেশাঃ স্বরূপাভেদে সংভবেয়ুঃ। নহি স্বয়ং স্বস্য সৃজ্যাদির্ব্যাপ্যো বা। ন বা চৈতন্যঘনস্য দাসাদিভাবঃ। তথা সতি বৈরাগ্যোপদেশব্যাকোপাৎ। —চন্দ্রমণ্ডলস্য শতাংশঃ শুক্রমণ্ডলমিত্যাদৌ দৃষ্টশ্চৈতৎ। একবস্ত্বেকদেশত্বমংশত্ব-মিত্যপি ন তদতিক্রামতি। ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্তু ব্রহ্মশক্তির্জীবো ব্রহ্মৈকদেশত্বাৎ ব্রহ্মাংশো ভবতীতি তদুপস্পষ্টত্বং সুঘটম্। ঘটেত্যাদিবাক্যং তূপাধিহানৌ তয়োঃ সাযুজ্যং ক্রুবৎ সঙ্গতম্। তত্ত্বমসীত্যেতদপি পরস্য পূর্ব্বায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাদি বোধয়তি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতাদিভ্যো ন ত্বন্যৎ। তস্মাৎ ঈশাৎ জীবস্যাস্তি ভেদঃ। স চ নিয়ন্তৃত্বনিয়ম্যত্ববিভূত্বাণুত্বাদিধর্ম্মস্ত তত্ত্বেন প্রত্যক্ষ-গোচরত্বান্নান্য-থাসিদ্ধঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে নানাসম্বন্ধের ব্যপদেশ হেতু জীবকে অংশই জানিতে হইবে। অংশুমানের অংশুর ন্যায় জীব পরমেশ্বরেরই অংশ। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও তৎসম্বন্ধাপেক্ষী। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের 'ব্রহ্মদাসাঃ" ইত্যাদি বাক্য হইতে ব্রহ্মই দাসাদিরূপ-জীব, এরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না, কারণ ব্রহ্ম হইতে জীব স্বরূপতঃ ভিন্ন না হইলে ইহার সম্ভব হয় না, যেহেতু কেহ কখন আপনি আপনার সৃজ্য বা ব্যাপ্য হইতে পারেন না। বিশেষতঃ চৈতন্য-ঘন-বস্তুর স্বরূপতঃ দাসাদিভাবও সম্ভব হয় না, তাহা হইলে বৈরাগ্যো-পদেশের ব্যর্থতা সঙ্ঘটিত হয়। ব্রহ্মশক্তিমান-বস্তু, ব্রহ্মের শক্তিভূত জীব

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

তাঁহার একদেশ সুতরাং ব্রহ্মের অংশ। অতএব জীবের নিত্য অংশত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। নিয়ন্তৃত্ব, নিয়ম্যত্ব, অণুত্বাদি ধর্ম্মের দ্বারা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ঐ অংশ কোন প্রকারেই অন্যথাভূত হইতে পারে না। শ্রীবাদরায়ণের সমাধিদৃষ্ট সিদ্ধান্তের সহিত অত্যন্ত অভিন্নতা-রহিত, সুতরাং পরমাত্মার অংশবিশেষরূপে লব্ধ জীবের সহিত চিদ্রূপ জাতি লইয়া যে সমানাকারতা তাহাই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ ইত্যাকারে নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানই যাহার প্রধান সাধক, এবম্প্রকার সকল বেদান্তশাস্ত্রের সারস্বরূপ যে অদ্বিতীয়-বস্তু, উক্ত বস্তুনিষ্ঠই এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র এবং এই শাস্ত্রে উক্ত অদ্বয়-বস্তুর বিষয়ই নির্ণীত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ" শ্লোকের সহিত এক বাক্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

তত্ত্বমসি উপদেশের তাৎপর্য্য।

যেমন আজন্ম গৃহ-গুহাবদ্ধ কোন ব্যক্তি সূর্য্যের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করিলে গবাক্ষছিদ্র-পতিত সূর্য্যের সামান্য কিরণ-কণাকে দেখাইয়া ইহাই সূর্য্য বলিয়া কেহ উপদেশ করেন, তদ্রূপ এখানেও ইহাই তাঁহার অংশ জ্যোতিঃ এই জ্যোতির সমতা দেখিয়া সেই মহান্ জ্যোতির্ম্মণ্ডলের অনুসন্ধান কর ইহাই "তত্ত্বমসি" শব্দের শিক্ষা। জীবের সহিত পরমাত্মার যে এতাদৃশ অংশাংশিত্বভাব, ইহা শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিবিশেষ দ্বারাই সিদ্ধ হয় তাহা পরমাত্ম-সন্দর্ভে বিশেষ প্রকারে সংস্থাপিত হইবে।

উপনিষদ্ও জীবাদি লক্ষণ অংশকে গ্রহণ করিয়া কোথাও তাঁহার স্বাংশত্বের উপদেশ করিয়া থাকেন। এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং" ইত্যাদি নিরংশত্বোপদেশিকা শ্রুতিসকল কেবল বিশেষ্য মাত্র প্রতিপাদন দ্বারা যে ব্রহ্মের অবয়ব গুণাদির অভিব্যক্তি হয় নাই, এমন ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের যে কৈবল্যমাত্রই প্রয়োজন এবং চতুর্থপাদোক্ত কৈবল্য শব্দের শুদ্ধত্ব মাত্র অর্থ এবং শুদ্ধ শব্দ যে শুদ্ধভক্তেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা সবিশেষ প্রীতি-সন্দর্ভে আলোচিত হইবে। [ইহা শ্রীসূত মহাশয়ের উক্তি] ॥ ৫১ ॥

তত্র যদি ত্বম্পদার্থস্য জীবাত্মনোজ্ঞানত্বং নিত্যত্বঞ্চ প্রথমতো বিচারগোচরঃ স্যাত্তদৈব তৎপদার্থস্য তাদৃশত্বং সুবোধং স্যাদিতি তদ্বোধয়িতুম্‌ "অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ" (বেদা, সু, ১।৩।২০) ইতি ন্যায়েন জীবাত্মনস্তদ্রূপত্বমাহ—

"নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি।
সর্ব্বত্র শশ্বদনপায়্যুপলব্ধিমাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ।" (ভাগ, ১১।৩।৩৯)

বিদ্যাভূষণ

জীবাত্মনি জ্ঞাতে পরমাত্মা সুজ্ঞাতঃ স্যাদিত্যুক্তং, তদর্থং জীবাত্মানং নিরুপয়িষ্যন্নবতারয়তি, তত্র যদীত্যাদিনা। অন্যার্থশ্চেতি ব্রহ্মসূত্রম্। দহরবিদ্যা ছান্দোগ্যে পঠ্যতে—যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরপুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যমিতি। অত্রোপাসকস্য শরীরং ব্রহ্মপুরং, তত্র

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

জীবাত্মার স্বরূপ জানিতে পারিলে পরমাত্মাকেও সহজে জানিতে পারা যায়, সেই নিমিত্ত প্রথমতঃ বিশেষরূপে জীবাত্মার নিরুপণাভিলাষে "তত্ত্বমসি" বাক্যোক্ত "ত্বম্" পদার্থের বিচারের অবতারণা করিতেছেন; অর্থাৎ উক্ত "তত্ত্বমসি" বাক্যের 'ত্বম্' পদ দ্বারা লক্ষিত জীবাত্মার চিদ্ধর্ম্মবত্ত্বে ও নিত্যত্বের বিচার করা যায়, তাহা হইলেই "তৎ" পদের দ্বারা লক্ষিত পরমাত্মারও তাদৃশতা অর্থাৎ জ্ঞান-স্বরূপতা ও নিত্যতা সুবোধিত হইবে। এইরূপে উহা জানাইবার নিমিত্ত বেদান্তসূত্রের "অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ" (বে, সূ, ১।৩।২০) সূত্রে জীবাত্মার চিদ্রূপতা ও পরমাত্ম-জিজ্ঞাসার মধ্যে জীবাত্ম-জিজ্ঞাসার সার্থকতা উক্ত হইয়াছে।

গোবিন্দভাষ্যে। "তত্র জীবপরামর্শঃ পরমাত্মজ্ঞানার্থ এব। যং প্রাপ্য জীবস্তদষ্টকবতা স্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স এষ পরমাত্মেতি।" অর্থাৎ উক্ত স্থলে জীব-পরামর্শ পরমাত্মজ্ঞানের নিমিত্তই জানিতে হইবে। জীব যাঁহাকে

আত্মা শুদ্ধোজীবঃ ন জজান, ন জাতঃ ; জন্মাভাবাদেব তদনন্তরাস্তিতালক্ষণো বিকারোঽপি নাস্তি। নৈধতে,—ন বর্দ্ধতে ; বৃদ্ধ্যভাবাদেব বিপরিণামোঽপি নিরস্তঃ। হি যস্মাদ্ব্যভিচারিণামাগমাপায়িনাং বালযুবাদিদেহানাং দেবমনুষ্যদ্যাকারদেহানাং বা সবনবিত্তত্তৎকালদ্রষ্টা ; নহ্যবস্থাবতাং দ্রষ্টা তদবস্থো ভবতীত্যর্থঃ।

বিদ্যাভূষণ

হৃৎপুণ্ডরীকস্থো দহরঃ পরমাত্মা ধ্যেয়ঃ কথ্যতে, তত্রাপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকমন্বেষ্টব্যমুপদিশ্যতে ইতি সিদ্ধান্তিতম্। তদ্বাক্যমধ্যে, স এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষ ইতি বাক্যং পঠিতম্। অত্র সংপ্রসাদো লব্ধবিজ্ঞানো জীবস্তেন যৎ পরং

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পাইয়া গুণাষ্টকবিশিষ্ট স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়েন, তিনি পরমাত্মা। ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদেও পঠিত হইয়াছে, যথা "যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরপুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যমিতি।" এখানে উপাসকের শরীরই ব্রহ্মপুর ঐ ব্রহ্মপুরে, অর্থাৎ হৃৎপুণ্ডরীকে অবস্থিত পরমাত্মাই ধ্যেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং 'স এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ" অর্থাৎ এই প্রকারে জীব বিজ্ঞান লাভকরতঃ এই জড় শরীর হইতে উত্থিত হইয়া সেই পরম-জ্যোতিকে লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। এস্থলে জীব উত্থিত হইয়া যে পরম-জ্যোতিকে লাভ করেন, উনিই পরম-পুরুষ নামে অভিহিত হয়েন। অতএব পরমাত্মনির্ণয়স্থলে যে জীব-পরামর্শের আবশ্যকতা আছে তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য হইতে বলিতেছেন—'আত্মা জন্মে না, মরে না, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন না' ক্ষয়প্রাপ্তও হন না, কেননা দেহাদি যদ্রূপ ব্যভিচারী, আত্মা সেরূপ নহেন, তিনি উক্ত পদার্থসকলের তত্তৎকালের দ্রষ্টা বা সাক্ষিস্বরূপ। একমাত্র নিত্যজ্ঞান ইন্দ্রিয়বলে

নিরবস্থঃ কোঽসাবাত্মা? অত আহ, উপলব্ধিমাত্রং—জ্ঞানৈকরূপম্‌। কথম্ভূতং? সর্ব্বত্র দেহে শশ্বৎ সর্ব্বদানুবর্ত্তমানমিতি। ননু, নীলজ্ঞানং নস্টং, পীতজ্ঞানং জাতং, ইতি প্রতীতের্ন জ্ঞানস্যানপায়িত্বং, তত্রাহ, ইন্দ্রিয়বলেনেতি—সদেব জ্ঞানমেকমিন্দ্রিয়বলেন বিবিধং

বিদ্যাভূষণ

জ্যোতিরুপপন্নং স এব পুরুষোত্তম ইত্যর্থঃ। দহরবাক্যান্তরালে জীবপরামর্শঃ কিমর্থমিতি চেত্তত্রাহ, অন্যার্থ ইতি তত্র জীবপরামর্শোঽন্যার্থঃ। যং প্রাপ্য -জীবঃ স্বস্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স পরমাত্মেতি, পরমাত্মজ্ঞানার্থ ইত্যর্থঃ। ন জজানেতি। জায়তেঽস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতেঽপক্ষীয়তে নশ্যতি চেতি

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

নীলপীতাদ্যাকারে বিকল্পিত হইলেও প্রাণ যদ্রূপ একই থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানও কেবল উপলব্ধি স্বরূপে অবস্থান করে।"

অর্থাৎ এখানে আত্মা শব্দে শুদ্ধজীবকেই বলা হইয়াছে, তিনি জন্মেন না, এই জন্মের অভাব হইতে তদনন্তর অস্তিতা-লক্ষণ বিকারও যে তাঁহার নাই, তাহা বলা হইয়াছে। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন না বৃদ্ধির অভাব হইতে, বিপরিণাম-লক্ষণ-বিকারও নিরস্ত হইয়াছে। যেহেতু ব্যভিচারী ক্ষয়োদয়বিশিষ্ট বালক-যুবাদি-দেহের ও দেব-মনুষ্যাদি আকারবিশিষ্ট দেহ সকলের তত্তৎ কালের সাক্ষী, সুতরাং যিনি অবস্থাবিশেষের দ্রষ্টা, তিনি কখনও তদবস্থ হইতে পারেন না। ইহা দ্বারা "জায়তি অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি" এই ষড়্ বিকার যে জীবের নাই, তাহাও বলা হইয়াছে। নিরবস্থ ঐ আত্মা কি প্রকার? এই বলিয়া যদি আশঙ্কা হয়, তাহার নিমিত্ত বলিয়াছেন, "উপলব্ধিমাত্রং" অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ "সর্বত্র দেহে শশ্বৎ অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য। সর্ব্বদা সকল দেহে নিত্য বর্ত্তমান। এক্ষণে পুনশ্চ আশঙ্কা হইতে পারে ঐ জ্ঞান নিত্য কিম্বা অনিত্য? কেন না যখন নীল জ্ঞান নষ্ট হইয়া পুনশ্চ পীত-জ্ঞান জন্মিতেছে, তখন অনিত্য বলিয়াই মনে হইতে পারে, তাহার নিমিত্ত বলিয়াছেন, জ্ঞানের আগমা-

কল্পিতম্‌। নীলাদ্যাকারা বৃত্তয় এব জায়ন্তে নশ্যন্তি চ ন জ্ঞানমিতি ভাবঃ। অয়মাগমাপায়িতদবধিভেদেন প্রথমস্তর্কঃ। দৃষ্টদৃশ্য-ভেদেন দ্বিতীয়োঽপি তর্কো জ্ঞেয়ঃ। ব্যভিচারিষ্ববস্থিতস্যাব্যভিচারে দৃষ্টান্তঃ প্রাণো যথেতি ॥৫২॥

বিদ্যাভূষণ

ভাববিকারাঃ ষট্‌ পঠিতাস্তে জীবস্য ন সন্তি ইতি সমুদায়ার্থঃ। নন্তু নীল-জ্ঞানমিত্যাদি জ্ঞানরূপমাত্মবস্তু জ্ঞাতৃ ভবতি, প্রকাশবস্তু সূর্য্যঃ প্রকাশয়িতা যথা ততশ্চ স্বরূপানুবন্ধিত্বাজ্‌জ্ঞানং তস্য নিত্যং তস্যেন্দ্রিয় প্রমাণাল্লা নীলাদিনিষ্ঠা যা বিষয়তা বৃত্তিপদবাচ্য, সৈব নীলাদ্যপগমে নশ্যতীতি ॥৫২॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পায়িত্ব নাই, যেহেতু জ্ঞান এক, কেবল ইন্দ্রিয়বলে বিবিধ আকারে কল্পিত হয় মাত্র, অর্থাৎ প্রাণ যদ্রূপ সর্ব্বদা সকল দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও কদাচ ব্যভিচার প্রাপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ আত্মাও বিবিধ অবস্থান্তরিত হয়েন না জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা নীল-পীতাদ্যাকারে যে বিষয়তা বৃত্তি জন্মাইয়া থাকে, নীল-পীতাদির অপগমে উহারই নাশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা, ত্বক, এই পাঁচটি. ও অন্তরেন্দ্রিয় মন এই ছয়টী জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্‌, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, তন্মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, কর্ণেন্দ্রি দ্বারায় শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ জিহ্বা দ্বারা স্বাদ ও ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, উক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রণালী দ্বারা অন্ত-রেন্দ্রিয় মনের সহিত নীল-পীতাদ্যাকারে বিষয়তা-বৃত্তি অর্থাৎ বিষয়ের সম্মিলনে যে তদাকারতাবৃত্তি, উহাই নীল পীতাদির অপগমে নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং জ্ঞান নিত্য তাহার আগম বা বিনাশ নাই।

অতএব এই দুইটী তর্ক - একটি আগমাপায়িভেদে, দ্বিতীয়টী দ্রষ্টা ও দৃশ্যভেদে জানিবে। অর্থাৎ আগম ও বিনাশী দেহ হইতে অবধিভূত আত্মা পৃথক, ইহাই প্রথম তর্ক এবং বিনাশী দৃশ্য পদার্থ হইতে অবিনাশী দ্রষ্টা-জীবাত্মা পৃথক, ইহা দ্বিতীয় তর্ক সুতরাং দেহাদি হইতে আত্মা যে স্বতঃ পৃথক্‌

দৃষ্টান্তং বিবৃণ্বন্নিন্দ্রিয়াদিলয়েন নির্ব্বিকারাত্মোপলব্ধিং দর্শয়তি—

"অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে
কূটস্থ আশয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ।" (ভাগ, ১১।৩।৪০)

অণ্ডেষু অণ্ডজেষু, পেশিষু জরায়ুজেষু। তরুষু—উদ্ভিজ্জেষু। অবিনিশ্চিতেষু—স্বেদজেষু। উপধাবতি—অনুবর্ত্ততে। এবং দৃষ্টান্তে নির্ব্বিকারত্বং প্রদর্শ্য দার্ষ্টান্তিকেঽপি দর্শয়তি। কথং?

বিদ্যাভূষণ

দৃষ্টান্তমিতি। প্রাণস্য নানাদেহস্থৈকরূপান্নির্ব্বিকারত্বমিত্যর্থঃ। তস্মিন্ আত্মনি। উপাধের্লিঙ্গশরীরস্যাভাবাদ্বিশ্লেষাদিত্যর্থঃ। তদাপ্যতিসূক্ষ্মায়া বাসনায়াঃ সত্ত্বান্মুক্তেরভাব ইতি জ্ঞেয়ম্। প্রাকৃতাহঙ্কারে লীনেঽপি স্বরূপানুবন্ধিনোঽহমর্থস্য সত্ত্বাত্তেন সুখমহমস্বাপ্সমিতি বিমর্শো ভবতীতি প্রতিপাদয়িতুমাহ,

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

সিদ্ধ হইতেছে। ব্যভিচারী-বস্তুতে বিদ্যমান সত্ত্বেও আত্মা যে অব্যভিচারী তাহার প্রতি "প্রাণো যথেন্দ্রিয়" ইত্যাদি শ্লোকই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ॥৫২॥

আত্মা ব্যভিচারি-বস্তুতে বর্ত্তমান থাকিয়াও যে অব্যভিচারিভাবে অবস্থান করেন, তাঁহাতে কোন বিকৃতির স্পর্শ হয় না, উহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইতেছেন। অর্থাৎ প্রাণ যদ্রূপ অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ এবং স্বেদজ এই চতুর্ব্বিধ শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া ও অবিকৃতভাবে জীবের অনুবর্ত্তন করে, তদ্রূপ (দার্ষ্টান্তিক) আত্মাও সবিকারের ন্যায় প্রতীত হয়েন মাত্র, তাঁহাতে কোন বিকার স্পর্শ করে না, যেমন জাগ্রাদবস্থায় যখন ইন্দ্রিয়গণ জাগরিত থাকে, তখন নির্ব্বিকারত্বের প্রতীতি হয় না, স্বপ্নের অবস্থায় যখন স্থূল-দেহ প্রসুপ্ত হওতঃ সূক্ষ্ম-দেহ জাগত থাকে, তখন সংস্কারবিশিষ্ট অহঙ্কার বর্ত্তমান থাকায় আত্মার নির্ব্বিকারত্বের উপলব্ধি করিতে দেয় না। কিন্তু যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহই প্রসুপ্ত হয়, (এমন কি তৎকালে ইন্দ্রিয়গণে অবস্থিত অহঙ্কার

তদৈবাত্মা সবিকার ইব প্রতীয়তে, যদা জাগরে ইন্দ্রিয়গণঃ, যদা চ স্বপ্নে তৎসংস্কারবানহঙ্কারঃ। যদা তু প্রসুপ্তং, তদা তস্মিন্ প্রসুপ্তে, ইন্দ্রিয়গণে সন্নে লীনে অহম্যহঙ্কারে চ সন্নে লীনে, কূটস্থো নির্ব্বিকারাত্মা। কুতঃ ? আশয়মৃতে—লিঙ্গশরীরমুপাধিং বিনা, বিকারহেতোরুপাধেরভাবাদিত্যর্থঃ। নন্বহঙ্কারপর্য্যন্তস্য সর্ব্বস্য লয়ে শূন্যমেবাবশিষ্যতে, ক্ব কূটস্থ আত্মা, অত আহ, তদনুস্মৃতির্নঃ—তস্যাখণ্ডাত্মনঃ সুষুপ্তিসাক্ষিণঃ স্মৃতির্নোঽস্মাকং জাগ্রদ্দ্রষ্টৄণাং জায়তে ; 'এতাবন্তং কালং সুখমহমস্বাপ্সং, ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি'।

বিদ্যাভূষণ

নন্বিত্যাদি। শূন্যমেবেতি। অহং প্রত্যয়ং বিনাত্মনোঽপ্রতীতেরিতি ভাবঃ। অখণ্ডাত্মন ইতি অণুরূপত্বাদ্বিভাগানর্হস্যেত্যর্থঃ॥ নন্‌ স্বাপাদুত্থিতস্যাত্মনোঽহঙ্কারেণ যোগাৎ। সুখমহমস্বাপ্সমিতি বিমর্শো জাগরে সিধ্যতি, সুষুপ্তৌ তু চিন্মাত্রঃ স ইতি চেত্তত্রাহ, অতোঽননুভূতস্যেতি অনুভবস্মরণয়োঃ সামানাধি-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পর্য্যন্তও লয় প্রাপ্ত হয়) তখন একমাত্র কূটস্থ নির্ব্বিকার আত্মাই জাগরূক থাকেন। যেহেতু ঐ সময় বিকারের হেতু-ভূত লিঙ্গ-শরীর-রূপ উপাধির অভাব হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ সময় লিঙ্গ-শরীর-বিশ্লেষ হইয়া যায়, কিন্তু তথাপি তৎকালে বাসনা সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করায় মুক্তি হয় না। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে যদি অহঙ্কার পর্য্যন্ত সকলকার লয়ই হইল, তাহা হইলে কেবল শূন্যই অবশেষ থাক্ আর কূটস্থ আত্মার আবশ্যক কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—সুষুপ্তিকালে প্রাকৃতিক অহঙ্কার লীন হইলেও জীবের স্বরূপানুবন্ধি যে অহম্ প্রত্যয়,—উহার বিদ্যমানতাবশতঃ ("সুখমহমস্বাপ্সম্") আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম— ইত্যাকারে যে পরামর্শ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তৎকালে ঐ সুষুপ্তি সাক্ষী অখণ্ড আত্মা হইতে জাগ্রত দ্রষ্টা আমি এতকাল সুখে ঘুমাইয়া ছিলাম, আর কিছুই জানিতে পারি নাই, ইত্যাকার স্মৃতি হইয়া থাকে ; কারণ যখন অননুভূত বস্তুর স্মরণ অপ্রসিদ্ধ, তখন সুষুপ্তি কালে যে

সুষুপ্তিকালেও সাক্ষিস্বরূপ আত্মার অবস্থিতি।

অতোঽননুভূতস্য তস্যাস্মরণাদস্ত্যেব সুষুপ্তৌ তাদৃগাত্মানুভবঃ, বিষয়সম্বন্ধাভাবাত্তু ন স্পষ্ট ইতি ভাবঃ। অতঃ স্বপ্রকাশমাত্রবস্তুনঃ সূর্য্যাদেঃ প্রকাশবদুপলব্ধিমাত্রস্যাপ্যাত্মন উপলব্ধিঃ স্বাশ্রয়েঽস্ত্যে-বেত্যায়াতম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ দ্রষ্ট-ব্যান্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" (বৃহদা, উ, ৪ অ, ৩ ব্রা, ২৩) ইতি। অয়ং সাক্ষিসাক্ষ্যবিভাগেন তৃতীয়স্তর্কঃ। দুঃখিপ্রেমাস্পদত্ববিভাগেন চতুর্থোঽপি তর্কোঽবগন্তব্যঃ ॥৫৩॥

বিদ্যাভূষণ।

করণ্যাদিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্যামপি অনুভবিতৈবাত্মেতি সিদ্ধম্। ননূপলব্ধিমাত্র-মিত্যুক্তং তস্যোপলব্ধৃত্বং কথং, তত্রাহ, অত ইত্যাদি। যদ্বৈ ইতি। তদাত্ম-চৈতন্যং কর্তৃ সুষুপ্তৌ ন পশ্যতীতি যদুচ্যতে, তৎ খলু দ্রষ্টব্যবিষয়াভাবাদেব, ন তু দ্রষ্টৃত্বাভাবাদিত্যর্থঃ॥ স্ফুটমন্যৎ ॥৫৩॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

তাদৃশ আত্মার অনুভব হইয়াছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যদি বল সুষুপ্তি কালে কেবল চিন্মাত্র আত্মা ছিলেন, আবার জাগ্রদবস্থায় নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া অহঙ্কারের সহিত যোগ হওয়ায় উক্ত অনুভব হইয়া থাকে, তাহাও বলা যায় না। যেহেতু অনুভব ও স্মরণের সামানাধি-করণতা-নিবন্ধন, একের অনুভবে অপরের স্মরণ সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং তৎকালে অনুভবকর্ত্তা আত্মা বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা সিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় আত্মার স্পষ্টরূপ উপলব্ধি হয় না।

পুনশ্চ আশঙ্কা হইতে পারে উপলব্ধি-স্বরূপ আত্মার উপলব্ধৃত্ব ধর্ম্মের কি প্রকারে সঙ্গতি হয়? উক্ত আশঙ্কার নিবারণ জন্য দৃষ্টান্তের সহিত বিবৃত হইতেছে; স্বপ্রকাশমাত্র বস্তু সূর্য্যাদির প্রকাশ ধর্ম্মের ন্যায়, উপলব্ধি মাত্র স্বরূপ আত্মারও তদীয় স্বরূপে যে উপলব্ধি আছে, ইহা আপনা হইতেই আসি-তেছে। শ্রুতি বলেন "তিনি এই অবস্থায় দৃশ্য বিষয় সকল দেখেন না।

তদুক্তম্ ঃ—

"অন্বয়-ব্যতিরেকাখ্যস্তর্কঃ স্যাচ্চতুরাত্মকঃ।
আগমাপায়ি-তদবধি-ভেদেন প্রথমো মতঃ।
দ্রষ্টৃদৃশ্যবিভাগেন দ্বিতীয়োঽপি মতস্তথা।
সাক্ষি-সাক্ষ্য-বিভাগেন তৃতীয়ঃ সম্মত সতাম্॥
দুঃখি-প্রেমাস্পদত্বেন চতুর্থঃ সুখবোধকঃ॥"

ইতি শ্রীপিপ্পলায়নো নিমিম্॥ ৫৪॥

বিদ্যাভূষণ

পদ্যয়োর্ব্যাখ্যানে চত্বারস্তর্কা যোজিতাস্তানভিযুক্তোক্তাভ্যাং সার্দ্ধকারিকাভ্যাং নির্দ্দিশতি, অন্বয়েতি। তর্কশব্দেন তর্কাঙ্গকমনুমানং বোধ্যম্। আগমাপায়িনো দৃশ্যাৎ সাক্ষাদ্দুঃখাস্পদাচ্চ দেহাদেরাত্মা ভিদ্যতে তদবধিত্বাত্তদ্দ্রষ্টৃত্বাৎ তৎসাক্ষিত্বাৎ প্রেমাস্পদত্বাচ্চেতি ক্রমেণ হেতবো নেয়াঃ। ব্যতিরেকশ্চোহ্যঃ॥ ৫৪॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

বিদ্যমান দৃশ্য বিষয় সকল দেখেন না। বিদ্যমান দৃশ্য বিষয় সকলকে দেখিয়াও দেখেন না, তদবস্থায় দ্রষ্টা পুরুষের দৃষ্টির সামর্থ্য নষ্ট হয় না; যেহেতু উহা অবিনশ্বর। তৎকালে তিনি দৃশ্য বস্তুজাতকে ভিন্ন দেখেন না, পরন্তু সমস্তই তাঁহার শক্তি ও বিভূতি বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্নই দেখিয়া থাকেন। এই সাক্ষী ও সাক্ষ্যের পরস্পর বিভাগ দ্বারা তৃতীয় তর্ক এবং দুঃখী ও প্রেমাস্পদত্ব-বিভাগের দ্বারা চতুর্থ তর্ক অবগত হইবে অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থার সাক্ষীই জীব, এবং তত্তদবস্থার সম্পর্ক-বিষয়ীভূত-বৃত্তিসমূহই সাক্ষ্য, এবং "অহংসুখী" অহংদুঃখী ইত্যাকারে সুখদুঃখের অনুভবিতা জীবাত্মা হইতে পরপ্রেমের আস্পদ শ্রীভগবানের যে নিত্যপার্থক্য, ইহাই তৃতীয় ও চতুর্থ তর্কের তাৎপর্য্য॥ ৫৩॥

পূর্ব্বে যে চারিটি তর্কের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই সার্দ্ধকারিকাদ্বয়ের দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন; অর্থাৎ এখানে তর্ক বলিতে তর্কের অঙ্গভূত অনুমান জানিতে হইবে। উক্ত অনুমান দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের নিত্য

এবম্ভূতানাং জীবানাং চিন্মাত্রং যৎ স্বরূপম্, তয়ৈবাকৃত্যা তদংশিত্বেন চ, তদভিন্নং যৎ তত্ত্বং তদত্র বাচ্যম্ ইতি ব্যষ্টিনির্দ্দেশ-দ্বারা প্রোক্তম্। তদেব হ্যাশ্রয়সংজ্ঞকম্। মহাপুরাণলক্ষণরূপৈঃ সর্গাদিভিরর্থৈঃ সমস্টিদ্বারাপি লক্ষ্যতে ইত্যত্রাহ, দ্বাভ্যাম্ঃ—

বিদ্যাভূষণ

ঈশ্বরজ্ঞানার্থং জীব স্বরূপজ্ঞানং নির্ণীতম্। অথ তৎসাদৃশ্যেনেশ্বরস্বরূপং নির্ণেতুম্ পূর্ব্বোক্তং যোজয়তি, এবম্ভুতানামিত্যাদিনা। চিন্মাত্রং যৎ স্বরূপ-মিতি। চেতয়িতৃ চেতি বোধ্যং, পূর্ব্বনিরূপণাৎ। তয়ৈবাকৃত্যেতি। চিন্মা-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

যুক্তিবলে নিত্য বিভেদ সংস্থাপন।

বিভেদ স্বীকারই তাৎপর্য্য, বেদান্তশাস্ত্রের মতে শাস্ত্র-মূলক তর্কই স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা হইলেই তর্কের যথার্থতা লক্ষিত হয়, অর্থাৎ তর্কের বহু বিভাগ থাকিলেও, শাস্ত্রার্থের অবিরোধী যে তর্কের দ্বারা সন্দেহ নিরাস করিয়া শাস্ত্রার্থের নিশ্চয়তা অবধারিত হয়, উহাই প্রকৃত তর্ক। এখানে দৃশ্য আগম ও অপায় অর্থাৎ জন্ম ও মরণাদি এবং দেব, মনুষ্য, বালক, যুবা ইত্যাদি হইতে তাৎকালীন অবিকারী দ্রষ্টার বিভেদ জীবাত্মা যে দেহ হইতে পৃথক্ তাহা জানা যাইতেছে। উহার জন্য চারিটী হেতু নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন, দেহাদি তাবৎ সসীম, আত্মা অসীম, দৃশ্য পদার্থ জাত হইতে দ্রষ্টা পুরুষের ভেদ বশতঃ, সাক্ষ্য দেহাদি তাবৎ বস্তু হইতে পৃথক সাক্ষিত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা জীবাত্মা, এবং দুঃখী জীবাদি হইতে পরম-প্রেমাস্পদতা দ্বারা পরমাত্মা যে অতিরিক্ত তাহা স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। অন্বয় ও ব্যতি-রেকে তর্কের বিভেদ থাকিলেও, এই চারিটী তর্ক অন্বয় মুখে দেখান হইয়াছে। ব্যতিরেকের উল্লেখ আবশ্যক হয় নাই। নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীপিপ্প-লায়ন মহাশয় নিমি নৃপতিকে ইহা বলিয়াছিলেন ॥৫৪॥

পরমাত্মার জ্ঞানের নিমিত্ত জীবস্বরূপের জ্ঞান আবশ্যক হওয়ায়, উহার নির্দ্দেশ করিয়া, এক্ষণে জীবের ন্যায় চেতনের সাদৃশ্যে, ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করণাভিপ্রায়ে,পূর্ব্বোক্ত অদ্বয়তত্ত্বের কথা বলিতেছেন ; অর্থাৎ পূর্ব্বের

"অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥

দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥"

(ভাগ, ২।১০।১-২)

মন্বন্তরাণি চেশানুকথাশ্চ মন্বন্তরেশানুকথাঃ। অত্র সর্গাদয়ো দশার্থা লক্ষ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র চ দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থং নবানাং লক্ষণং স্বরূপং বর্ণয়ন্তি—নন্বত্র নৈবং প্রতীয়তেহত আহ, শ্রুতেন শ্রুত্যা কণ্ঠোক্ত্যৈব স্তুত্যাদিস্থানেষু অঞ্জসা সাক্ষাদ্বর্ণয়ন্তি, অর্থেন তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা চ তত্তদাখ্যানেষু॥৫৫॥

বিদ্যাভূষণ

ত্রত্বে সতি চেতয়িতৃত্বং যাকৃতির্জাতিস্তয়েত্যর্থঃ। "আকৃতিস্ত্ত স্ত্রিয়াং রূপে সামান্যবপুষোরপীতি" মেদিনী। তদংশিত্বেন জীবাংশিত্বেন চেত্যর্থঃ। তদভিন্নং জীবাভিন্নম্। যদ্ব্রহ্মতত্ত্বম্। অংশঃ খলু অংশিনো ন ভিদ্যতে, পুরুষাদিব দণ্ডিনো দণ্ডঃ। ব্যষ্টীতি। সমুদায়ঃ সমষ্টিস্তদেকদেশস্তু ব্যষ্টিরিত্যর্থঃ। জীবাদিশক্তিমদ্ব্রহ্ম সমষ্টিঃ, জীবস্তু ব্যষ্টিঃ। তাদৃশজীবনিরূপণদ্বারা শাস্ত্রস্য ব্রহ্মসম্বন্ধিত্বমুক্তম্। অথ জীবাদিশক্তিবিশিষ্টসমষ্টিব্রহ্মনিরূপণেন তস্য তথাত্বং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। দশমস্য চেশ্বরস্য। অবশিষ্টঃ স্ফুটার্থঃ।৫৫॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

লিখিত চিন্মাত্র স্বরূপ জীবের যে চেতন উহারও যিনি চেতয়িতা তিনিও উক্ত আকৃতি দ্বারা অর্থাৎ চিন্মাত্র হইয়াও চেতয়িতৃত্ব-রূপ ধর্ম্ম দ্বারা, এবং উক্ত অংশস্বরূপ জীবের অংশিত্বরূপ ধর্ম্ম দ্বারা জীব হইতে ভিন্ন হইরাও যিনি অভিন্ন এবম্প্রকার যে ব্রহ্মতত্ত্ব উহাই এখানের বাচ্য। 'চেতন-ধর্ম্মা' জীব যে অংশিরূপে চেতয়িতা পরমেশ্বরের অংশ তৎসম্বন্ধে "চেতনশ্চেতনানাং—" [কঠোপনিষদ্ ৫।১৩, শ্বেতাশ্বতর ৬।১৩] ইত্যাদি, শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে ব্রহ্মের পরম চেতনস্বরূপতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। 'অংশ' এবং 'অংশী' সম্বন্ধেও

তদেবং দশমং বিস্পষ্টয়িতুং তেষাং দশানাং ব্যুৎপাদিকাং সপ্তশ্লোকী-মাহ —

"ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ।
ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ॥ (ভাঃ ২।১০।৩)

বিদ্যাভূষণ।

সর্গাদীন্ ব্যুৎপাদয়তি, তদেবমিত্যাদিনা। ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরাদিতি।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

ব্যষ্টিচেতন দ্বারা সমষ্টি নির্ণয়।

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়:—" [শ্বেতাশ্বতর, ৫।৯] ইত্যাদি শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরে জীবকে "অংশী-স্বরূপ" ভগবানের অংশরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এই ব্যষ্টিচৈতন্যের নির্দ্দেশ হইতে সমুদায় লক্ষণসমষ্টিও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন; সম্পূর্ণ সমষ্টির একদেশভূত-ব্যষ্টিরূপ-জীবচৈতন্য দ্বারা সমষ্টিরূপ শক্তিমৎ ব্রহ্ম-চৈতন্য নির্ণীত হইয়াছেন। উক্ত সমষ্টিচৈতন্যই জীবের জাগ্রদাদি ও আধ্যাত্মিকাদির আশ্রয়ত্ব-গুণ-হেতু, সৃষ্টি নিরোধের "আশ্রয়" নামে অভিহিত হয়েন; উহা মহাপুরাণের লক্ষণভূত "সর্গাদি" বাক্যার্থ হইতে এবং জীবরূপ একদেশের আধারভূত "সমষ্টি" দ্বারাও লক্ষিত হইয়াছেন। —ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটী শ্লোকে নির্দ্দেশ করিতেছেন;—

এই শ্রীমদ্ ভাগবতে সর্গ ১, বিসর্গ ২, স্থান ৩, পোষণ ৪, ঊতি ৫, মন্বন্তর ৬, ঈশানুকথা ৭, নিরোধ ৮, মুক্তি ৯, ও আশ্রয় ১০, এই দশটী পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে।

(বিদুর-মৈত্রেয়াদি) বিশুদ্ধচেতা বিবেকিগণ এই পুরাণে দশম পদার্থ বা "আশ্রয়-তত্ত্বের" বিশুদ্ধি বা তত্ত্বপরিজ্ঞানের নিমিত্ত, আর নয়টির লক্ষণ বা স্বরূপ কোথাও বা ভগবানের স্তুতিগান করিতে করিতে উহাদিগের বোধক-শব্দ দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কোথাও বা উপাখ্যান উপলক্ষ্য করিয়া তাৎপর্য্য-বৃত্তি-সহায়ে পরম্পরাসম্বন্ধে বর্ণন করিয়া থাকেন। সুতরাং "দশম" পদার্থটীর প্রাধান্যের নিমিত্ত অপর নয়টীও উক্ত হইয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত সর্গ-বিসর্গাদির বিষয়গত পার্থক্য থাকিলেও শাস্ত্রভেদ সঙ্ঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ বিসর্গাদি সকলকারই এক বস্তু প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য ॥৫৫॥

ভূতানি খাদীনি, মাত্রাণি চ শব্দাদীনি, ইন্দ্রিয়াণি চ। ধী-শব্দেন মহদহঙ্কারৌ। গুণানাং বৈষম্যাৎ পরিণামাৎ। ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরাৎ কর্ত্তুর্ভূতাদীনাং জন্ম সর্গঃ। পুরুষো বৈরাজো ব্রহ্মা, তৎকৃতঃ পৌরুষঃ; চরাচরসর্গো বিসর্গ ইত্যর্থঃ।

"স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ।
মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্ম উতয়ঃ কর্মবাসনাঃ॥

বিদ্যাভূষণ

কারণসৃষ্টিঃ পারমেশ্বরী, কার্য্যসৃষ্টিস্তু বৈরিঞ্চীত্যর্থঃ। মুক্তিরিতি। ভগবদ্বৈমুখ্যানুগতয়াবিদ্যয়া রচিতমন্যথারূপং দেবমানবাদিভাবং হিত্বা, তৎসান্মুখ্যানু-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অতএব পূর্ব্বোক্ত দশম আশ্রয়-তত্ত্ব পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে দশটী-তত্ত্বের ব্যুৎপাদক সাতটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন—"নিখিল-নিদান পরমেশ্বর হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরিণাম নিবন্ধন আকাশাদি পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তিই "সর্গ" নামে অভিহিত হইয়াছে। এখানে ভূত শব্দে আকাশাদি পঞ্চ-মহাভূত, "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" (তৈত্তিরী, উ, ১) মাত্র -শব্দে— শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূত। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, ও মন এই ছয়টি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় মিলিয়া একাদশ ইন্দ্রিয়। এবং মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার। অর্থাৎ কারণ-সৃষ্টিই,—"সর্গ"।১।

সর্গাদিদ্বারা আশ্রয়-তত্ত্ব-নির্দ্দেশ।

সর্গ।

বিসর্গ।

বৈরাজপুরুষ বা সমষ্টি স্থূল শরীরাভিমানী দেবতা যিনি প্রথম ব্যূহ অর্থাৎ প্রকৃতির ভর্ত্তা সঙ্কর্ষণের (১) বা

অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্ত্তিনাম্।
পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ॥"

(ভাঃ ২।১০।৪-৫)

বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো বিজয়ঃ সৃষ্টানাং তত্তন্মর্য্যাদাপালনেনোৎকর্ষঃ স্থিতিঃ স্থানম্। ততঃ স্থিতেষু স্বভক্তেষু তস্যানুগ্রহঃ পোষণম্। মন্বন্তরাণি তত্তন্মন্বন্তরস্থিতানাং মন্বাদীনাং তদনুগৃহীতানাং সতাং চরিতানি, তান্যেব ধর্মস্তদুপাসনাখ্যঃ সদ্ধর্ম্মঃ। তত্রৈব স্থিতৌ নানাকর্মবাসনা ঊতয়ঃ। স্থিতাবেব হরেরবতারানুচরিতম্ অস্যানুবর্ত্তিনাঞ্চ কথাঃ, ঈশানুকথাঃ প্রোক্তা ইত্যর্থঃ।

বিদ্যাভূষণ।

প্রবৃত্তয়া তদ্ভক্ত্যা বিনাশ্য স্বরূপেণাপহতপাপ্মাত্বাদি গুণাষ্টকবিশিষ্টেন জীবস্বরূপেণ জীবস্য ব্যবস্থিতির্বিশিষ্টা পুনরাবৃত্তিশূন্যা ভগবৎসন্নিধৌ স্থিতির্মুক্তিরিত্যর্থঃ॥ ৫৬॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পুরুষাবতারের (২) প্রথম ব্যূহ; যথা শ্রীলঘুভাগবতামৃতে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতবাক্য—

'ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ॥" (ভাগবত, ১১।৪।৩)

আদিদেব নারায়ণ যখন স্ব-স্বরূপ সঙ্কর্ষণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পঞ্চভূতের দ্বারা জগদণ্ডরূপ-পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হন, তৎকালে তাঁহার সেইরূপ পুরুষাবতার আখ্যায় অভিহিত হয়। এখানে পুরুষ— শব্দে বৈরাজ ব্রহ্মাকে বলা হইয়াছে; লঘুভাগবতামৃতে যথা—

"হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মোঽত্র স্থূলো বৈরাজ-সংজ্ঞকঃ।
ভোগায় সৃষ্টয়ে চাভূৎ পদ্মভূরিতি স দ্বিধা॥
বৈরাজ এব প্রায়ঃ স্যাৎ সর্গাদ্যর্থং চতুর্ম্মুখঃ॥" (লঘুভা, অ, ১৩)

"নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥" (ভাগ, ২।১০।৬)

স্থিত্যনন্তরঞ্চাত্মনো জীবস্য শক্তিভিঃ স্বোপাধিভিঃ সহাস্য হরেরনু-শয়নং, হরিশয়নানুগতত্বেন শয়নং নিরোধ ইত্যর্থঃ। তত্র হরেঃ শয়নং

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পদ্মভূ ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ ও বৈরাজ সংজ্ঞায় দ্বিবিধ; যিনি সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্বের শরীর স্বরূপ, ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্যাদি ভোগকর্ত্তা ও দেবাদির অদৃশ্য, তিনি হিরণ্যগর্ভ। আর স্থূল সমষ্টিশরীর রূপ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে যিনি নিযুক্ত তিনিই বৈরাজ। উক্ত বৈরাজ ব্রহ্মা দেবতাগণ কর্ত্তৃক স্তুত ও দৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের বর-প্রদাতা হন; সৃষ্টাদি কার্য্যের ও বেদাদি ধারণের নিমিত্ত চতুর্ম্মুখ অষ্টনেত্র ও অষ্ট বাহু হইয়া থাকেন। ইহা হইতেই চরাচর বিশ্বের যে সৃষ্টি অর্থাৎ কার্য্য-সৃষ্টি—ইহাই "বিসর্গ"। ২।

সৃষ্ট পদার্থ সমূহের মধ্যে যাঁহার যে মর্য্যাদা বা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে,

স্থিতি। তাঁহার সেই মর্য্যাদাপালন দ্বারা ভগবানের যে উৎকর্ষ-খ্যাপন করিতেছেন উহার নামই "স্থিতি"। ভীষাস্মাদ্-বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" (তৈত্তিরী, উ. ২।৮।১) ইত্যাদি শ্রুতি যাঁহার তাদৃশ স্থিতির প্রকাশ করিতেছে। ৩।

উক্ত স্থিতি কালে অশেষ করুণাময় শ্রীভগবান মর্য্যাদাতিক্রমে উদ্ধত

পোষণ। দৈত্যাদির উৎপীড়ন হইতে, ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ করিয়া, নিজ ভক্তগণের যে রক্ষা বিধান করেন ঐ অনুগ্রহই "পোষণ" নামে অভিহিত হয়। ৪।

ভগবানের অনুগৃহীত মন্বন্তর প্রতিপালিত অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে

মন্বন্তর। অবস্থিত মনু-আদি সাধুগণের চরিত্র, এবং উহাদের দ্বারা আচরিত তদীয় উপাসনাখ্য-সদ্ধর্ম্মই "মন্বন্তর"। ৫।

উক্ত স্থিতি কালে মায়ামোহিত জীবের প্রাকৃত অপ্রাকৃত কর্ম্মদ্বারা যে

প্রপঞ্চং প্রতি দৃষ্টিনিমীলনং, জীবানাং শয়নং তত্র লয় ইতি জ্ঞেয়ম্। তত্রৈব নিরোধেঽন্যথারূপমবিদ্যাধ্যস্তমজ্ঞত্বাদিকং হিত্বা স্বরূপেণ ব্যবস্থিতির্মুক্তিঃ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

উতি। সকল বাসনার উদ্ভব হয়, যে বাসনার উদ্ভবে জীব ভবিষ্যতেও শুভাশুভ ফলভোগ করিয়া থাকে, উহাই "উতি"। ৬।

স্থিতিকালে শ্রীভগবানের অবতারসকলের ও ইঁহার অনুবর্ত্তি অর্থাৎ অসুর বিনাশাদি কার্য্যের নিমিত্ত প্রপঞ্চে নিত্যপরিকর-গণের সহিত আবির্ভূত শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্ত-গণের যে সকল কথা, যাহা তৎকালে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গরূপে উক্ত হইয়াছে। উহাই "ঈশকথা" নামে উক্ত হইয়াছে। ৭।

ঈশকথা।

স্থিতির অনন্তর যখন শ্রীভগবান্ তদীয় ঈক্ষণ-ক্ষুব্ধা-প্রকৃতি ও তদুৎপন্ন প্রপঞ্চ হইতে দৃষ্টিনিমীলন পূর্ব্বক যোগনিদ্রায় অবস্থান করেন, তৎকালে তাঁহার নিমীলনের অনন্তর তদীয় শক্তিবর্গ ও ইন্দ্রিয়াদি-উপাধির সহিত ব্যুৎক্রম-পরম্পরায় জীবাত্মার যে শয়ন বা লয় উহাই "নিরোধ" "যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" (তৈত্তিরী, উ, ৩।১।৩) এই শ্রুতি তাঁহার শয়নের সহিত জীবাত্মার লয়ের কথা বলিয়াছেন। অতএব শ্রীভগবানের শয়ন বলিতে প্রপঞ্চের প্রতি দৃষ্টি নিমীলন এবং জীবের শয়ন বলিতে তাঁহাতে লয়-প্রাপ্তি। ৮।

নিরোধ।

শ্রীভগবদ্‌বৈমুখ্য জন্য অবিদ্যা কর্ত্তৃক রচিত দেবমনুষ্যাদি ভাবকে বিনাশ করিয়া, কখন অপহত পাপ্‌মত্বাদি গুণাষ্টকবিশিষ্ট শুদ্ধ-জীব স্বরূপে, অথবা কখন তাহা হইতে অধিক কৃপা-লাভ করতঃ পুনরাবৃত্তিশূন্য নিত্য-পার্ষদরূপে, শ্রীভগ-বানের নিকট জীবের যে অবস্থিতি উহাই "মুক্তি"। ৯।

মুক্তি।

"আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে।
স আশ্রয়ঃ পরংব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে॥" (ভাগ, ২৷১০৷৭)

আভাসঃ সৃষ্টিঃ, নিরোধো লয়শ্চ যতো ভবতি, অধ্যবসীয়তে উপলভ্যতে, জীবানাং জ্ঞানেন্দ্রিয়েষু প্রকাশতে চ, স ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি প্রসিদ্ধ আশ্রয়ঃ কথ্যতে। ইতি-শব্দঃ প্রকারার্থঃ, তেন ভগবানিতি চ। অস্য বিবৃতিরগ্রে বিধেয়া॥ ৫৭॥

স্থিতৌ চ তত্রাশ্রয়স্বরূপমপরোক্ষানুভবেন ব্যষ্টিদ্বারাপি স্পষ্টং দর্শয়িতুমধ্যাত্মাদি-বিভাগমাহ ঃ—

"যোঽধ্যাত্মিকোঽয়ং পুরুষঃ সোঽসাবেবাধিদৈবিকঃ।
যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধিভৌতিকঃ॥

বিদ্যাভূষণ

অথ নবভিঃ সর্গাদিভির্লক্ষণীয়মাশ্রয়তত্ত্বমাহ, আভাসশ্চেতি। যত ইতি হেতৌ পঞ্চমী॥ ৫৭॥

নন্থ করণাভিমানিনো জীবস্য করণপ্রবর্ত্তকসূর্য্যাদিত্বমত্র কথং, তত্রাহ, দেহসৃষ্টেঃ পূর্ব্বমিতি। করণানামিতি। অধিষ্ঠানাভাবেন চক্ষুর্গোলকাদ্যভাবে-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ প্রকৃতি ও জীবাদি শক্তির আশ্রয়ভূত যে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি ও লয় সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, এবং যাঁহার দ্বারা উক্ত সৃষ্টি ও লয় জীবগণের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ভূত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে, যিনি 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' রূপে প্রসিদ্ধ, তিনিই 'আশ্রয়' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। মূল শ্লোকে 'পরমাত্মেতি' পদের 'ইতি' শব্দের প্রকারার্থ গ্রহণ করিয়া ভগবানরূপেও যিনি প্রসিদ্ধ, তাঁহারও উল্লেখ করা হইয়াছে, বিশেষতঃ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" শ্লোকে যে কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে, দশমস্কন্ধের লক্ষিত দশম পদার্থ সেই আশ্রয়-তত্ত্ব, সামান্যাকারে উক্ত হইলেও, শ্রীকৃষ্ণেই উহার বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১০। (ইহা পরে বিশেষ বিবৃত হইবে)॥৫৭॥

আশ্রয়।

একমেকতরাভাবে যদা নোপলভামহে ।
ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥ (ভা, ২।১০।৮-৯)

যোঽয়মাধ্যাত্মিকঃ পুরুষশ্চক্ষুরাদিকরণাভিমানী দ্রষ্টা জীবঃ, স এবাধিদৈবিকশ্চক্ষুরাদ্যধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিঃ । দেহসৃষ্টেঃ পূর্ব্বং করণানামধিষ্ঠানাভাবেনাক্ষমতয়া করণপ্রকাশ-কর্ত্তৃত্বাভিমানী-তৎসহায়য়ো-

বিদ্যাভূষণ

নেত্যের্থঃ। উভয়োরপি তয়োর্বৃত্তিভেদানুদয়েনেতি— করণানাং বিষয়গ্রহণং বৃত্তিঃ, দেবতানান্তু তত্র প্রবর্ত্তকত্বং বৃত্তিঃ। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ- দেহোৎপত্তেঃ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পূর্ব্বোক্ত স্বয়ং ভগবত্তত্ত্ব-লক্ষণ পরমাশ্রয়ের স্তুতির জন্য স্থিতি-কালে উক্ত আশ্রয়-তত্ত্বকে স্বকীয় অনুভব দ্বারা ও ব্যষ্টি জীবের দ্বারা স্পষ্টাকারে উক্ত জীবের অংশভূত পুরুষের তাদৃশ বৈভব প্রকাশ করার নিমিত্ত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকাদির বিভাগ উক্ত হইতেছে, যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অভিমানি দ্রষ্টা, অর্থাৎ আমি দ্রষ্টা, আমি শ্রোতা ইত্যাকারে যাঁহার অভিমান হইয়া থাকে তিনিই জীব ; আবার ঐ পুরুষই যখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বর্গের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদি দেবতা রূপে প্রতীত হয়েন তখন আধিদৈবিক পুরুষ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে, যিনি ইন্দ্রিয়াদির অভিমানী জীব নামে অভিহিত হইলেন, উক্ত জীবের ইন্দ্রিয়াদির করণের প্রবর্ত্তকতা রূপ সূর্য্যাদি দেবত্ব কি প্রকারে তাঁহাতে সম্ভব হইতে পারে ? অর্থাৎ দেহ সৃষ্টির পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান-স্বরূপ অক্ষিগোলকাদি কিছুই থাকে না, সুতরাং তৎকালে করণের প্রকাশক কর্ত্তৃত্বাভিমানি জীব, এবং জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমানের সহায়ভূত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদি ইহাদের উভয়ের স্ব স্ব বৃত্তির অর্থাৎ চক্ষুরাদি করণের বিষয়গ্রহণতা রূপ বৃত্তি, এবং সূর্য্যাদি দেবতার ইন্দ্রিয়াদি প্রবর্ত্তকতা রূপবৃত্তি দ্বয়ের পরস্পর ভেদের অভাবে কেবল জীব- মাত্রে অবস্থান হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেহ উৎপত্তির পূর্ব্বেও জীবের সহিত ইন্দ্রিয়সকল ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ ছিলেন, তৎকালে পৃথক্

ভয়োরপি তয়োর্বৃত্তি ভেদানুদয়েন জীবত্বমাত্রাবিশেষাৎ। ততশ্চোভয়ঃ করণাভিমানি-তদধিষ্ঠাতৃদেবতারূপো দ্বিরূপো বিচ্ছেদো যস্মাৎ, স আধিভৌতিকশ্চক্ষুর্গোলকাদ্যুপলক্ষিতো দৃশ্যো দেহঃ পুরুষ ইতি—

বিদ্যাভূষণ

পূর্ব্বমপি জীবেন সার্দ্ধম্ ইন্দ্রিয়াণি তদ্দেবতাশ্চ সন্ত্যেব, তদা তেষাং তেষাঞ্চ বৃত্ত্যভাবাজ্জীবেঽন্তর্ভাবো বিবক্ষিতঃ। উৎপন্নে তু দেহে তয়োর্বিভাগো যদ্ভবতীত্যাহ, ততশ্চোভয় ইতি ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পৃথক্ বৃত্তির অভাবে একমাত্র জীবত্ব ব্যতিরেকে অপর কোন বিশেষ ধর্ম্ম প্রতিভাত হয় নাই। যেহেতু ঐসমস্ত একমাত্র জীবেই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। এই উভয় অর্থাৎ করণাভিমানী আধ্যাত্মিক দ্রষ্টা জীব ও করণের অধিষ্ঠাতা দেবতা রূপ আধিদৈবিক পুরুষ, ইহা হইতে বিভিন্ন যে পুরুষ অর্থাৎ চক্ষুর্গোলকাদি দ্বারা উপলক্ষিত দৃশ্য দেহ নামে অভিহিত আধিভৌতিক পুরুষ অর্থাৎ এই পুরুষ বলিতে জীবের উপাধিই প্রতিপন্ন হইতেছে ; যেহেতু "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতি ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। অর্থাৎ প্রথমতঃ আত্মা হইতে উৎপন্ন আকাশাদি তাবৎ ভূতের কথা বলিয়া পরিশেষে পৃথিবী, তাহা হইতে ঔষধি, ঔষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেত, এবং রেতরূপে পরিণত উক্ত অন্নাদি হইতে হস্ত, পদ, মস্তকাদি আকৃতি বিশিষ্ট পুরুষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উক্ত অন্নরসাদির বিকার হইতে উৎপন্ন পুরুষই আধিভৌতিক পুরুষ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই আধিভৌতিক পুরুষাকৃতির দ্বারা ভাবিত তীব্র সম্বেগসম্পন্ন অর্থাৎ পরমাত্মার অনুসন্ধানে তীব্ররূপে যাঁহার হৃদয় ভাবিত, উক্ত পুরুষ হইতে সম্ভূত রেতরূপ যে বীজ, উহা হইতে উৎপন্ন দেহেও তদ্রূপ গুণেরই সম্ভব হইয়া থাকে, যেহেতু জায়মান তাবৎ প্রাণিকেই তাহার উপাদানের অনুরূপ হইতে দেখা যায়, কিন্তু ঐ সমস্ত উৎপদ্যমান জীবের সকলেই অন্ন রসাদির বিকাররূপে ব্যুৎক্রমকারণ পরম্পরায় ব্রহ্মে যাইয়া পর্য্যবসিত হইলেও, পুরুষ শব্দে মনুষ্যাকারপ্রাপ্ত পুরুষের উল্লেখ করার তাৎপর্য্যে দেখা

পুরুষস্য জীবস্যোপাধিঃ। "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" (তৈত্তিরী, উ, ২।১।৩) ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

যায়, প্রাধান্যই উহার কারণ, যেহেতু বিধি, নিষেধ, বিবেক, সামর্থ্যাদির দ্বারা পুরুষকেই অন্বিত হইতে দেখা যায় ;—"পুরুষত্বেব" এই শ্রুতিতেও ইহাই উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণাদি জাতিতে পূর্ব্বোক্ত তীব্র-সম্বেগ-সম্পন্নতা-সম্বলিত-বিদ্যাদ্বারা পরমপদার্থের লাভে অধিক ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বিদ্যাশব্দে জ্ঞানপূর্বিকা ভক্তি জানিতে হইবে; "বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ।" (বে, সূত্র. ৩।৩।৪৮) গোবিন্দভাষ্য বলেন—"তু শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায় বিদ্যৈব মোক্ষহেতুর্ন তু কর্ম্ম। নচ সমুচ্চিয়তে বিদ্যাকর্ম্মণী। কুতঃ তদিতি। তমেব বিদিত্বেত্যাদৌ তস্যাস্তত্ত্বাবধারণাৎ। বিদ্যাশব্দেনেহ জ্ঞানপূর্বিকা ভক্তি-রুচ্যতে।" এই বিবেক-জ্ঞানের নিমিত্তই পশ্বাদি হইতে মনুষ্যের এবং তন্মধ্যে ব্রাহ্মণাদির শ্রেষ্ঠতা উক্ত হইয়াছে।

অতএব জগতের আরম্ভ হইতে শেষপর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পরমাত্মার উপা-দানতা বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই শ্রুতিতেও প্রকারান্তরে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে, আমরা যেমন রশ্মি-স্থানীয় জীবকে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাঁহার চৈতন্যের অংশরূপে পৃথক দেখিলেও, উহার পরচৈতন্য-স্বরূপ শ্রীভগবানের সহিত চৈতন্য-ত্বাংশে অভেদ দেখিয়া থাকি, তদ্রূপ আধিভৌতিক পুরুষ হইতে স্থূল সূক্ষ্ম মহাভূতাদির ভৌতিক তত্ত্বের চরমে যাইলেও সেই শ্রীভগবানকেই দেখিয়া থাকি। উক্ত আশ্রয়তত্ত্বকে সর্ব্বপ্রকারে জানাইবার নিমিত্তই এই আধ্যাত্মি-কাদি পুরুষের উপদেশ করা হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥

একমেকতরাভাব ইতি। এষামন্যোন্যসাপেক্ষসিদ্ধত্বেনানাত্মত্বং দর্শয়তি। তথাহি দৃশ্যং বিনা তৎপ্রতীত্যনুমেয়ং করণং ন সিধ্যতি, নাপি দ্রষ্টা, ন চ তদ্বিনা করণপ্রবৃত্ত্যনুমেয়স্তদধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিঃ, ন চ তং বিনা করণং প্রবর্ত্ততে, ন চ তদ্বিনা দৃশ্যমিত্যেকতরস্যাভাবে একং নোপলভামহে। তত্র তদা, তৎ ত্রিতয়মালোচনাত্মকেন প্রত্যয়েন যো বেদ সাক্ষিতয়া পশ্যতি, স পরমাত্মা আশ্রয়ঃ। তেষামপি পরস্পরমাশ্রয়ত্বমস্তীতি তদ্‌ব্যবচ্ছেদার্থং বিশেষণম্‌ঃ—স্বাশ্রয়ো—অনন্যাশ্রয়ঃ, স

বিদ্যাভূষণ

আধ্যাত্মিকাদীনাং ত্রয়াণাং মিথঃ সাপেক্ষত্বে সিদ্ধেস্তেষামাশ্রয়ত্বং নাস্তীতি ব্যাচষ্টে, একমেকতরেত্যাদিনা। ত্রিতয়ম্ আধ্যাত্মিমাদিত্রয়ম্। ননু শুদ্ধস্য জীবস্য দেহেন্দ্রিয়াদি সাক্ষিত্বাভিধানেনান্যানপেক্ষত্ব সিদ্ধেস্তস্যাশ্রয়ত্বং কুতো ন

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

কেহ যদি পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিক-পুরুষই আশ্রয় বলিয়া সন্দিহান হন, তজ্জন্য আধ্যাত্মিকাদিত্রয়ের পরস্পর সাপেক্ষতা-নিবন্ধন অনাশ্রয়ত্ব দেখাইতেছেন ;—

ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা-দেবতা ও ইন্দ্রিয়াভিমানী-দ্রষ্টা, ইহারা উভয়ে দৃশ্যদেহ ভিন্ন যখন নিজ নিজ সত্তার উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং সেই নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা করিয়া থাকে, তখন ইহাদিগের কেহই আত্মা নহে, এ সকলগুলিই অনাত্মা। অর্থাৎ দৃশ্যবস্তুর অভাবে ঐ দৃশ্যবস্তুর প্রতীতির দ্বারা অনুমেয় চক্ষুরাদিকরণের সিদ্ধি হইতে পারে না, সুতরাং উহাদের অভাবে দ্রষ্টা-জীবেরও সিদ্ধি হইতে পারে না, এবং ঐ করণের অভাবে করণপ্রবৃত্তির দ্বারা অনুমেয় করণাধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদির সিদ্ধি হইতে পারে না, অধিষ্ঠাতা-সূর্য্যাদি ব্যতিরেকে চক্ষুরাদি করণেরও সিদ্ধি হয় না, এবং চক্ষুরাদি করণের অভাবে দৃশ্য দেহাদি বস্তুরও সত্তা প্রতিপাদন করা যায় না, একের অভাবে অপর একটীরও উপলব্ধি হয় না, যখন ইহারা নিজেই নিজের আশ্রয় নহে, তখন ইহারা কেহই আশ্রয়

আধ্যাত্মিকাদি পুরুষের আশ্রয়ত্ব নিরাস।

চাসাবন্যেষামাশ্রয়শ্চেতি। তত্রাংশাংশিনোঃ শুদ্ধজীবপরমাত্মনোরভেদাংশস্বীকারেণৈবাশ্রয় উক্তঃ। অতঃ "পরোঽপি মনুতেঽনর্থ" (ভা ১।৭।৫)
"জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ। ইতি,
তাসাং বিলক্ষনো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিবক্ষিতঃ॥"
(ভাগ, ১১।১৩।২৬)

বিদ্যাভূষণ

ক্রমে, তত্রাহ অত্রাংশাংশিনোরিতি অংশিনাংশোঽপীহ গৃহীত ইত্যর্থঃ। অসন্তোষাদ্ব্যাখ্যান্তরম্ অথবেতি। তর্হি ইতি। সাক্ষিণঃ শুদ্ধজীবস্য। সর্ব্বমিতি। পুমান্ জীবঃ॥ ৫৯॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

হইতে পারেনা, সুতরাং স্বাশ্রয়তা ইহাদের নাই. কিন্তু তৎকালে উক্ত আধ্যাত্মিকাদি তিনটীকেই যিনি নিজ আলোচনাত্মক প্রত্যয়ের দ্বারা সাক্ষি-স্বরূপে দেখিতেছেন, সেই পরমাত্মাই একমাত্র আশ্রয়-পদবাচ্য। এবং উক্ত দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ব্যবচ্ছেদের নিমিত্তই পরমাত্মাকে 'আশ্রয়' এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে যেহেতু তিনি কাহারও আশ্রয়কে অপেক্ষা না করিয়াই নিজে অপর সকলকারই আশ্রয়। তন্মধ্যে অংশাশিরূপে-প্রতিভাত-শুদ্ধজীবের সহিত সেই আশ্রয়-স্বরূপ-পরমাত্মার অংশরূপে অভেদ স্বীকার করিয়াই জীবকেও আশ্রয় বলা হইয়াছে।

"পরোঽপি মনুতেঽনর্থমিত্যাদি" শ্লোকে জীবের চিদ্রূপতাসত্ত্বেও মায়াভিভূততা উক্ত হইয়াছে। "জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী বুদ্ধির বৃত্তি, কিন্তু ইহারা স্বাভাবিক নহে, ইহা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বিকার, সত্ত্বগুণ হইতে জাগরণ, রজোগুণ হইতে স্বপ্ন এবং তমোগুণ হইতে নিদ্রা হইয়া থাকে ; জীব ইহা হইতে স্বতন্ত্র, যেহেতু তিনি সাক্ষী-স্বরূপে নিশ্চিত হইয়াছেন।" ইত্যাদি শ্লোকে জীবের সাক্ষী-স্বরূপতা উক্ত হইয়াছে।

"সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততং॥"

ইতি, "শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুঃ" ইত্যাদ্যুক্তস্য সাক্ষিসংজ্ঞিনঃ শুদ্ধজীবস্যাশ্রয়ত্বং ন শঙ্কনীয়ম্। অথবা—নন্বাধ্যাত্মিকাদীনামপ্যাশ্রয়ত্বম্ অস্ত্যেব ? সত্যম্। তথাপি পরস্পরাশ্রয়ত্বান্ন তত্রাশ্রয়তাকৈবল্যমিতি তে ত্বাশ্রয়শব্দেন মুখ্যতয়া নোচ্যন্তে ইত্যাহ, 'একমিতি' তর্হি সাক্ষিণ এবাস্তামাশ্রয়ত্বং তত্রাহ, 'ত্রিতয়মিতি'। স আত্মা সাক্ষী জীবস্তু—যঃ স্বাশ্রয়োঽনন্যাশ্রয়ঃ পরমাত্মা, স এব আশ্রয়ো যস্য তথাভূত ইতি অনয়োর্ভেদঃ। বক্ষ্যতে চ হংসগুহ্যস্তবেঃ—

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এবং "শুদ্ধো বিচষ্টে" অর্থাৎ "শুদ্ধ হইয়াও মায়া দ্বারা কল্পিত অন্তঃকরণের এই প্রসিদ্ধ বিভূতি যিনি বিশেষভাবে দেখিয়া থাকেন, এবং তাহাতে আবিষ্ট হন, তিনিই জীবনামা শরীর-দ্বয়-লক্ষণ ক্ষেত্রের জ্ঞাতা হওয়ায়, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়, ঐ মায়ারচিত অবিশুদ্ধকর্ত্তা, শ্রীভগবানের বহির্ম্মুখ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এবং অনাদিকাল হইতে অনুগত ঐ কর্ম্ম জাগ্রৎ ও স্বপ্ন দশায় আবির্ভূত এবং সুষুপ্তিকালে তিরোহিত হয়. কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সকল অবস্থাতেই ঐ সকলকে দেখিতে পান।" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা উক্ত সাক্ষিস্বরূপ শুদ্ধজীবের আশ্রয়তাও নিঃশঙ্কিত হইয়াছে।

অথবা পক্ষান্তরে বলিতেছেন ;— যদি আধ্যাত্মিকাদিরও আশ্রয়তা আছে এরূপ বলা হয় ; তাহাও সত্য। কিন্তু উহাদিগের পরস্পরাশ্রয়তাহেতু আশ্রয়কৈবল্য না থাকায় উহারা মুখ্য আশ্রয়রূপে উচ্চারিত হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই "একমেকতরাভাবে" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যদি সাক্ষিস্বরূপ জীবের আশ্রয়তা স্বীকার করা হয় ; তন্নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে যে, ঐ তিনকেই যিনি জানেন—তিনিই আশ্রয়। অতএব সেই আত্মাই সাক্ষী এবং যিনি সকলকার আশ্রয় হইলেও যাঁহার নিজের স্বতন্ত্র আশ্রয় নাই এমন পরমাত্মা যাঁহার আশ্রয় ; অর্থাৎ পরস্পরাশ্রয়ী আধ্যাত্মিকাদির আশ্রয় জীব, উক্ত জীবেরও আশ্রয় পরমাত্মা, পরমাত্মার আর আশ্রয় না থাকাতে তিনিই সকলকার পরম-আশ্রয়-স্বরূপ হইতেছেন।

"সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো, ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে ॥"
(ভাগ, ৬।৪।২৫)

ইতি। তস্মাদাভাসশ্চেত্যাদিনোক্তঃ পরমাত্মৈবাশ্রয় ইতি।
শ্রীশুকঃ ॥৫৭॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এই প্রকারে পরমাত্মা মূল আশ্রয় হইলেও উহা উপাসকের উপাসনার তাৎপর্য্যানুসারে ত্রিবিধাকারে ভাসমান হইয়া থাকেন, এবং উক্ত ত্রিবিধতত্ত্বের মূল-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে যাইয়া পর্য্যবসিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণই মূল আশ্রয়; "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যাদি গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি হইতেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে,– স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মুখ্য আশ্রয়রূপে লক্ষিত হইয়াছেন, এবং তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে আশ্রয়তত্ত্বের বর্ণনে শ্রীকৃষ্ণও তদীয়-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। এবং তাঁহার অসম্যক্ আবির্ভাব-রূপ ব্রহ্ম ও পরমাত্মারও আশ্রয়তা সিদ্ধ হইয়াছে। "জীব চেতনরূপতানিবন্ধন দেহাদিকে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাগণকে সত্ত্বাদিগুণ ও তাহার মূলভূত অহঙ্কারাদি তত্ত্বকে জানেন, এবং জীবন্মুক্তাবস্থায় পরমাত্মাকেও জানিতে পারেন, কিন্তু এই সকল জ্ঞানসত্ত্বেও যে সর্ব্বজ্ঞ অনন্ত মহিম-পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন না, আমি সেই ভগবানকে স্তব করি" ইত্যাদি শ্লোকে জীবের সাক্ষিত্ব ও পরমপুরুষের আশ্রয়ত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব "আভাসশ্চ" ইত্যাদি কয়েকটা শ্লোকদ্বারা উক্ত পরমাত্মা যে স্পষ্টই আশ্রয়রূপে অভিহিত হইয়াছেন তাহা দেখাইতেছেন। [ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি] ৫৭॥

শ্রীকৃষ্ণের পরাশ্রয়তাসিদ্ধি।

অস্য শ্রীভাগবতস্য মহাপুরাণত্বব্যঞ্জকলক্ষণং প্রকারান্তরেণ চ বদন্নপি তস্যৈবাশ্রয়ত্বমাহ, দ্বয়েন—

সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তী রক্ষান্তরাণি চ।
বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ॥
দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া॥"

(ভাগ, ১২।৭।৮-৯)

সর্বসংবাদিনী

[মূল শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে ১৫শ-অনুঃ] (ভাঃ ১২।৭।৯) 'সর্গোঽস্য' ইত্যাদি। 'অতঃ প্রায়শঃ সর্ব্বেঽর্থাঃ' ইতি ; তত্র মুখ্যত্বেন (১) 'সর্গঃ'—দ্বিতীয়-তৃতীয়

বিদ্যাভূষণ

অস্যেতি। প্রকারান্তরেণেতি। ক্বচিন্নামান্তরত্বাদর্থান্তরত্বাচ্চেত্যর্থঃ। এতানি দশলক্ষণানি কেচিত্তৃতীয়াদিষু ক্রমেণ স্থূলধিয়ো যোজয়ন্তি, তান্নিরা-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

মূলে (১৫ অনুঃ) সর্গোঽস্য ইত্যাদি। অতএব প্রায়ই সকল অর্থ। তন্মধ্যে মুখ্যরূপে সর্গ – দ্বিতীয় তৃতীয় স্কন্ধে, বিসর্গ - দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ স্কন্ধে,

এই শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণত্বব্যঞ্জক লক্ষণসকল দ্বাদশস্কন্ধের উক্তি অনুসারে প্রকারান্তরে উক্ত হইলেও সেই পরমাত্মারই আশ্রয়তা নিরূপিত হইয়াছে। উহাই বক্ষ্যমান শ্লোকদ্বয়ে উক্ত হইতেছে ;—

"পুরাণবিদ্ ব্যক্তিগণ এই বিশ্বের উৎপত্তি, অবান্তরসৃষ্টি, স্থিতি, পালন, মন্বন্তর, বংশ, বংশ্যানুচরিত, প্রলয়, জীবাশয় ও আশ্রয় এই দশবিধ-লক্ষণযুক্ত-গ্রন্থকেই 'মহাপুরাণ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কেহ বা সর্গ, প্রতিসর্গ. বংশ মন্বন্তর, বংশ্যানুচরিত এই পঞ্চবিধ-লক্ষণযুক্ত-গ্রন্থকে 'পুরাণ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, এই ভেদ অল্পপুরাণ ও মহাপুরাণরূপ ভিন্নাধিকারে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বিষ্ণুপুরাণাদিতে যদ্যপি উক্ত দশটি লক্ষণই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি উক্ত পাঁচটির প্রাধান্যবশতঃ উহার অল্পত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

অন্তরাণি মন্বন্তরাণি। পঞ্চবিধং—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্" ইতি
কেচিৎ বদন্তি।

স চ মতভেদো মহদল্পব্যবস্থয়া—মহাপুরাণমল্পপুরাণমিতি ভিন্নাধিকরণত্বেন। যদ্যপি বিষ্ণুপুরাণাদাবপি দশাপি তানি লক্ষ্যন্তে, তথাপি তত্র পঞ্চানামেব প্রাধান্যেনোক্তত্বাৎ অল্পত্বম্। অত্র দশানামর্থানাং স্কন্ধেষু যথাক্রমং প্রবেশো ন বিবক্ষিতঃ, তেষাং দ্বাদশসংখ্যত্বাৎ; দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তনাং তেষাং তৃতীয়াদিষু যথা-সংখ্যং ন সমাবেশঃ; নিরোধাদীনাং দশমাদিষু, অষ্টমবর্জ্জম্

সর্বসংবাদিনী

(স্কন্ধ) য়োঃ; ২) 'বিসর্গঃ'—দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ (স্কন্ধ)াদিষু; (ভাঃ ১২। ৭।১৩) (৩ক) 'কামাদ্‌বৃত্তিঃ'—(ভাঃ ৩।২০।১৯) "জগৃহুর্যক্ষ-রক্ষাংসি রাত্রিং ক্ষুত্তৃট্‌সমুদ্ভবাম্" ইত্যাদিবাক্যতঃ—তৃতীয়ে স্কন্ধে)ঽপি; (৩খ) 'চোদনয়া বৃত্তি'স্তু—সপ্তমৈকাদশয়োঃ(স্কন্ধয়োঃ) বর্ণাশ্রমাচার-কথনে (ভাঃ ৭মস্কঃ ১১অঃ ১১শস্কঃ ১৭শ-অঃ, ১৮শ-অঃ); ৪) (ভাঃ ১২।৭।১৪) 'রক্ষা' সর্ব্বত্রৈব;

বিদ্যাভূষণ

কুর্ব্বন্নাহ, দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তানামিতি। অষ্টাদশসহস্রিত্বং দ্বাদশস্কন্ধিত্বঞ্চ ভাগবত-লক্ষণং ব্যাকুপ্যেৎ, অধ্যায়পূর্ত্তৌ ভাগবতত্বোক্তিশ্চ ন সম্ভবেদিতি চ বোধ্যম্।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

বৃত্তি তৃতীয় স্কন্ধেও, চোদনাবৃত্তি সপ্তম ও একাদশ স্কন্ধে বর্ণাশ্রমাচার কথনে, রক্ষা সর্ব্বত্র, মন্বন্তর অষ্টম স্কন্ধাদিতে, বংশ ও বংশানুচরিত চতুর্থ ও নবম

উক্ত দশটি অর্থ যে এই শ্রীমদ্ভাগবতের দশটি স্কন্ধে যথাক্রমে প্রবিষ্ট আছে, তাহা বলা যায় না, যেহেতু প্রথমতঃ ইহা দ্বাদশ-স্কন্ধ-গ্রন্থ, দ্বিতীয়তঃ উক্ত লক্ষণ সকল দ্বিতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তৃতীয়-স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ-স্কন্দ

অন্যেষামপ্যন্যেষু যথোক্তলক্ষণতয়া সমাবেশনাশক্যত্বাদেব। তদুক্তং শ্রীস্বামিভিরেব—

"দশমে কৃষ্ণসৎকীর্ত্তিবিতানায়োপবর্ণ্যতে।
ধর্ম্মগ্লানিনিমিত্তস্তু নিরোধো দুষ্টভূভুজাম্." ইতি।
"প্রাকৃতাদিচতুর্ধা যো নিরোধঃ স তু বর্ণিতঃ" ইতি।

অতোঽত্র স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণরূপস্যাশ্রয়স্যৈব বর্ণনপ্রাধান্যং তৈর্বিবক্ষিতম্। উক্তঞ্চ স্বয়মেব—

"দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্. ইতি।

সর্বসংবাদিনী

৫) মন্বন্তরম্—অষ্টম স্কন্ধাদিষু; ৬) 'বংশো' ৭) 'বংশানুচরিতং'—চতুর্থ-নবম স্কন্ধাদিষু; ৮) 'সংস্থা' (প্রলয়ঃ)—একাদশ-দ্বাদশ-স্কন্ধয়োঃ; ৯) 'হেতুঃ'—শ্রীকপিলদেবাদি-বাক্যতঃ—তৃতীয়ৈকাদশ স্কন্ধাদিষু; (১০) 'অপাশ্রয়ঃ'—দশমস্কন্ধাদিষু জ্ঞেয়ঃ ॥৬০॥

বিদ্যাভূষণ

শুকভাষিতঞ্চেদ্ভাগবতং; তর্হি প্রথমস্য দ্বাদশশেষস্য চ তত্ত্বানাপত্তিঃ। তস্মাদষ্টাদশসহস্রি তৎপিতুরাচার্য্যাচ্ছুকেনাধীতং কথিতঞ্চেতি সাম্প্রতং, সংবাদাস্তু তথৈবানাদিসিদ্ধা নিবন্ধা ইতি সাম্প্রতম্॥ ৬০ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

স্কন্ধে, সংস্থান (প্রলয়) একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধে, হেতু—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিল দেবের বাক্যে ও একাদশ স্কন্ধে (১০) অপাশ্রয়—দশমস্কন্দে। (সর্বসংবাদিনী)

দ্বাদশস্কন্ধোক্ত রীতি অনুসারেও শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রয়ত্ব।

পর্য্যন্ত দশ-স্কন্ধে দশটী লক্ষণের সমাবেশও বলা যায় না, যেহেতু তৃতীয়-স্কন্ধে উহা যথাযথ উক্ত হয় নাই, নিরোধাদি দশমেই লক্ষিত হইয়াছে, অষ্টমে উহার কোনই উল্লেখ নাই, এবং অন্যান্য লক্ষণ সকলও যথোক্ত সমাবেশিত না হইয়া অন্যান্যতেও পরিলক্ষিত হইতেছে। পূজনীয়

এবমন্যত্রাপ্যূন্নেয়ম্।

অতঃ প্রায়শঃ সর্ব্বেঽর্থাঃ সর্ব্বেষ্বেব স্কন্ধেষু গৌণত্বেন বা মুখ্যত্বেন বা নিরূপ্যন্ত ইত্যেব তেষামভিমতম্। "শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা" ইত্যত্র চ তথৈব প্রতিপন্নং; সর্ব্বত্র তত্তৎসম্ভবাৎ। ততশ্চ প্রথমদ্বিতীয়য়োরপি মহাপুরাণতায়াং প্রবেশঃ স্যাৎ। তস্মাৎ ক্রমো ন গৃহীতঃ ।।৬০।।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

স্বামিপাদ স্বয়ং বলিয়াছেন, "এই দশম-স্কন্ধে ধর্ম্মের গ্লানি করায় বহুদুষ্ট রাজন্য-বর্গের বিনাশ এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।" অর্থাৎ বিনাশ দ্বারা প্রাকৃতাদি চতুর্ব্বিধ লয়ই বর্ণিত হইয়াছে।

অতএব এই দশম-স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-আশ্রয়-তত্ত্বের যে প্রাধান্যই বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে। স্বামিপাদ স্বয়ংই বলিয়াছেন, "এই দশম-স্কন্ধে আশ্রিতের আশ্রয় বিগ্রহ দশম যে আশ্রয়তত্ত্ব তিনিই লক্ষিত হইয়াছেন।" অতএব প্রায় সকল অর্থই সকল স্কন্ধে কোন স্থানে গৌণরূপে কোন স্থানে মুখ্যরূপে নিরূপিত হইয়াছে। ইহা 'শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা পূর্ব্বেই বিশেষ উক্ত হইয়াছে, সুতরাং দ্বিতীয়-স্কন্ধ ও প্রথম-স্কন্ধও মহাপুরাণের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহা স্বীকার না করিলে "দ্বাদশ-স্কন্ধযুক্ত অষ্টাদশ-সহস্র-গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবত" ইত্যাদি লক্ষণ ব্যাকুপিত হইয়া যায়। অতএব ক্রমগ্রহণ না করিয়া এই অষ্টাদশ-সহস্র-গ্রন্থ, যাহা শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক তদীয় পিতা মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট অধীত হইয়াছিল, এবং সম্প্রতি উক্ত হইয়াছে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত। সুতরাং এই সংবাদকেও অনাদি-সিদ্ধ বলিয়াই জানিতে হইবে ॥৬০॥

অথ সর্গাদীনাং লক্ষণমাহ ঃ—

"অব্যাকৃতগুণক্ষোভান্মহতস্ত্রিবৃতোঽহমঃ।
ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে ॥" (ভাঃ ১২।৭।১০)

প্রধানগুণক্ষোভান্মহান্, তস্মাত্রিগুণোঽহঙ্কারঃ, তস্মাদ্ভূতমাত্রাণাং ভূতসূক্ষ্মাণাং ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ, স্থূলভূতানাঞ্চ, তদুপলক্ষিততদ্দেবতানাঞ্চ সম্ভবঃ সর্গঃ ; কারণসৃষ্টিঃ সর্গঃ, ইত্যর্থঃ।

"পুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ।
বিসর্গোঽয়ং সমাহারো বীজাদ্বীজং চরাচরম্ ॥" (ঐ, ১১)

বিদ্যাভূষণ।

উদ্দিষ্টানাং সর্গাদীনাং ক্রমেণ লক্ষণানি দর্শয়িতুমাহ, অথেত্যাদি। অব্যাকৃতেতি। ত্রিবৃৎপদং মহতোঽপি বিশেষণং বোধ্যম্। 'সাত্ত্বিকো রাজস-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

দ্বাদশস্কন্ধোক্ত রীত্যনুসারে পূর্ব্বোদ্দিষ্ট সর্গাদির লক্ষণ ক্রমান্বয়ে প্রদর্শন করিতেছেন—প্রধানের গুণের ক্ষোভ হইতে যে মহত্তত্ত্ব তাহা হইতে ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কারতত্ত্ব তাহা হইতে সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয় ও স্থূলভূত এবং তদুপলক্ষিত দেবতার যে সৃষ্টি, "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।" (ছা, উ, ৬, ৪, ৩,) ইত্যাদি শ্রুতি যে সৃষ্টির কথা বলিতেছেন. উক্ত কারণ-সৃষ্টিই "সর্গ" ১ নামে অভিহিত।

বিষ্ণুর অন্তরে অবস্থিত পরমাত্মা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত মহদাদির ও জীবের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কর্ম্মবাসনাপ্রধান জীব হইতে বীজের ন্যায় প্রবাহাপন্ন কার্য্যভূত চরাচর-প্রাণীরূপ যে সৃষ্টি উহাই "বিসর্গ" ২ নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ যাহা ব্যষ্টি উপাধি উহাই বিসর্গ; পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম-বাসনাময় উতিও ইহার অন্তর্ভূত হওয়ায় উতিও এখানে অভিহিত হইয়া যাইতেছে।

স্থিতিকালে চরভূতসমূহের কামনানুরূপ যে বৃত্তি, যাহা প্রাণীগণের স্বভাবতঃ-কৃত, কামত-কৃত বা বিধিবোধিত জীবনোপায়, তাহাই "বৃত্তি" ৩ নামে অভিহিত হয়।

পুরুষঃ পরমাত্মা। এতেষাং মহদাদীনাং, জীবস্য পূর্ব্বকর্ম্মবাসনা-প্রধানোঽয়ং সমাহারঃ কার্য্যভূতশ্চরাচরপ্রাণিরূপো বীজাদ্বীজমিব-প্রবাহাপন্নো 'বিসর্গ' উচ্যতে ; ব্যষ্টিসৃষ্টির্বিসর্গ ইত্যর্থঃ। অনেন উতির-প্যুক্তা।

"বৃত্তির্ভূতানি ভূতানাং চরাণামচরাণি চ।
কৃতা স্বেন নৃণাং তত্র কামাচ্চোদনয়াপি বা॥" (ঐ ১২)

চরাণাং ভূতানাং সামান্যতোঽচরাণি চকারাচ্চারাণি চ কামাদ্বৃত্তিঃ। তত্র তু নৃণাং স্বেন স্বভাবেন কামাচ্চোদনয়াপি বা যা নিয়তা বৃত্তির্জীবিকা কৃতা, সা বৃত্তিরুচ্যতে ইত্যর্থঃ।

বিদ্যাভূষণ

শৈচব তামসশ্চ ত্রিধা মহানিতি, শ্রীবৈষ্ণবাৎ। পুরুষঃ পরমাত্মা বিরিঞ্চান্তঃস্থ ইতি বোধ্যম্। স্ফূটার্থানি শিষ্টানি॥ ৬১॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

বিশ্বের মধ্যে যুগে যুগে বেদবিদ্বেষী দৈত্যকর্ত্তৃক তির্য্যক্, মনুষ্য, ঋষি ও দেবতা সকলের কার্য্যনাশের উপক্রমে যে সকল অবতার হন, এবং উহাঁ-দিগের যে অসুরসংহারাদিলীলা, উহাই "রক্ষা" ৪ নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বোক্ত ঈশকথা, স্থান ও পোষণ এই রক্ষার অন্তর্ভূত হওয়ায় উহাদেরও উক্তি হইয়াছে।

মনু, দেবতা, মনুপুত্রগণ, দেবেশ্বরগণ, সপ্তর্ষিগণ এবং ভগবানের অংশা-বতার সকল ইহারা যখন স্ব স্ব অধিকারে অবস্থান করিয়া থাকেন উহাই মন্বন্তর। অর্থাৎ দিব্য পরিমাণে এক-সপ্ততি-যুগকে মন্বন্তর বলা হয়, এইরূপ চতুর্দ্দশ-মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন। উক্ত চতুর্দ্দশ-মন্বন্তরে চতুর্দ্দশ মনু, এবং ঐ মনুর অধিকারকালে তদীয় পুত্রগণ, ইন্দ্র, কোন কোন দেবতা, কোন কোন সপ্তর্ষি এবং ভগবানের কোন কোন অবতার, এই প্রকার এক একটি মনুর অধিকার কাল "মন্বন্তর" ৫, এই চতুর্দ্দশ মনুর

দ্বাদশ-স্কন্ধোক্ত রীত্যনুসারে সর্গাদির লক্ষণ

"ব্রহ্মাচ্যুতাবতারেহা বিশ্বস্যানুযুগে যুগে।
তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যর্ষিদেবেষু হন্যন্তে যৈস্ত্রয়ীদ্বিষঃ॥" (ঐ, ১৩)

যৈরবতারৈঃ। অনেনেশকথা, স্থানং, পোষণঞ্চেতি ত্রয়মুক্তম্।

"মন্বন্তরং মনুর্দ্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরাঃ।
ঋষয়োঽংশাবতারাশ্চ হরেঃ ষড়্‌বিধমুচ্যতে॥" (ঐ, ১৪)

মন্বাদ্যাচরণকথনেন সদ্ধর্ম্ম এবাত্র বিবক্ষিত ইত্যর্থঃ। ততশ্চ প্রাক্তনগ্রন্থেনৈকার্থ্যম্।

"রাজ্ঞাং ব্রহ্মপ্রসূতানাং বংশস্ত্রৈকালিকোঽন্বয়ঃ।
বংশ্যানুচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্চ যে॥" (ঐ, ১৫)

তেষাং রাজ্ঞাং, যে চ তদ্বংশধরাস্তেষাং বৃত্তং বংশ্যানুচরিতম্ ॥৬১॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

প্রথম—স্বায়ম্ভুব, দ্বিতীয়—স্বারোচিষ, তৃতীয় উত্তম, চতুর্থ- তামস, পঞ্চম—রৈবত, ষষ্ঠ—চাক্ষুষ, সপ্তম—বৈবস্বত, বর্ত্তমান এই বৈবস্বত-মনুর অধিকার শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"মনবোঽস্মিন্ ব্যতীতাঃ ষট্‌কল্পে স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ।" (ভাগ, ৮।১।৪)

অষ্টম মনু-সাবর্ণি, নবম দক্ষ-সাবর্ণি, দশম ব্রহ্ম-সাবর্ণি, একাদশ ধর্ম্ম-সাবর্ণি দ্বাদশ রুদ্র-সাবর্ণি, ত্রয়োদশ দেব-সাবর্ণি, চতুর্দ্দশ ইন্দ্র সাবর্ণি (বিশেষ বিবরণ বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ দ্রষ্টব্য) অতএব পূর্বোক্ত সদ্ধর্ম্মও এই মনু আচরণ কথন দ্বারা ইহার অন্তর্ভূত হওয়ায়, উহাও উক্ত হইতেছে। সুতরাং দ্বিতীয় স্কন্ধোক্ত পুরাণ-লক্ষণের সহিত বর্ত্তমান লক্ষণের তাৎপর্য্যে একই অর্থ অবধারিত হইতেছে।

ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন রাজাদিগের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালীয় চরিত্রাবলী "বংশ" ৬ নামে অভিহিত হয়।

পরম্পরাক্রমে তদীয় বংশধরগণের ত্রৈকালিক চরিত্রের বর্ণন "বংশানুচরিত" ৭ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।৬১॥

'নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লয়ঃ।
সংস্থেতি কবিভিঃ প্রোক্তশ্চতুর্দ্ধাস্য স্বভাবতঃ॥" (ভাগ, ১২।৭।১৬)
অস্য—পরমেশ্বরস্য। স্বভাবতঃ—শক্তিতঃ। আত্যন্তিক ইত্যনেন মুক্তিরপ্যত্র প্রবেশিতা ॥৬২॥

সর্ববসংবাদিনী

প্রলয়-লক্ষণমাহ,-[মূল-শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে ২২শ-অনুঃ] (ভাঃ ১২।৭।১৭) 'নৈমিত্তিকঃ' ইতি ; এবাং [প্রলয়ানাং] লক্ষণং (ভাঃ ১২ ৪।৩ —৩৮) দ্বাদশে চতুর্থাধ্যায়েঽনুসন্ধেয়ম্। প্রলয়স্তু মন্বন্তরান্তেঽপি ভবতি ; যথা শ্রীবিষ্ণু-ধর্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে (৭৫।১-১৫) "বজ্র উবাচ—
মন্বন্তরে পরিক্ষীণে যাদৃশী দ্বিজ জায়তে। সমবস্থা মহাভাগ তাদৃশীং বক্ত-মর্হসি॥" ২১॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ,—
মন্বন্তরে পরিক্ষীণে দেবা মন্বন্তরেশ্বরাঃ। মহর্লোকমথাসাদ্য তিষ্ঠন্তি গত-কল্মষাঃ॥ ২২॥

বিদ্যাভূষণ

পূর্বেবাক্তায়াং দশলক্ষণ্যাং মুক্তিরেকলক্ষণম্, অস্যাস্তু চতুর্বিধায়াং সং-স্থায়াং আত্যন্তিকলয়-শব্দিতা মুক্তিরানীতেতি। ॥৬২॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

প্রলয় লক্ষণ বলিতেছেন—নৈমিত্তিক, প্রভৃতি ইহাদের লক্ষণ দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে অনুসন্ধান করুন। প্রলয় কিন্তু মন্বন্তরের শেষেও হয়, যেমন—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথম কাণ্ডে বজ্রনাভ বলিতেছেন, মন্বন্তর শেষ হইলে যেরূপ অবস্থা হয় মহাভাগ দ্বিজ তাহা আপনি বলিতে পারেন। মার্কণ্ডেয়

পরমেশ্বরের শক্তি হইতে এই জগতের নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক—প্রলয়ই কবিগণ কর্তৃক সংস্থা শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এবং আত্যন্তিক লয়ের মধ্যে মুক্তিও অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত (দ্বিতীয়-স্কন্ধোক্ত) দশ লক্ষণের মধ্যে মুক্তিও একটি লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে,

সর্বসংবাদিনী

মনুশ্চ সহ শক্রেণ দেবাশ্চ যদুনন্দন। ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যন্তে পুনরাবৃত্তি-
দুর্ল্ভম্ ॥২৩॥

ঋষয়শ্চ তথা সপ্ত তত্র তিষ্ঠন্তি তে সদা। অধিকারং বিনা সর্ব্বে সদৃশাঃ
পরমেষ্ঠিনঃ ২৪॥

ভূতলং সকলং বজ্র তোয়রূপী মহেশ্বরঃ। উর্মিমালী মহাবেগঃ সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
ভূর্লোকমাশ্রিতং সর্ব্বং তদা নশ্যতি যাদব। ন বিনশ্যন্তি রাজেন্দ্র বিশ্রুতাঃ
কুলপর্বতাঃ" ২৬॥

অত্র কুলপর্বতা মহেন্দ্র-মলয়েত্যাদয়ঃ।

"শেষং বিনশ্যতি জগৎ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ। নৌর্ভূত্বা তু মহী দেবী তদা
যদুকুলোদ্ভব ॥২৭॥

ধারয়ত্যথ বীজানি সর্ব্বাণ্যেবাবিশেষতঃ। আকর্ষতি তু তাং নাবং স্থানাৎ
স্থানং তু লীলয়া ॥২৮॥

কর্ষমাণং তু তাং নাবং দেবদেবং জগৎপতিম্। স্তুবন্তি ঋষয়ঃ সর্ব্বে দিব্যৈঃ
কর্মভিরচ্যুতম্ ॥২৯॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

বলিলেন—মন্বন্তর ক্ষীণ হইলে দেবতাগণ ও মন্বন্তরের প্রধান মহর্লোকে আসিয়া নির্ভয়ে অবস্থান করেন, ইন্দ্রের সহিত মনু ও দেবতাগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, যাহা হইতে পুনরাবৃত্তি দুর্ল্লভ ॥২৩॥

সপ্তঋষি সেখানে থাকেন অধিকার শেষ হইলে সকলেই পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার সদৃশ হয়। হে বজ্র! এই ভূমণ্ডলকে জলরূপী মহেশ্বর মহাবেগশালী তরঙ্গদ্বারা সকল বস্তু আবৃত করেন—ভূলোকের সকল বস্তু তখন বিনাশ পায়। হে রাজেন্দ্র! বিখ্যাত কুল পর্ব্বত সকল তখন বিনষ্ট হয় না, এ স্থলে কুল-পর্ব্বত বলিতে—মহেন্দ্র-মলয় 'প্রভৃতি, পরিশেষে স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণী

এখানে চতুর্ব্বিধ সংস্থার মধ্যে আত্যন্তিক-লয়াখ্য-সংস্থার মধ্যে আত্যন্তিক-তুরীয়াখ্য-সংস্থা মুক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে ॥৬২॥

সর্বসংবাদিনী

ঘূর্ণমানস্তদা মৎস্যো জলবেগোর্মিসঙ্কুলে। ঘূর্ণমানাং তু তাং নাবং নয়ত্যমিত-বিক্রমঃ ॥৩০॥

হিমাদ্রি-শিখরে নাবং বদ্ধা দেবো জগৎপতিঃ। মৎস্যস্তদৃশ্যো ভবতি তে চ তিষ্ঠন্তি তত্রগাঃ ॥৩১॥

কৃত-তুল্যং তদা কালং তাবৎ প্রক্ষালনং স্মৃতম্।
আপঃ শমমথো যান্তি যথাপূর্বং নরাধিপ।
ঋষয়শ্চ মনুশ্চৈব সর্বং কুর্বন্তি তে তদা ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

বিনাশ প্রাপ্ত হয়, পৃথিবীদেবী নৌকা হইয়া সেই কালে সকল বস্তুর বীজ ধারণ করেন। মৎস্যদেব অনায়াসে ঐ নৌকাকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান। ঋষিগণ সেইকালে ভগবানের দিব্য লীলার দ্বারা তাহাকে স্তব করেন। সমুদ্রের প্রচণ্ডবেগ ও তরঙ্গমধ্যে মৎস্যদেব তখন ঘুরিতে থাকেন এবং ঘূর্ণায়মান ঐ নৌকাকে তিনি প্রবল বিক্রমে ঘুরাইতে থাকেন, পরিশেষে হিমালয়ের শিখরে নৌকাকে আবদ্ধ করিয়া মৎস্যদেব অদৃশ্য হন। নৌকাস্থিত ঋষিগণ তাহারা সেই খানেই থাকেন। সেই সময়টি সত্যযুগের ন্যায় অনুভূত হয়। ইহাকেই জলদ্বারা পৃথিবীর প্রক্ষালন বলা হয়। অনন্তর সমুদ্রের জল পূর্ব্বের ন্যায় সমঅবস্থা প্রাপ্ত হয়। মনু এবং ঋষিগণ তাঁহারা সেইকালে নিজ নিজ কর্ম্ম করেন। ॥৩২॥

হে যদুবৃন্দনাথ! আমাকর্ত্তৃক মন্বন্তর শেষে জগতের অবস্থা বর্ণিত হইল। ইহার পর কি কীর্ত্তন করিব হে মহারাজ তাহা সংক্ষেপে বলুন, ॥৩৩॥

এইরূপে সর্ব্বমন্বন্তরের শেষে প্রলয় হয় ইত্যাদি প্রকরণ শ্রীহরিবংশে ও তাহার টীকাতে স্পষ্ট বর্ণিত আছে।

শ্রীভাগবতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্বন্তরের শেষে প্রলয় বর্ণিত হইতেছে— (ভাঃ ৪।৩০।৪৯) পূর্ব্বসৃষ্টির কিছুকাল অতীত হইলে পর চাক্ষুষ মন্বন্তরে

সর্বসংবাদিনী

মন্বন্তরান্তে জগতামবস্থা, ময়েরিতা তে যদুবৃন্দ-নাথ।
অতঃপরং কিং তব কীর্ত্তনীয়ং, সমাসতস্তদ্বদ ভূমিপাল॥"৩৩॥ ইতি।

এবং সর্বমন্বন্তরেষু সংহারা ইত্যাদি-প্রকরণং শ্রীহরিবংশে, (হরিপ ৮।২৭) তদীয়-টীকাসু চ স্পষ্টমেব। অতএব পঞ্চম-ষষ্ঠ-মন্বন্তরান্তে শ্রীভাগবতেঽপি (৪।৩০।৪৯) প্রলয়ো বর্ণ্যতে—

"চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্সর্গে কাল-বিদ্রুতে।
যঃ সসর্জ্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈব-চোদিতঃ॥"৩৪॥ ইত্যাদৌ;

(ভাঃ ১।৩।১৫)—

"রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষান্তর-সংপ্লবে।
নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্॥" ৩৫॥ ইত্যাদৌ চ।

তথা চ ভারত-তাৎপর্যে (৩।৪৩) শ্রীমধ্বাচার্যাঃ—"মন্বন্তর-প্রলয়ে মৎস্যরূপো বিদ্যামদান্মনবে দেবদেবঃ" ইতি। দ্বাদশে (ভাঃ ১২।৮।৩) শৌনক-বাক্যে—

"স বা অস্মৎকুলোৎপন্নঃ কল্পেঽস্মিন্ ভার্গবোত্তমঃ।
নৈবাধুনাপি ভূতানাং সংপ্লবঃ কোঽপি জায়তে॥" ৩৬॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দক্ষপ্রজাপতি যে সকল প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ॥৩৩॥ (ভাঃ ১।৩।১৫) চাক্ষুষ মন্বন্তরে যখন প্রলয় হয়, সেই ভগবান মৎস্য-দেবরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে নৌকা করিয়া বৈবস্বত মনুকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া পালন করিতে থাকেন ইত্যাদি। সেরূপ ভারত তাৎপর্য্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন—মন্বন্তরের মধ্যে প্রলয়কালে দেবদেব মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া মনুকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছিলেন।॥৩৫॥

দ্বাদশস্কন্ধে (ভাঃ ১২।৮।৩) শৌনকবাক্যে ভৃগুকুল শ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় ঋষি আমাদের কুলে উৎপন্ন হইয়া এই কল্পে প্রলয় দর্শন করিয়াছিলেন। তৎপরে এই পর্য্যন্ত আর কোন প্রলয় হয় নাই।॥৩৬॥ এস্থলে সে প্রলয় অস্বীকার করা হইয়াছে, উহা কল্পান্তপ্রলয় বিষয়কই, কারণ এর পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে—যে প্রলয়দ্বারা এই জগৎ সমগ্র নষ্ট হয়, মন্বন্তর প্রলয়ে মনু প্রভৃতি থাকেন।

সর্বসংবাদিনী

ইত্যত্র তদস্বীকারস্তু কল্পান্ত-প্রলয়-বিষয় এব, (ভাঃ ১২।৮।২) "যেন গ্রস্ত-মিদং জগৎ" ইত্যুক্তত্বাৎ, মন্বন্তর-প্রলয়ে ভাবি-মন্বাদীনামপি স্থিতেশ্চ। ষষ্ঠে তু প্রলয়োঽন্যস্মান্মন্বন্তরাদ্বিলক্ষণঃ,—ত্রৈলোক্যস্যৈব মজ্জনাৎ। তথা চাষ্টমে (ভাঃ ৮।২৪।৩৩) শ্রীমৎস্যদেবেনোক্তম্—

"ত্রিলোক্যাং লীয়মানায়াং সম্বর্ত্তাম্ভসি বৈ তদা।
উপস্থাস্যতি নৌঃ কাচিদ্বিশালা ত্বাং ময়েরিতা॥" ৩৭॥ ইতি।

এতদপেক্ষয়ৈব তত্র শ্রীশুকেনাপি (ভাঃ ৮।২৪।১১) "যোঽসাবস্মিন্ মহাকল্পে" ইত্যুক্তম্ ;—'কল্প'-শব্দস্য প্রলয়-মাত্র-বাচিত্বাৎ ; মহচ্ছব্দস্য মন্বন্তরান্তর-প্রলয়াপেক্ষত্বাৎ,—"সম্বর্ত্তঃ প্রলয়ঃ কল্পঃ ক্ষয়ঃ কল্পান্ত ইত্যপি" ইত্যমরঃ। অতস্ত্রৈলোক্য-মজ্জনহেতোরেব দৈনন্দিন-প্রলয়বদ্ব্রহ্মাপি তদা সত্যযুগসমানকালে প্রলয়ে শ্রীনারায়ণ-নাভিকমলে বিশ্রাম্যতি ;—যত এব তত্র বিশ্রমণ-সাম্যাৎ (ভাঃ ৮।২৪।৩৭) 'যাবদ্ব্রাহ্মী নিশা' ইতি নিশা-শব্দঃ প্রযুক্তঃ।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

ষষ্ঠস্কন্ধে যে প্রলয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অন্য মন্বন্তরের প্রলয় হইতে ভিন্ন, ঐ সময় তিনটি লোকই ডুবিয়া গিয়াছিল। অষ্টম স্কন্ধে শ্রীমৎস্য-দেব বলিয়াছেন—প্রলয়কালে সমুদ্রে তিনটি লোক লীন হইলে বিশাল কোন নৌকা তোমাকে রক্ষা করিবে, আমাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া(৩৭)। এই কারণেই সেখানে শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন এই মহাকল্পে এস্থলে কল্প শব্দের অর্থ প্রলয়মাত্র বাচক মহৎশব্দ মন্বন্তরের মধ্যে প্রলয়ের অপেক্ষায় বলা হইয়াছে। অমরকোষেও পর্য্যায় শব্দে সম্বর্ত্ত প্রলয় কল্প ক্ষয় কল্পান্ত এই সকল একার্থ বাচি। অতএব তিনটি লোক ডুবিয়া যাওয়ার কারণই দৈনন্দিন প্রলয়ের ন্যায়। ব্রহ্মাও সেইকালে সত্য যুগ সমান সময় প্রলয়ের ন্যায় ব্রহ্মাও সেইকালে সত্য যুগ সমান সময় প্রলয়ে শ্রীনারায়ণের কমলে বিশ্রাম করেন এই কারণে ঐ সময়কে নিশা বলা হইয়াছে সেই সময় তিনটি লোক ডুবিয়া গেলেও কোন দেব ও অসুরগণের ভোগ সমাপ্ত না হওয়ায় ঐ নৌকা অবলম্বন করিয়া থাকার কথা জানা যায়, শ্রীমৎস্য দেব কর্ত্তৃক সত্যব্রতের প্রতি যাহা

সর্ব্বসংবাদিনী

তত্র চ ত্রৈলোক্য-মজ্জনেঽপি কেষাঞ্চিদ্দেবাসুরাদীনামসমাপ্ত-ভোগানাং স্থিতিঃ তাং নাবমালম্ব্যেব ; যদুক্তং শ্রীমৎস্যদেবেনৈব সত্যব্রতং প্রতি,— (ভাঃ ৮।২৪।৩৪)

"ত্বং তাবদোষধীঃ সর্বা বীজান্যুচ্চাবচানি চ।
সপ্তর্ষিভিঃ পরিবৃতঃ সর্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ।" ৩৮॥ ইতি।

তস্মাৎ সিদ্ধে মন্বন্তর-প্রলয়ে, তস্যাপি নৈমিত্তিকত্বাচ্চতুষ্টয়ানতিরিক্তত্বম্। অন্যোঽপ্যকস্মাৎ প্রলয়ঃ শ্রূয়তে,—যথা স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তর-সৃষ্ট্যারম্ভে, যথা চ ষষ্ঠ-মন্বন্তরমধ্যে প্রাচেতস-দক্ষ-দৌহিত্র-হিরণ্যাক্ষবধে। উভয়োরৈক্যেন কথনং তু তৃতীয়ে লীলা-সাজাত্যেনৈব জ্ঞেয়ম্; যথা পাদ্ম-ব্রাহ্ম-কল্পয়োঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ সাঙ্কর্য্যম্, তদ্বৎ। তস্মাৎ (ভাঃ ২।১০।৬) "নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ" ইত্যেতল্লক্ষণমপ্যুপলক্ষণমেব,—নিত্যপ্রলয়েঽপি তদব্যাপ্তেঃ ॥৬২॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

বলা হইয়াছে, তুমি যতপ্রকার বৃক্ষ বীজ এবং সপ্তঋষির সহিত পরিবৃত হইয়া উত্তম প্রাণীগণের সহিত ঐ নৌকাকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে। অতএব মন্বন্তর প্রলয়সিদ্ধ হইলে উহাও নৈমিত্তিক হেতু চারিপ্রকার প্রলয়ই, সিদ্ধান্তিত হইল।

অন্য একপ্রকার প্রলয়ের কথা অকস্মাৎ শুনা যায়, যেমন—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সৃষ্টির আরম্ভে এবং ষষ্ঠ মন্বন্তর মধ্যে হিরণ্যাক্ষবধকালে। তবে ঐ দুইটিকে এক করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে যে বলা হইয়াছে উহা লীলার সাদৃশ্যে জানিতে হইবে। যেমন পদ্মকল্পে ও ব্রহ্ম কল্পে প্রলয় কোন কোন সময় একই রূপই হয়। সেইহেতু নিরোধ অর্থাৎ সকল শক্তির সহিত ভগবানের শয়ন এই লক্ষণটি উপলক্ষণ মাত্র নিত্য প্রলয়েও তাহার অব্যাপ্তি হেতু ॥ ৬২ ॥

"হেতুর্জীবোঽস্য সর্গাদেরবিদ্যাকর্মকারকঃ।
যঞ্চানুশয়িনং প্রাহুরব্যাকৃতমুতাপরে॥" (ঐ, ১৭)

হেতুর্নিমিত্তম্। অস্য—বিশ্বস্য। যতোঽয়মবিদ্যয়া কর্ম্ম-কারকঃ। যমেব হেতুং কেচিচ্চৈতন্য প্রাধান্যেনানুশয়িনং প্রাহুঃ, অপরে উপাধিপ্রাধান্যেনাব্যাকৃতমিতি॥৬৩॥

বিদ্যাভূষণ

যঞ্চানুশয়িনমিতি। ভুক্তশিষ্ট-কর্ম্মবিশিষ্টো জীবোঽনুশয়ীত্যুচ্যতে। ॥৬৩॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অবিদ্যা কর্ত্তৃক মোহিত কর্ত্তৃত্বাভিমানী জীবই এই বিশ্বের সর্গাদির হেতু, সৃষ্টির নিমিত্তভূত ঐ জীব যাঁহাকে কেহ চৈতন্য-প্রাধান্যে অনুশয়ী, কেহ উপাধি প্রাধান্যে অব্যাকৃত বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ অনুশয়ী বলিতে প্রলয়কালে যখন প্রকৃতির ভর্ত্তা কারণার্ণব-শায়ী-সঙ্কর্ষণ যোগনিদ্রায় শয়ান থাকেন, তৎকালে ভুক্তশিষ্ট-কর্ম্মবিশিষ্ট (ভোগ করিবার পরেও পুন-র্ভোগের নিমিত্ত যে কর্ম্ম অবশিষ্ট রহিয়াছে) জীব তাঁহার সহিত যাইয়া শয়ন করে, সেই জীবকেই সৃষ্টির হেতু বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের কর্ম্মানুসারেই জগতের সৃষ্টি, "ন কর্ম্মবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ" সূত্রে এই কর্ম্মের অনাদিত্ব প্রতিপাদন করিয়া দেখাইয়াছেন। সুতরাং অবিদ্যামোহিত ভোক্তা অভিমানী জীবের ভোগের জন্যই সৃষ্টি। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, "জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। (গীতা ৭।৫) এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন, "যয়া চেতনয়া ইদং জগৎ স্বকর্ম্ম-দ্বারা ধার্য্যতে শয্যাসনাদিবৎ স্বভোগায় গৃহ্যতে।"

জীবকে অনুশয়ী ও অব্যাকৃত বলিবার উদ্দেশ্য।

অর্থাৎ শয্যা এবং আসনাদি যেরূপ নিজের ভোগের নিমিত্ত প্রবৃত্তি-বিমূঢ়-জনগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়, সেই প্রকার চেতন-প্রকৃতি-স্বরূপ জীব কর্ত্তৃক তাহার পূর্ব্বভোগাবশিষ্ট-কর্ম্মের দ্বারা তদীয় কর্ম্মানুরূপ জগৎ ধৃত হইয়া থাকে।

এখানে জীবকে অব্যাকৃত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের সংসার-ভোগের প্রতি ভোক্তৃত্বাদি অভিমানই উপাধি, ঐ উপাধি

"ব্যতিরেকান্বয়ো যস্য জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
মায়াময়েষু তদ্ব্রহ্ম জীববৃত্তিষ্বপাশ্রয়ঃ॥" [ঐ, ১৮]

শ্রীবাদরায়ণসমাধিলব্ধার্থবিরোধাদত্র চ জীবশুদ্ধস্বরূপমেবাশ্রয়ত্বেন ন ব্যাখ্যায়তে। কিন্তু অয়মেবার্থঃ—জাগ্রদাদিষ্ববস্থাসু, মায়াময়েষু মায়াশক্তিকল্পিতেষু মহদাদিদ্রব্যেষু চ, কেবল স্বরূপেণ ব্যতিরেকঃ পরমসাক্ষিতয়ান্বয়শ্চ যস্য, তদ্ব্রহ্ম জীবানাং বৃত্তিষু শুদ্ধস্বরূপতয়া সোপাধিতয়া চ বর্ত্তনেষু স্থিতিষ্বপাশ্রয়ঃ সর্ব্বমত্যতিক্রম্যাশ্রয় ইত্যর্থঃ। অপেত্যেতৎ খলু বর্জ্জনে, বর্জ্জনঞ্চাতিক্রমে পর্য্যবস্যতীতি॥৬৪॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

প্রাকৃতিক ধর্ম হইতে উৎপন্ন, প্রলয়ে প্রকৃতিও অক্ষুব্ধাবস্থায় কারণে লীন থাকে, সুতরাং কি প্রলয়কালে কি সৃষ্টিকালে প্রকৃতিকে আশ্রয় না করিলে জীবের থাকা সম্ভবপর হয় না, এই নিমিত্ত জীবের চৈতন্য-প্রাধান্যের গ্রহণ করিয়া তাহাকে দেখিলে 'অনুশয়ী' এবং জাগতিক প্রকৃতির মূল কারণের গ্রহণ করিয়া তাহাকে দেখিলে 'অব্যাকৃত' বলা হয়। সুতরাং বিভিন্ন বস্তুর প্রাধান্যানুসারে এই বিভিন্ন আখ্যার অসামঞ্জস্য হয় না। বিশেষতঃ জীবের ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মই যখন সৃষ্টির প্রতি হেতুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখনই জীব বা অব্যাকৃত উভয়কেই গ্রহণ করা হইয়াছে। ॥৬৩॥ এক্ষণে অপাশ্রয়ের নিরূপণ করিতেছেন ; "জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থায় ও মায়াময় ভাবৎ পদার্থে হেতুরূপে যাঁহার অন্বয়, এবং এই হেতুস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও ভাহা হইতে যাঁহার পার্থক্য তিনিই 'অপাশ্রয়' নামে অভিহিত হয়েন।" এই অপাশ্রয় শব্দে যদি শুদ্ধ-জীবকে বলা হয়, ভাহা হইলে মহর্ষি বাদরায়ণের সমাধির সহিত বিরোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে, কারণ জীব নিত্য সাক্ষি-স্বরূপ চেতন-ধর্ম্মা হইলেও, তাহারও যিনি চেতয়িতা এমন সেই ঈশ্বরকে সমাধিতে দেখিয়াছিলেন, সুতরাং জাগ্রদাদি অবস্থায় এবং মায়াশক্তি-কল্পিত মহদাদি-ভাবৎদ্রব্যে কেবল-স্বরূপে অর্থাৎ শুদ্ধ-ব্রহ্মরূপে যাঁহার ব্যতিরেক এবং সাক্ষী-জীবেরও পরম-সাক্ষিরূপে যাঁহার অন্বয়,

অপাশ্রয়-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ।

তদেবমপাশ্রয়াভিব্যক্তিদ্বারভূতং হেতুশব্দব্যপদিষ্টস্য জীবস্য শুদ্ধস্বরূপজ্ঞানমাহ, দ্বাভ্যাম্—

"পদার্থেষু যথা দ্রব্যং তন্মাত্রং রূপনামসু।
বীজাদিপঞ্চত্বান্তাসু হ্যবস্থাসু যুতাযুতম্॥
বিরমেত যদা চিত্তং হিত্বা বৃত্তিত্রয়ং স্বয়ম্।
যোগেন বা তদাত্মানং বেদেহায়া নিবর্ত্তত॥" (ঐ, ১৯-২০)

রূপনামাত্মকেষু পদার্থেষু ঘটাদিষু যথা দ্রব্যং পৃথিব্যাদি যুতমযুতঞ্চ ভবতি কার্য্যদৃষ্টিং বিনাপ্যুপলম্ভাৎ। তথা তন্মাত্রং শুদ্ধং জীবচৈতন্যমাত্রং বস্তু গর্ভাধানাদি-পঞ্চতান্তাসু নবস্বপ্যবস্থাসু অবিদ্যয়াযুতং স্বতস্ত্বযুতমিতি শুদ্ধমাত্মানমিত্থং জ্ঞাত্বা নির্ব্বিন্নঃ সন্নপাশ্রয়ানুসন্ধানযোগ্যা ভবতীত্যাহ, বিরমেতেতি। বৃত্তিত্রয়ং

বিদ্যাভূষণ

রূপেতি মূর্ত্ত্যা সংজ্ঞয়া চোপেতেষ্বিত্যর্থঃ। কার্য্যদৃষ্টিমিতি। ঘটাদিভ্যঃ পৃথগপি পৃথিব্যাদেঃ প্রাপ্তেরিত্যর্থঃ। অপাশ্রয়েতি। ঈশ্বরধ্যান যোগ্যো ভবতি ইত্যর্থঃ। স্বয়মিতি—বামদেবঃ খলু গর্ভস্থ এব পরমাত্মানং বুবুধে; যোগেন দেবহুতীত্যর্থঃ ॥৬৫॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

সেই ব্রহ্মই জীবের উভয়বিধ বৃত্তিতে অর্থাৎ শুদ্ধজীবরূপ বৃত্তিতে ও যাহাকে আধ্যাত্মিক পুরুষ আখ্যায় অভিহিত করা হয়, সেই দেহাত্মভিমানী উপাধিতেও যিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনিই 'অপাশ্রয়' আখ্যায় অভিহিত হন। এখানে অপাশ্রয় শব্দে সকলকে অতিক্রম করিয়া যিনি আশ্রয়-স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন, তাহাকেই বলা হইয়াছে। যেহেতু এখানে অপ-শব্দ বর্জ্জন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় উহা অতিক্রম অর্থেই পর্য্যবসিত হইয়াছে ॥৬৪॥

এবম্প্রকার অপাশ্রয়তত্ত্বের অভিব্যক্তির দ্বারভূত, এবং সৃষ্টির হেতুরূপে নির্ণীত জীবের শুদ্ধস্বরূপতাও বক্ষমাণ শ্লোকদ্বয়ে উক্ত হইতেছে :—

রূপ নামাত্মক ঘটপটাদি পদার্থে যদ্রূপ পৃথিব্যাদি দ্রব্য যুত ও অযুত ভাবে

জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-রূপম্। আত্মানং—পরমাত্মানং। স্বয়ং—বামদেবাদেরিব মায়াময়ত্বানুসন্ধানেন দেবহুত্যাদেরিবানুষ্ঠিতেন যোগেন বা। ততশ্চ ঈহায়াস্তদনুশীলনব্যতিরিক্তচেষ্টায়াঃ। শ্রীসূতঃ। উদ্দিষ্টঃ সম্বন্ধঃ ॥৬৫॥

সর্ব্বসংবাদিনী

সন্দর্ভমুপসংহরতি,—'উদ্দিষ্টঃ সম্বন্ধঃ' ইতি সম্বন্ধিনঃ পরমতত্ত্বস্য দিঙ্‌মাত্রমেব দর্শিতমিত্যর্থঃ। অত্র তস্য সম্বন্ধিনঃ শাস্ত্র-বাচ্যত্বে ষড়্‌বিধং লিঙ্গমপ্যুদাহৃতমেবেতি ন পুনর্বিবৃতম্। তথা হি তত্রোপক্রমোপসংহারয়োরৈক্যম্—(ভাঃ ১।১।২) "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু" ইতি, (ভাঃ ১২।১৩।১২) "সর্ববেদান্তসারম্" ইতি। অভ্যাসঃ—(ভাঃ ২।১০।১) "অত্র সর্গঃ" ইতি; অপূর্ব্বতা—

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের উপসংহারে বলিতেছেন—'উদ্দিষ্টঃ সম্বন্ধঃ' এই বাক্যদ্বারা সম্বন্ধী পরম-তত্ত্বের দিক্‌মাত্রই দেখান হইল। এই গ্রন্থে সেই সম্বন্ধিতত্ত্বের শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যত্ব বিষয়ে ষড়্‌বিধলিঙ্গও বলা হইয়াছে, পুনরায় শ্রীমদ্‌ভাগবত-তাৎপর্য্য শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভে ১০৫—১১০ তম অনুচ্ছেদে দেখান হইবে এজন্য এস্থলে বিস্তৃত করা হইল না। তথাপি কিঞ্চিৎ দেখান হইতেছে তন্মধ্যে—উপক্রম ও উপসংহারের একরূপতা, শ্রীমদ্ ভাগবতে (১।১।২) 'বেদ্যং

রহিয়াছে, অর্থাৎ ঘট-পটাদি কার্য্যদৃষ্টিতে তত্তদুপাদানরূপে যখন পৃথিব্যাদিকে দেখা হয়, তখন পৃথিব্যাদিকে যুত বলা যায়, এবং উক্ত ঘট-পটাদি কার্য্যদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল পৃথিব্যাদি স্বরূপে দেখিলে অযুত বলা হয়। তদ্রূপ শুদ্ধ জীব চৈতন্যমাত্র বস্তুও—গর্ভাধানাদি শ্মশানান্ত পঞ্চত্বান্ত-দেহের এই নববিধ অবস্থায় অবিদ্যামোহিত জীব যুত আখ্যা প্রাপ্ত হয়, এবং স্বতঃ অর্থাৎ মোহিত অবস্থার পরিবর্জ্জনে 'অযুত' বলিয়াই অভিহিত হয়। অতএব এই শুদ্ধ আত্মাকে এবম্প্রকারে জানিয়া কৃতার্থ জীব অপাশ্রয়ের অনুসন্ধানে যোগ্যতা প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় চিত্ত বামদেবাদির ন্যায় পরিদৃশ্যমান-প্রপঞ্চের মায়াময়ত্বানুসন্ধানের দ্বারা, অথবা দেবহূতি প্রভৃতির ন্যায় অনুষ্ঠিত যোগদ্বারা জাগ্রৎ,

সর্ব্বসংবাদিনী

(ভাঃ ১।২।১১) "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ" ইতি, অন্যৈরনধিগতত্বাৎ। অর্থবাদঃ, ফলঞ্চ—(ভাঃ ১।১।২) "শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্" ইত্যনুদাহৃতমপ্যনুসন্ধেয়ম্। উপপত্তিঃ—(ভাঃ ২।১০।২) "দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থম্" ইতি ॥৬৫॥

সন্দর্ভং সমাপয়তি—ইতীতি ; 'বিভজনং'—দানম্ ; 'বিশ্বে'ঽস্মিন্ যে 'বৈষ্ণব-রাজাঃ'—তচ্ছ্রেষ্ঠাস্তেষাং 'সভাসু' যৎ 'সভাজনং'—সন্মাননম্, তস্য 'ভাজনং'—

বিদ্যাভূষণ

ইতি কলীতি। কলিযুগ পাবনং যৎ স্বভজনং, তস্য বিভজনং বিতরণং প্রয়োজনং যস্য, তাদৃশোঽবতারঃ প্রাদুর্ভাবো যস্য, তস্য শ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্য-দেবস্য চরণয়োরনুচরৌ, বিশ্বস্মিন্ যে বৈষ্ণবরাজাস্তেষাং সভাসু যৎ সভাজনং সংকারস্তস্য ভাজনে পাত্রে চ যৌ শ্রীরূপসনাতনৌ, তয়োরনুশাসনভারত্য উপদেশবাক্যানি গর্ভে মধ্যে যস্য তস্মিন্ ॥০॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

বাস্তব বস্তু' এবং 'সর্ব্ববেদান্ত সারং' এই দুইটি শ্লোকে দেখান হইয়াছে। অভ্যাস—অত্র সর্গবিসর্গশ্চ ইত্যাদি, অপূর্ব্বতা—বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ, ইহা অন্যের অগম্য। অর্থবাদ ও ফল—শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং। উপপত্তি—(যুক্তি) দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং—আশ্রয় তত্ত্বের পরিশুদ্ধির জন্য অন্য নয়টি লক্ষণ ॥৬৫॥

সন্দর্ভ শেষ করিতেছেন—কলিযুগ পাবন অবতারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব নিজভজন দান করিবার প্রয়োজনে নিজ অনুচর-দ্বয় এই বিশ্বে যে বৈষ্ণব রাজা তাহাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদের সভাতে যিনি সম্মানের পত্র সেই শ্রীরূপ-সনাতনের আজ্ঞা বা শিক্ষারূপ যে ভারতী

স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ-বৃত্তিত্রয়কে পরিত্যাগ করিয়া গুণময় বিষয় হইতে বিরত হন, এবং সেই পরমাত্মস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে জানিতে পারিয়া কৃতার্থ জীব তদীয় শ্রীচরণারবিন্দের ভজনানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকেন ॥৬৫॥

ইতি-কলিযুগপাবন স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণ-চৈতন্য-দেবচরণানুচর-বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-ভাজন শ্রীশ্রীরূপসনাতনানুশাসন-ভারতীগর্ভে শ্রীভাগবতসন্দর্ভে

শ্রীতত্ত্ব-সন্দর্ভোনাম প্রথমঃ সন্দর্ভঃ।

সমাপ্তোহয়ং শ্রীশ্রীতত্ত্ব-সন্দর্ভঃ॥

মূলম্—২৫ লেখ্যাঃ, শ্লোকাঃ—৪৭৫

সর্বসংবাদিনী

পাত্রম্; 'অনুশাসনম্'—আজ্ঞা শিক্ষা বা, তদ্রূপা যা 'ভারতী' তস্যা 'গর্ভ'-রূপে—তৎসম্ভূত ইত্যর্থঃ॥

ইতি শ্রীভাগবতসন্দর্ভে শ্রীসর্ব্বসংবাদিন্যাং শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভানুব্যাখ্যা॥১॥

বিদ্যাভূষণ

টিপ্পনী তত্ত্ব-সন্দর্ভে বিদ্যাভূষণ-নির্ম্মিতা।
শ্রীজীব-পাঠসংপৃক্তা সদ্ভিরেষা বিশোধ্যতাম্॥

ইতি শ্রীনন্দলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা তত্ত্ব-সন্দর্ভ টিপ্পনী সমাপ্তা।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অর্থাৎ বাণী তা হইতে জাত শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ মধ্যে এই শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ নামক প্রথম সন্দর্ভটি সমাপ্ত হইলেন।

কলিযুগের একমাত্র উপায়স্বরূপ যে নিজ-ভজন, (ভগবদ্ভজন) সেই ভজন-বিতরণই যাহার অবতারের একমাত্র প্রয়োজন, সেই শ্রীশ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের শ্রীচরণানুচর এবং এই বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পাত্রশ্রেষ্ঠ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের উপদেশ-বাক্যামৃতের অন্তর্গত শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে শ্রীতত্ত্ব-সন্দর্ভ নামক প্রথম সন্দর্ভের পরিসমাপ্তি॥

সম্পূজক—**শ্রীকানাইলাল পঞ্চতীর্থ,** বৈষ্ণবদর্শন-শাস্ত্রাধ্যাপক ও অধ্যক্ষ—নবদ্বীপ গভঃ সংস্কৃত কলেজ।

—:✱:—

উৎসর্গপত্রম্

ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞান-সারং
নিগমকৃতুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্‌বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ ভৃত্যবর্গান্।
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥
মহাপ্রভুং শ্রীচৈতন্যং গৌরীদাস-সমন্বিতম্।
শ্রীমন্তং হৃদয়ানন্দং শ্যামানন্দেন শোভিতম্॥
কিশোরস্য পদং বন্দে বন্দে কৃষ্ণগতিং তথা।
শ্রীমদ্ ব্রজজনানন্দং বৈষ্ণবানন্দ-দেবকম্॥
শ্রীমতীং চন্দনাদেবীং দেবীঞ্চ কুঙ্কুমাং তথা।
শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দং বন্দে শ্রীগোপীবল্লভম্॥
শ্রীগুরুচরণান্ বন্দে শ্রীগৌরপার্ষদাগ্রগান্।
গৌড়োৎকল-ব্রজস্থাংশ্চ বৈষ্ণবান্ ক্ষিতিপাবনান্॥
অহৈতুক-কৃপাব্ধীনাং বিগ্রহেভ্যো মুহুর্ময়া।
যাচ্যতে কাকুভিস্তেষাং পাদরজোঽভিষেচনম্॥
আস্তিক্যদর্শনাদীনাং প্রণেতুঃ শ্রীজগদ্‌গুরোঃ।
শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দদেব-গোস্বামীনঃ কৃপা-।
সুধাসারসরিৎসিক্ত-প্রেমানন্দ-কলেবরম্।
বৈকুণ্ঠনাথ-নামানং পিতৃদেবমহং ভজে॥
পিছল্‌দা-গ্রাম বাস্তব্য-প্রভুগণ-কুলোদ্ভবাম্।
মাতৃদেবীমহং বন্দে শ্রীবাসন্তীস্বরূপিণীম্।
বৃন্দাবনে নিকুঞ্জস্থ-সেবাসংসক্তমানসাম্।
পিতৃণামাত্মতৃপ্ত্যর্থমিদমর্ঘ্যং নিবেদিতম্॥—সম্পূজকেন।

কৃতজ্ঞতাপ্রকাশঃ

নাম-বিজ্ঞান-বৈচিত্রী-বিচারাচার্যবিগ্রহম্।
গোস্বামি-প্রবরং বন্দে শ্রীমৎকানুপ্রিয়ং প্রভুম্॥
অশেষ-শাস্ত্রদর্শিনং পুরীদাস-সমন্বিতম্।
সুন্দরানন্দনামানং বিদ্যাবিনোদ-ভূষিতম্।
মদীয়জ্ঞান সর্বস্ব প্রদাতারমহং ভজে॥
শ্রীধরচন্দ্র গোস্বামি-সিদ্ধান্তরত্ন-ভূষিতম্।
শ্রীনন্দলাল রায়ঞ্চ বিদ্যাসাগর-সংজ্ঞিতম্।
বন্দে পিতৃসতীর্থৌ তৌ বিশ্বম্ভর-কৃপাভরৌ।
ভক্তিশাস্ত্রপ্রদাতারৌ তাম্রলিপ্তনিবাসিনৌ॥
শ্রীহরিদাসদাসস্য পাদপদ্মমহং ভজে।
যস্য কৃপানিদেশেন নবদ্বীপ-কৃতস্থিতিঃ॥
অদ্বৈতদাস-সংজ্ঞঞ্চ কৃত-গোবর্দ্ধনাশ্রয়ম্।
পিতুঃ সন্ন্যাসদাতারং পণ্ডিতাখ্যমহং ভজে॥
বৈষ্ণবশাস্ত্র-বেত্তারং ন্যায়-বেদান্ত পারগম্।
শ্রীমদ্‌বিদ্যাগুরুং বন্দে রাজেন্দ্রচন্দ্র সংজ্ঞকম্॥
সুরেন্দ্রচন্দ্রনামানং পঞ্চতীর্থোপনামকম্।
সাহিত্যজ্ঞানদাতারং নবদ্বীপকৃতস্থিতিম্॥
শচীন্দ্রচন্দ্র ষট্‌তীর্থং তারকেশ্বরবাসিনম্।
বিশ্ববন্ধুরিতিখ্যাতং তর্কতীর্থাদিভূষিতম্।
উপেন্দ্রচন্দ্র-বিখ্যাতমষ্টতীর্থ বিভূষণম্॥
বেদান্তজ্ঞানদাতারং কলিকাতানিবাসিনম্।
বিধুভূষণসংজ্ঞঞ্চ বেদান্তসাংখ্য-পারগম্॥
ন্যায়শাস্ত্র-পরিজ্ঞানদাতারং দীনপালকম্।
শ্রীনর্মদাকুমারঞ্চ গোস্বামিপ্রবরং ভজে॥
কৃপা-প্রেরণয়া যেষাং হৃদি মে লঘুচেতসঃ।
জাতা শ্রীগুরুবর্গাণাং হার্দ-সম্পূরণে মতিঃ॥—সম্পূজকস্য